সুনানু ইবনে মাজাহ্

দ্বিতীয় খন্ড

আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ
ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

সুনানু ইবনে মাজাহ

দ্বিতীয় খণ্ড

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক
মাওলানা হাফেজ মুজীবুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলীল
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
অনূদিত

ডঃ আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু ইবনে মাজাহ্ (দ্বিতীয় খণ্ড)

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী

অনুবাদকবৃন্দ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সাইদুল হক
মাওলানা হাফেজ মুজীবুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলীল
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬১২
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৭৯
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০০০/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৬
ISBN : 984—06—0590—9

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
মাঘ ১৪১২
মহররম ১৪২৭

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ অংকন
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২৪৭.০০ টাকা

SUNANU IBN MAZAH (2nd Volume) : Compiled by Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Mazah Al-Qazbiny (Rh.) in Arabic, translated into Bangla by Moulana Mohammad Saidul Haque, Moulana Hafez Mujibur Rahman, Moulana Mohammad Abdul Jalil, Moulana Mohammad Musa and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 February 2006

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 247.00 ; US Dollar : 10.00

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ঃ	আইয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ	১০৯
অনুচ্ছেদ ঃ	ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযাহার দিনে সাওম পালন করা নিষিদ্ধ	১০৯
অনুচ্ছেদ ঃ	জুমু'আর দিনের সাওম পালন করা	১১০
অনুচ্ছেদ ঃ	শনিবারের দিনে সাওম পালন প্রসঙ্গে	১১১
অনুচ্ছেদ ঃ	দশম দিবসে সাওম পালন করা	১১১
অনুচ্ছেদ ঃ	'আরাফাত দিবসের সাওম	১১২
অনুচ্ছেদ ঃ	আশুরার দিনের সাওম	১১৩
অনুচ্ছেদ ঃ	সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা	১১৫
অনুচ্ছেদ ঃ	আশহুরে হুরুমের সাওম	১১৬
অনুচ্ছেদ ঃ	সাওম শরীরের যাকাত	১১৭
অনুচ্ছেদঃ	সাওম পালনকারীকে ইফতার করানোর ছাওয়াব	১১৭
অনুচ্ছেদ ঃ	সাওম পালনকারীর সামনে আহার করা	১১৮
অনুচ্ছেদ ঃ	সাওমরত ব্যক্তিকে আহারের জন্য ডাকা হলে	১১৯
অনুচ্ছেদ ঃ	সাওম পালনকারীর দু'আ রদ হয় না	১১৯
অনুচ্ছেদ ঃ	ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে আহার করা	১২০
অনুচ্ছেদ ঃ	রামাযানের সাওম যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করলে	১২১
অনুচ্ছেদ ঃ	মানতের সাওম যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করলে	১২১
অনুচ্ছেদ ঃ	রামাযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করলে	১২২
অনুচ্ছেদ ঃ	স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) সাওম পালন করা	১২২
অনুচ্ছেদ ঃ	কোন কাওমের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত সাওম পালন করবে না	১২৩
অনুচ্ছেদ ঃ	শোকরগোযার, আহারকারী ধৈর্যশীল সাওম পালনকারীর মত	১২৩
অনুচ্ছেদ ঃ	লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে	১২৪
অনুচ্ছেদ ঃ	রামাযান মাসের শেষ দশকের ফযীলত	১২৪
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফ প্রসঙ্গে	১২৫
অনুচ্ছেদ ঃ	কেউ ই'তিকাফ শুরু করলে; আর ইতিকাফের কাযা প্রসঙ্গে	১২৬
অনুচ্ছেদ ঃ	একদিন অথবা একরাত্রির ই'তিকাফ	১২৬
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফকারী মসজিদের একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে	১২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	মসজিদের বেষ্টনীর মধ্যে ই'তিকাফ করা	১২৭
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফকারীর জন্য রোগীর সেবা করা ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফকারীর মাথা ধোয়া এবং চুল আঁচড়ান প্রসঙ্গে	১২৮
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফকারীর স্ত্রীর মসজিদে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করা	১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ	মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা	১২৯
অনুচ্ছেদ ঃ	ই'তিকাফের ছাওয়াব	১৩০
অনুচ্ছেদ ঃ	দুই 'ঈদের রাতে 'ইবাদত করা	১৩০
	অধ্যায় ঃ যাকাত	১৩১
অনুচ্ছেদ ঃ	যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে	১৩৩
অনুচ্ছেদ ঃ	যাকাত আদায় না করা প্রসঙ্গে	১৩৪

অনুচ্ছেদ ঃ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ ঃ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, মহানবী (সা)-এর জীবনীসহ মূল্যবান ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদের কাজ অন্যতম। এ যাবত এই প্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীরসহ বহু ইসলামী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মাধ্যমে এদেশের মানুষ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পবিত্র কুরআন। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহানবী (সা)-এর হাদীস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা সংক্ষিপ্ত ও ইংগিতবহ। অল্প কথায় এতে ব্যাপক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে হাদীস জানা একান্ত জরুরী। হাদীস মুসলমানদের এক অমূল্য সম্পদ। এটা ইসলামী শরীয়তের অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল। হাদীস সংকলকগণ শুধু হাদীসগুলোই লিপিবদ্ধ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হতে সংকলক পর্যন্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের নামের ধারাবাহিকতাও এসব গ্রন্থে নির্ভুলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের হাজার হাজার রাবী (বর্ণনাকারী) এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনালেখ্য 'আসমায়ে রিজাল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির নিকট নেই।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য, প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে শুধু তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহই সংকলিত হয়েছে। এ ধরনের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ অন্যতম। এই গ্রন্থগুলো 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' নামে পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যে সুনানু ইবনে মাজাহ্সহ 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মসনদে ইমাম আজম আবূ হানীফা, তাহাবী শরীফ, তাজরীদুস সিহাহ্, আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব, তরজমানুস সুন্নাহ্, ইলাউস সুনান, মা'আরেফুল হাদীস, আল আদাবুল মুফরাদ প্রভৃতি সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং মসনাদে আহমদ-এর অনুবাদ ও মুদ্রণের কাজ চলছে।

সুনানু ইবনে মাজাহ্-এর দ্বিতীয় খণ্ড ২০০১ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই খেদমতটুকু কবূল করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং তাঁর অনুমোদন ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী আর হাদীস হলো তার ব্যাখ্যা। কুরআন হলো মূল প্রদীপ আর হাদীস হলো তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিছু বলতেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুবহু তা মুখস্থ করে ফেলতেন এবং যখন তিনি কিছু করতেন সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতেন ও মনে রাখতেন। রাসূল (সা)-এর যুগে ব্যাপকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রচলন ছিল না। পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং অসংখ্য হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ অন্যতম। এই ছয়খানি হাদীসগ্রন্থকে এক কথায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ) বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ ইতিমধ্যে ইবনে মাজাহ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপর পাঁচটি হাদীসগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে জনগণের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। মহানবী (সা)-এর অমিয় বাণী সম্বলিত এসব গ্রন্থ এদেশের মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

ইবনে মাজাহ্ একটি অনন্যসাধারণ হাদীসগ্রন্থ। হাদীস চয়ন এবং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস গ্রন্থটিকে অনবদ্য করে তুলেছে। ফিকাহ গ্রন্থের আংগিকে এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ নির্ধারিত হওয়ায় ফকীহ্গণের নিকট গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে এমন কতকগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে, যা সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপর কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এই গ্রন্থে ৪৩৪১ টি হাদীস রয়েছে। 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্তর্ভুক্ত বিশ্বনন্দিত 'সুনানু ইবনে মাজাহ্' ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ হতে অনূদিত হয়ে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ২০০১ সালে। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

অনুবাদক ও সম্পাদকবৃন্দ এবং গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমরা জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। তা সত্ত্বেও সুধীজনের নজরে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইন্শাআল্লাহ্।

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু ইবনে মাজাহ্

দ্বিতীয় খণ্ড

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٦. كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় ঃ জানাযা

١. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর পরিচর্যা প্রসঙ্গে

١٤٣٣ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ، وَيَعُوْدُهُ اِذَامَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

১৪৩৩ হান্নাদ ইবন সারী (র)...আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি 'হক' রয়েছে ঃ যখন সে তার সাথে সাক্ষাত করবে তখন তাকে সালাম দিবে, যখন সে তাকে ডাকে তখন ডাকে সাড়া দেবে, হাঁচির জবাব দেবে, যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার পরিচর্যা করবে, মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে এবং নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে, তা তার জন্য ভাল মনে করবে।

١٤٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ اَفْلَحَ، عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اَرْبَعُ خِلَالٍ يُشَمِّتُهُ اِذَاعَطَسَ، وَيُجِيْبُهُ ، اِذَادَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ ، وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ -

১৪৩৪ আবু বিশর বকর ইব্‌ন খালাফ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... আবু মাস'উদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের চারটি 'হক' রয়েছে ঃ তার হাঁচির জবাব দেবে, তার ডাকে সাড়া দেবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে এবং সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যা করবে।

١٤٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : رَدُّالتَّحِيَّةِ، وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَاللّٰهَ –

১৪৩৫ আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি 'হক' রয়েছে ঃ সালামের জবাব দেওয়া, দাওয়াতে (ডাকে) সাড়া দেওয়া, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, রোগীর পরিচর্যা করা এবং হাঁচি দানকারী যখন আলহামদু লিল্লাহ বলবে, তখন-এর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

١٤٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّنْعَانِىُّ – ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشِيًا، وَاَبُوْبَكْرٍ، وَاَنَا فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ –

১৪৩৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ সান'আনী (র) .... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) পায়ে হেঁটে আমার পরিচর্যা করতে আসেন। আর আমি তখন বনু সাল্‌মায় অবস্থান করছিলাম।

١٤٣٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَعُوْدُ مَرِيْضًا اِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ –

১৪৩৭ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তিন দিন পর রোগীর পরিচর্যা করতেন।

١٤٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُوْنِىُّ، عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْا لَهُ فِى الْاَجَلِ – فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَيَرُدُّ شَيْئًا – وَهُوَ يَطِيْبُ بِنَفْسِ الْمَرِيْضِ –

১৪৩৮ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন রোগীর পরিচর্যার জন্য উপস্থিত হবে, তখন তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে; তবে তা কিছুই প্রতিরোধ করে না, অথচ তা রোগীর অন্তরে খুশী সৃষ্টি করে।

١٤٣٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، ثَنَا اَبُوْمَكِيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلاً فَقَالَ مَاتَشْتَهِيْ؟ قَالَ : اَشْتَهِيْ خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُبُرٍّ فَلْيَبْعَثْ اِلَى اَخِيْهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَهَى مَرِيْضُ اَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ -

১৪৩৯ হাসান ইব্ন 'আলী খাল্লাল (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তির পরিচর্যা করতে গিয়ে বললেনঃ তুমি কি চাও? সে বললো ঃ আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী ﷺ বললেন ঃ যদি কারো কাছে গমের রুটি থাকে, তবে সে যেন তা তার ভাইয়ের কাছে পাঠায়। এরপর নবী ﷺ বললেনঃ তোমাদের কারো রোগী কিছু খেতে চাইলে তাকে খেতে দেবে।

١٤٤٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ، ثَنَااَبُوْ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ،عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ ، اَتَشْتَهِيْ شَيْئًا؟ اَتَشْتَهِيْ كَعْكًا؟ قَالَ نَعَمْ- فَطَلَبُوْا لَهُ -

১৪৪০ সুফয়ান ইব্ন ওয়াকী (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যার জন্য তার কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি কিছু খেতে চাও? তুমি কি কা'কা (পারস্য দেশীয় রুটি) খেতে চাও? সে বলে, হাঁ। তখন তারা তার জন্য তা অন্বেষণ করে।

١٤٤١ حَدَّثَنَا جَعْفَرُبْنُ مُسَافِرٍ - حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ- ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيْضٍ فَمُرْهُ اَنْ يَدْعُوْ لَكَ فَاِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ -

১৪৪১ জা'ফার ইব্ন মুসাফির (র) .... উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে বলেনঃ তুমি যখন রোগীর কাছে গমন করবে, তখন তুমি তাকে তোমার জন্য দু'আ করতে বলবে। কেমনা, তার দু'আ ফিরিশ্তাদের দু'আর অনুরূপ।

٢. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর পরিচর্যা করার ছাওয়াব প্রসংগে

١٤٤٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتٰى اَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا ، مَشٰى فِيْ خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَجْلِسَ، فَاِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَاِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفُ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ كَانَ مَسَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفُ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ –

১৪৪২ 'উস্‌মান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যার জন্য আসে, সে বসা পর্যন্ত জান্নাতের দরওয়াজায় বিচরণ করে। আর যখন সে বসে, তখন রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। যদি তা সকালে হয়, তবে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা দু'আ করতে থাকে। আর যদি তা সন্ধ্যা বেলা হয়, তবে তার জন্য সকাল পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা দু'আ করতে থাকে।

١٤٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ ثَنَا اَبُوْ سِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سَوْدَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً –

১৪৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, আসমান থেকে একজন আহবানকারী তাকে ডেকে বলেঃ তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে।

٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুপথ যাত্রীকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন দেওয়া

١٤٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ – ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ : لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ –

১৪৪৪ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর তালকীন দেবে।

١٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ : لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

১৪৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন দেবে।

١٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ : لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ لِلْاَحْيَاءِ؟ قَالَ اَجْوَدُ، وَاَجْوَدُ -

১৪৪৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা) .... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবাহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম, আল্হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' তালকীন দেবে। তারা বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহু! জীবিত (সুস্থ) ব্যক্তিদের বেলায় এ দু'আ কিরূপ হবে? তিনি বললেনঃ চমৎকার চমৎকার!

٤. بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيْضِ اِذَا حَضَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে যে দু'আ পড়া হবে

١٤٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ و عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْسَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلَهُ، وَاَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً قَالَتْ : فَفَعَلْتُ فَاَعْقَبَنِيَ اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

১৪৪৭ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন রোগী কিংবা মৃতের কাছে উপস্থিত হবে, তখন ভাল বলবে। কেননা, তোমরা যা বল, ফিরিশতারা তার উপর আমীন বলে।

(রাবী বলেন ঃ) আবু সালামা (রা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সালামা ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেনঃ তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন, আমাকে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান দিন। সে বললোঃ তখন আমি অনুরূপ করলাম। আল্লাহ আমাকে তার চাইতে উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করলেন।

١٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَءُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ يَعْنِىْ يٰسٓ -

১৪৪৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃতের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে।

١٤٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ، اَتَتْهُ اُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرٍ فَقَالَتْ : اُمُّ بِشْرٍ نَحْنُ اَشْغَلُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! اِنْ لَقِيْتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّى السَّلَامَ قَالَ : غَفَرَاللّٰهُ لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! اَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ طَيْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلٰى قَالَتْ : فَهُوَ ذَالِكَ -

১৪৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র).... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুর রহমান) বলেনঃ যখন কা'ব (রা) এর ওফাতের সময় হলো, তখন বিশ্‌র্ বিনতু বারা' ইব্ন মা'রূর (রা) তার কাছে এসে বললেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! তুমি যদি অমুকের সাক্ষাৎ পাও; তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দিবে। তিনি বললেনঃ হে উম্মু বিশ্‌র্! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, আমি এখন তার চেয়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। তখন তিনি বললেনঃ হে আবু 'আবদুর রহমান! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনোনি যে, মু'মিন ব্যক্তির আত্মা সবুজ পাখির মধ্যে অবস্থান করে, জান্নাতের বৃক্ষের সাথে ঝুলে থাকে? তিনি বললেনঃ হাঁ, উম্মু বিশ্‌র্ বললেনঃ প্রকৃত কথা এটাই।

١٤٥٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يَمُوْتُ فَقُلْتُ : اِقْرَأْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّلَامَ -

১৪৫০ আহমদ ইবন আয্হার (র).... মুহাম্মদ ইবন মুন্‌কাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মৃত্যুপথ যাত্রী জাবির ইবন্ আবদুল্লাহ (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললামঃ আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমার সালাম পৌছে দেবেন।

٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِى النَّزَعِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে প্রতিদান দেওয়া হয়

١٤٥١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيْمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَاَى النَّبِىُّ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا لَاتَبْتَئِسِىْ عَلٰى حَمِيْمِكِ فَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ-

১৪৫১ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। আর এ সময় তার কাছে তার এক প্রতিবেশী ছিল, যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। নবী ﷺ তাঁকে চিন্তিত দেখে বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর কারণে তুমি চিন্তিত হয়ো না। কেননা, এর ফলে তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

١٤٥٢ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ خَلَفٍ، اَبُوْبِشْرٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ-

১৪৫২ বক্‌র ইব্‌ন খালাফ আবু বিশ্‌র (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ললাট ঘর্মাক্ত অবস্থায় ইনতিকাল করে।

١٤٥٣ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ -ثَنَا نَصْرُبْنُ حَمَّادٍ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى، قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ اِذَا عَايَنَ-

১৪৫৩ রাওহ ইব্‌ন ফারাজ (রা)...আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলামঃ বান্দার পরিচয় মানুষ থেকে কখন বন্ধ হয়ে যায়? তিনি বললেনঃ যখন সে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে দেখতে পায়।

٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা

١٤٥٤ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا اَبُوْاِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ،عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اَبِىْ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ، فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ –

১৪৫৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আসাদ (র)...উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সালামার কাছে উপস্থিত হন, এ সময় তার চোখ খোলা ছিল। তখন তিনি তার চোখ বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি বলেনঃ যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে।

١٤٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ شَدَّادِبْنِ اَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاحَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ ، فَاَغْمِضُوْا الْبَصَرَ فَاِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوْحَ وَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ اَهْلُ الْبَيْتِ –

১৪৫৫ আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন তাওবা (র).... শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমরা তোমাদের কারো মৃত্যুর পর সেখানে হাযির হবে, তখন তোমরা তার চোখ বন্ধ করে দেবে। কেননা, চোখ রূহের অনুসরণ করে। আর তোমরা তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করবে। কেননা, গৃহবাসীরা যা বলে থাকে, ফিরিশ্‌তারা তার উপর আমীন বলে।

٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা

١٤٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى دُمُوْعِهِ تَسِيْلُ عَلَى خَدَّيْهِ –

১৪৫৬ আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা)–থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মৃত উছমান ইব্‌ন মাযয়ুন (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুম্বন করেন। আর আমি যেমন এখনো তাঁর গন্ড মুবারক বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখছি।

١٤٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ، وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ، قَالُوْا ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ، اَنَّ اَبَابَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ -

১৪৫৭ আহমাদ ইব্‌ন সিনান 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীম ও সাহ্‌ল ইব্‌ন আবু সাহ্‌ল (র) .... ইব্‌ন 'আব্বাস ও 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রা) নবী ﷺ কে চুম্বন করেন। আর এ সময় তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন।

٨ . بَابُ مَاجَاءَ فِيْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গোসলের বর্ণনা

١٤٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ اِبْنَتَهُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْخَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ، اِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّا فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ -

১৪৫৮ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা উম্মু কুলসুমের গোসল দিচ্ছিলাম, এ সময় রাসূল ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেনঃ তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিকবার পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও। আর শেষ বারে কর্পূর বা কর্পূর থেকে কিছু লাগিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করবে, তখন আমাকে ডাকবে। আমরা যখন গোসল দেওয়া শেষ করলাম, তখন তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ এ দিয়ে তার শরীর বিশেষ ভাবে আবৃত করে দাও।

١٤٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوْخَمْسًا وَكَانَ فِيْهِ اِبْدَءْوَابِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ -

১৪৫৯ আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....উম্মু 'আতিয়া (রা) মুহম্মদ ইবন সীরীন থেকে হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাফসা (রা) এর বর্ণনায় আছেঃ তাঁকে বেজোড় সংখ্যা গোসল দাও। তাঁর বর্ণনায়

আরো আছে, তাকে তিনবার বা পাঁচবার গোসল দাও। তাঁর বর্ণনায় আরো রয়েছেঃ তোমরা ডান দিক থেকে এবং উযূর অঙ্গগুলো দিয়ে শুরু কর। এ বর্ণনায় আরো আছে, উম্মু আতিয়া বলেনঃ আমরা তার মাথার চুল তিন ভাগে ভাগ করে আঁচড়িয়ে দিলাম।

١٤٦٠ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ اٰدَمَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ اِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَّلاَ مَيِّتٍ-

১৪৬০ বিশর ইব্ন আদাম (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেনঃ তুমি তোমার উরু খুলে রাখবে না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর দিকে তাকাবে না।

١٤٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى اَلْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُبَشِّرِبْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُغَسِّلَ مَوْتَاكُمُ الْمَاْمُوْنُوْنَ-

১৪৬১ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (রা)....'আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের আমানতের সাথে (পর্দার সাথে) গোসল দেবে।

١٤٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَبَّادُبْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَارَاى ، خَرَجَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ-

১৪৬২ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র)....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, বহন করে নিয়ে যায় এবং জানাযার সালাত আদায় করে এবং তার গোপনীয় বিষয় যা দেখেছে, তা প্রকাশ না করে, সে তার গুনাহ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

١٤٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ-

১৪৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু শাওয়ারিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল দেয়, সে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়।

٩.بَابُ مَاجَاءَ فِىْ غُسْلِ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَغُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেওয়া প্রসংগে

১٤٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَحْمَدُبْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَااِسْتَدْبَرْتُ مَاغَسَلَ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ -

১৪৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে বিষয়ে আমি পরে অবগত হয়েছি, তা যদি আগে অবগত হতে পারতাম, তাহলে নবী ﷺ কে তাঁর বিবিগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারত না।

١٤٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيَى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَجَدَنِىْ وَاَنَا اَجِدُ صُدَاعًا فِىْ رَاسِىْ وَاَنَا اَقُوْلُ وَارَاسَاهُ - فَقَالَ بَلْ اَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَاسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَاضَرَّكِ لَوْمِتِّ قَبْلِىْ فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ -

১৪৬৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী' থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পান। আর আমি বলছিলামঃ হে আমার মাথা! তিনি বললেনঃ হে 'আয়েশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি, হে আমার মাথা! তারপর তিনি বললেনঃ তুমি যদি আমার পূর্বে ইন্তিকাল করতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। কেননা, আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত আদায় করতাম এবং তোমাকে দাফন করতাম।

١٠. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর গোসল প্রসংগে

١٤٦٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْاَزْهَرِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوبُرْدَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ لَمَّا اَخَذُوْا فِىْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ لَاتَنْزِعُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَهُ -

১৪৬৬ সা'য়ীদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আযহার ওয়াসতী (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাহাবায়ে কিরাম যখন নবী ﷺ -এর গোসল দিতে শুরু করেন, তখন ভিতর থেকে একজন আহবানকারী তাদের ডেকে বলেনঃ তোমরা রাসূল ﷺ এর দেহ থেকে জামা খুলে ফেল না।

١٤٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى انا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ بِاَبِي الطَّيِّبِ طِبْتَ حَيًّا طِبْتَ مَيِّتًا -

১৪৬৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন খিযাম (র).... 'আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি যখন নবী ﷺ -কে গোসল দিচ্ছিলেন, তখন মৃতের থেকে যা অন্বেষণ করা হয়, তা তাঁর থেকে অন্বেষণ করছিলেন, কিন্তু কিছুই পাননি। তখন তিনি (আলী রা) বললেনঃ হে আবু তায়্যিব! ধন্য আপনার জীবন, ধন্য আপনার মৃত্যু।

١٤٦٨ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنَا مِتُّ فَاغْسِلُوْنِيْ بِسَبْعِ قِرَبٍ ، مِنْ بِئْرِيْ، بِئْرِ غَرْسٍ -

১৪৬৮ আব্বাদ ইব্‌ন ইয়া'কূব (র)....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন আমি ইন্‌তিকাল করবো তখন তোমরা আমাকে আমার গারস কূপ থেকে সাত মশ্‌ক পানি দিয়ে গোসল করাবে।

١١. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর কাফন প্রসংগে

١٤٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ اِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ اَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِيْ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ -

১৪৬৯ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কে তিনখানা সাদা ইয়ামনী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। এর মাঝে কামিস ও পাগড়ী ছিল না। তখন 'আয়েশা (রা) কে বলা হয়ঃ তারা (লোকেরা) ধারনা করে যে, তাকে হিবারা (নকসী-চাদর) দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। 'আয়েশা (রা) বলেনঃ তারা হিবারা চাদর এনেছিল, তবে তারা তা দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়নি।

١٤٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا عُمَرُ وَبْنُ اَبِي سَلَمَةَ - قَالَ هٰذَا مَاسَمِعْتُ مِنْ اَبِي مُعِيْدٍ ، حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثِ رِبَاطٍ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ -

১৪৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আস্‌কালানী (র).... 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তিন খন্ড সাদা মসৃণ সাহুলী কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল।

١٤٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ، عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِيْ زِيَادٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ - قَمِيْصُهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ -

১৪৭১ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র). ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনখানা কাপড়ে কাফন পরানো হয়, যা হলো ঃ তাঁর ওফাতকালীন সময়ে পরিহিত কামিস এবং নাজরানের তৈরী দু'টি চাদর।

١٢. بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাব কাফন প্রসংগে

١٤٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رِجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَالْبَسُوْهَا -

১৪৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র).ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের জন্য উত্তম কাপড় হলো সাদা কাপড়। কাজেই তোমরা তোমাদের মৃতদের তা দিয়ে কাফন পরাবে এবং তোমরা তা পরিধান করবে।

١٤٧٣ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا وَهْبٌ اَنْبَانَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِيْ نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ -

১৪৭৩ ইয়ূনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (রা).উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উত্তম কাফন হলো হুল্লাহ।

١٤٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

১৪৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের ওলী নিযুক্ত হয়, তখন সে যেন উত্তমরূপে তার কাফনের ব্যবস্থা করে।

١٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّظَرِ اِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِىْ أَكْفَانِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে কাফনে আবৃত করার পর তাকে দেখা

١٤٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا اَبُوْ شَيْبَةَ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا قُبِضَ اِبْرَاهِيْمُ، اِبْنُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُدْرِجُوْهُ فِىْ اَكْفَانِهِ حَتَّى اَنْظُرَ اِلَيْهِ فَاَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ، وَبَكَى -

১৪৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামুরা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ﷺ এর ছেলে ইব্‌রাহীম ইন্‌তিকাল করেন, তখন নবী ﷺ লোকদের বলেনঃ আমি না দেখা পর্যন্ত তাকে কাফনে আবৃত করবে না। তারপর তিনি এসে তার উপর ঝুকে পড়েন এবং কাঁদেন।

١٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّعْىِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করা নিষেধ

١٤٧٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ، اِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لَاتُوْذِنُوْا بِهِ اَحَدًا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، بِاُذُنَىَّ هَاتَيْنِ، يَنْهَى عَنِ النَّعْىِ -

১৪৭৬ 'আমর ইব্ন রাফি' (র).... বিলাল ইবন ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা)-এর কাছে, যখন কেউ মারা যেত, তখন তিনি বলতেনঃ এর সম্পর্কে কাউকে খবর দিয়োনা। কেননা, আমি তার জন্য বিলাপের আশংকা করছি। আমি আমার এ দুই কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিলাপ না করার জন্য বলতে শুনেছি।

١٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى شُهُوْدِ الْجَنَائِزِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে

١٤٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ ، فَاِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ -

১৪৭৭ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তাড়াতাড়ি জানাযা আদায় করবে। কেননা, সে যদি নেককার হয়, তবে তো উত্তম, তোমরা তাকে সেদিকে পৌঁছে দাও। যদি এর অন্যথা হয় তবে তা নিকৃষ্ট, তোমরা তাকে তোমাদের কাঁধ থেকে অপসৃত কর।

١٤٧٨ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ كُلِّهَا فَاِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ اِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَاِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ -

১৪৭৮ হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র).... আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করে, সে যেন খাটের চারদিকে ধারণ করে। কেননা, এটা হলো সুন্নাত। তারপর সে ইচ্ছা করলে ধরতেও পারে, আর যদি চায় তবে ত্যাগও করতে পারে।

١٤٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ثَنَا بِشْرُبْنُ ثَابِتٍ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ اَبِى مُوْسٰى ،عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَاٰى جَنَازَةً يُسْرِعُوْنَ بِهَا قَالَ لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ-

১৪৭৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন 'আকীল (র).... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটি জানাযা তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে দেখে বললেনঃ তোমাদের ধীর-স্থীরতা অবলম্বন করা উচিত।

١٤٨٠ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ. ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِبْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا رُكْبَانًا عَلٰى دَوَابِّهِمْ، فِى جَنَازَةٍ فَقَالَ اَلاَتَسْتَحْيُوْنَ اَنَّ مَلاَئِكَةَ اللّٰهِ يَمْشُوْنَ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ وَاَنْتُمْ رُكْبَانٌ ؟

১৪৮০ কাছীর ইবন উবায়দ হিম্‌সী (র) ....রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদ কৃত গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের একটি জানাযা সাওয়ারীতে নিয়ে যেতে দেখে বললেনঃ তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, তোমরা সাওয়ারীতে লাশ বহন করছ, আর আল্লাহর ফিরিশ্‌তারা পায়ে হেঁটে চলছেন।

١٤٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيُ مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ -

১৪৮১ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শাব (র) ....মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ সাওয়ারী ব্যক্তি জানাযার পেছনে থাকবে, আর পদাতিক ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা চলতে পারে।

١٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সামনে চলা প্রসংগে

١٤٨٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ، قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ -

১৪৮২ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ হিশাম ইবন আম্মার ও সাহ্‌ল ইবন আবু সাহল (র).... সালিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ আবু বক্‌র ও উমার (রা) কে জানাযার সামনে চলতে দেখেছি।

١٤٨٣ حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ، قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَكْرِالْبُرْسَانِيُّ اَنْبَانَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ -

১৪৮৩ নাস্‌র ইবন 'আলী জাহযামী ও হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাম্মাল (রা).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বক্‌র, উমর ও উছমান (রা) জানাযার সামনে চলতেন।

١٤٨٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِىْ مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا –

১৪৮৪ আহমাদ ইব্ন আবদা (র) ....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ লাশের পেছনে পেছনে যেতে হবে, আগে আগে নয়। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে যায়, সে জানাযার সাথে শরীক নয় বলে গণ্য হবে।

١٧. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উলঙ্গ বদনে লাশের সাথে সাথে যাওয়া নিষেধ প্রসংগে

١٤٨٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ، عَن نُفَيْعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَاَبِىْ بَرْزَةَ، قَالاَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَرَاَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوْا اَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُوْنَ فِىْ قُمُصٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَاْخُذُوْنَ؟ اَوْبِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَدْعُوَعَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُوْنَ فِىْ غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ، فَاَخَذُوْا اَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُوْدُوْا لِذٰلِكَ –

১৪৮৫ আহমদ ইব্ন 'আবদা (র) ইমরান ইবন হুসাইন ও আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে এক জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি একদল লোককে পরিধেয় কাপড় ছেড়ে, কেবল কামিস পরিধান করে চলতে দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা কি জাহিলী যুগের রীতিনীতি অবলম্বন করছ? অথবা জাহিলী যুগের অনুরূপ কাজ করছ? আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমাদের চেহারা বিকৃতির জন্য বদ্ দু'আ করি। রাবী বলেনঃ তখন তারা তাদের কাপড় পরিধান করে এবং কখনো এর পুনরাবৃত্তি করেনি।

١٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَنَازَةِ لاَ تُؤَخَّرُ اِذَاحَضَرَتْ وَلاَتُتْبَعُ بِنَارٍ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা হাজির হলে বিলম্ব করবে না এবং আগুন নিয়ে অনুসরণ করবে না

١٤٨٦ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُؤَخِّرُوا الْجَنَازَةَ اِذَا حَضَرَتْ –

১৪৮৬ হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... 'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ জানাযা উপস্থিত হলে তোমরা বিলম্ব করবে না।

١٤٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَانَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيْزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ أَوْصَى أَبُوْمُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ لَاتَتْبَعُنِي بِمِجْمَرٍ قَالُوْا لَهُ أَوَسَمِعْتَ فِيْهِ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

১৪৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা সানআনী (র).... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু মূসা আশ'আরী (রা) তাঁর মৃত্যুর সময় এরূপ ওসীয়ত করেন যে, তোমরা আমার জানাযার সাথে অগ্নিকুন্ড নিয়ে যাবে না। তারা তাকে বললোঃ আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

١٩. بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জানাযা একদল মুসলিম আদায় করে

١٤٨٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ أَنْبَانَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ غُفِرَلَهُ -

১৪৮৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যার জানাযায় একশত মুসলিম অংশগ্রহণ করে, তাকে মাফ করে দেওয়া হয়।

١٤٨٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا بَكْرُبْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ هَلَكَ إِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لِيْ يَا كُرَيْبُ قُمْ فَانْظُرْهَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِيْ أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَيْحَكَ! كَمْ تَرَاهُمْ ؟ أَرْبَعِيْنَ ؟ قُلْتُ لَا بَلْ هُمْ أَكْثَرُ قَالَ فَاخْرُجُوْا بِابْنِيْ فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ أَرْبَعِيْنَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُوْنَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ -

১৪৮৯ ইব্রাহীম ইবর মুনযির হিযামী (র).... আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এর ছেলে ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি আমাকে বললেনঃ হে কুরায়ব! দেখতো, আমার ছেলের জানাযায় কেউ এসেছে কিনা? আমি বললামঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি তাদের কতজনকে দেখছ? চল্লিশজন?

আমি বললামঃ না, বরং তার চাইতেও অধিক। তিনি বললেনঃ তোমরা আমার ছেলেকে নিয়ে বের হও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ চল্লিশজন মু'মিন যে মুমিনের জন্য সুপারিশ করবে, আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।

١٤٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ، عَنْ مَرْثَدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِىِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ كَانَ اِذَا اُتِىَ بِجَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ، ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا، وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاصَفَّ صُفُوْفٌ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى مَيِّتٍ اِلاَّ اَوْجَبَ -

১৪৯০ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ও 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সাহাবী মালিক ইব্‌ন হুবায়রা শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তার কাছে যখন জানাযা উপস্থিত করা হত এবং লোকসংখ্যা কম হত, তখন তিনি তাদের তিন সারিতে বিভক্ত করতেন এবং এরপর তার সালাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে মৃতের জানাযায় তিন সারি মুসলিম অংশ গ্রহণ করেছে, সে (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।

٢٠. بَابُ مَاجَاءَ فِى الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের প্রশংসা করা প্রসংগে

١٤٩١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قُلْتَ لِهٰذِهِ وَجَبَتْ - وَلِهٰذِهِ وَجَبَتْ - فَقَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ شُهُوْدُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ -

১৪৯১ আহমাদ ইব্‌ন আবদা (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। তারপর আরেকটি জানাযা তাঁর নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, এবং তার কুৎসা বর্ণনা করা হচ্ছিল। তিনি বললেন, এখন অবধারিত হয়ে গেছে। বলা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ জানাযার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে এবং ঐ জানাযার জন্যও অবধারিত হয়ে গেছে বললেন? তিনি বললেনঃ কাওমের সাক্ষী অনুপাতে। আর মুমিনরা যমীনে আল্লাহর সাক্ষী।

١٤٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ مُرَّعَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا خَيْرًا ، فِىْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوَاعَلَيْهِ بِاُخْرَى فَاُثْنِىَ عَلَيْهَا شَرًا، فِىْ مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتْ اِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ -

১৪৯২ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার অধিক প্রশংসা করা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর তার কাছ দিয়ে আরেকটি জানাযা নেওয়া হলো এবং তার কুৎসা বর্ণনা করা হলো। তখন তিনি বললেনঃ অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।

٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ أَيْنَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ اِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাত আদায়কালে ইমামের দাঁড়াবার স্থান

١٤٩٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ اَخْبَرَنِىْ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِىِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِىِّ، اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ فِىْ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسْطَهَا -

১৪৯৩ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... সামুরা ইব্ন জুন্দুব ফাযারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নেফাসরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এক মহিলার সালাত আদায় করেন। এতে তিনি তাঁর মাঝখান বরাবর দাঁড়ান।

١٤٩٤ حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلٰى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَاْسِهِ فَجِىْءَ بِجَنَازَةٍ اُخْرَى، بِامْرَاَةٍ فَقَالُوْا يَا اَبَاحَمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَااَبَا حَمْزَةَ ! هٰكَذَا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْاَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْاَةِ؟ قَالَ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ احْفَظُوْا -

১৪৯৪ নাসর ইব্ন 'আলী জাহ্যামী (র) .... আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) কে জনৈক ব্যক্তির জানাযা আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়ান। আরেকটি মহিলার জানাযা উপস্থিত করা হলো। তারা বললঃ হে আবু হামযা! তার জানাযা আদায় করুন। তিনি খাটের মাঝখান বরাবর দাঁড়ান। 'আলী ইবন যিয়াদ তাকে বললোঃ হে আবু হামযা! আপনি

পুরুষের জানাযায় যে ভাবে দাড়িয়েছেন এবং মহিলার জানাযায় যে ভাবে দাড়িয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সেভাবে দাঁড়াতে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ হাঁ। তিনি আমাদের কাছে এসে বললেনঃ তোমরা স্মরণ রাখবে।

٢٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় কিরা'আত পাঠ প্রসংগে

١٤٩٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ –

১৪৯৫ আহমাদ ইব্‌ন মানী' (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করেন।

١٤٩٦ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ اَبِى عَاصِمٍ، النَّبِيلُ، وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالاَ ثَنَا اَبُوعَاصِمٍ ثَنَا حَمَّادُبْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنِى شَهْرُبْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَتْنِى اُمُّ شَرِيكٍ الْاَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ –

১৪৯৬ আমর ইব্‌ন আবু 'আসিম নাবীল ও ইব্‌রাহীম ইবন মুস্‌তামির (র) .... উম্মু শারীক আন্‌সারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযায় আমাদের সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদঃ জানাযার সালাতে দু'আ করা

١٤٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوعُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدِينِىِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحٰرِثِ التَّيْمِىِّ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوالَهُ الدُّعَاءَ –

১৪৯৭ আবু উবায়দ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইব্‌ন মায়মুন মাদিনী (রা) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় কর, তখন তার জন্য খালিসভাবে দু'আ করবে।

١٤٩٨ **حَدَّثَنَا** سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرٰهِيمَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ! مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ-

১৪৯৮ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সায়ীদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাত আদায় করে বলতেনঃ

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا .... وَلَاتُضِلَّنَا بَعْدَهُ-

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং এরপর আমাদের গুমরাহ করবেন না।"

١٤٩٩ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرٰهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ ، قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَسْمَعُهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ ! اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِوَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

১৪৯৯ আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র).... ওয়াছিলা ইবন আসকা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক মুসলিম ব্যক্তির জানোয়ার সালাত আদায় করেন। তখন আমি তাঁকে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছিঃ

اللّٰهُمَّ ! اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ .... الرَّحِيْمُ-

"হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায় এবং আপনার রহমতের আঁচলে বাঁধা। আপনি তাকে কবরের ফিত্‌না এবং জাহান্নামের আযাব থেকে হিফাযত করুন। আপনিইতো সব কিছুর নিয়ন্তা, সত্যের মূল প্রতিপাদ্য। কাজেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। কেননা, আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান।"

١٥٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا اَبُوْدَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا فَرَجُ بْنُ الْفَضَالَةِ حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ –

قَالَ عَوْفُ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِي فِي مَقَامِي ذٰلِكَ اَتَمَنَّى اَنْ اَكُوْنَ مَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ –

১৫০০ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)....আওফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারী ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করেন। আর এ সময় আমি সেখানে হাজির ছিলাম। তখন আমি তাঁকে এ দু'আ করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ .... وَعَذَابَ النَّارِ –

"হে আল্লাহ! আপনি তার প্রতি রহম করুন। তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন, তাকে ক্ষমা করুন, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। তাকে পানি ও ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সাদা কাপড় থেকে যেমন ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তদ্রূপ গুনাহ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করুন। তার ঘরের পরিবর্তে তাকে উত্তম আবাসস্থান এবং তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করুন। আর তাকে কবরের ফিত্না ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

'আওফ (রা) বলেন ঃ তখন আমি আকাংখা করলাম, আমি যদি ঐ ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হতাম।

١٥٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَا اَبَاحَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَبُوْ بَكْرٍ، وَلاَعُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا اَبَاحُوْا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ –

১৫০১ আবদুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর (রা) জানাযার সালাতের জন্য যে অবকাশ রেখেছেন, তা অন্য কোন সালাতে রাখেন নি; অর্থাৎ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করেননি।

٢٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাতে চার তাকবীর প্রসংগে

١٥٠٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ- ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْاِيَاسِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحٰرِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا -

১৫০২ ইয়া'কূব ইব্‌ন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উছমান ইবন মাযয়ূন (রা)-এর জানাযার সালাত চার তাকবীরের সাথে আদায় করেন।

١٥٠٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا الْهَجَرِىُّ ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُوْنَ بِهِ مِنْ نَوَاحِى الصُّفُوْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَكُنْتُمْ تُرَوْنَ اَنِّىْ مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ قَالُوْا تَخَوَّفْنَا ذٰلِكَ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَفْعَلَ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً فَيَقُوْلُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ-

১৫০৩ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হাজারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা আসলামী (রা)-এর সংগে তাঁর এক কন্যার জানাযার সালাত আদায় করি। তিনি তাতে চার তাকবীর বলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর তিনি কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন। রাবী বলেনঃ আমি কাতারে অবস্থানরত লোকদের সুবহানাল্লাহ বলতে শুনেছি। তিনি সালাম ফিরান, এরপর বলেনঃ তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি পঞ্চম তাকবীর বলব? তারা বললোঃ আমরা এরূপ আশংকা করছিলাম। তিনি বললেনঃ আমি কখনো তা করতাম না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ 'চার তাকবীর বলতেন, তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। এরপর আল্লাহ চাহেত কিছু পাঠ করতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।

١٥٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الرِّفَاعِىُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالُوْا ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ اَرْبَعًا -

১৫০৪ আবু হিশাম রিফায়ী, মুহাম্মদ আবু বকর ইবন খাল্লাদ সাব্বাহ (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (জানাযার সালাতে) চার তাকবীর বলেন।

২৫. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا

অনুচ্ছেদঃ জানাযা সালাতে যে ব্যক্তি পাঁচ তাকবীর বলে

১٥٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ - ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُوْدَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا - وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا -

১৫০৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)....আমাদের জানাযায় চার তাকবীর বলতেন। (একদা) তিনি জানযায় পাঁচ তাকবীর বললেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পাঁচ তাকবীর বলতেন।

١٥٠٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ خَمْسًا -

১৫০৬ ইব্‌রাহীম ইবন মুন্‌যির হিযামী (র)....কাছীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (জানাযার সালাতে) পাঁচ তাকবীর বলেছেন।

٢٦. بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّلٰوةِ عَلَى الطِّفْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের জানাযা

١٥٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ -

১৫০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মুগীরা ইবন শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ শিশুদের জানাযার সালাত আদায় করা হবে।

١٥٠٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ -

১৫০৮ হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শিশু জন্মের সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠার পর মারা গেলে তার জানাযার সালাত আদায় করতে হবে এবং তার উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠিত হবে।

١٥٠٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا عَلَى اَطْفَالِكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْ اَفْرَاطِكُمْ -

১৫০৯ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের শিশুদের জানাযার সালাত আদায় কর। কেননা তারা তোমাদের অগ্রগামী (সম্বল।)

٢٧. بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى اِبْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল ﷺ এর ছেলের জানাযা এবং তার ওফাতের বর্ণনা

١٥١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَاَيْتَ اِبْرٰهِيْمَ اِبْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيْرٌ وَلَوْ قُضِىَ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِىٌّ لَعَاشَ اِبْنُهُ وَلٰكِنْ لاَنَبِىَّ بَعْدَهُ -

১৫১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)....ইসমাঈল ইবন আবু খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) কে বললাম, আপনি কি রাসূল ﷺ-এর ছেলে ইব্‌রাহীমকে দেখেছেন? তিনি বললেনঃ সে তো শৈশবেই ইনতিকাল করেছে। মুহাম্মদ ﷺ-এর পর যদি কারো নবী হওয়ার সিদ্ধান্ত থাকত তবে তাঁর পুত্র জীবিত থাকতেন। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নেই।

١٥١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرٰهِيْمُ اِبْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ وَلَوْعَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا - وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ اَخْوَالُهُ الْقِبْطَ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِىٌّ -

১৫১১ আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছেলে ইব্‌রাহীম যখন মারা যান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জানাযার সালাত আদায় করেন, এবং তিনি বলেনঃ তার জন্য জান্নাতে ধাত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। আর যদি সে জীবিত থাকত, তাহলে সত্যনিষ্ঠ নবী হত। আর যদি সে জীবিত থাকত, তবে তার মাতৃকূল আযাদ হয়ে যেত এবং কিবতী থাকতো না।

১৫১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ ، عَنْ اُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ اَبِيْهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيْجَةُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ فَلَوْكَانَ اللّٰهُ اَبْقَاهُ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اِتْمَامَ رَضَاعِهِ فِى الْجَنَّةِ قَالَتْ لَوْاَعْلَمُ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَهَوَّنَ عَلَىَّ اَمْرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَسْمَعَكِ صَوْتَهُ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! بَلْ اُصَدِّقُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

১৫১২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান (র) .... হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুত্র কাসিম যখন ইন্তিকাল করেন, তখন খাদীজা (রা) বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাসিমের জন্য প্রচুর দুধ রয়েছে, আল্লাহ যদি তাকে দুধপানের সময়সীমা পর্যন্ত জীবিত রাখতেন। তখন রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেনঃ তার দুধ পানের সময়কাল জান্নাতে পূর্ণ করা হবে। খাদীজা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি তা জানতাম, তাহলে তার ব্যাপারে আমি শান্তি লাভ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি এবং তার শব্দও তোমাকে শোনান হবে। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথায় বিশ্বাসী।

٢٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের জানাযার সালাত ও দাফন প্রসঙ্গে

১৫১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : اُتِىَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ عَلٰى عَشَرَةٍ وَحَمْزَةُ هُوَكَمَا هُوَ يُرْفَعُوْنَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوْعٌ -

১৫১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে শহীদদের উপস্থিত করা হলো। তিনি দশ দশজনের জানাযার সালাত (একত্রে) আদায় করেন; আর হামযা (রা) এর লাশ যেভাবে ছিল সেভাবেই থেকে যায় এবং অন্যদের লাশ তুলে নেওয়া হয়।

১৫১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ؟ فَاِذَا

أَشِيْرَلَهُ اِلَىٰٓ اَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلاَءِ وَ اَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِىْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا –

১৫১৪ মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের দুই-দুইজন এবং তিন তিনজনকে এক কাফনে একত্রিত করতেন, এরপর বলতেনঃ তাদের মাঝে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী? যখন তাদের কারো দিকে ইশারা করা হতো, তখন তাকে আগে কবরে রাখা হতো। আর তিনি বলেনঃ আমি তাদের সাক্ষী হব। তিনি তাদের রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদের জানাযার সালাত আদায় করা হয়নি এবং গোসলও দেয়া হয়নি।

١٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلَىٰ اُحُدٍ اَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ، وَاَنْ يُدْفَنُوْا فِىْ ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ –

১৫১৫ মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের লোহার পোষাক ও চামড়ার জুতা খুলে ফেলার এবং তাদের রক্তাক্ত কাপড়ে দাফন করার নির্দেশ দেন।

١٥١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْاَسْوَدِبْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنَزِىَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَبِقَتْلَىٰ اُحُدٍ اَنْ يُرَدُّوْا اِلَى مَصَارِعِهِمْ – وَكَانُوْا نُقِلُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ –

১৫১৬ হিশাম ইবন আম্মার ও সাহল ইবন আবু সাহল (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদের শহীদদের তাদের শাহাদাতের স্থানে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। যাদের মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

٢٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা

١٥١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ – ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْئٌ –

১৫১৭ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করে, এতে তার কোন ছাওয়াব নেই।

١٥١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : وَاللّٰهِ! مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ -

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ : حَدِيْثُ عَائِشَةَ اَقْوٰى -

১৫১৮ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইব্‌ন বায়দার সালাতে জানাযা মসজিদে আদায় করেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন ঃ আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসখানা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী।

٣٠. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَوْقَاتِ الَّتِىْ لاَ يُصَلَّى فِيْهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلاَ يُدْفَنُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সময় মৃতের জানাযা ও দাফন করা যায় না

١٥١٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، جَمِيْعًا، عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبِرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ -

১৫১৯ আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ও আমর ইব্‌ন রাফি‘ (র).... উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিন সময়ে মৃতের জানাযা আদায় করতে অথবা তাদের কবরে রাখতে নিষেধ করতেন-তীব্রভাবে সূর্যালোক ছড়িয়ে যাবার সময়, সূর্য পূর্বাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্বি-প্রহরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য অস্তমিত না হয়।

١٥٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مِهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَ اَسْرَجَ فِىْ قَبْرِهِ -

১৫২০ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)...ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাতে কবরে রাখেন এবং তার কবরে বাতি জ্বালান।

١٥٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَزِيْدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ اِلاَّ اَنْ تُضْطَرُّوْا –

১৫২১ আমর ইব্ন আবদুল্লাহ আওফী (র) .... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মৃতদের রাতে দাফন করো না, তবে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা।

١٥٢٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ –

১৫২২ আব্বাস ইবন উছমান দিমাশ্কী (র)...জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ রাতে হোক কি দিনে তোমাদের মৃতের জানাযার সালাত আদায় করবে।

٣١. بَابُ فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى اَهْلِ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে কিব্লার জানাযার সালাত প্রসংগে

١٥٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبِشْرٍ، بَكْرُبْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ اُبَيٍّ جَاءَ اِبْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنُوْنِيْ بِهٖ فَلَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَاذَاكَ لَكَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ : اِسْتَغْفِرْلَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ : وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَ لَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ –

১৫২৩ আবু বিশ্র বকর ইব্ন খালাফ (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার কামিস খানি আমাকে দান করুন, যাতে তার (আমার পিতার) কাফনের ব্যবস্থা করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমাকে তার দাফনের সময় সংবাদ দিও। নবী ﷺ যখন তার জানযার সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁকে বললেনঃ আপনার কি হলো? নবী ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং নবী ﷺ তাঁকে বললেনঃ আমাকে দু'টো বিষয়ের ইখতিয়ার দান করা হয়েছে ঃ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা নাই করুন এবং মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

"وَلَاتُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ"

"তাদের কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না।" (তাওবা ঃ ৮৪)

١٥٢٤ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ وَسَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : مَاتَ رَأْسُ الْمُنَافِقِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَوْصَى اَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنْ يُكَفِّنَهُ فِىْ قَمِيْصِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِىْ قَمِيْصِهِ وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَاتُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ –

১৫২৪ 'আম্মার ইব্ন খালিদ ওয়াসিতী ও সাহ্ল ইব্ন আবু সাহ্ল (র) ....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুনাফিক নেতা মদীনায় মারা যায়। সে তার জানাযার সালাত নবী ﷺ কে আদায় করার ওসীয়ত করে যায়। এবং তার কামিস দ্বারা কাফন দেওয়া হয়। তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাঁর কামিস দ্বারা তার কাফন দেন, আর তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়ান। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

"وَلَاتُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّ لَاتَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ"

"তাদের কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না।" (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

١٥٢٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِىُّ ثَنَا مُسْلِمُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ نَبْهَانَ – ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ، مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَجَاهِدُوْا مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ –

১৫২৫ আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ সুলামী (র) .... ওয়াসিলা আস্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক মৃতের জানাযার সালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করবে।

١٥٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ جُرِحَ، فَاٰذَتْهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ اِلَى مَشَاقِصَ، فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَدَبًا –

১৫২৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইবন যুরারা (র)......জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এর জনৈক সাহাবী আহত হন। এতে তার তীব্র যন্ত্রণা হয়। ফলে তিনি তীরের ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। নবী ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন নি। তিনি বলেনঃ এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে শিষ্টাচার।

٣٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করা

١٥٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِى رَافِعٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ اِمْرَاةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَالَ عَنْهَا بَعْدَ اَيَّامٍ - فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّهَا مَاتَتْ - قَالَ فَهَلاَّ اٰذَنْتُمُوْنِىْ فَاَتٰى قَبْرَهَا، فَصَلّٰى عَلَيْهَا -

১৫২৭ আহমদ ইবন আব্দা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদের সন্নিকটে বসবাস করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। কয়েকদিন পর তার সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাকে জানান হলোঃ সে তো মারা গেছে। তিনি বললেনঃ তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দাওনি? তারপর তিনি তার কবরের কাছে আসেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করেন।

١٥٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ اَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيْعَ فَاِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيْدٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوْا فُلاَنَةُ قَالَ فَعَرَفَهَا وَقَالَ، اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهَا قَالُوْا كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا فَكَرِهْنَا اَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا لاَ اَعْرِفَنَّ مَامَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ، اِلاَّ اٰذَنْتُمُنِىْ بِهِ فَاِنَّ صَلاَتِىْ عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا -

১৫২৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... খারিজ ইবন যায়দ ইবন ছাবিত (রা) এর বড় ভাই ইয়াযীদ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নবী ﷺ -এর সংগে বের হলাম। তিনি 'বাকী' গোরস্তানে পৌঁছে একটি নূতন করব দেখে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ অমুক মহিলার করব। রাবী বলেনঃ তিনি তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেনঃ তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে সংবাদ দিলে না? তারা বললোঃ আপনি তো সিয়ামরত অবস্থায় আরাম করছিলেন। কাজেই আমরা আপনাকে কষ্ট দিতে ভাল মনে করিনি। তিনি বললেনঃ তোমরা এরূপ করো না। তোমাদের কেউ যখন মারা যায় এবং আমি তোমাদের মাঝে থাকি, তখন তোমরা অবশ্যই তার সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিবে। কেননা, আমার সালাত আদায় তার জন্য রহমত। তারপর তিনি কবরের কাছে আসলেন। আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি চার তাকবীরের সাথে তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

১৫২৯ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ لَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهَا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ صُفُّوا عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا –

১৫২৯ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইব্ন কাসিব (র) .... আমির ইব্ন রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক কৃষ্ণকায় মহিলা মারা যায়; কিন্তু নবী ﷺকে তার সংবাদ দেওয়া হয়নি। পরে তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি বললেনঃ তোমরা কেন আমাকে এ সংবাদ দাও নি? এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। তারপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেন।

১৫৩০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ – ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ – وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْلِمُونِي ؟ قَالُوا : كَانَ اللَّيْلُ وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ –

১৫৩০ আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির পরিচর্যা করতেন। পরে সে মারা যায় এবং তার লোকেরা তাকে রাতে দাফন করে। সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সংবাদ জানান হলে তিনি বলেনঃ আমাকে সংবাদ দিতে কিসে তোমাদের বারণ করলো? তারা বললোঃ রাত ছিল গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন। তাই আমরা আপনাকে কষ্ট দেওয়া সমীচীন মনে করিনি। তখন তিনি তার কবরের নিকটে আসেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করেন।

১৫৩১ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَاقُبِرَ –

১৫৩১ আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আম্বারী ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর তার জানাযার সালাত আদায় করেন।

১৫৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَادُفِنَ –

১৫৩২ মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) .... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জনৈক মৃত ব্যক্তির দাফনের পর জানাযার সালাত আদায় করেন।

১৫৩৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، قَالَ كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَتُوُفِّيَتْ لَيْلاً، فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَبِمَوْتِهَا فَقَالَ اَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهَا؟ فَخَرَجَ بِاَصْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَلٰى قَبْرِهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ، وَدَعَالَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ -

১৫৩৩ আবু কুরায়ব (র) .... আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদের কাছে বাস করত। সে রাতে মারা যায়। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা যে কেন আমাকে তার মৃত্যু সংবাদ দাওনি? এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বের হন এবং তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়ান। তিনি তার উপর তাকবীর পাঠ করেন, আর এ সময় লোকেরা তাঁর পেছনে ছিল। তিনি তার জন্য দু'আ করেন। এরপর ফিরে এলেন।

٣٣.بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّجَاشِىِّ

অনুচ্ছেদ ঃ নাজাশীর জানাযার সালাত প্রসংগে

১৫৩৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّجَاشِىَّ قَدْ مَاتَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَفَفْنَاخَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ -

১৫৩৪ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নাজাশী ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে জান্নাতুল বাকীর উদ্দেশ্য বের হন। আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সামনে অগ্রসর হলেন এবং তিনি চার তাকবীরের সাথে সালাত আদায় করেন।

১৫৩৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ، جَمِيْعًا عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ، عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِىَّ قَدْمَاتَ، فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَاِنِّىْ لَفِى الصَّفِّ الثَّانِىْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ صَفَّيْنِ -

১৫৩৫ ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ ও মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র).... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্‌তিকাল করেছে। কাজেই তোমরা তার জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেনঃ নবী ﷺ দাঁড়ালেন আর আমরা তাঁর পেছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। আমি দ্বিতীয় সারিতে ছিলাম। তিনি (মুক্তাদীদের) দুই কাতারে সারিবদ্ধ করে তার জানাযার সালাত আদায় করেন।

١٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَعْيَنَ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ -

১৫৩৬ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) .... মুজাম্মি ইবন জারিয়া আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্‌তিকাল করেছে, তোমরা দাঁড়িয়ে তার জানাযার সালাত আদায় কর। আমরা তাঁর পেছনে দুই কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

١٥٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ، عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى اَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ اَرْضِكُمْ قَالُوْا مَنْ هُوَ، قَالَ النَّجَاشِىُّ -

১৫৩৭ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)....হুযায়ফা ইবন উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বের হন এবং বলেনঃ অন্যদেশে তোমাদের এক ভাই ইন্‌তিকাল করেছে। তোমরা তার জানাযার সালাত আদায় কর। তারা বললোঃ তিনি কে? নবী (স) বললেনঃ নাজাশী।

١٥٣٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ، ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوالسَّكَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِىِّ ، فَكَبَّرَ اَرْبَعًا -

১৫৩৮ সাহল ইব্‌ন আবু সাহল (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর জানাযার সালাত আদায় করেন এবং তাতে চার তাকবীর বলেন।

٣٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى ثَوَابِ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সালাত আদায়কারী এবং দাফনের জন্য প্রতীক্ষা কারীর ছাওয়াব প্রসংগে

١٥٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَحَتّٰى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالُوْا وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ -

১৫৩৯ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে তার জন্য রয়েছে এক কীরাত। আর যে ব্যক্তি দাফনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত। তারা বললোঃ দুই কীরাত কি? তিনি বললেনঃ দুইটি পাহাড়ের সমান।

١٥٤٠ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قَالَ فَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْقِيْرَاطِ؟ فَقَالَ مِثْلُ أُحُدٍ -

১৫৪০ হুমায়দ ইবন মাসআদা (র)....ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে, তার জন্য রয়েছে এক কীরাত। আর যে ব্যক্তি তার দাফনেও উপস্থিত থাকে, তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত। রাবী বলেনঃ তখন নবী ﷺ এর কাছে কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ উহুদ পাহাড় সমতুল্য।

١٥٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْقِيْرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هٰذَا -

১৫৪১ আবদুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) .... উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করে, তার জন্য রয়েছে এক কীরাত। আর যে ব্যক্তি দাফনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য রয়েছে দুই কীরাত। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাণ, 'কীরাত' হচ্ছে এই উহুদ পাহাড় অপেক্ষাও বড়।

٣٥. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ান

١٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ -

১৫৪২ মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ হিশাম ইবন আম্মার (র)...'আমির ইব্‌ন রবী'আ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন জানাযা দেখতে পাও তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না তা তোমাদের পেছনে রেখে যায় অথবা লাশ নামিয়ে রাখা হয়।

١٥٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ مُرَّعَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ، وَقَالَ قُوْمُوْا فَاِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا -

১৫৪৩ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও হান্নাদ ইবন সারী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো ঃ তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। কেননা, মৃত্যুর কারণে ভয়-ভীতি থাকে।

١٥٤٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ، قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجَنَازَةٍ، فَقُمْنَا حَتّٰى جَلَسَ، فَجَلَسْنَا -

১৫৪৪ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....'আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জানাযা দেখে দাঁড়িয়ে যান, তখন আমরাও দাঁড়ালাম। অবশেষে তিনি বসলেন এবং আমরাও বসলাম।

١٥٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالاَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتَّبَعَ جَنَازَةً، لَمْ يَقْعُدْحَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هٰكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ! فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوْهُمْ -

১৫৪৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও উকবা ইবন মুকরাম (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাযার পেছনে চলতেন, তখন লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। জনৈক ইয়াহুদী আলিম তাঁর কাছে বললোঃ হে মুহাম্মদ! আমরাও এরূপ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে পড়লেন এবং বললেনঃ তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

٣٦. بَابُ مَاجَاءَ فِيمَا يُقَالُ اِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্তানে প্রবেশের দু'আ

١٥٤٦ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِبْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ فَقَدْتُهُ (تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) فَاِذَا هُوَ لِبَقِيعِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَاِنَّا بِكُمْ لاَحِقُوْنَ - اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلاَتَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ -

১৫৪৬ ইসমায়ীল ইবন মূসা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। এ সময় তিনি জান্নাতুল বাকীতে ছিলেন এবং বলেন ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَاِنَّا بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلاَتَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ -

"হে কবরের অধিবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! তাদের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেল না।"

١٥٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ اٰدَمَ ثَنَا اَحْمَدُ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

১৫৪৭ মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন আদম (র).... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তারা যখন কবরিস্থানের দিকে বের হতেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এ মর্মে শিক্ষা দিতেনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

"হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও 'ইনশাআল্লাহ' তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

٣٧.بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُلُوْسِ فِى الْمَقَابِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্থানে বসা প্রসংগে

١٥٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى جَنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ -

১৫৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) .... বারা‘ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তথায় তিনি কিবলামুখী হয়ে বসে পড়েন।

١٥٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى جَنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ فَجَلَسَ كَاَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ -

১৫৪৯ আবু কুরায়ব (র).... বারা‘ ইবন ‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। তখন তিনি বসে পড়লেন, (আমরাও বসে পড়লাম), যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে।

٣٨. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে কবরে রাখা প্রসংগে

١٥٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ -ثَنَا اَبُوْخَالِدٍ الْاَحْمَرُ ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ خَالِدٍ مَرَّةً: اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِى لَحْدِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

১৫৫০ হিশাম ও ইব্‌ন আম্মার আবদুল্লাহ ইব্‌ন সায়ীদ (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে যখন কবরে রাখা হতো তখন নবী ﷺ বলতেন ঃ “বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ‘লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।” আবু খালিদ বলেনঃ মৃতকে যখন তার কবরে রাখা হতো, তখন তিনি বলতেনঃ “বিস্‌মিল্লাহি

ওয়া আ'রা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ।" হিশাম তার হাদীসে বলেন, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।"

১৫৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَبْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَعْدًاوَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً-

১৫৫১ আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ রাকাশী (র) .... আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ (রা) কে কবরে রাখেন এবং তাঁর কবরে পানি ছিটিয়ে দেন।

১৫৫২ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ اِسْتِقْبَالاً، (وَاسْتُلَّ اِسْتِلاَلاً)-

১৫৫২ হারুন ইব্‌ন ইসহাক (র) .... আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিবলার দিক থেকে কবরে রাখা হয় এবং তাঁর চেহারা মুবারক কিবলামুখী রাখা হয়। (এবং তাঁর রওযায় পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়)।

১৫৫৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَلْبِيُّ ثَنَا اِدْرِيْسُ الْاَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَضَرْتُ اِبْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ، وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَلَمَّا اُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ، قَالَ اللّٰهُمَّ! اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْرُوْحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ: يَا اِبْنَ عُمَرَ! اَشَيْءٌ، سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْ قُلْتَهُ بِرَاْيِكَ؟ قَالَ: اِنِّي اِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

১৫৫৩ হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) .... সায়ীদ ইবন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা) এর সংগে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যখন তিনি কবরে লাশ রাখেন তখন বলেন ঃ "বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।" কবরের উপর মাটি সমান করে দেওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ! اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ .... رِضْوَانًا -

আমি বললামঃ হে ইব্‌ন উমর! আপনি কি এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, না আপনার নিজের থেকে বলেছেন? তিনি বললেনঃ আমি এরূপ বলার সামর্থ্য রাখি, তবে আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

٣٩. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ اِسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ লাহাদ কবর মুস্তাহাব হওয়া প্রসংগে

١٥٥٤ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْاَعْلٰى يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا –

১৫৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহাদ এবং অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।

١٥٥٥ **حَدَّثَنَا** اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ ثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا –

১৫৫৫ ইসমায়ীল ইব্‌ন মূসা সুদ্দী (র) .... জারীর ইবন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহাদ এবং অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।

١٥٥٦ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، اَنَّهُ قَالَ : اَلْحِدُوْا لِيْ لَحْدًا، وَانْصِبُوْا عَلَى اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

১৫৫৬ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) .... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার জন্য তোমরা লাহাদ কবর তৈরি করবে এবং নিদর্শন স্বরূপ সেখানে ইট পুঁতে দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে করা হয়েছিল।

٤٠. بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّقِّ

অনুচ্ছেদ ঃ শাক্ক কবর প্রসঙ্গে

١٥٥٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ – حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ

يَلْحَدُ وَ اٰخَرُ يَضْرَحُ فَقَالُوْا نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ اِلَيْهِمَا فَاَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ فَاُرْسِلَ اِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ -

১৫৫৭ মাহমুদ ইবন গায়লান (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ এর ইনতিকালের সময় মদীনায় এক ব্যক্তি লাহাদ কবর খনন করতো এবং অপর এক ব্যক্তি শাক্ক কবর খনন করতো। সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা আমাদের রবের কাছে ইস্তিখারা করবো এবং তাদের উভয়ের কাছে সংবাদ পাঠাব। তাদের যে আগে আসবে (তাকে রাখবো) এবং অন্য জনকে বাদ দেব। এরপর উভয়ের কাছে লোক পাঠান হলো। লাহাদ কবর খননকারী আগে আসলো। তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য লাহাদ খনন করেন।

١٥٥٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ الْمُقْرِئُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ الْقُرَشِىُّ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَلَفُوْا فِى اللَّحْدِ وَ الشَّقِّ حَتّٰى تَكَلَّمُوْا فِىْ ذٰلِكَ وَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ لَا تَصْخَبُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَاَرْسَلُوْا اِلَى الشَّقَّاقِ وَ اللَّاحِدِ جَمِيْعًا فَجَاءَ اللَّاحِدُ ، فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دُفِنَ -

১৫৫৮ উমর ইবন শায়বা ইব্ন উবায়দা ইবন যায়দ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখন সাহাবীগণ তাঁকে লাহাদ কবরে রাখা বা শাক্ক কবরে দাফন করার ব্যাপারে মতভেদ করেন। এমন কি তারা এ ব্যাপারে বাদানুবাদ শুরু করেন এবং তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়। তখন উমর (রা) বলেনঃ জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায় তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উচ্চ কণ্ঠে বাকবিতন্ডা করো না। তোমরা শাক্ক ও লাহাদ কবর খননকারী সকলের কাছে সংবাদ পাঠাও। তখন লাহাদ কবর খননকারী আসলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য লাহাদ কবর খনন করলো। এরপর তাঁকে দাফন করা হলো।

٤١. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَفْرِ الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর খনন প্রসঙ্গে

١٥٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنِ الْاَدْرَعِ السُّلَمِىِّ، قَالَ جِئْتُ لَيْلَةً اَحْرُسُ النَّبِىَّ ﷺ

فَاِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هٰذَا مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ- فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ فَحَمَلُوْا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُرْفُقُوْا بِهِ ، رَفَقَ اللّٰهُ بِهِ اِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ اَوْسِعُوْا لَهُ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ –

১৫৫৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আদরা' সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে নবী ﷺ কে পাহারা দেওয়ার জন্য আসলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছিল। নবী ﷺ বের হলেন। তখন আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি তো একজন রিয়াকার। রাবী বলেনঃ লোকটি মদীনায় মারা গেলে লোকেরা তার দাফন-কাফনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তার লাশ বহন করে নিয়ে গেল। নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা তার প্রতি সদয় হও, আল্লাহও তার প্রতি সদয় হবেন। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভাল বাসত। রাবী বলেনঃ তার কবর খনন করা হলে নবী ﷺ বললেনঃ তার জন্য কবর আরো প্রশস্ত কর। আল্লাহও তার প্রতি সদয় হবেন। কোন কোন সাহাবী বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো তার ব্যাপারে চিন্তা করছেন। তিনি বললেনঃ হাঁ। কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখত।

١٥٦٠ حَدَّثَنَا اَزْهَرُبْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ اَبِى الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْفِرُوْا وَ اَوْسِعُوْا وَاَحْسِنُوْا –

১৫৬০ আযহার ইবন মারওয়ান (র) .... হিশাম ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা প্রশস্ত করে কবর খনন করো এবং মৃতের প্রতি সদয় হও।

٤٢. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْعَلَامَةِ فِى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরে নিদর্শন স্থাপন করা

١٥٦١ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَامُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ –

১৫৬১ আব্বাস ইবন জা'ফর (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান ইবন মায্‌উনের কবরের উপর পাথর দিয়ে চিহ্নিত করেন।

٤٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْيِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَتَجْصِيْصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা এবং তা পাকা করা ও তাতে লেখা নিষিদ্ধ

١٥٦٢ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ -

১৫৬২ আযহার ইব্ন মারওয়ান ও মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُكْتَبَ عَلَى قَبْرٍ شَيْءٌ -

১৫৬৩ আবদুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وَهَبٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبْنٰى عَلَى الْقَبْرِ -

১৫৬৪ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াইয়া (র) .... আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

٤٤. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ حَثْوِ التُّرَابِ فِى الْقَبْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরে মাটি ঢেলে দেওয়া

١٥٦٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُوْمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى جِنَازَةٍ، ثُمَّ اَتٰى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا ۔

১৫৬৫ আব্বাস ইবন ওয়ালিদ দিমাশকী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করেন এরপর মৃতের কবরের কাছে আসেন এবং তার মাথার দিক থেকে তিনবার মাটি ঢেলে দেন।

٤٥. بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُوْرِ وَ الْجُلُوْسِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর হাটা চলা করা এবং বসা নিষেধ

١٥٦٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ -

১৫৬৬ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সায়ীদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কারো কবরের উপর বসার চাইতে তোমাদের জন্য প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর বসা শ্রেয়।

١٥٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ، عَنْ اَبِى الْخَيْرِ، مَرْثَدِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِىِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَمْشِىَ عَلٰى جَمْرَةٍ اَوْسَيْفٍ اَوْ اَخْصِفَ نَعْلِىْ بِرِجْلِىْ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَمْشِىَ عَلٰى قَبْرٍ مُسْلِمٍ وَمَا اُبَالِىْ اَوْوَسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِىْ، اَوْ وَسَطَ السُّوْقِ -

১৫৬৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমায়ীল ইব্‌ন সামুরা (র) .... উক্‌বা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অপেক্ষা আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অথবা তরবারীর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কবরস্তানে পায়খানা করা এবং বাজারের মাঝখানে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখছি না।

٤٦. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِى الْمَقَابِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরস্তানে জুতা খুলে যাওয়া

١٥٦٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ بَشِيْرِبْنَ النَصَاصِيَّةِ، قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ يَا اِبْنَ الْخَصَاصِيَّةِ! مَا تَنْقِمُ عَلَى اللّٰهِ؟ اَصْبَحْتُ تُمَاشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَااَنْقِمُ عَلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اَدْرَكَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا - ثُمَّ مَرَّ عَلٰى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ سَبَقَ هٰؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَاٰى رَجُلًا يَمْشِىْ بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِىْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ! اَلْقِهِمَا -

১৫৬৮ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... বাশীর ইবন খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পায়চারী করছিলাম। তিনি বললেনঃ হে ইব্‌ন খাসাসিয়া। তুমি আল্লাহর কাছে এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কি প্রত্যাশা কর যে, তুমি তাঁর রাসূলের ﷺ সঙ্গে সকালে পায়চারী করছ। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা করি না। কেননা, আল্লাহ আমাকে সব ধরনের কল্যাণ দান করেছেন। এরপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেনঃ এসব লোক বিপুল কল্যাণ লাভ করেছে। এরপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেনঃ এসব লোক তো আগে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। রাবী বলেনঃ এ সময় তিনি জনৈক ব্যক্তিকে জুতা পরে কবরস্থানে চলতে দেখে বলেনঃ হে জুতা পরিধানকারী, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবদুর রহমান ইবান মাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উছমান (র) বলতেন, হাদীসখানা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এবং এর রাবী একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

٤٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত প্রসংগে

١٥٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ-

১৫৬৯ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, তা তোমাদের আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

١٥٧٠ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ-

১৫৭০ ইব্‌রাহীম ইবন সায়ীদ জাওহারী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিযারতের অনুমতি দিয়েছেন।

١٥٧١ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ هَانِىءٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ الْاَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ-

১৫৭১ ইয়ূনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (রা) .... ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি তোমাদের কবর যিযারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা কবর যিযারত করবে। কেননা, তা দুনিয়াতে নির্লোভ বানায় এবং আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।

٤٨. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদঃ মুশরিক্‌দের করব যিযারত করা

١٥٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ زَارَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْرَ اُمِّهِ فَبَكَى وَاَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اِسْتَاذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَاْذَنْ لِىْ وَاسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ، فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ -

১৫৭২ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ তাঁর মা-এর কবর যিযারত করেন। তিনি কাঁদেন এবং তাঁর পাশের লোকেরাও কাঁদেন। এরপর তিনি বলেনঃ আমি আমার রবের নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আর আমি আমার রবের নিকট তার কবর যিযারতের অনুমতি চাইলে, তিনি আমাকে অনুমতি দেন। কাজেই তোমরা কবর যিযারত করবে। কেননা, তা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

١٥٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ الْبَخْتَرِىِّ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ اَبِىْ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ فَاَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِى النَّارِ قَالَ كَاَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! فَاَيْنَ اَبُوْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ، فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ قَالَ فَاَسْلَمَ الْاَعْرَابِىُّ، بَعْدُ وَقَالَ : لَقَدْ كَلَّفَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْبًا مَامَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ اِلاَّ بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ -

১৫৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমায়ীল ইবন বুখ্তারী ওয়াসিতী (র).... সালিম (র) এর পিতা ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আরাবী নবী ﷺ এর নিকট এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতেন এবং তিনি এরূপ এরূপ ছিলেন। এখন তিনি কোথায়? তিনি বললেনঃ জাহান্নামে। রাবী বলেনঃ এতে সে ব্যথিত হয়। তখন সে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি যখন মুশরিকের কবর অতিক্রম কর, তখন তাকে জাহান্নামের সংবাদ দিও। রাবী বলেনঃ আরাবী লোকটি এরপর ইসলাম গ্রহণ করলো এবং বললোঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উপর একটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন; কাজেই আমি যখন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, তখন তাকে জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছি।

٤٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُوْرَ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রসংগে

১৫৭৪ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَاَبُوْ بِشْرٍ قَالاَ ثَنَا قَبِيْصَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا الْفُرْيَابِىُّ وَقَبِيْصَةُ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهِمَانَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ –

১৫৭৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু বিশ্‌র, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আসকালানী (র) .... হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন।

১৫৭৫ حَدَّثَنَا اَزْهَرُبْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جُحَادَةَ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ –

১৫৭৫ আয্‌হার ইব্‌ন মারওয়ান (রা) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের লা'নত করেছেন।

১৫৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ اَبُوْنَصْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ ثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَبْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ –

১৫৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আবু নাসর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন।

٥٠. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য জানাযায় অনুসরণ করা প্রসংগে

১৫৭৭ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْهَا –

১৫৭৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....উম্মুল 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

১৫৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، بْنِ سَلْمَةَ عَنْ دِيْنَارٍ اَبِى عُمَرَ، عَنْ اِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا نِسْوَةٌ جُلُوْسٌ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ قَالَ هَلْ تَغْسِلْنَ؟ قُلْنَ لاَ قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ؟ قُلْنَ : لاَ قَالَ هَلْ تُدْلِيْنَ فِيْمَنْ يُدْلِى؟ قُلْنَ لاَ قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرِ مَاْجُوْرَاتٍ -

১৫৭৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এসে মহিলাদের বসা দেখতে পান। তখন তিনি বলেনঃ তোমরা কেন বসে আছ? তারা বললোঃ আমরা জানাযার অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেনঃ তোমরা কি (মৃতের) গোসল করাবে? তারা বললোঃ না। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জানাযা বহন করবে? তারা বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তোমরা কি মৃতকে কবরে রাখায় অংশ গ্রহণ করবে? তারা বললোঃ না। তিনি বললেনঃ এখানে তোমাদের জন্য গুনাহ ব্যতীত কোন ছাওয়াব নেই, কাজেই তোমরা ফিরে যায়।

٥١. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ النِّيَاحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিলাপ করা নিষিদ্ধ

১৫৭৯ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِى مَعْرُوْفٍ قَالَ النَّوْحُ -

১৫৭৯ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (রা) .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ('তারা তোমাকে সৎ কাজে অমান্য করবে না") -এর অর্থ বিলাপ করবে না বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫৮০ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ثَنَا جَرِيْرٌ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ ، فَذَكَرَ فِى خُطْبَتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّوْحِ -

১৫৮০ হিশাম ইবন আম্মার (র) .... মু'আবিয়া (রা) এর আযাদকৃত গোলাম জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মু'আবিয়া (রা) হেম্‌স নামকস্থানে ভাষণদান কালে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

১٥٨١ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللّٰهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ -

১৫৮১ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) .... আবু মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাপ করে কান্নাকাটি করা জাহিলীপনার নামান্তর। আর যে বিলাপকারিণী তাওবা না করে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে আলকাত্‌রা যুক্ত কাপড় এবং লেলিহান শিখার বর্ম পরিধান করাবেন।

১٥٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ -

১৫৮২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা জাহিলীপনার নামান্তর। কেননা, যে বিলাপকারিণী তাওবা না করে মারা যায়, কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরা যুক্ত জামা পরিয়ে উঠান হবে, এরপর তাকে অগ্নিশিখার বর্ম পরিধান করানো হবে।

১٥٨٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ -

১৫৮৩ আহমাদ ইবন য়ূসুফ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে জানাযার সাথে বিলাপকারিণী মহিলা থাকবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢. بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুখমন্ডলে আঘাত করা এবং বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা নিষিদ্ধ

১٥٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ وَضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ -

১৫৮৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র).... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, মুখমন্ডলে আঘাত করে এবং জাহিলী যুগের ন্যায় সজোরে কান্নাকাটি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٥٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، اَلْقَاسِمِ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُوْرِ -

১৫৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন জাবির আল মুহারিবী ও মুহাম্মদ ইবন কারামা (র)....আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ চেহারা ক্ষত বিক্ষতকারিণী, বক্ষদেশের জামা ছিন্নকারিণী, ধ্বংস কামানাকারীণী ও শোকগাথার আয়োজনকারিণীর উপর লানত করেছেন।

١٥٨٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِيُّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، وَاَبِى بُرْدَةَ قَالاَ لَمَّا ثَقَلَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَاَفَاقَ فَقَالَ لَهَا اَوَمَا عَلِمْتِ اَنِّى بَرِيْئٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ وَكَانَ تُحَدِّثُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَا بَرِيْئٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ -

১৫৮৬ আহমাদ ইব্ন উছমান ইবন হাকীম আওদী (র) .... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ও আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবু মুসা (রা) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, তখন তার স্ত্রী উম্মু আবদুল্লাহ চীৎকার করতে করতে আসে। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে তাকে বলেনঃ তুমি কি জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার প্রতি নাখোশ, আমিও তার প্রতি নাখোশ? তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) মাথা মুন্ডন করে, সজোরে কান্নাকাটি করে এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, আমি তাঁর দায় মুক্ত।

٥٣. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা প্রসংগে

١٥٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ

كَانَ فِيْ جِنَازَةٍ فَرَاى عُمَرُ اِمْرَاَةً فَصَاحَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ دَعْهَا يَاعُمَرُ فَاِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ –

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَزْرَقِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ –

১৫৮৭ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। উমর (রা) জনৈক মহিলাকে (কান্নাকাটি করতে দেখে) তাকে ধমক দেন। তখন নবী ﷺ বলেনঃ হে উমর! তাকে কান্নাকাটি করতে দাও। কেননা চোখ অশ্রু বর্ষণ করে। আত্মা বেদনা বিধুর এবং অংগীকারের সময় নিকটবর্তী।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়য়া (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كَانَ اِبْنٌ لِبَعْضِ بِنَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنْ يَاْتِيَهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَااَخَذَ لَهُ مَااَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ فَاَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا الصَّبِىَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرُوْحُهُ تَقَلْقَلُ فِىْ صَدْرِهِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنَّةٌ قَالَ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَاهٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الرَّحْمَةُ الَّتِىْ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ بَنِىْ اٰدَمَ – وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ –

১৫৮৮ মুহাম্মদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)...... উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জনৈক কন্যার ছেলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি নবী ﷺ কে তার কাছে আসার জন্য লোক পাঠালেন। নবী ﷺ তার কন্যার কাছে এরূপ খবর পাঠালেনঃ সবই আল্লাহর, যা তিনি নিয়ে নেন এবং তাঁরই যা তিনি দান করেন। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাঁর নিকট নির্ধারিত সময় রয়েছে। কাজেই, তোমার উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং ছাওয়াবের আশা রাখা। নবী ﷺ এর কন্যা কসম দিয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং আমি মুআয ইব্‌ন জাবাল, ইবন কা'ব ও উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) ও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাই। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হলাম, তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দিল। আর তখনও তার রূহ

তার বুকের মাঝে নড়াচড়া করছিল। রাবী বলেনঃ আমার ধারণা, তিনি বলেছেন, এ যেন একটি পুরানা মশক। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেঁদে ফেললেন। তখন উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাঁকে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি? তিনি বললেন ঃ এ হলো রহমত, যা আল্লাহ বনু আদমকে দান করেছেন। আল্লাহ তো কেবল তাঁর ঐ সকল বান্দাদের প্রতি দয়া করেন, যারা পরস্পরে দয়াশীল।

১٥٨٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ، قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ اِبْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، اِبْرَاهِيْمُ، بَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّيْ : (اِمَّا اَبُوْبَكْرٍ وَاِمَّا عُمَرُ) اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللّٰهُ حَقَّهُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلاَ اَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُوْدٌ جَامِعٌ، وَاَنَّ الْاٰخِرَ تَابِعٌ لِلْاَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَاِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ–

১৫৮৯ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সা'য়ীদ (র).... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছেলে ইবরাহীম (রা) এর ইনতিকাল হলে তিনি কাঁদেন। তখন শান্তনা দানকারী জনৈক ব্যক্তি (আবু বকর অথবা উমর রা) তাঁকে বলেনঃ আপনি তো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক হকদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ চোখ অশ্রু বর্ষণ করে, হৃদয় ব্যথিত হয়; তবে আমরা এমন কিছু বলছি না, যা রবকে অসন্তুষ্ট করে। যদি তা (মৃত্যু) অবধারিত না হতো, কিয়ামতের দিন একত্রিত হওয়ার ওয়াদা না থাকতো এবং পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে, হে ইবরাহীম! আমরা তোমার ব্যাপারে যে কষ্ট পেয়েছি, তার চাইতে অধিক কষ্ট পেতাম। আমরা তো তোমার জন্য অবশ্যই দুঃখিত।

١٥٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، اَنَّهُ قِيْلَ لَهَا قُتِلَ اَخُوْكِ فَقَالَتْ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ قَالُوْا قُتِلَ زَوْجُكِ قَالَتْ وَاحُزْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْاَةِ لَشُعْبَةً مَاهِيَ لِشَيْءٍ–

১৫৯০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)....হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো যে, তার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিত ভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। তারা বললেনঃ তোমার স্বামীকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ আফসোস, আমরা তার জন্য চিন্তিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় স্বামীর প্রতি মহিলাদের এমন ভালবাসা রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই।

١٥٩١ **حَدَّثَنَا** هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِىُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهَبٍ اَنْبَانَا اُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْاَشْهَلِ يَبْكِيْنَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لٰكِنَّ حَمْزَةَ لَابَوَاكِىَ لَهُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ يَبْكِيْنَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَيْحَهُنَّ ! مَاانْقَلَبْنَ بَعْدُ مُرُوْهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكِيْنَ عَلٰى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ -

১৫৯১ হারুন ইব্ন সা'য়ীদ মিস্‌রী (র)....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবদুল আশহাল কবীলার মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তারা উহুদ যুদ্ধে শহীদ আত্মীয়দের জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ কিন্তু হামযা, তার জন্য কান্নাকাটি করার কেউ নেই। ইতিমধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা এসে হামযা (রা)-এর জন্য কান্নাকাটি শুরু করলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠে বললেনঃ তাদের জন্য আফসোস! এতদিন পরে তাদের কিসে কান্নার প্রেরণা যোগাল? তাদের কাছে গিয়ে বলো তারা যেন ফিরে যায়। আর আজকের দিনের পর থেকে তারা যেন কোন শহীদের জন্য কান্নাকাটি না করে।

١٥٩٢ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجْرِىِّ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ اَوْفٰى، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرَاثِىْ -

১৫৯২ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র)....ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতম করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করায় মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া প্রসঙ্গে

١٥٩٣ **حَدَّثَنَا** اَبُوْبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَاشَاذَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِىٍّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ -

১৫৯৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ ও নাসর ইব্ন 'আলী (র)....'উমর ইবন খাত্তাব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে।

১৫৯৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا اَسِيدُ بْنُ اَبِي اَسِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، اِذَا قَالُوا : وَاعَضُدَاهُ وَاكَاسِيَاهُ وَاَنَاصِرَاهُ وَاجَبَلَاهُ وَنَحْوَهٰذَا يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ اَنْتَ كَذٰلِكَ؟ اَنْتَ كَذٰلِكَ؟

قَالَ اَسِيدُ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَقُولُ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ وَيْحَكَ! اُحَدِّثُكَ اَنَّ اَبَا مُوسٰى حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَتَرٰى اَنَّ اَبَا مُوسٰى كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْتَرٰى اَنِّي كَذَبْتُ عَلٰى اَبِي مُوسٰى ؟

১৫৯৪ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব (র)....আবু মুসা আশ্'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়। যখন তারা বলেঃ হে আমাদের বাহুদ্বয়, হে আমাদের ভরণ-পোষণের সংস্থানকারী, হে আমাদের সাহায্যকারী, হে আমাদের পরমাত্মীয় ইত্যাদি কথা। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ তুমি কি এরূপ ছিলে? তুমি কি এরূপ ছিলে?

উসায়দ (রা) বলেনঃ তখন আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ "কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" (৩৫ঃ১৮)। রাবী বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক! আমি তোমার কাছে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছি। আর তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

তুমি কি মনে কর, আবু মুসা (র) নবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করেছেন অথবা তুমি কি মনে কর যে, আমি আবু মুসা (রা) এর উপর মিথ্যারোপ করছি?

১৫৯৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةً، مَاتَتْ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ يَبْكُونَ عَلَيْهَا قَالَ فَاِنَّ اَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا -

১৫৯৫ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)....আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা মারা যায়। নবী ﷺ মহিলাটির জন্য তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে বললেনঃ তার পরিবার পরিজন কান্নাকাটি করছে, আর তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

٥٥. بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيْبَةِ

অনুচ্ছেদঃ বিপদে ধৈর্য ধারণ করা

١٥٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلَى -

১৫৯৬ মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সবর তো হয় বিপদের প্রথম থেকেই।

١٥٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ اِبْنَ اٰدَمَ! اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلَى، لَمْ اَرْضَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ -

১৫৯৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র)..... আবু উমামা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ হে বনী আদম! যদি তুমি বিপদের প্রথম থেকে ধৈর্য ধারণ কর এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা রাখ; তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন ছওয়াব দানে সন্তুষ্ট হব না।

١٥٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَفْزَعُ اِلَى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ، مِنْ قَوْلِهِ : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ! عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِى فَاْجُرْنِى فِيْهَا، وَعَوِّضْنِى مِنْهَا اِلاَّ اَجَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا، وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّى اَبُوْ سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِىْ حَدَّثَنِى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ! عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِى هٰذِهِ فَاْجُرْنِى عَلَيْهَا فَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ وَعِضْنِى خَيْرًامِنْهَا، قُلْتُ فِىْ نَفْسِى اُعَاضُ خَيْرًا مِنْ اَبِى سَلَمَةَ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا فَعَاضَنِى اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاَجَرَنِى فِىْ مُصِيْبَتِى -

১৫৯৮ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ঃ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তো দিকে

প্রত্যাবর্তনকারী) পাঠ করে এবঙ বলে ঃ আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বিপদে ছওয়াবের প্রত্যাশা করি। কাজেই আপনি আমাকে -এর পুরস্কার দিন এবং আমাকে এর প্রতিদান দিন; তখন আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করেন। রাবী (উম্মু সালামা) বলেনঃ আবু সালামা যখন ইনতিকাল করেন, তখন আমি, আবু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন, তা স্মরণ করলাম। বললাম ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .... عَلَيْهَا

"আমরা তো আল্লাহর জন্য। নিশ্চিতভাবে আমরা তো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন কারী। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদের পুরস্কার তো আপনারই কাছে রয়েছে। কাজেই আমাকে এর পুরস্কার দান করুন।"

এরপর যখন আমি বলতে ইচ্ছা করলামঃ আমাকে এর চাইতে উত্তম কিছু দান করুন, তখন আমি মনে মনে বললামঃ আবু সালামা অপেক্ষা আমাকে উত্তম কিছু দান করুন। তারপর আমি তা বললাম। তখন আল্লাহ আমাকে বিনিময়ে মুহাম্মাদ ﷺ কে দান করলেন এবং আমার বিপদে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করলেন।

١٥٩٩ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ ثَنَا اَبُوْهَمَّامٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَمْرِو بْنُ عُبَيْدَةَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ اَوْكَشَفَ سِتْرًا فَاِذَاالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ وَرَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَارَاَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ، وَرَجَاءَ اَنْ يَخْلُفَهُ اللّٰهُ فِيْهِمْ بِالَّذِىْ رَاٰهُمْ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ! اَيُّمَا اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، اَوْمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَتِهِ عَنِ الْمُصِيْبَةِ الَّتِىْ تُصِيْبُهُ بِغَيْرِىْ فَاِنَّ اَحَدًا مِنْ اُمَّتِىْ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيْبَةٍ بَعْدِىْ اَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِىْ -

১৫৯৯ ওয়ালীদ ইব্ন 'আমর ইবন সুকায়ন (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও লোকদের মধ্যেকার পর্দা খুলে অথবা পর্দা অপসারণ করে দেখতে পান যে, সাহাবীগণ আবু বকর (রা) এর পেছনে সালাত আদায় করছেন। তিনি তাদের এ সুন্দর অবস্থায় দেখে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং এ প্রত্যাশা করেন যে, আল্লাহ আবু বকরকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন, যেরূপ তিনি তাদের দেখতে পেয়েছেন। এরপর তিনি বলেনঃ হে লোক সকল! লোকদের কেউ অথবা কোন মু'মিন ব্যক্তির উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন সে যেন অন্যের প্রতি আপতিত বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমার বিপদের কথা স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। কেননা, আমার পরে আমার কোন উম্মতের উপর আমার বিপদের চাইতে কঠিন বিপদ দেওয়া হবে না।

١٦٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ اَبِيْهَا ، قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ، فَذَكَرَ مُصِيْبَةً فَاَحْدَثَ اِسْتِرْجَاعًا وَاِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيْبَ-

১৬০০ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (রা).... হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কারো উপর বিপদ আসার পর তা স্মরণ করে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলে আল্লাহ্ তাকে বিপদের দিন থেকে শুরু করে বিপদ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত ছওয়াব দান করবেন।

٥٦. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ ثَوَابِ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদগ্রস্তকে শান্তনা দেওয়ার ছওয়াব

١٦٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ، اَبُوْعُمَارَةَ ، مَوْلَى الْاَنْصَارِ ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ،اَنَّهُ قَالَ مَامِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ اِلاَّ كَسَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

১৬০১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা).... আমর ইব্‌ন হাযম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে শান্তনা দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন।

١٦٠٢ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنِ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَزّٰى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ-

১৬০২ 'আমর ইব্‌ন রাফি' (র).... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্তকে শান্তনা দেয়, তার জন্য রয়েছে অনুরূপ ছওয়াব।

٥٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ ثَوَابِ مَنْ أُصِيْبَ بِوَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের মৃত্যুতে ছওয়াব প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

١٦٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لِرَجُلٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

১৬০৩ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যার তিনটি সন্তান মারা যায়, (সে জান্নাতী), তবে সে কসম পূর্ণ না করলে জাহান্নামী হবে।

١٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنُ شُفْعَةَ، قَالَ لَقِيَنِيْ عُتْبَةُ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، مِنْ اَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ –

১৬০৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র).... 'উতবা ইবন 'আবদুস সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যায়, সে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٦٠٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، الاَّ اَدْخَلَهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِيَّاهُمْ –

১৬০৫ ইয়ূসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ মা'নী (র) "আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন মুসরিম পিতামাতার তিনটি নাবালক সন্তান মারা গেলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি রহম করে জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন।

١٦٠٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا –

১৬০৬ নাসর ইব্‌ন 'আলী জাহযামী (র)...আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনটি নাবালক সন্তান আগাম পাঠায় (মারা যায়) তার জন্য তারা হবে জাহান্নামের মজবুত ঢাল স্বরূপ। তখন আবু যার (রা) বললেনঃ আমি দু'টি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। নবী ﷺ বললেনঃ দু'টি হলেও। সায়্যিদুল কুররা উবাই ইবন কা'ব (রা) বললেন, আমি একটি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। তিনি ﷺ বললেন ঃ একটি হলেও।

٥٨. بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ أُصِيْبَ بِسَقْطٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলার গর্ভপাত হলে

١٦٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ فَارِسٍ اُخَلِّفُهُ خَلْفِىْ -

১৬০৭ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দুনিয়ায় রেখে যাওয়া অশ্বারোহী সন্তান অপেক্ষা আমার নিকট গর্ভপাত জনিত সন্তান যা আগে পাঠানো হয়, অধিক প্রিয়।

١٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، اَبُوْبَكْرِ الْبَكَّائِىُّ قَالاَثَنَا اَبُوْغَسَّانَ قَالَ ثَنَا مِنْدَلُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخْعِىِّ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ اَبِيْهَا عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ! اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّ هُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ : يُرَاغِمُ رَبَّهُ، يُغَاضِبُ -

১৬০৮ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক আবু বকর বাক্কায়ী (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ গর্ভপাত জনিত সন্তান, তার পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে দেখে, তার রবের সঙ্গে বাদানুবাদ করবে। তখন বলা হবেঃ হে রবের সাথে বাদানুবাদকারী গর্ভপাত জনিত সন্তান; তোমার পিতামাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। ফলে, জান্নাতে প্রবেশ করানো পর্যন্ত তারা তাদেরকে টানতে থাকবে।

١٦٠٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوْقٍ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُسْلِمِ الْحَضْرَمِىِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! اِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ اُمَّهُ بِسَرَرِهِ اِلَى الْجَنَّةِ، اِذَا احْتَسَبَتْهُ

১৬০৯ 'আলী ইব্ন হাশিম ইব্ন মারযূক (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! গর্ভপাত জনিত সন্তানের দ্বারা যদি তার মাতা ছওয়াব আশা করে, তাহলে সে তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

٥٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى الطَّعَامِ يُبْعَثُ اِلَى اَهْلِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের বাড়ীতে খানা প্রেরণ প্রসঙ্গে

١٦١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ لَمَّاجَاءَ نَعْىُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَايَشْغَلُهُمْ، اَوْ اَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ -

১৬১০ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাফর (রা) এর লাশ যখন আনা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খানা তৈরী কর। কেননা, তাদের এমন বিপদ পেয়ে বসেছে, যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে; অথবা এমন অবস্থা হয়েছে, যা তাদের ব্যস্ত করে রেখেছে।

١٦١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، اَبُوْسَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ، عَنْ اُمِّ عِيْسَى الْجَزَّارِ، عَنْ جَدَّتِهَا اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ لَمَّا اُصِيْبَ جَعْفَرُ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ اِنَّ اٰلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوْا بِشَانِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا -

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَمَازَالَتْ سُنَّةً، حَتّٰى كَانَ حَدِيْثًا فَتُرِكَ -

১৬১১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালাফ ও আবু সালামা (র)....আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন জা'ফর (রা) কে শহীদ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পরিবারের কাছে আসেন এবং বলেন, জা'ফরের পরিবারকে তাদের মৃত ব্যক্তি নিয়ে ব্যস্ত রাখা হয়েছে। কাজেই, তোমরা তাদের জন্য খানা তৈরী কর।

'আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ এটা সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়; তবে এটা অহংকার ও প্রদর্শনীর পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তা বর্জন করা হয়।

٦٠. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْاِجْتِمَاعِ اِلَى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَ صَنْعَةِ الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের বাড়ীতে ভীড় করা এবং খানা তৈরী করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে

١٦١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، اَبُو الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ، قَالَ كُنَّا نَرَى الْاِجْتِمَاعَ اِلَى اَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ، مِنَ النِّيَاحَةِ -

১৬১২ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মৃতের বাড়ীতে ভীড় করা ও খানা তৈরী করাকে আমরা বিলাপ মনে করতাম।

٦١. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فِيْمَنْ مَاتَ غَرِيْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মারা যাওয়া প্রসঙ্গে

١٦١٣ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ-

১৬১৩ জামীল ইবন হাসান (র).... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সফরে থাকা অবস্থায় মারা যাওয়া শাহাদতের অন্তর্ভুক্ত।

١٦١٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُعَافِرِىُّ، عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَالَيْتَهُ مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ وَلِمَ؟ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهِ وَقِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اِلٰى مُنْقَطَعِ اَثَرِهِ فِى الْجَنَّةِ-

১৬১৪ হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).... 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মদীনায় জন্মগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি মদীনায় মারা যায়। নবী ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি বলেনঃ আহ! এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র মারা যেত! তখন লোকদের থেকে একজন বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কেন? তিনি বললেনঃ কোন ব্যক্তি যখন তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য খানে মারা যায়, তখন তার মৃত্যুর স্থান থেকে তার জন্ম স্থান পর্যন্ত যমীন তার জন্য জান্নাতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

٦٢. بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ مَاتَ مَرِيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যাওয়া প্রসঙ্গে

١٦١٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا اِبْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ

اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى عَطَاءٍ، عَنْ مُوْسَى ابْنِ وَرْدَانَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَاتَ شَهِيْدًا اَوْ وُقِىَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِىَ وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ -

১৬১৫ আহ্‌মাদ ইবন ইয়ূসুফ ও আবু 'উবায়দা ইবন আবু সফর (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যায়, সে শাহাদতের মৃত্যু লাভ করে। কবরের ফিতনা হতে যাকে রক্ষা করা হয় এবং সকাল সন্ধ্যায় তার জন্য রিযক জান্নাত থেকে সরবরাহ করা হয়।

٦٣. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের হাড় ভেঙ্গে ফেলা নিষিদ্ধ

١٦١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا -

১৬১৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মৃতের হাড় ভেঙ্গে ফেলা, তা জীবিত অস্থায় ভাঙার অনুরূপ।

١٦١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ - عَنْ اُمِّهِ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَىِّ فِى الْاِثْمِ -

১৬১৭ মুহাম্মাদ ইবন মু'আম্মার (র).... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে ফেলার মতই গুনাহর কাজ।

٦٤. بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِكْرِمَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (অন্তিম) রোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে

١٦١٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَىْ اُمَّهْ اَخْبِرِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

قَالَتِ اشْتَكَى فَعَلَقَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثَةِ اٰكِلِ الزَّبِيبِ وَكَانَ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأْذَنَهُنَّ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَاَنْ يَدُرْنَ عَلَيْهِ -

قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالْاَرْضِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ -

فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَتَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ -

১৬১৮ সাহল ইবন আবু সাহল (র).... উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আমার মা! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (অন্তিম) রোগ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেনঃ তিনি রোগাক্রান্ত হলেন, এবং আমরা অনুভব করলাম যে, তিনি কিশমিশ ভক্ষণকারীর ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। তখনও তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে পালাক্রমে যেতেন। যখন তাঁর রোগ বেড়ে যায় তখন তিনি তাদের কাছ থেকে 'আয়েশা (রা)-এর হুজরায় থাকার জন্য অনুমতি চাইলেন এবং তারা যেন পালাক্রমে এসে নবী ﷺ -এর খোঁজ-খবর নেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই ব্যক্তির উপর ভর করে আমার কাছে আসেন, আর এ সময় তাঁর পা দু'খানা মাটিতে হেচড়াচ্ছিল। উল্লেখিত দু'ব্যক্তির একজন ছিলেন 'আব্বাস (রা)। আমি হাদীসখানা ইবন আব্বাস (রা) এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ তুমি কি জান, ঐ ব্যক্তি কে, যার নাম 'আয়েশা (রা) উল্লেখ করেননি? তিনি হলেন 'আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)।

١٦١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اِذْهَبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَجَعَلْتُ اَمْسَحُهُ وَاَقُوْلُهَا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِيْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلَى قَالَتْ فَكَانَ هٰذَا اٰخِرَهُ سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ -

১৬১৯ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ এ সকল শব্দের দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ

(اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ وَلاَ شِفَاءَ لاَ يُغَادِرُ سَقْمًا)

অর্থাৎ মানুষের রব, আপনি বিপদ দূর করুন এবং শেফা দান করুন। আপনিই শেফা দানকারী। আপনার শেফা ব্যতীত অন্য কারো শেফা দানের ক্ষমতা নেই। আপনি এমন শেফা দান করুন, যারপর কোন রোগ থাকবে না।

এরপর নবী ﷺ-এর অন্তিম রোগ যখন তীব্র হল, তখন আমি তাঁর হাত ধরে তাঁর শরীর মাসাহ করে দিলাম এবং উপরোক্ত শব্দগুলো পাঠ করলাম। এরপর তিনি তাঁর হাত আমার হাত থেকে সরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার পরম বন্ধুর সাথে মিলিত করুন।" 'আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি নবী ﷺ থেকে শেষ কথা যা শুনেছি তা এটাই।

١٦٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْمَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ نَبِىٍّ يَمْرَضُ اِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ اَخَذَتْهُ بُحَّهٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ خُيِّرَ -

১৬২০ আবু মারওয়ান উছমানী (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যখন কোন নবী রোগগ্রস্ত হয়, তখন তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য থেকে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হয়। 'আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি ﷺ যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তখন তাঁর থেকে উচ্চ শব্দ বের হলো। শুনতে পেলাম, তিনি বলছেনঃ

(مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ)

"......নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গে....." তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে (৪ : ৬৯)।

١٦٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اِجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ اِمْرَاَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَاَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ اِنَّهُ سَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّهَا

فَضَحِكَتْ اَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟قَالَتْ مَاكُنْتُ لأُفْشِي سِرَّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا اَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ اَخَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِيْثٍ دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ؟ وَسَالْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لأُفْشِي سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ اِنَّهُ يُحَدِّثُنِيْ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْاٰنِ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَاَنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَأُرَانِيْ اِلاَّ قَدْ حَضَرَ اَجَلِيْ وَاَنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِيْ لُحُوْقًا بِيْ وَنِعْمَ السَّلَفُ اَنَالَكِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ اِنَّهُ سَارَّنِيْ فَقَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْنِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ؟ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ –

১৬২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....। ‘আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সহধর্মিনীগণ সকলে একত্রিত হলেন। এরপর ফাতিমা (রা) আসলেন। আর তাঁর চলার ধরণ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চলার অনুরূপ। তখন নবী ﷺ বললেনঃ খোশ আমদেদ, হে আমার প্রিয় কন্যা। তারপর তিনি তাকে নিজের বাম পাশে বসালেন। এরপর তাঁর সঙ্গে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে উঠলেন। তারপর আবার তাঁর সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বললেন। এতে তিনি হেসে উঠলেন। (আয়েশা রা) বলেনঃ এরপর আমি ফাতিমা (রা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কেন কাঁদলে?” তিনি (ফাতিমা রা) বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন তথ্য প্রকাশ করব না। আমি বললামঃ চিন্তার পরে আজকের মত এত খুশী, আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁর কাঁদার সময় আমি তাঁকে বললামঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাদ দিয়ে তোমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন। তারপর তুমি কাঁদলে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে যে বিষয়ে আলাপ করেছিলেন, তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন তথ্য প্রকাশ করব না। তিনি যখন ইনতিকাল করলেন, তখন আমি ফাতিমা (রা) কে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলামঃ

তখন তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ জিবরাইল (আ) প্রতি বছরে একবার কুরআন দাওর করতেন, আর তিনি তা এ বছর আমাকে দু'বার দাওর করিয়েছেন। (আমি মনে করি আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে; আর তুমিই আমার পরিবারের মধ্য থেকে সবার আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমি তোমার কত উত্তম পূর্বসূরী)। এ কথা শুনে আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে গোপনে বললেনঃ (তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মুমিন নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা হবে? অথবা তিনি বলেছেনঃ এ উম্মতের নারীদের?) এতে আমি হেসে দিলাম।

١٦٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

১৬২২ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে অন্য কাউকে কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখিনি।

١٦٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ سَرْجِسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَمُوْتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ مَاءٍ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ! اَعِنِّيْ عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ -

১৬২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, তার নিকটে একটি পানির পাত্র রয়েছে। তিনি সে পাত্রটির মধ্যে তাঁর হাত ঢুকাচ্ছেন এবং পানি নিয়ে তাঁর চেহারা মাসাহ করছেন আর বলছেন ঃ

(اَللّٰهُمَّ ! اَعِنِّيْ عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ)

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।"

١٦٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اٰخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ اِلَى وَجْهِهِ كَاَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فِي الصَّلٰوةِ فَاَرَادَ اَنْ يَتَحَرَّكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اثْبُتْ وَاَلْقَى السِّجْفَ وَمَاتَ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

১৬২৪ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শেষবারের মত সোমবার দেখেছি, যখন তিনি পর্দা সরিয়েছিলেন। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, যা ছিল সহীফার পৃষ্ঠার মত। এ সময় লোকেরা আবু বকর (রা)-এর পিছনে সালাতরত ছিলেন। আবু বকর (রা) তাঁর স্থান ত্যাগ করতে চাইলে তিনি তাঁকে ইশারা দিয়ে স্থির থাকতে বলেন এবং পর্দা নামিয়ে দেন। এদিনের শেষ ভাগে তিনি ইনতিকাল করেন।

١٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ اَبِي الْخَلِيْلِ، عَنْ سَفِيْنَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ الصَّلٰوةَ، وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَمَازَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى مَايَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ -

১৬২৫ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)....উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তিম শয্যায় থাকা কালে বলতেন; "সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস/দাসী"। এ বলার সময় তাঁর যবান মুবারক জড়িয়ে যায়।

١٦٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ، قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى اَوْصَى اِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلَى صَدْرِى، اَوْاِلَى حَجْرِى فَدَعَا بِطَسْتٍ فَلَقَدْ اِنْخَنَثَ فِى حَجْرِى فَمَاتَ، وَمَاشَعَرْتُ بِهِ فَمَتَى اَوْصَى ؟

১৬২৬ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)…. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) আয়েশা রা)-এর নিকট 'আলী (রা) এর ওসীয়ত প্রাপ্তির কথা আলোচনা করেন। তখন তিনি বলেনঃ তিনি কখন তাঁকে ওসীয়ত করলেন? আমি তো তাঁকে আমার বুকের সঙ্গে ঠেস লাগিয়ে রেখেছিলাম, অথবা তিনি ﷺ আমার কোলে অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি একটি পাত্র চান এবং আমার কোলেই এলিয়ে পড়ে ইনতিকাল করেন।

٦٧. بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর ওফাত ও তাঁর দাফন প্রসঙ্গে

١٦٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ امْرَاَتِهِ، اِبْنَةِ خَارِجَةَ، بِالْعَوَالِى فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ لَمْ يَمُتِ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مَاكَانَ يَاْخُذُهُ عِنْدَ الْوَحْىِ فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ اَنْتَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُمِيْتَكَ مَرَّتَيْنِ قَدْ وَاللّٰهِ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُمَرُ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا يَمُوْتُ حَتّٰى يَقْطَعَ اَيْدِى اُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ كَثِيْرٍ ، وَاَرْجُلَهُمْ - فَقَامَ اَبُوْبَكْرٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ -

قَالَ عُمَرُ فَكَاَنِّى لَمْ اَقْرَاْهَا اِلَّا يَوْمَئِذٍ -

১৬২৭ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাত হয়, তখন আবু বকর (রা) আওয়ালী নামক স্থানে তাঁর স্ত্রী বিনত খারিজার ঘরে ছিলেন। সাহাবীগণ বলাবলি করছিলেন যে, নবী ﷺ ইনতিকাল করেননি, বরং ওহী নাযিলের সময় তাঁর যে সব অবস্থা হতো, এটা তা-ই। এরপর আবু বকর (রা) আসলেন। তিনি তাঁর চেহারা হতে কাপড় সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেয়ে বললেনঃ আপনি দ্বিতীয়বার মারা যাবেন না। আপনি আল্লাহর কাছে অধিক

সম্মানিত নিশ্চয়, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। এ সময় উমর (রা) মসজিদের এক কোণায় থেকে বলছিলেনঃ আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেননি। আর তিনি মুনাফিকদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব না করা পর্যন্ত ইনতিকাল করবেন না। তখন আবু বকর (রা) মিম্বরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতো, সে যেন মনে রাখে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো ইনতিকাল করবেন না। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করতো, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ ﷺ তো ইনতিকাল করেছেন। (তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন) ঃ

(وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ .... الشَّاكِرِيْنَ –

"মুহাম্মাদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর আগে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে শহীদ হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন" (৩ ঃ ১৪৪ আয়াত)।

'উমর (রা) বললেনঃ আমার মনে হয়, আমি যেন এ আয়াত আজই মাত্র পাঠ করছি।

١٦٢٨ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ اَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَحْفِرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعَثُوْا اِلٰى اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيْحِ اَهْلِ مَكَّةَ وَبَعَثُوْا اِلٰى اَبِيْ طَلْحَةَ وَكَانَ هُوَ الَّذِيْ يَحْفِرُ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَلْحَدُ فَبَعَثُوْا اِلَيْهِمَا رَسُوْلَيْنِ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ! خِرْ لِرَسُوْلِكَ فَوَجَدُوْا اَبَا طَلْحَةَ فَجِيْءَ بِهِ وَلَمْ يُوْجَدْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَلَحَدَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوْا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَضَعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَالاً، يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا فَرَغُوْا اَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ –

لَقَدْ اِخْتَلَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فِي الْمَكَانِ الَّذِيْ يُحْفَرُ لَهُ فَقَالَ قَائِلُوْنَ يُدْفَنُ مَعَ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَاقُبِضَ نَبِيٌّ اِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ قَالاَ. فَرَفَعُوْا فِرَاشَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ تُوُفِّيَ عَلَيْهِ فَحَفَرُوْا لَهُ ثُمَّ دُفِنَ ﷺ وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الاَرْبِعَاءِ وَنَزَلَ فِيْ حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَقُثَمُ اَخُوْهُ، وَشُقْرَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ، وَهُوَ اَبُوْ لَيْلٰى بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ اُنْزِلْ وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلاَهُ اَخَذَ قَطِيْفَةً كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللّٰهِ! لاَيَلْبَسُهَا اَحَدٌ بَعْدَكَ اَبَدًا فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

১৬২৮ নাসর ইব্ন 'আলী জাহযামী (র).... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কবর খননের ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁরা আবু 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি মক্কাবাসীদের কবর খননের ন্যায় কবর খনন করতেন। আর তাঁরা আবু তালহা (রা) এর নিকটও লোক পাঠালেন। তিনি মদীনাবাসীদের জন্য লাহাদ আকৃতির কবর খনন করতেন। তাঁরা এ দু'জনের কাছেই লোক পাঠালেন, আর তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনার রাসূলের জন্য আপনি যা পছন্দ করেন, তাই করুন।

তাঁরা আবু তালহা (রা) কে পেলে তাঁকে নিয়ে আসা হলো। পক্ষান্তরে তাঁরা আবু উবায়দা (রা)-কে পেলেন না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য লাহাদ কবর খনন করেন। রাবী বলেনঃ মঙ্গলবারে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাফনের কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাঁকে তাঁর ঘরে খাটের উপর রাখা হয়। এরপর লোকেরা দলে দলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। এমনকি পুরুষদের পালা শেষ হলে মহিলারা প্রবেশ করেন। অবশেষে তাদের পালা শেষ হলে বালকরা প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য এ দু'আয় কেউ ইমামতি করেননি।

তাঁর কবর কোথায় খনন করা হবে, এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কতেক বলেনঃ তাঁকে তাঁর মসজিদে দাফন করা হবে। আর কতেক বলেনঃ তাঁকে তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে কবরস্থানে দাফন করা হবে। তখন আবু বকর (রা) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্থানে নবীর ইনতিকাল হয়, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।" রাযী বলেনঃ যে বিছানায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকাল হয়, তাঁরা তা সরিয়ে নেন এবং তাঁর জন্য সেখানে কবর খনন করেন। এরপর তাঁকে বুধবার মধ্যরাতে দাফন করা হয়। 'আলী ইব্ন আবু তালিব, ফযল ইব্ন 'আব্বাস, তাঁর ভাই কুসাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা) তাঁর কবরে অবতরণ করেন।

আওস ইব্ন খাওলী, যিনি আবু লায়লা নামে পরিচিত ছিলেন, 'আলী ইবন্ আবু তালিব (রা) কে বলেনঃ আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে আমাদেরও অংশ রয়েছে। 'আলী (রা) তাকে বললেনঃ তুমিও অবতরণ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিহিত চাদর নিয়েছিলেন। তিনি তাও কবরে দাফন করেন আর বলেনঃ আল্লাহর কসম! আপনার পরে তা আর কেউ পরিধান করবে না। কাজেই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দাফন করা হলো।

١٦٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১৬২৯ নাসর ইব্ন 'আলী (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব করেন, তখন ফাতিমা (রা) বলেনঃ আহ! আমার পিতার উপর

কতই না বিপদ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আজকের দিনের পরে তোমার পিতার আর কোন বিপদ নেই। তোমার পিতার উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ বিপদ আর কারো উপর পতিত হবে না।

١٦٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَتْ لِيْ فَاطِمَةُ يَا اَنَسُ كَيْفَ سَخَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوْا التُّرَابَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟

وحَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ، حِيْنَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَاَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرَائِيْلَ اَنْعَاهُ وَاَاَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَاأَدْنَاهُ وَاَاَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَاَاَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ قَالَ حَمَّادُ فَرَأَيْتُ ثَابِتًا ، حِيْنَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ، بَكَى حَتّٰى رَأَيْتُ اَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ

১৬৩০ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ফাতিমা (রা) আমাকে বলেনঃ হে আনাস! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সায় দিল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মাটি ঢেলে দিলে?

ছাবিত (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখন ইনতিকাল হয়, তখন ফাতিমা (রা) বলেনঃ আহ্! আমার পিতা! জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। আহ্ আমার পিতা! তিনি তাঁর রবের নিকটবর্তী হলেন। আহ্, আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর ঠিকানা হল। আহ্ আমার পিতা! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন।

হাম্মাদ (র) বলেনঃ আমি ছাবিত (রা) কে দেখলাম, তিনি এ হাদীস বর্ণনাকালে কাঁদছেন; এমন কি তার জোড়াগুলোও কাঁপতে দেখেছি।

١٦٣١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ، اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلعم الْاَيْدِيَ حَتّٰى اَنْكَرْنَا قُلُوْبَنَا –

১৬৩১ বিশর ইব্‌ন হিলাল সাও্ওয়াফ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনার প্রতিটি বস্তু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। আর যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন, সেদিন মদীনার প্রতিটি বস্তু আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নবী ﷺ-এর দাফন কাজ সম্পন্ন করার পর আমাদের অন্তর ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

١٦٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالْاِنْبِسَاطَ اِلٰى نِسَائِنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، مَخَافَةَ اَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا الْقُرْاٰنُ فَلَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكَلَّمْنَا -

১৬৩২ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র).... ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলতে এবং মেলামেশা করতে এজন্য আশংকা করতাম যে, হয়ত বা আমাদের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আমরা তাদের সাথে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

١٦٣٣ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هٰكَذَا وَهٰكَذَا -

১৬৩৩ ইসহাক ইবন মানসূর (র).... উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এমন ভাবে ছিলাম যে, আমাদের দৃষ্টি ছিল এক দিকেই। যখন তাঁর ইনতিকাল হয়, তখন আমরা এদিক সেদিক দৃষ্টি দিতে লাগলাম।

١٦٣٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ اَبِيْ وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنِيْ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ اَبِيْ اُمَيَّةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، اِذَا قَامَ الْمُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَكَانَ النَّاسُ اِذَاقَامَ اَحَدُهُمْ يُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِيْنِهِ فَتُوُفِّيَ اَبُوْبَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ اِذَاقَامَ اَحَدُهُمْ يُصَلِّيْ لَمْ يَعْدُ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً -

১৬৩৪ ইবরাহীম ইবনুল মুনযির হিযামী (র).... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা বিনত আবু উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় লোকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, মুসল্লী যখন সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার উভয় পায়ের স্থান অতিক্রম করত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখন ইনতিকাল হয়, তখন লোকদের অবস্থা এরূপ হলো যে, যখন তাদের কেউ সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি সাজদার স্থান অতিক্রম করত না। এরপর আবু বকর

(রা)-এর ইনতিকাল হলো, আর উমর (রা) খলীফা হলেন। তখন লোকদের অবস্থা এরূপ হলো যে, তাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি কিবলার দিক অতিক্রম করত না। আর উছমান ইবন আফ্ফান (রা) যখন খলীফা হলেন, তখন ফিতনার সূচনা হয়। ফলে লোকেরা ডান ও বাম দিকে তাকাতে শুরু করে।

١٦٣٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَزُورُهَا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ وَلٰكِنْ أَبْكِي لِأَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا -

১৬৩৫ হাসান ইব্ন 'আলী খাল্লাল (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা) 'উমর (রা) কে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন উম্মু আয়মনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, চলুন তেমন আমরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন তাঁর কাছে পৌছলাম, তখন তিনি কেঁদে উঠলেন।

তারা দু'জন তাকে বললেনঃ আপনি কেন কাঁদছেন? আল্লাহর নিকট যা আছে, তা তাঁর রাসূলের জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেনঃ আমি অবশ্যই জানি যে, আল্লাহর নিকট যা আছে, তা তার রাসূলের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আমিতো এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রাবী বলেনঃ তিনি তাঁদের উভয়কে কাঁদতে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে তাঁরা উভয়ে তাঁর সঙ্গে কাঁদতে শুরু করেন।

١٦٣٦ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ أٰدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ! كَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَعْنِي بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -

১৬৩৬ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আওস ইব্ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। **তিনি বলেন,** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এ দিনেই **আদম** (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কাজেই তোমরা এ দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ ও সালাম পাঠ করবে। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। জনৈক ব্যক্তি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের দরূদ আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দেহ ভক্ষণ করা যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

١٦٣٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُ والصَّلٰوةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُصَلِّىَ عَلَيَّ اِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلٰوتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ –

১৬৩৭ আমর ইব্ন সাওওয়াদ মিসরী (র).... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা জুমু'আর দিন আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ করবে। কেননা, তা আমার নিকট পৌছান হয়, ফিরিশতাগণ তা পৌছিয়ে দেন। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পেশ হতে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললামঃ ইনতিকালের পরেও? তিনি ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, ইনতিকালের পরেও। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের দেহ ভক্ষণ করা যমীনের জন্য হারাম করেছেন। আল্লাহর নবী জীবিত এবং তাঁকে রিযক দেওয়া হয়।

كِتَابُ الصِّيَامِ
অধ্যায় ঃ সিয়াম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٧. كِتَابُ الصِّيَامِ
অধ্যায় ঃ সিয়াম

١. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصِّيَامِ
অনুচ্ছেদ ঃ সিয়ামের ফযীলত প্রসঙ্গে

١٦٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا، اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِلاَّ الصَّوْمَ، فَاِنَّهُ لِيْ، وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -

১৬৩৮ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশ গুণ হতে সাত শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এরপর আল্লাহ যতদূর ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তবে সিয়াম, তা আমার জন্য; আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। সে প্রবৃত্তি এবং পানাহার আমার জন্যই বর্জন করে। সিয়াম পালনকারীর জন্য রয়েছে দু'টি আনন্দ ঃ একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় এবং অপর আনন্দটি হচ্ছে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মিশকের ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

১٦٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ اَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِىَّ دَعَالَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيْهِ فَقَالَ مُطَرِّفٌ اِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ -

১৬৩৯ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ মিসরী (র)....সায়ীদ ইব্ন আবু হিন্দ (রা) থেকে বর্ণিত। বানু আমির ইব্ন সা'সা গোত্রের মুতাররফ বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন আবুল 'আস সাকাফী (রা) মুতাররাফের পান করার জন্য দুধ আনতে বলেন। তখন মুতাররাফ বলেনঃ আমি তো সিয়াম পালনকারী। 'উছমান (রা) বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষাকারী, সিয়ামও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল।

١٦٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا اِبْنُ اَبِى فُدَيْكٍ - حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا -

১৬৪০ আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্কী (র).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেনঃ জান্নাতের একটি দরজার নাম 'রায়্যান'। কিয়ামতের দিন সেখান থেকে এ বলে আহবান করা হবেঃ সাওম পালনকারীগণ কোথায়? যে ব্যক্তি সাওম পালনকারী হবে, সে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং যে উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে কখনও পিপাসার্ত হবে না।

٢. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসের ফযীলত

١٦٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১৬৪১ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের প্রত্যাশায় রামাযান মাসের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।

١٦٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَىٰ مُنَادٍ يَابَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ -

১৬৪২ আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন আ'লা (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদের শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, এর থেকে কোন দরজা খোলা হয় না। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এর থেকে একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর এক আহবানকারী ডেকে বলেনঃ হে সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ! অগ্রসর হও। হে অসৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ!' থেমে যাও। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন, আর তা প্রতি রাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

١٦٤٣ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذٰلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ -

১৬৪৩ আবু কুরায়ব (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ ইফতারের সময় বেশ সংখ্যক লোককে নাজাত দেন, আর প্রতি রাতেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে।

١٦٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوبَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَقَدْحَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْرُومٌ -

১৬৪৪ আবু বদর 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রামাযান মাস এলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমাদের কাছে এ মাস এসেছে। আর এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি তো সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। এর কল্যাণ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত, সে প্রকৃত পক্ষেই বঞ্চিত।

٢. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহের দিনের সিয়াম সম্পর্কে

١٦٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْخَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِوبْنِ قَيْسٍ ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ، فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ يَشُكُّ فِيْهِ فَاُتِىَ بِشَاةٍ فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارُ مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ -

১৬৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র).....সিলা ইব্ন যুফার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্দেহের দিনে একবার আমরা 'আম্মার (রা) এর কাছে ছিলাম। তখন একটি (ভূণা) বকরী আনা হলো। এ সময় কিছু সংখ্যক লোক দূরে সরে গেল। 'আম্মার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি আজ সিয়াম পালন করলো, সে তো আবুল কাসিম ﷺ -এর নাফরমানী করলো।

١٦٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ اَبِىْ غَيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَعْجِيْلِ صَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ -

১৬৪৬ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ চাঁদ দেখার একদিন আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

١٦٤٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحٰرِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ الصِّيَامُ يَوْمُ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُوْنَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَاَخَّرْ -

১৬৪৭ 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র)....আবু 'আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবু সুফয়ান (রা)-কে মিম্বরে বলতে শুনেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান মাস আসার আগে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতেন, সিয়াম তো অমুক অমুক দিন। আর আমরা আগে থেকেই সাওম পালন করে আসছি। এ অভ্যাস অবলম্বন করুক, কাজেই যে চায় সে এ অভ্যাস অবলম্বন করুক, আর যে চায়, সে সাওম পালনের মাস আসা পর্যন্ত বিলম্ব করুক।

٤. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ শা'বানের সাওম রামাযানের সাওমের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা প্রসঙ্গে

١٦٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ . قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ -

১৬৪৮ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (রা)....উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ শা'বানের সিয়াম রামাযানের সিয়ামের সাথে মিলিয়ে পালন করতেন।

١٦٤٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُبْنُ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْغَازِ، اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتّٰى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ -

১৬৪৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... রবী'আ ইবনাল গায (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা (রা) এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেনঃ নবী ﷺ পূর্ণ শা'বান মাসে সিয়াম পালন করতেন; এমন কি তিনি তা রামাযান মাসের সাথে মিলিয়ে দিতেন।

٥. بَابُ جَاءَ فِى النَّهْىِ اَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ، اِلاَّ مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান শুরু হওয়ার আগের দিন সাওম পালন করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যার চিরাচরিত অভ্যাস রয়েছে, তার জন্য নয়

١٦٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ حَبِيْبٍ، وَالْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ،عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُقَدِّمُوْا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَيَصُوْمُهُ -

১৬৫০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন বা দুই দিন আগে সিয়াম শুরু না করে। তবে যে ব্যক্তি লাগাতর সিয়াম পালনে অভ্যস্ত, সে (উক্ত দিনে) সিয়াম পালন করতে পারে।

١٦٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتّٰى يَجِيْئَ رَمَضَانَ –

১৬৫১ আহমাদ ইব্ন আবদা ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শা'বানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে রামাযান আসা পর্যন্ত কোন সিয়াম নেই।

٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّهَادَةِ عَلٰى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়া প্রসঙ্গে

١٦٥٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِىُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ اعْرَبِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ – فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُمْ يَابِلاَلُ! فَاَذِّنْ فِى النَّاسِ اَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا –

قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ هٰكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى ثَوْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنِ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ اِبْنَ عَبَّاسٍ، وَقَالَ فَنَادٰى اَنْ يَقُوْمُوْا وَ اَنْ يَصُوْمُوْا –

১৬৫২ 'আমর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আওদী (র).... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর কাছে জনৈক বেদুইন এসে বললোঃ আমি আজ রাতে নতুন চাঁদ দেখেছি। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল" তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ হে বিলাল! উঠ এবং লোকদের মাঝে এ মর্মে ঘোষণা দাও, তারা যেন আগামী কাল সাওম পালন করে।

আবু 'আলী (র) বলেনঃ ওয়ালীদ ইবন আবু ছাওর ও হাসান ইব্ন 'আলী (র)-এর রিওয়াতও এরূপ। হাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) ও এরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি ইবন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নি। রাবী বলেনঃ তখন সে ঘোষণা দেয় যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং সিয়াম পালন করে।

١٦٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ، عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمُوْمَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا اُغْمِىَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ رَاَوُا الْهِلَالَ بِالْاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُفْطِرُوْا، اَنْ يَخْرُجُوْا اِلٰى عِيْدِهِمْ مِنَ الْغَدِ ـ

১৬৫৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী, আমার কতিপয় আনসার পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একবার শাওয়ালের নতুন চাঁদ আমাদের থেকে মেঘে ঢেকে যায়। আমরা (পরের দিন) সাওম পালন করি। দিনের শেষ ভাগে একটি কাফেলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিগতকাল চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ইফতার করার এবং পরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দেন।

٧. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে সাওম পালন করবে এবং চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদ) করবে

١٦٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْمَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ،قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَصُوْمُ قَبْلَ الْهِلَالِ بِيَوْمٍ ـ

১৬৫৪ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন 'উছমান 'উছমানী (র)....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে, তখন সাওম পালন শুরু করবে এবং তোমরা যখন তা (শাওয়ালের নতুন চাঁদ) দেখবে তখন ইফতার (ঈদ) করবে। আর আকাশ যদি তোমাদের উপর মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে তা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে। ইব্ন 'উমর (রা) নতুন চাঁদ দেখার একদিন আগেও সাওম পালন করতেন।

١٦٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا –

১৬৫৫ আবু মারওয়ান 'উছমানী (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখবে, তখন থেকে তোমরা সাওম পালন করবে। আর যখন তা (শাওয়ালের নতুন চাঁদ) দেখবে তখন (ইফতার) ঈদ করবে। যদি আকাশ তোমাদের উপর মেঘাচ্ছন্ন হয়, তবে তোমরা (পূরা ত্রিশদিন) সাওম পালন করবে।

٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الشَّهْرِ تِسْعٌ وَ عِشْرُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঊনত্রিশ দিনে মাস হওয়া প্রসঙ্গে

١٦٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ ،عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مَضٰى مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَ قُلْنَا اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا، وَالشَّهْرُ هٰكَذَا، وَالشَّهْرُ هٰكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَ اَمْسَكَ وَاحِدَةً –

১৬৫৬ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মাসের কতদিন অতিবাহিত হয়েছে? রাবী বলেন, আমরা বললামঃ বাইশ দিন এবং আট দিন অবশিষ্ট আছে। একটা অঙ্গুলী আটকে রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মাস এতদিনে হয়, মাস এত দিনে হয় এবং মাস এতদিনে হয়। এভাবে তিনি তিনবার বললেন।

١٦٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بِشْرٍ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا و عَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فِى الثَّالِثَةِ –

১৬৫৭ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)...... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ মাস এতদিনে হয়, মাস এতদিনে হয়, মাস এতদিনে হয় এবং তৃতীয়বারে তিনি একটি অঙ্গুলী বন্ধ করে রাখেন।

١٦٥٨ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَاصُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلاَثِينَ -

১৬৫৮ মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় (রামাযানের সাওম) উনত্রিশ দিনের চাইতে ত্রিশ দিনেই বেশীরভাগ পালন করেছি।

٩.بَابُ مَاجَاءَ فِي شَهْرَيِ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দুই মাস প্রসঙ্গে

١٦٥٩ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لاَيَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُوالْحِجَّةِ -

১৬৫৯ হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র)....আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ঈদের দুই মাস রামাযান এবং যুলহাজ্ব, (সাধারণতঃ) একই বছরে কম (উনত্রিশ দিনে) হয় না।

١٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ثَنَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ -

১৬৬০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমর মুকরী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যেদিন তোমরা ইফতার (সাওম পালন ছেড়ে দেবে) করবে, সেদিন হচ্ছে ঈদুল ফিতর, আর যেদিন তোমরা কুরবানী করবে, সেদিন হলো ঈদুল আযহা।

١٠. بَابُ مَاجَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সাওম পালন প্রসঙ্গে

١٦٦١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ -

১৬৬১ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)...ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সাওম পালন করতেন এবং ইফতার (সাওম ছেড়ে) ও দিতেন।

١٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلَ حَمْزَةُ الْاَسْلَمِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَصُوْمُ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ؟ فَقَالَ ﷺ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ -

১৬৬২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হামযা আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তো সাওম পালন করে আসছি। আমি সফরে সাওম পালন করব কি? তখন নবী ﷺ বললেনঃ যদি তুমি চাও সাওম পালন করবে, আর যদি তুমি চাও ইফতার করবে।

١٦٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْعَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَمَّالُ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ جَمِيْعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ، اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فِى الْيَوْمِ الْحَارِّ، الشَّدِيْدِ الْحَرِّ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِى الْقَوْمِ اَحَدٌ صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ -

১৬৬৩ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও 'আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা একবার প্রচণ্ড গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সফরে আমাদের গরম ক্লিষ্ট অবস্থায় পেলাম। আর গরমের তীব্রতার কারণে লোক তার হাত মাথার উপর রাখছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত কওমের ভেতরে সাওম পালনকারী আর কেউ ছিলেন না।

١١. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِفْطَارِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সাওম ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

١٦٦٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ -

১৬৬৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)...কা'ব ইবন 'আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সফরে সাওম পালন করা ইবাদতের ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

١٦٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ-

১৬৬৫ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা হিমসী (র) .... ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সফরে সাওম পালন করা ইবাদতের ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

١٦٦٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِىُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ -

১৬৬৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র) .... আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সফরে রামাযানের সাওম পালনকারী, মুকীম অবস্থায় সিয়াম বর্জনকারীর মত। আবু ইসহাক (র) বলেনঃ এ হাদীসখানার কোন ভিত্তি নেই।

١٢.بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِفْطَارِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী স্তন্যদানকারী মহিলার সাওম পালন প্রসঙ্গে

١٦٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ اَبِى هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ، (وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ بَنِىْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ) قَالَ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ اُدْنُ فَكُلْ قُلْتُ اِنِّى صَائِمٌ : قَالَ اِجْلِسْ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ اَوِ الصِّيَامِ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، الصَّوْمَ، اَوِ الصِّيَامَ وَاللّٰهِ! لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ كِلْتَاهُمَا اَوْ اِحْدَاهُمَا - فَيَالَهْفَ نَفْسِى! فَهَلاَّ كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

১৬৬৭ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি (আলী ইব্ন মুহাম্মাদ বলেনঃ লোকটি আবদুল্লাহ ইবন কা'ব গোত্রের) বললোঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অশ্বারোহী সৈন্যরা আমাদের উপর হামলা করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলাম এবং দেখলাম, তিনি সকালের নাস্তা করছেন। তখন তিনি বললেনঃ কাছে এসো এবং খাবার গ্রহণ কর। আমি বললামঃ আমি তো সাওম পালনকারী। তিনি বললেনঃ বস, আমি তোমার সঙ্গে সাওম সম্পর্কে আলোচনা করব। মহান আল্লাহ তো মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত কমিয়ে দিয়েছেন। এবং মুসাফির গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীণীর জন্য সাওম পালনের ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! নবী ﷺ আমাদের এ দুটি অথবা একটির কথা বলেছেন। আমার নাফসের জন্য আফসোস! আমি কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে খানা খেলাম না!

١٦٦٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ تُفْطِرَ وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا -

১৬৬৮ হিশাম ইব্ন 'আম্মার দিমাশ্কী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে গর্ভবতী মহিলা নিজের জীবনের আশংকা করে এবং যে স্তন্যদানকারী মহিলা নিজের সন্তানের জীবনের উপর আশংকা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের উভয়ের জন্য সাওম ছেড়ে দেওয়ার অবকাশ দিয়েছেন।

١٣. بَابُ مَاجَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সাওমের কাযা প্রসঙ্গে

١٦٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ -

১৬৬৯ 'আলী ইবন মুনযির (র) .... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি 'আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, আমার উপর যদি রামাযান মাসের সাওমের কাযা থাকত, তাহলে আমি শাবানের শুরুতেই তা পূরণ করে নিতাম।

١٦٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ -

১৬৭০ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (রা)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-এর সময় আমরা যখন ঋতুবতী হতাম, তখন তিনি আমাদের সাওম কাযা করার নির্দেশ দিতেন।

١٤.بَابُ مَاجَاءَ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের একটি সাওম ভঙ্গকারীর কাফফারা প্রসঙ্গে

١٦٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ؟ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ -

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ -

১৬৭১ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেনঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? সে বললোঃ আমি রামাযানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তুমি একজন গোলাম আযাদ কর। সে বললোঃ আমি এর সামর্থ্য রাখি না। তিনি ﷺ বললেন, লাগাতর দুই মাস সাওম পালন করবে। সে বললোঃ আমি এর সামর্থ্য রাখি না। তিনি বললেনঃ ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। সে বললো, আমি সামর্থ্য রাখি না। তখন তিনি বললেনঃ তুমি বস। সে বসলো। এ সময় এক ঝুড়ি পরিমাণ খেজুর এলো। খাজাঞ্জীকে ডাকা হলো। এরপর তিনি বললেনঃ এটা নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। সে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, মদীনার দুই প্রান্তের মাঝে আমাদের চাইতে অধিক অভাবগ্রস্ত আর কেউ নেই। তিনি ﷺ বললেনঃ চলে যাও এবং এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত যে, তিনি বলেছেনঃ "তার স্থলে একদিন সাওম পালন কর।"

١٦٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ، عَنْ اِبْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ اَبِيْهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ –

১৬৭২ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে রামাযানের একদিন সাওম ভঙ্গ করে সে সারাজীবন সাওম পালন করলেও তা পূরণ করতে পারবে না।

١٥. بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ اَفْطَرَ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ ভুলবশতঃ যে সাওম ভঙ্গ করে

١٦٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ، فَيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ –

১৬৭৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে সিয়ামপালনকারী ভুল বশতঃ আহার করে, সে যেন তার সাওম পুরা করে। কেননা, আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন।

١٦٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ، قَالَتْ اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ –

قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ ذٰلِكَ –

১৬৭৪ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করলাম। তারপর সূর্য প্রকাশ পেল।

রাবী বলেনঃ আমি হিশামকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তাদের কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি? তিনি বললেঃ অবশ্যই।

١٦. بَابُ مَاجَاءِ فِى الصَّائِمِ يَقِئُ

অনুচ্ছেদঃ সাওম পালনকারীর বমি করা প্রসঙ্গে

١٦٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى وَ مُحَمَّدٌ اِبْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِى قَالاَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ ، عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِىْ يَوْمٍ كَانَ يَصُوْمُهُ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَشَرِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُوْمُهُ قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ قِئْتُ –

১৬৭৫ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).... আবু মারযূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাযালা ইবন উবায়দ আনসারীকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, একদিন সাওম পালনরত অবস্থায় নবী ﷺ তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তিনি পানির পাত্র চান এবং পানি পান করেন। তখন আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আজ সাওম পালন করছেন। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আমি বমি করেছি।

١٦٨٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَبُو الشَّقَاءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيْعًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَئُ ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ –

১৬৭৬ 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল করীম ও 'উবায়দুল্লাহ্ (র) ....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যার হঠাৎ করে বমি হয় তার কাযা নেই। আর যে স্বেচ্ছায় বমি করে, তার কাযা অপরিহার্য।

١٧. بَابُ مَاجَاءَ فِى السِّوَاكِ وَالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর মিসওয়াক এবং সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গে

١٦٧٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ –

১৬৭৭ 'উছমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সাওম পালনকারীর উত্তম গুণাবলীর একটি হলো মিসওয়াক করা।

١٦٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو التَّقِيِّ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اِكْتَحَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ –

১৬৭৮ আবু তাকী হিশাম ইবনে আবদুল মালিক হিমসী (র) ....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম পালনরত অবস্থায় সুরমা লাগাতেন।

١٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর শিঙ্গা লাগানো প্রসঙ্গে

١٦٧٩ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ قَالاَ ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَالْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ –

১৬৭৯ আয়্যুব ইব্ন মুহাম্মাদ রাকী ও দাউদ ইবন রশীদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শিঙ্গা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী সাওম ভঙ্গ করেছে।

١٦٨٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْبَانَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى اَبُو قِلاَبَةَ، اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ –

১৬৮০ আহমাদ ইবন য়ূসুফ সুলামী (র)...ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ শিঙ্গা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী সাওম ভঙ্গ করেছে।

١٦٨١ حَدَّثَنَا وَبِاِسْنَادِهِ، عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ شَدَّادَ بْنَ اَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، بَعْدَ مَامَضَى مِنَ الشَّهْرِثَمَانِى عَشَرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ –

১৬৮১ উপরোক্ত সনদে আবু কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত। শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহর ﷺ -এর সঙ্গে হেঁটে জান্নাতুল বাকীর দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি শিঙ্গা গ্রহণকারী এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তখন রামাযান মাসের আঠার দিন অতিবাহিত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ শিঙ্গা প্রয়োগকারী এবং গ্রহণকারী সাওম ভঙ্গ করেছে।

١٦٨٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيْدَبْنِ اَبِىْ زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ۔

১৬৮২ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওম ও ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগান।

١٩. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর চুমা দেওয়া প্রসঙ্গে

١٦٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ اَبُوالْاَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِ الصَّوْمِ –

১৬৮৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আবদুল্লাহ্ ইবনু জারবাহ্ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ রামাযান মাসে চুমো দিতেন।

١٦٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ –

১৬৮৪ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)......'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন, তেমন তোমাদের কার ক্ষমতা আছে যে, সে নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে?

١٦٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ –

১৬৮৫ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সাওমরত অবস্থায় চুমো দিতেন।

١٦٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ الضَّمِنِيِّ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ اِمْرَاَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدْاَفْطَرَا –

১৬৮৬ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র) নবী ﷺ -এর আযাদকৃত দাসী মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো; যে তার স্ত্রীকে চুমা দিয়েছে। অথচ তারা উভয়ে সাওম পালনকারী। তিনি বললেনঃ তারা উভয়ে সাওম ভঙ্গ করেছে।

٢٠.بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর মুবাশারা প্রসঙ্গে

١٦٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ دَخَلَ الْاَسْوَدُ وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ كَانَ يَفْعَلُ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لاِرْبِهِ –

১৬৮৭ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসওয়াদ ও মাসরূক (র) 'আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমরত অবস্থায় মুবাশারা[১] করতেন কি? তিনি বললেনঃ তিনি করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক নিজকে নিয়ন্ত্রণকারী।

١٦٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اَبِىْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رُخِّصَ لِلْكَبِيْرِ الصَّائِمِ فِى الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ –

১৬৮৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ওয়াসিতী (র)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃদ্ধ সাওম পালনকারীর জন্য মুবাশারার অবকাশ দেওয়া হয়েছে, আর যুবকদের জন্য তা অপছন্দ করা হয়েছে।

---

১. মুবাশারার অর্থ হলোঃ স্ত্রীর দেহের অঙ্গের সাথে পুরুষের দেহের অঙ্গ মিশান, যেমন– গালের সাথে গাল মিশান ইত্যাদি।

٢١. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغِيْبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনরত অবস্থায় গীবত ও অশ্লীল কাজ করা প্রসঙ্গে

١٦٨٩ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَك، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِالْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ، وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهٖ، فَلاَ حَاجَةَ لِلّٰهِ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ -

১৬৮৯ 'আমর ইব্‌ন রাফি'(র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, জাহিলী আচার-আচরণ পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার বর্জন করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

١٦٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَك، عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهٖ اِلاَّ السَّهَرُ -

১৬৯০ 'আমর ইবন রাফি'(র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অনেক সাওম পালনকারী রয়েছে, যাদের সাওম কেবল ক্ষুধার্ত থাকাই; আবার অনেক সালাত আদায়কারী রয়েছে, যাদের সালাত কেবল অনিদ্রা যাপন বই আর কিছুই নয়।

١٦٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّالِحِ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَيَجْهَلْ وَاِنْ جَهَلَ عَلَيْهِ اَحَدٌ فَلْيَقُلْ اِنِّى اُمْرَأٌ صَائِمٌ -

১৬৯১ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সাওম পালন করে, তখন সে যেন অশ্লীলতা ও জিহালতের কাজ না করে। কেউ যদি তার সাথে জাহিলী আচরণ করে, তবে সে যেন বলে, আমি সাওম পালনকারী ব্যক্তি।

٢٢. بَابُ مَاجَاءَ فِى السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাহরী খাওয়া প্রসঙ্গে

١٦٩٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً -

১৬৯২ আহমাদ ইব্‌ন 'আবদা (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা সাহরী খাবে। কেননা, সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে।

١٦٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقَيْلُوْلَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ –

১৬৯৩ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)....ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে দিনের সাওমের ব্যাপারে এবং দিনের বিশ্রামের মাধ্যমে রাতের সালাতের জন্য সাহায্য নিবে।

٢٣. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَاْخِيْرِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিলম্বে সাহরী খাওয়া প্রসঙ্গে

١٦٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ اٰيَةً –

১৬৯৪ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সাহরী খেতাম, এরপর সালাতে দাঁড়াতাম। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সাহরী ও সালাতের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান থাকত? তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পরিমাণ।

١٦٩٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ النَّهَارُ اِلاَّ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ –

১৬৯৫ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে প্রায় দিনে সাহরী খাই; তবে সূর্য তখনো উদিত হয়নি।

١٦٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْرِهٖ، فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ– وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَلٰكِنْ هٰكَذَا، يَعْتَرِضُ فِيْ اُفُقِ السَّمَاءِ –

১৬৯৬ ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাকীম (র)...'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, তা তোমাদের নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাবার জন্য এবং তোমাদের সালাত আদায়কারীকে সালাতে রত হওয়ার জন্য আযান দিয়ে থাকে। আর এ সময়কে ফজর বলা হয় না; বরং উর্ধাকাশে আড়াআড়িভাবে শাদা আভা প্রকাশ পাওয়াই ফজর।

٢٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ জলদি (যথাসময়ে) ইফতার করা

١٦٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الاِفْطَارَ -

১৬৯৭ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ মানুষ ততদিন কল্যাণের সাথে থাকবে, যতদিন তারা জলদি (যথাসময়ে) ইফতার করবে।

١٦٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الفِطْرَ عَجِّلُوالْفِطْرَ فَاِنَّ الْيَهُوْدَ يُوَخِّرُوْنَ -

১৬৯৮ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যতদিন মানুষ যথাসময়ে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের সাথে থাকবে। কাজেই তোমরা যথাসময়ে ইফতার কর। কেননা, ইয়াহুদীরা বিলম্বে ইফতার করে।

٢٥. بَابُ مَاجَاءَ عَلَى مَا يَسْتَحِبُّ الْفِطْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ যা দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব

١٦٩٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ -

১৬৯৯ 'উছমান ইব্‌ন ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)....সালমান ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কাউকে ইফতার করায়, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করায়। আর যদি সে তা না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করায়। কেননা তা পবিত্র।

٢٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، وَالْخِيَارِ فِى الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফরয সাওমের নিয়্যাত রাতে করা এবং অপরাপর সাওমের বেলায় ইখতিয়ার প্রসঙ্গে

١٧٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَرَانِىُّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصِيَامَ، لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ -

১৭০০ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফরয সাওমের নিয়্যাত রাত্রে না করে, তার সাওম হয়না।

١٧٠١ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَاشَرِيْكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ؟ فَنَقُوْلُ لاَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ صَائِمٌ فَيُقِيْمُ عَلَى صَوْمِهِ ثُمَّ يُهْدٰى لَنَاشَىْءٌ فَيُفْطِرُ قَالَتْ وَرُبَّمَا صَامَ وَاَفْطَرَ قُلْتُ كَيْفَ ذَا؟قَالَتْ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا ا مَثَلُ الَّذِىْ يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ فَيُعْطِى بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا -

১৭০১ ইসমাইল ইবন মুসা (র)...'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে বললেনঃ তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললামঃ না। তিনি বললেনঃ আমি সাওম পালন করছি। তিনি সাওমরত থাকেন। এরপর আমাদের কাছে কিছু হাদিয়া এলে তিনি সাওম ভঙ্গ করেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি কখনো সাওম পালন করতেন। আবার কখনো ভঙ্গ করেন। রাবী মুজাহিদ বলেনঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি ভাবে? 'আয়েশা (রা) বলেনঃ এর দৃষ্টান্ত ঐ লোকের ন্যায়, যে সাদকার মাল নিয়ে বের হয়ে এর কিছু অংশ দান করে, আর কিছু অংশ রেখে দেয়।

٢٧. بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيْدُ الصِّيَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ভোর করলে

١٧٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو الْقَارِىِّ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لاَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! مَا اَنَا قُلْتُ مَنْ اَصْبَحَ، وَهُوَجُنُبٌ، فَلْيُفْطِرْ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَهُ –

১৭০২ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কা'বার রবের কসম! আমি এ কথা বলছি না, যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় ভোর করে, সে সিয়াম ভঙ্গ করুক।[১] বরং এ কথা মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন।

١٧٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبِيْتُ جُنُبًا فَيَاْتِيْهِ بِلاَلٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَيَقُوْمُ فَيَغْتَسِلُ، فَاَنْظُرُ اِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَاْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَاَسْمَعُ صَوْتَهُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ –

قَالَ مُطَرِّفٌ، فَقُلْتُ لِعَامِرٍ اَفِىْ رَمَضَانَ قَالَ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ –

১৭০৩ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় রাত কাটান। এরপর বিল্লাল (রা) তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সালাতের জন্য ডাকলেন। তখন তিনি উঠে গোসল করে নিলেন। আমি তাঁর মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরতে দেখেছি। তারপর তিনি বের হলেন। ফজরের সালাতে আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

মুতাররিফ (র) বলেনঃ আমি আমিরকে বললাম, এ ঘটনা কি রামাযানের? তিনি বললেন ঃ রামাযান এবং অন্য সময়ের জন্য একই অবস্থা।

١٧٠٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ، وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيْدُ الصَّوْمَ؟ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوِقَاعِ، لاَ مِنْ اِحْتِلاَمٍ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيَتِمُّ صَوْمَهُ –

১৭০৪ আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট সাওম পালনে ইচ্ছুক, ভোর পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় যাপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

১. এ হাদীসটির হুকুম মানসুখ (রহিত) হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় কাটাবার পর গোসল করেছেন এবং সাওম পালন করেছেন।"

করলাম। তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সহবাসজনিত জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় ভোর করতেন, **স্বপ্নদোষ** জনিত অবস্থায় নয়। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং সাওম পুরা করতেন।

٢٨. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ الدَّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিয়ামে দাহর প্রসঙ্গে

١٧٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ صَامَ الاَبَدَ، فَلاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ -

১৭০৫ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)....'আবদুল্লাহ ইবন শিখ্‌খির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লাগাতর সাওম পালন করে, এতে সে সাওমের পুরা ছাওয়াব এবং ইফতারের পুরা ছাওয়াব পায় না।

١٧٠٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ الْمَكِّىِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصَامَ مَنْ صَامَ الاَبَدَ -

১৭০৬ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একাধারে সাওম পালন করে, সে সাওমের পুরা ছাওয়াব পায় না।

٢٩. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিমাসে তিনদিন সাওম পালন করা প্রসঙ্গে

١٧٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَيَقُوْلُ هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ -

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ -

قَالَ اِبْنُ مَاجَةَ اَخْطَاَ شُعْبَةُ وَاَصَابَ هَمَّامٌ -

১৭০৭ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....মিনহাল (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি 'বিযের সিয়াম' তথা প্রতি মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে সাওম পালন করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেনঃ তা সিয়ামে দাহরের মত অথবা (তিনি বলতেনঃ) তা দাহর তুল্য।

ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র).. বর্ণনা করেন, কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, শু'বা (র) স্বীয় বর্ণনায় ভুল করেছেন এবং হাম্মাম সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٧٠٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ، ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ، عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابِهٖ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا فَالْيَوْمُ بِعَشَرَةِ اَيَّامٍ-

১৭০৮ সাহল ইব্‌ন আবু সাহল (র)....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন সাওম পালন করে, তা সাওমে দাহর। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে-এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেনঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে"(৬ ঃ ১৬০)। কাজেই একদিন দশ দিনের সমান।

١٧٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ مِنْ اَيِّهٖ؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَيِّهٖ كَانَ -

১৭০৯ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিমাসে তিনদিন সাওম পালন করতেন। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোন্ কোন দিন? তিনি বললেনঃ তিনি যে কোন দিন সাওম পালন করতে পরোয়া করতেন না।

٣٠. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ এর সিয়াম প্রসঙ্গে

١٧١٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النَّبِىِّ ﷺ ؟ فَقَالَتْ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَفْطَرَ وَلَمْ اَرَهٗ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ اَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهٖ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

১৭১০ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ তিনি সাওম পালন করতেন, এমন কি আমরা বলতাম, তিনি সাওম পালন করেই যাবেন। আর তিনি সাওম ভঙ্গ করতেন, এমন কি আমরা বলতাম, তিনি সাওম ভঙ্গ করেই যাবেন। শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে আমি তাঁকে এত অধিক সাওম পালন করতে দেখিনি। তিনি কখনো পূরা শা'বান মাস সাওম পালন করতেন। আর তিনি কখনো শা'বানের অল্প কিছুদিন বাদ দিয়ে বাকী অংশ সাওম পালন করতেন।

١٧١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ - وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَيَصُوْمُ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا اِلاَّ رَمَضَانَ، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ -

১৭১১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওম পালন করতেন, এমন কি আমরা বলতাম, তিনি সাওম ভঙ্গ করবেন না। আর কখনো তিনি সাওম ভঙ্গ করতেন, এমন কি আমরা বলতাম, তিনি সাওম পালন করবেন না। মদীনায় আসার পর থেকে, রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে তিনি লাগাতর সাওম পালন করতেন না।

٣١. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ দাউদ (আ)-এর সিয়াম প্রসঙ্গে

١٧١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِىُّ، اِبْرٰهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ عَوْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُصَلِّىْ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ -

১৭১২ আবু ইসহাক শাফিঈ 'ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আব্বাস (র)....আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ দাউদ (আ)-এর সিয়াম আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। কেননা, তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন সাওম ভঙ্গ করতেন। আল্লাহর কাছে দাউদ (আ)-এর সালাত অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধাংশ নিদ্রা যেতেন। এক তৃতীয়াংশে সালাত আদায় করতেন এবং এক ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন।

١٧١٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَاغَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِىِّ، عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ

يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ وَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ؟ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ –

১৭১৩ আহমাদ ইব্‌ন 'আব্‌দা (র)....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি দুই দিন সাওম পালন করে এবং একদিন ভঙ্গ করে, তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেনঃ কেউ কি এর সামর্থ্য রাখে? 'উমর (রা) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! যে ব্যক্তি একদিন সাওম পালন করে এবং একদিন ভঙ্গ করে? তিনি বললেনঃ এ হলো দাউদ (আ)-এর সাওম। 'উমর (রা) বললেনঃ যে ব্যক্তি একদিন সাওম পালন করে এবং দুইদিন ভঙ্গ করে? তিনি বললেনঃ আমি পছন্দ করি যে,এ ধরনের সাওম পালনের সামর্থ্য আমাকে দান করা হোক।

٣٢. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِيَامِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ নূহ (আ)-এর সিয়াম প্রসঙ্গে

١٧١٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ، عَنْ اَبِىْ لَهِيْعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ اَبِىْ فِرَاسٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَامَ نُوْحٌ، الدَّهْرَ، اِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى –

১৭১৪ সাহল ইব্‌ন আবু সাহল (র)....'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ নূহ (আ) 'ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সারা বছর সিয়াম পালন করতেন।

٣٣. بَابُ صِيَامِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শাওয়াল মাসের ছয় দিনের সিয়াম

١٧١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحٰرِثِ الذِّمَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحْبِىَّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا –

১৭১৫ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র)....রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম পালন করে, তা

পূর্ণ বছর সাওম পালন সমতুল্য। (কেননা) ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا "কেউ কোন সৎ কাজ করলে, সে তার দশ গুণ পাবে (৬ঃ১৬০)।

١٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ -

১৭১৬ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)......আবু আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম পালনের পর শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম পালন করে, তা পুরা বছর সাওম পালন সমতুল্য।

٣٤. بَابُ فِيْ صِيَامِ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন সাওম পালন করা

١٧١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَنْبَاَنَا لَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِيْ عَيَاشٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، بَاعَدَ اللّٰهُ، بِذٰلِكَ الْيَوْمِ، النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

১৭১৭ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ ইবন মুহাজির (র)....আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম পালন করে, আল্লাহ ঐ দিনের বিনিময়ে জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছরের দূরত্বের ব্যবধান করে দিবেন।

١٧١٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اللَّيْثِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، زَحْزَحَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

১৭১৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম পালন করে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছরের দূরত্বের ব্যবধান করে দিবেন।

٣٥. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ আয়্যামে তাশরীকে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ

١٧١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامُ مِنًى اَيَّامُ اَكْلٍ وَ شُرْبٍ-

১৭১৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মিনার দিন সমূহ পানাহারের দিন।

١٧٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِبْنِ سُحَيْمٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَقَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاِنَّ هٰذِهِ الاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ-

১৭২০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....বিশর ইবন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়্যামে তাশরীকে খুতবা দেওয়ার সময় বলেনঃ মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এই দিনসমূহ হচ্ছে পানাহারের দিন।

٣٦. بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযাহার দিনে সাওম পালন করা নিষিদ্ধ

١٧٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِىُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، اَنَّهُ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِوَيَوْمِ الْاَضْحٰى-

১৭২১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু সায়ীদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

١٧٢٢ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ، قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى اَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ الْاَضْحٰى تَاْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ-

১৭২২ সাহল ইবন আবু সাহল (র)....আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) এর সঙ্গে ঈদের দিন উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগে সালাত আদায় **করেন**। এরপর বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার এ দু'দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, ঈদুল ফিতরের দিন হচ্ছে তোমাদের জন্য সাওম ভঙ্গের দিন। আর ঈদুল আযহার দিনে তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত খাবে।

٣٧. بَابُ فِىْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনের সাওম পালন করা

١٧٢٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِلاَّ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ، اَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ –

১৭২৩ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর একদিন আগের বা একদিন পরের সাথে মিলিয়ে রাখা ব্যতীত, কেবলমাত্র জুমু'আর দিনের সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

١٧٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَاَلْتُ اِبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، وَاَنَا اَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ!

১৭২৪ হিশাম ইবন্ 'আম্মার (র)....মুহাম্মাদ ইবন 'আব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ নবী ﷺ কি জুমু'আর দিনে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এই ঘরের রবের কসম।

١٧٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، اَنْبَانَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ –

১৭২৫ ইসহাক ইবন মানসূর (র)....'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কদাচিৎ জুমুআ'র দিনে সাওম ছেড়ে দিতে দেখেছি।

٣٨. بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ শনিবারের দিনে সাওম পালন প্রসঙ্গে

১৭২৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ، ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُشْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ عُوْدَعِنَبٍ، اَوْلِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّهُ-

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُشْرٍ، عَنْ اُخْتِهِ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَنَحْوَهُ -

১৭২৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুশর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের উপর যে সাওম ফরয করা হয়েছে, এর মধ্যে শনিবারে অন্য সাওম পালন করবে না। আর তোমাদের কারো যদি আঙ্গুরের ডালা অথবা বৃক্ষের বাকল ব্যতীত কিছুই না থাকে, তবে যেন তাই চুষে খায়।

হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুশর-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩. بَابُ صِيَامِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দশম দিবসে সাওম পালন করা

১৭২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ، اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الاَيَّامِ يَعْنِي الْعَشْرَ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَا لِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ-

১৭২৭ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট (যিলহজ্জের) দশম দিবসের নেকামলের চাইতে অধিক পছন্দনীয় নেকামল আর কিছু নেই। সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর পথে জিহাদ করাও নয় কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করাও নয়, তবে যে ব্যক্তি জানমালসহ আল্লাহর পথে বের হয়, তারপর এ নিয়ে সে আর প্রত্যাবর্তন না করে তার ব্যাপার স্বতন্ত্র।

১৭২৮ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيْدَةَ ثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامٌ، اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ–

১৭২৮ 'উমর ইব্ন শাব্বাহ ইব্ন 'আবীদা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ জিলহজ্জের দশম দিবসের ইবাদতের চেয়ে, দুনিয়ার অন্য কোন দিনের ইবাদত 'মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নয়। আর এ দিনের সাওম পালন এক বছর সাওম পালনের সমান এবং এর রাত, কদরের রাতের সমান।(১)

১৭২৯ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ –

১৭২৯ হান্নাদ ইব্ন সাররী (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (জিলহজ্জের) দশম দিবসে কখনো সাওম পালন করতে দেখিনি।

٤٠. بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ 'আরাফাত দিবসের সাওম

১৭৩০ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اِنِّى اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالَّتِى بَعْدَهُ

১৭৩০ আহমাদ ইব্ন 'আবদা (র)..আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমি মনে করি, 'আরাফা' দিবসের সাওমের বদলে আল্লাহ্ তা'আলা-এর আগের বছরের এবং পরের বছরের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন।

১৭৩১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ اَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ –

---

১. হানাফী মাযহাব মতে জিলহাজ্ব মাসের দশম দিবসে সাওম পালন করা হারাম বলে উল্লেখ আছে।

১৭৩১ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র)....কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আরাফাত দিবসে সাওম পালন করে, তার এক বছর আগের ও পরের বছরের পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

١٧٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ- قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِيْ حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ حَدَّثَنِيْ مَهْدِيٌّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِيْ بَيْتِهِ، فَسَاَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ؟ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ-

১৭৩২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আরাফাত দিবসে সাওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফার ময়দানে আরাফার দিবসে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٤١.بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদঃ আশুরার দিনের সাওম

١٨٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَيَامُرُ بِصِيَامِهِ-

১৭৩৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)......'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার সাওম পালন করতেন এবং তিনি এদিনের সাওম পালনের নির্দেশ দিতেন।

١٧٣٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ اَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صُيَّامًا فَقَالَ مَاهٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ اَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى، وَاَغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ، وَاَمَرَبِصِيَامِهِ، شُكْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ، وَاَمَرَبِصِيَامِهِ-

১৭৩৪ সাহল ইব্ন আবু সাহল (র)....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ মদীনায় আগমন করে ইয়াহুদীদের সাওমরত পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ এ সাওম কিসের? তারা বললোঃ এদিনে আল্লাহ মুসা (আ) কে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফিরাউনকে নিমজ্জিত করেছিলেন। তাই, মূসা (আ) এদিনে শোকর স্বরূপ সাওম পালন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমরা মূসা (আ)

এর (অনুসরণের) ব্যাপারে তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। তারপর তিনি এদিনে **সাওম** পালন করেন এবং (অন্যান্যদের) এদিন সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

١٧٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مِنْكُمْ اَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ قُلْنَا مِنَّا مَنْ طَعِمَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ مَنْ كَانَ طَعِمَ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ فَاَرْسِلُوْا اِلَى اَهْلِ الْعَرُوْضِ فَلْيُتِمُّوْا الْبَقِيَّةَ قَالَ يَعْنِىْ اَهْلَ الْعَرُوْضِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ –

১৭৩৫ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়ফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশুরার দিন আমাদের জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমাদের কেউ আজ আহার করেছে কি? আমরা বললামঃ আমাদের কেউ কেউ আহার করেছে এবং কেউ কেউ (আহার) করেনি। তিনি বললেনঃ তোমরা যারা আহার করেছ এবং যারা আহার করনি তারা তোমাদের দিনের অবশিষ্টাংশ সাওম পূর্ণ কর। আর তোমরা মদীনার পার্শ্ববর্তীদের কাছে সংবাদ পাঠাও, তারা যেন দিনের অবশিষ্টাংশ সাওম পালন করে।

١٧٣٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلَى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ –

قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ رَوَاهُ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ زَادَفِيْهِ مَخَافَةَ اَنْ يَفُوْتَهُ عَاشُوْرَاءُ –

১৭৩৬ 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই নবম তারিখে সাওম পালন করব।

আবু 'আলী (র).... বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইয়ুনুস সূত্রে ইবন আবু যি'ব থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেনঃ তাঁর থেকে আশূরার সাওম ফওত হওয়ার আশংকায়।

١٧٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا يَصُوْمُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ –

১৭৩৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ (র)..'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আশূরার দিন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ জাহিলী যুগের লোকেরা এদিনে সাওম পালন করতো। কাজেই তোমাদের যে কেউ এদিন সাওম পালন করতে চায়, সে যেন এদিনের সাওম পালন করে আর যে এটি অপছন্দ করে, সে যেন তা ছেড়ে দেয়।

১৭٣٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ

১৭৩৮ আহমাদ ইব্‌ন 'আবদা (র)......আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আশূরার দিনের সাওম পালন দ্বারা আমি আল্লাহর নিকট বিগত বছরের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার প্রত্যাশা রাখি।

٤٢. بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা

١٧٣٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْغَازِ، اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ -

১৭৩৯ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র)....রবী'আ ইবনুল গায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা (রা) এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেনঃ নবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা ভাল মনে করতেন।

١٧٤٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّكَ تَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ! فَقَالَ اِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلاَّ مُتَهَاجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا -

১৭৪০ 'আব্বাস ইব্‌ন 'আবদুল আযীম 'আম্বারী (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করেন? তিনি বললেনঃ পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ব্যক্তি ব্যতীত, আল্লাহ তা'আলা সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এ দুইদিন প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করেন। তিনি আরো বলেনঃ তারা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া অবধি, তাদের ছেড়ে দাও।

٤٣. بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদঃ আশহুরে হুরুমের সাওম

١٧٤١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِى السَّلِيْلِ، عَنْ أَبِى مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِىِّ، عَنْ أَبِيْهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ! أَنَا الرَّجُلُ الَّذِى أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ فَمَالِى أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلاً؟ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْتُهُ إِلاَّ بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّى أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّى أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ إِنِّى أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ -

১৭৪১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু মুজীবা বাহিলী (রা) এর পিতা অথবা তার চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, ইয়া নাবী আল্লাহ! আমি সেই ব্যক্তি, যে গত বছরও আপনার নিকট এসেছিলাম। তিনি ﷺ বললেনঃ আমি তোমার শরীরকে দুর্বল দেখছি কেন? তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি রাত ব্যতীত দিনে আহার করি না। তিনি বললেনঃ তোমার নফসের উপর কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমাকে কে নির্দেশ দিয়েছে? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি অধিক শক্তিশালী। তিনি বললেনঃ তুমি রামাযানের সাওম পালন করবে এবং এরপর প্রতি মাসে একদিন সাওম পালন করবে। আমি বললামঃ আমি তো অধিক শক্তিশালী। তিনি বললেনঃ তুমি রামাযানের সাওম পালন করবে এবং তারপর (প্রতিমাসে) দুই দিন সাওম পালন করবে। আমি বললামঃ আমি এর অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেনঃ রামাযানের সাওম পালন করবে এবং এরপর (প্রতি মাসে) তিনদিন। আর আশহুরে হুরুমের সাওম পালন কর।

١٧٤٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ أَىُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ شَهْرُ اللّٰهِ الَّذِى تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ -

১৭৪২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ রামাযান মাসের পর কোন্ সাওম উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর ঐ মাস, যাকে তোমরা 'মুহাররম' বলে থাক।

١٧٤٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ -

১৭৪৩ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রজব মাসে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

١٧٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرٰهِيْمَ، اَنَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ يَصُوْمُ اَشْهُرُ الْحُرُمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُمْ شَوَّالاً فَتَرَكَ اَشْهُرَ الْحُرُمِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَصُوْمُ شَوَّالاً حَتّٰى مَاتَ -

১৭৪৪ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ্ (র)....মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। উসামা ইবন যায়দ (রা) আশহুরে হুরুমের সাওম পালন করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি শাওয়ালের সাওম পালন কর। তারপর তিনি আশহুরে হুরুমের সাওম পালন করা ছেড়ে দেন, এরপর আমরণ সাওয়ালের সাওম পালন করেন।

٤٤. بَابٌ فِى الصَّوْمِ زَكٰوةُ الْجَسَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম শরীরের যাকাত

١٧٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُحْرِزُبْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ - ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيْعًا عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَىْءٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ -

زَادَ مُحْرِزٌ فِىْ حَدِيْثِهِ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ -

১৭৪৫ আবু বকর ও মুহরিয ইব্‌ন সালামা আদানী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে। আর সাওম হলো শরীরের যাকাত।

মুহরিয তার হাদীসে আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সাওম সবরের অর্ধাংশ।

٤٥. بَابٌ فِىْ ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

অনুচ্ছেদঃ সাওম পালনকারীকে ইফতার করানোর ছাওয়াব

١٧٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ، وَخَالِىْ يَعْلٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا -

১৭৪৬ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার জন্য রয়েছে তাদের অনুরূপ ছাওয়াব; আর এতে তাদের কারো ছাওয়াবের কিছুই কম হবে না।

١٧٤٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بِن ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ اَفْطَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ -

১৭৪৭ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (রা)....'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) এর নিকট ইফতার করেন। এরপর তিনি বলেনঃ তোমাদের কাছে সাওম পালনকারীগণ ইফতার করেছেন। নেককারগণ তোমাদের খাদ্য আহার করেছেন এবং ফিরিশতাগণ তোমাদের উপর সালাত পাঠ করেছেন।

٤٦. بَابُ فِى الصَّائِمِ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর সামনে আহার করা

١٧٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلٌ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا اِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّائِمُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ -

১৭৪৮ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ও সাহল (র)....উম্মু 'উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলে আমরা তাঁর সামনে খানা পরিবেশন করলাম। আর তাঁর কাছের কিছু লোক ছিল সাওম পালনকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যখন সাওম পালনকারীর সামনে আহার করা হয়, তখন ফিরিশতাগণ তার প্রতি সালাত পাঠ করেন।

١٧٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلَالٍ اَلْغَدَاءُ يَابِلَالُ! فَقَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاْكُلُ اَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِى الْجَنَّةِ اَشَعَرْتَ، يَابِلَالُ! اَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا اُكِلَ عِنْدَهُ؟

১৭৪৯ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফফা (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে বললেনঃ হে বিলাল! সকালের খানা নিয়ে এসো। বিলাল (রা) বললেনঃ আমি সাওম রত আছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমরা আমাদের রিযিক খাব। আর বিলালের অংশ রয়েছে জান্নাতে। হে বিলাল! তুমি কি অবগত আছ যে, সাওম পালনকারীর সামনে যখন আহার করা হয়, তখন তার হাড়সমূহ এবং ফিরিশতাকুল তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকে।

٤٧. بَابُ مَنْ دُعِىَ اِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওমরত ব্যক্তিকে আহারের জন্য ডাকা হলে

١٧٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ -

১৭৫০ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র).......আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কাউকে আহার করার জন্য আহবান করা হয়, অথচ সে সাওম পালনকারী, তখন সে যেন বলেঃ আমি তো সাওম পালনকারী।

١٧٥١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السَّلَمِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَنْبَانَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ اِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعِمَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ -

১৭৫১ আহমাদ ইবন ইয়ূসুফ সুলামী (র)...জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন সাওম পালনকারীকে যখন আহার করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়। এরপর সে ইচ্ছা করলে আহার করবে, নয়তো খানা বর্জন করবে।

٤٨. بَابُ فِى الصَّائِمِ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওম পালনকারীর দু'আ রদ হয় না

١٧٥٢ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِىِّ، عَنْ سَعْدٍ اَبِىْ مُجَاهِدٍ الطَّائِىِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِىْ مُدِلَّةَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ، لاَتُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ دُوْنَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ، يَقُوْلُ بِعِزَّتِى لاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ -

১৭৫২ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির দুয়া রদ হয় নাঃ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, সাওম পালনকারী; যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং মজলুমের দু'আ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এই শ্রেণীর মর্যাদা এ মেঘমালার উপর রাখবেন এবং তাদের জন্য আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। আর আল্লাহ বলবেনঃ আমার 'ইজ্জতের কসম, একটু পরে হলেও, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।

١٧٥٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَاتُرَدُّ –

قَالَ اِبْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ، اِذَا اَفْطَرَ اللّٰهُمَّ! اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اَنْ تَغْفِرَلِيْ –

১৭৫৩ হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র)....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সাওম পালনকারীর ইফতারের সময়ের দু'আ রদ হয় না।

ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেনঃ আমি 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা)কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছিঃ اَللّٰهُمَّ! اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اَنْ تَغْفِرَلِيْ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমত চাচ্ছি, যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। যাতে আপনি আমাকে ক্ষমা করেন।"

٤٩. بَابُ فِي الْاَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার আগে আহার করা

١٧٥٤ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ تَمَرَاتٍ –

১৭৫৪ জুবারা ইবনু মুগাল্লিস (র).......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর না খেয়ে বের হতেন না।

١٧٥٥ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يُغَدِّيَ اَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ –

১৭৫৫ জুবারা ইবনুল মুগাল্লিস (র)....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ভোরে তাঁর সাহাবীদের সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বের হতেন না।

১৭৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْدِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ -

১৭৫৬ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)....বুরায়াছা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন আহার না করে বের হতেন না। আর কুরবানীর দিন ঈদগাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে আহার করতেন না।

৫০. بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযানের সাওম যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করলে

১৭৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا -

১৭৫৭ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র)...ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার যিম্মায় রামাযান মাসের সাওম রেখে ইনতিকাল করে; তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকিনকে আহার করানো হয়।

৫১. بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মানতের সাওম যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করলে

১৭৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَالْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ -

১৭৫৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'য়ীদ (র)....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বোন রামাযানের দুই মাসের ধারাবাহিক সাওম তার যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেনঃ তোমার বোন ঋণগ্রস্তা থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে? সে বললোঃ হ্যাঁ তিনি বললেনঃ আল্লাহর হক তো অধিক আদায়যোগ্য।

১৭৫৯ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ قَلَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، اَنَا اَصُوْمَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ –

১৭৫৯ যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র).......বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা তার যিম্মায় সাওম রেখে ইনতিকাল করেছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাওম আদায় করবো? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

٥٢. بَابُ فِيْمَنْ اَسْلَمَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে ইসলাম গ্রহণ করলে

১৭৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ ثَنَا وَفْدُنَا الَّذِيْنَ قَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاِسْلَامِ ثَقِيْفٍ قَالَ، وَقَدِمُوْا عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا صَامُوْا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ –

১৭৬০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)....আতিয়্যা ইব্‌ন সুফয়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল, তারা বনূ ছাকীফের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা করলো। রাবী বলেনঃ তারা তাঁর কাছে রামাযান মাসে এসেছিল। তিনি মসজিদে তাদের জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তারা ইসলাম কবুল করার পর রামাযান মাসের অবশিষ্ট সাওম পালন করলো।

٥٣. بَابُ فِي الْمَرْاَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) সাওম পালন করা

১৭৬১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، اِلَّا بِاِذْنِهِ –

১৭৬১ হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার বিনা অনুমতিতে রামাযানের সাওম ব্যতীত স্ত্রী কোনদিন সাওম পালন করবে না।

১৭৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ-

১৭৬২ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...আবু সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের তাদের স্বামীর বিনা অনুমতিতে সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤. بَابُ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাওমের মেহমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতীত সাওম পালন করবে না

১৭৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالاَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ، فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ --

১৭৬৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া আযাদী (র) 'আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তি যখন কোন কওমের মেহমান হয়, তখন সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতীত (নফল) সাওম পালন না করে।

٥٥. بَابُ فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

অনুচ্ছেদঃ শোকরগোযার, আহারকারী ধৈর্যশীল সাওম পালনকারীর মত

১৭৬৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ-

১৭৬৪ ইয়াকূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ শোকরগোযার আহারকারী ধৈর্যশীল সাওম পালনকারীর সমমর্যাদার অধিকারী।

১৭৬৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ، لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ-

১৭৬৫ ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ রাক্কী (র)....নবী ﷺ-এর সাহাবী সিনান ইব্ন সান্নাহ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শোকরগোযার আহারকারীর জন্য রয়েছে ধৈর্য্যশীল সাওম পালনকারীর অনুরূপ প্রতিদান।

٥٦. بَابُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদর প্রসঙ্গে

١٧٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اِنِّى اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَاُنْسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوَتْرِ –

১৭৬৬ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)....আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রামাযানের মধ্যম দশকে ই'তিকাফ করেছিলাম। তিনি ﷺ বললেনঃ আমাকে লায়লাতুল কদর দেখান হয়েছিল, পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে তা অনুসন্ধান করবে।

٥٧. بَابُ فِى فَضْلِ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রামাযান মাসের শেষ দশকের ফযীলত

١٧٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ، وَاَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ، اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاطِمٍ، قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ –

১৭৬৭ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু শাওয়ারি (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশকে, অন্যান্য সময় অপেক্ষা, ইবাদতে অধিক মশগুল থাকতেন।

١٧٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ اَبِى الضُّحٰى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ، اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِيْزَرَ، وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ –

১৭৬৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ যুহরী (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশকে রাত জাগতেন, তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে জাগাতেন।

٥٨. بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফ প্রসঙ্গে

١٧٦٩ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ، اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ فِى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ –

১৭৬৯ হান্নাদ ইবন সারী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতি বছর দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তবে তিনি যে বছর ইনতিকাল করেন, সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। প্রতি বছর (রামাযান মাসে) তাঁর কাছে একবার কুরআন পেশ করা হত। তবে তিনি যে বছর ইনতিকাল করেন, সে বছর তাঁর কাছে তা দু'বার পেশ করা হয়।

١٧٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ، عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا –

১৭৭০ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তবে তিনি কোন এক বছর এ সময় সফরে অতিবাহিত করেন। এরপর পরবর্তী বছরে তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٥٩. بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الْاِعْتِكَافَ، وَقَضَاءِ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ই'তিকাফ শুরু করলে; আর ইতিকাফের কাযা প্রসঙ্গে

١٧٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ، فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ؟ فَاَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا وَاَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَاَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَ هُمَا ، اَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا فَلَمَّا رَاَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِىْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ-

১৭৭১ আবু বক্‌র ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করার পর ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতেন। একবার তিনি রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর নির্দেশে তাঁর জন্য একটি বেষ্টনী তৈরী করা হলো। আর 'আয়েশা (রা) একটি বেষ্টনী তৈরী করার নির্দেশ দেন। তখন তাঁর জন্যও তা তৈরী করা হলো। আর হাফসা (রা) একটি বেষ্টনী তৈরী করার নির্দেশ দেন, তাঁর জন্য তা তৈরী করা হলো। যয়নাব (রা) যখন তাঁদের দুজনের বেষ্টনী দেখলেন, তখন তিনিও আরেকটি বেষ্টনী তৈরীর নির্দেশ দেন, তখন তাঁর জন্য তাও তৈরী করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি বললেনঃ "তোমরা কি পূণ্য লাভের জন্য এমনটি করছ!" এরপর তিনি রামাযান মাসে ই'তিকাফ করলেন না। পরে শাওয়াল মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করে নিলেন।

٦٠. بَابُ فِىْ اِعْتِكَافِ يَوْمٍ اَوْ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একদিন অথবা একরাত্রির ই'তিকাফ

١٧٧٢ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْخَطْمِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ لَيْلَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَعْتَكِفَ-

১৭৭২ ইসহাক ইবন মূসা খাতমী (র).... 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিলী যুগের এক রাতের ই'তিকাফ তার উপর মানত ছিল। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাঁকে ই'তিকাফ করার নির্দেশ দেন।

٦١. بَابٌ فِى الْمُعْتَكِفِ يَلْزِمُ مَكَانًا مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারী মসজিদের একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে

১৭৭৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ-

قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِىْ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

১৭৭৩ আহমাদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ (র).....'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।

(নাফে' র) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) আমাকে ঐ স্থানটি দেখিয়েছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ই'তিকাফ করতেন।

১৭৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيْسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوْسَى ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اِعْتَكَفَ، طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ اَوْ يُوْضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ اُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ -

১৭৭৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি যখন ই'তিকাফ করতেন, তখন তাঁর জন্য 'উসতুওয়ানায়ে তাওবা' এর পেছনে তাঁর বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হতো, অথবা তাঁর খাট রাখা হতো।

٦٢. بَابٌ الْاِعْتِكَافِ فِىْ خَيْمَةِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদঃ মসজিদের বেষ্টনীর মধ্যে ই'তিকাফ করা

১৭৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرٰهِيْمَ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَكَفَ فِىْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيْرٍ قَالَ، فَاَخَذَ الْحَصِيْرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِىْ نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ اَطْلَعَ رَاْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ -

১৯৭৫ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল আ'লা সানআনী (র)....আবু সায়ীদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি তুর্কী তাঁবুতে ই'তিকাফ করেন, যার জানালার উপর ছিল চাটাইয়ের টুকরা। রাবী বলেনঃ তাঁর হাত দিয়ে চাটাইটি সরিয়ে বেষ্টনীর পাশে রাখেন। এরপর মাথা বের করে লোকদের সাথে কথা বলেন।

٦٣. بَابُ فِي الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَ يَشْهَدُ الْجَنَائِزَ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর জন্য রোগীর সেবা করা ও জানাযায় উপস্থিত হওয়া

١٧٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَ الْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَ أَنَا مَارَّةٌ قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانُوْا مُعْتَكِفِيْنَ-

১৭৭৬ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ই'তিকাফকালীন অবস্থায় কেবলমাত্র মানবিক প্রয়োজনে ঘরে যেতাম। আর ঘরে রোগী থাকত, আমি হাঁটতে হাঁটতে তার খোঁজ খবর নিতাম। তিনি আরো বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ কালে মানবিক প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٧٧٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، أَبُوْبَكْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ-

১৭৭৭ আহমাদ ইবন মানসূর আবু বকর (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ই'তিকাফকারী জানাযার সাথে চলবে এবং রোগীর সেবা করবে।

٦٤. بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُعْتَكِفِ يُغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর মাথা ধোয়া এবং চুল আঁচড়ান প্রসঙ্গে

١٧٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِيْ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَرَجِّلُهُ وَأَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ-

১৭৭৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। আমি তা ধুইয়ে দিতাম এবং আঁচড়িয়ে দিতাম। তখন আমি হায়েয অবস্থায় আমার ঘরে থাকতাম এবং তিনি মসজিদে থাকতেন।

٦٥. بَابُ فِى الْمُعْتَكِفِ يَزُوْرُهُ أَهْلُهُ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফকারীর স্ত্রীর মসজিদে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করা

১৭৭৯ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ اُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ قَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا -

১৭৭৯ ইবরাহীম ইবনুল মুন্‌যির হিজামী (র) নবী ﷺ-এর স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। রামাযান মাসের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ই'তিকাফ করছিলেন। এ সময় সুফিয়া (রা) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং রাতের বেলায় তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। এরপর তিনি ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। সুফিয়া যখন মসজিদের ঐ দরজাটির কাছে পৌঁছলেন, যা নবী সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা)-এর হুজরার নিকটবর্তী ছিল, তখন দুজন আনসারী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেনঃ আস্তে যাও এতো হচ্ছে সুফিয়া বিনত হুয়াই। তাঁরা বললেনঃ সুব্‌হানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আর বিষয়টি তাদের জন্য কঠিন মনে হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেনঃ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের শিরা-উপশিরায় চলাফেরা করে। আমি আশংকা করছিলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনরূপ কুধারণা সৃষ্টি করে কি-না?

٦٦. بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

অনুচ্ছেদঃ মুস্তাহাযা মহিলার ই'তিকাফ করা

১৭৮০ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ -

১৭৮০ হাসান ইবন মুহাম্মদ সাব্বাহ (র).... ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 'আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনৈকা স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করেন। তখন তিনি লাল ও হলদে বর্ণের রক্ত দেখতে পান। এ কারণে অধিকাংশ সময় তিনি নিজের নীচে ছোট প্লেট পেতে রাখেন।

٦٧. بَابُ فِىْ ثَوَابِ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের ছাওয়াব

١٧٨١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اُمَيَّةَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ مُوْسَى الْبُخَارِىُّ عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّىِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّنْجِىِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْرٰى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا -

১৭৮১ 'উবায়দুল্লাহ ইবন' আব্দুল করীম (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেন যে, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেককারদের সকল নেকী তার জন্য লিখা হয়।

٦٨. بَابُ فِيْمَنْ قَامَ فِىْ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই 'ঈদের রাতে 'ইবাদত করা

١٧٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّوْيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتَىِ الْعِيْدَيْنِ، مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ -

১৭৮২ আবু আহমাদ মাররার ইবন হাম্মূয়া (র)....আবু উমামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 'ইবাদত করবে তার অন্তর ঐদিন মরবে না, যেদিন অন্তর সমূহ মুর্দা হয়ে যাবে।

كِتَابُ الزَّكٰوة
অধ্যায় ঃ যাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٨. كِتَابُ الزَّكٰوةِ

অধ্যায় ঃ যাকাত

١. بَابُ فَرْضِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে

١٧٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ صَيْفِيِّ، عَنْ اَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاتِي قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوا الذٰلِكَ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

১৭৮৩ ‘আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুয়ায (রা)-কে ইয়ামান পাঠান। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তো আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদের ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল’– এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান করবে। তারা যদি এ কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা স্বীকার করে নেয়, তবে তাদের আরও জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ

তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের বিত্তবানদের থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটি মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম সম্পদ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। আর মযলূমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, মযলূমের আহাজারী ও আল্লাহ তা'লার মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

٢. بَابُ مَا جَاءَ فِى مَنْعِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায় না করা প্রসঙ্গে

١٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ اَبِى رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ لَايُؤَدِّىْ زَكٰوةَ مَالِهِ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ حَتّٰى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ -

১৭৮৪ মুহাম্মদ ইবন আবু 'উমার আদানী (র)....আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় না করে, তার মালকে কিয়ামতের দিন বিষধর সাপের আকৃতিতে পরিণত করা হবে, এমন কি তার গলায় তা লটকিয়ে দেওয়া হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ -

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এ কথা যেন তারা মনে না করো।" (৩ঃ ১৮০)।

١٧٨٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ اَبِى ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلَاغَنَمٍ وَلَابَقَرٍ لَايُؤَدِّىْ زَكٰوتَهَا، اِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَاَسْمَنَهُ، يَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ اُوْلَاهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ -

১৭৮৫ "আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন উট, ছাগল ও গাভীর মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে এগুলো কিয়ামতের দিন অনেক বড় ও মোটা তাজা হয়ে উপস্থিত হবে এবং মালিককে এদের শিং ও ক্ষুর দিয়ে আঘাত করতে থাকবে। যখন শেষটির পালা পূর্ণ হবে, তখন প্রথমটি থেকে আবার শুরু হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে, যে পর্যন্ত না মানুষের বিচার কার্য শেষ হয়।

১٧٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْمَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَاْتِي الْاِبِلُ الَّتِيْ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَاُ صَاحِبَهَا بِاَظْلَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَيَاْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا اَقْرَعَ فَيَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُوْلُ مَالِيْ وَلَكَ ! فَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ ، اَنَا كَنْزُكَ ، فَيَتَّقِيْهِ بِيَدِهٖ فَيَلْقَمُهَا -

১৭৮৬ আবু মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উছমান উছমানী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে উটের যাকাত আদায় করা হয়নি, তা কিয়ামত দিবসে তার মালিককে তার ক্ষুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে, তদ্রূপ গাভী ও ছাগল এসে এদের ক্ষুর ও শিং দিয়ে এদের মালিককে আঘাত করতে থাকবে। তার সঞ্চিত সম্পদও বিষধর সাপে পরিণত হয়ে তার মালিকের সামনে হাযির হবে। মালিক দু'বার তা দেখে পালাবে। কিন্তু সে আবার মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে। তখন মালিক পালাতে চেষ্টা করবে এবং বলবেঃ তোমার সাথে আমার কি সম্পর্ক? তখন সে বলবেঃ আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ, আমি তোমার রক্ষিত ধন। মালিক তখন তার হাত দিয়ে সাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে, তখন সে হাতটি গিলে ফেলবে।

٣. بَاب مَا اُدِّيَ زَكٰوتُهٗ لَيْسَ بِكَنْزٍ

অনুচ্ছেদঃ যে মালের যাকাত আদায় করা হয়, তা 'কানয' নয়

١٧٨٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ اِبْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَقِيْلٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ قَوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ لَهُ اِبْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طَهُوْرًا لِلْاَمْوَالِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ مَا اُبَالِيْ لَوْكَانَ لِيْ اُحُدٌ ذَهَبًا ، اَعْلَمُ عَدَدَهُ وَاُزَكِّيْهِ، وَاَعْمَلُ فِيْهِ بِطَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

১৭৮৭ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র).... 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) এর আযাদকৃত গোলাম খালিদ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) এর সঙ্গে বের হলাম। তখন একজন বেদুঈন এসে তাঁকে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলোঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না..... ।" (৯:২৩৪)।

ইবন উমর (রা) তাকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি সোনারূপা পুঞ্জিভূত করে রাখে, অথচ এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থা ছিল যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার আগের। পরবর্তীতে যখন যাকাতের বিধান নাযিল হয়, তখন যাকাতকেই আল্লাহ মালের পবিত্রতাকারী সাব্যস্ত করেন। এরপর ইবন উমর (রা) লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেনঃ এ ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই যে, উহুদ পরিমাণ সোনাও যদি আমার হাতে আসে এর পরিমাণ নিরূপণ করে-এর যাকাত আদায় করে দেব এবং মহান আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করব।

১٧٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَالِكِ ثَنَامُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ اَبِى السَّمْحِ، عَنْ اِبْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَدَّيْتَ زَكٰوةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ -

১৭৮৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় করলে, তখন তো তুমি তোমার দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেললে।

١٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنِ اٰدَمَ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ اَبِى حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، اَنَّهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ ، يَقُوْلُ لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكٰوةِ -

১৭৮৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যাকাত ব্যতীত সম্পদে অন্য কোন হক নেই।

٤. بَابُ زَكٰوةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনা রূপার যাকাত

١٧٩٠ حَدَّثَنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحٰرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلٰكِنْ هَاتُوْارُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا -

১৭৯০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিলাম। তবে তোমরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, তথা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম আদায় করবে।

١٧٩١ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى اَنْبَانَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا، فَصَاعِدًا، نِصْفَ دِيْنَارٍ وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا، دِيْنَارًا -

১৭৯১ বকর ইবন খালাফ্ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন 'উমার ও 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রতি বিশ দিনার বা তার কিছু বেশী হলে অর্ধ দিনার এবং চল্লিশ দিনারে এক দিনার (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করতেন।

٥. بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ বছরের মাঝখানে কোন সম্পদের মালিক হলে

١٧٩٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَزَكٰوةَ فِيْ مَالٍ، حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

১৭৯২ নসর ইবন 'আলী জাহযামী (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মালের যাকাত নেই।

٦. بَابُ مَاتَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্পদে যাকাত ফরয

١٧٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ صَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ -

১৭৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ পাঁচ 'অসক'-এর চেয়ে কম পমাণ খেজুরে, পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম পরিমাণ মুদ্রায় এবং পাঁচটির চেয়ে কমসংখ্যক উটের যাকাত নেই।

١٧٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ -

১৭৯৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পাঁচটি উটের কম হলে এতে যাকাত নেই। পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম মুদ্রায় যাকাত নেই এবং পাঁচ 'অসক'-এর চেয়ে কম ফসলে যাকাত নেই।

٧: بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكٰوةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا

অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রিম যাকাত আদায় প্রসঙ্গে

১৭৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، اَنَّ الْعَبَّاسَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ –

১৭৯৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আব্বাস (রা) তাঁর মালের বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত আদায় করার ব্যাপারে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন।

٨. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ اِخْرَاجِ الزَّكٰوةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানের সময় যে দু'আ করবে

১৭৯৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، اِذَا اَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلّٰى عَلَيْهِ فَاَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِيْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِيْ اَوْفٰى –

১৭৯৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আব্দুল্লাহ ইবন আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যখন কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তার জন্য দু'আ করতেন। এরপর আমি আমার মালের যাকাত নিয়ে তাঁর কাছে এলাম, তখন তিনি এই বলে দু'আ করলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু আউফার পরিবারের প্রতি রহম করুন।

১৭৯৭ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْطَيْتُمُ الزَّكٰوةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، اَنْ تَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا –

১৭৯৭ সুওয়দ ইবন সায়ীদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন যাকাত আদায় করবে, তখন তোমরা এর পূণ্যের কথা ভুলে যাবে না এবং এইরূপ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا

ইয়া আল্লাহ! আপনি একে তাওবা কবুলের ওসীলা বানিয়ে নিন এবং একে ঋণ পরিশোধের পর্যায়ভুক্ত করবেন না।

৯.بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত

১৭৯৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقْرَانِىْ سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيْهِ فِىْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِىْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ، اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تُوْجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، ذَكَرٍ فَاِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ، اِلَى خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّيْنَ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، اِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلَى تِسْعِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ ، عَلَى تِسْعِيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا كَثُرَتْ، فَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ، بِنْتُ لَبُوْنٍ -

১৭৯৮ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র)....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। ইবন শিহাব (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ওফাতের আগে যাকাত সম্পর্কে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা সালিম (র) আমাকে পড়ে শোনান। আমি তাতে পেলাম যে, পাঁচটি উটের যাকাত একটি বকরী, দশটি উটে দুইটি বকরী, পনরটি উটে তিনটি বকরী, বিশটি উটে চারটি বকরী এবং পঁচিশটি থেকে পঁয়ত্রিশটি উটে একটি 'বিন্‌ত মাখায[1] আদায় করতে হবে। তবে যদি 'বিন্‌ত মাখায না পাওয়া যায়, তবে একটি 'ইবন লাবুন্[2] আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা যদি পঁয়ত্রিশ থেকে একটি বেশি হয়, তাহলে একটি 'বিনত লাবুন'

---

১. 'বিন্‌ত মাখায'- এমন উট, যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।
২. 'ইবন লাবুন'- এমন উট, যার বয়স দু'বছর পূর্ণ হয়েছে।

আদায় করতে হবে এবং পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এ নিয়ম চলবে। উটের সংখ্যা যদি পঁয়তাল্লিশের **বেশী হয়, তবে** একটি 'হিক্কা'[৩] আদায় করতে হবে এবং এই নিয়ম ষাট পর্যন্ত চলবে। ষাটের উপরে পঁচাত্তর **পর্যন্ত একটি** 'জায'আ[৪] দিতে হবে। পঁচাত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত দুইটি 'বিন্‌ত লাবুন' ও একান্নব্বই থেকে একশত **বিশ** পর্যন্ত দুইটি 'হিক্কা' আদায় করতে হবে। যদি উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হয়, তবে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশ উটে একটি 'বিন্‌ত লাবুন'।

১৭৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْاَرْبَعِ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا فَاِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَاِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ اَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، اِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَاِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فَاِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَاَرْبَعِينَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّةٌ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيرًا ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَاِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، اِلَى اَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ اَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ -

১৭৯৯ মুহাম্মদ ইবন আকীল ইবন খুওয়াইলদ নিসাপুরী (র) আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে এতে কোন যাকাত নেই। পাঁচ থেকে নয় পর্যন্ত একটি বকরী; দশ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত দুটি বকরী, পনের থেকে উনিশ পর্যন্ত তিনটি বকরী, বিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত চারটি বকরী। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনত মাখায। যদি 'বিনত মাখায না পাওয়া যায়, তবে একটি ইবন লাবুন' আদায় করতে হবে। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এতে একটি 'বিনত লাবুন', আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে ষাট পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এতে একটি 'হিক্কা'। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে পঁচাত্তর পর্যন্ত পৌঁছে তবে এতে একটি 'জাযাআ'। আর যদি উটের সংখ্যা বেড়ে নব্বই পর্যন্ত পৌঁছে, তবে এতে দুইটি 'বিনত লাবুন'; আর যদি

৩. 'হিক্কা'-এমন একটি উট, যার বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়েছে।
৪. ' জায'আ'-এমন উট, যার বয়স চার বছর পূর্ণ হয়েছে।

উটের সংখ্যা বেড়ে একশত বিশ পর্যন্ত পৌছে, তবে এতে দুটি 'হিক্কা'। আর যদি উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হয়, তবে প্রতি পঞ্চাশ উটে একটি 'হিক্কা' আর প্রতি চল্লিশ উটে একটি 'বিনত লাবুন' আদায় করতে হবে।

١٠. بَابُ إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقَ سِنًّا دُوْنَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ

অনুচ্ছেদঃ যাকাতে কম বয়সী অথবা বেশি বয়সের পশু গ্রহণ প্রসঙ্গে

١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ أَبِىْ، عَنْ ثُمَامَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ مِنْ اَسْنَانِ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلَّا بِنْتُ لَبُوْنٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَيُعْطِىْ مَعَهَا شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، بِنْتُ مَخَاضٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِىْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ، فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، اَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِبْنَةُ مُخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ اِبْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ، فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ-

১৮০০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন মারযূক (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু বকর (রা) তাকে লিখেছিলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,' এ হচ্ছে যাকাতের নিসাব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। উটের সংখ্যা যদি এই পরিমাণ হয়, যার যাকাত উট দিয়ে আদায় করতে হয়, এ হিসাবে যদি 'জাযাআ' দিয়ে উটের যাকাত আদায় করতে হয়, অথচ তার কাছে জাযা'আ না থাকে, বরং 'হিক্কা' থাকে; তখন তার থেকে 'হিক্কা' গ্রহণ করা হবে এবং তার সামর্থ্য থাকলে তার থেকে এর সাথে দুটি বকরী অথবা বিশটি দিরহাম আদায় করবে। আর যার উপর উটের যাকাত হিসাবে 'হিক্কা' ফরয হয়

অথচ তার কাছে 'হিক্কা' না থাকে, বরং 'বিনত লাবূন' থাকে, তখন তার থেকে 'বিনত লাবুন' গ্রহণ করা হবে এবং এর সাথে সে দুটি বকরী অথবা বিশটি দিরহাম আদায় করবে।

আর যার উপর উটের যাকাত হিসাবে বিনত লাবূন আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে বিনত লাবূন না থাকে, বরং হিক্কা থাকে; তখন তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে। এ সময় যাকাত আদায়কারী, যাকাত দাতাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী দেবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত লাবূন' আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে তা না থাকে, বরং তার কাছে 'বিনত মাখায' থাকে; তখন তার থেকে 'বিনত মাখায' গ্রহণ করা হবে; আর এর সাথে সে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী আদায় করবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত মাখায' আদায় করা ফরয হয়, অথচ তার কাছে তা না থাকে, বরং তার কাছে বিনত লাবূন থাকে; তখন তার থেকে 'বিনত লাবূন' গ্রহণ করা হবে। তবে যাকাত আদায়কারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুটি বকরী দেবে।

আর যার উপর যাকাত হিসাবে 'বিনত মাখায' ফরয হয়। কিন্তু তার কাছে তা না থাকে; বরং তার কাছে 'ইবন লাবূন' থাকে, তখন তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং এর বিনিময়ে যাকাত প্রদানকারীকে কিছুই দিতে হবে না।

١١. بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতে যে উট গ্রহণ করা হবে

١٨٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ اَبِى لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِى عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَاَبَى اَنْ يَاْخُذَهَا فَاَتَاهُ بِاُخْرَى دُوْنَهَا فَاَخَذَهَا ، وَقَالَ اَيُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِى ، وَاَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِى اِذَا اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَخَذْتُ خِيَارَ اِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ!

১৮০১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... সুয়াইদ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে একজন যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকট আসল। আমি তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নির্দেশ পাঠ করে শোনালাম ঃ

"যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে একত্রিত করা, এবং একত্রিত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।" ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট একটি বিরাট ও মোটাতাজা উট নিয়ে আসলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর লোকটি একটু ছোট ও অল্প মূল্যের অপর একটি উট নিয়ে আসলো, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ কোন্ মাটি আমাকে বহন করবে, আর কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া দিবে; যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন মুসলিম ব্যক্তির উৎকৃষ্ট উট নিয়ে উপস্থিত হই।

১৮০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِسْرَئِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ! قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرْجِعُ الْمُصَدِّقُ اِلاَّ عَنْ رِضًا –

১৮০২ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)......জারীর ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসে।

١٢. بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

১৮০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ، وَاَمَرَنِي اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ اَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا اَوْ تَبِيعَةً –

১৮০৩ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামন পাঠালেন এবং আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, গরুর যাকাত আদায়ের বেলায় প্রতি চল্লিশটি গরুতে দু'বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর ও প্রতি ত্রিশটিতে এক বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর আমি যেন গ্রহণ করি।

১৮০৪ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا اَوْ تَبِيعَةً وَفِي اَرْبَعِينَ، مُسِنَّةً–

১৮০৪ সুফয়ান ইবন অকী'(র).... 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রতি ত্রিশটি গরুতে এক বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর আর প্রতি চল্লিশটিতে দু'বছর পূর্ণ বয়সের একটি বাছুর (যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে)।

١٣. بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ছাগলের যাকাত

১৮০৫ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِي سَالِمٌ، كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ اَنْ يَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي اَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ، اِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ، اِلَى مِائَتَيْنِ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ ،

فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، اِلَى ثَلاَثِمَائَةٍ فَاِذَا كَثُرَتْ، فِى كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ، وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَ يُجْتَمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَوَجَدْتُ فِيْهِ لاَيُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَهَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ -

১৮০৫ বকর ইবন খালাফ (র).... 'আব্দুল্লাহ (ইবন ওমর রা) থেকে বর্ণিত। ইবন শিহাব (র) বলেনঃ সালিম (র) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক তাঁর ইন্তিকালের আগে যাকাত সম্পর্কে লিখিত একটি পত্র পড়ে শোনান। আমি এতে দেখতে পেলাম যে, চল্লিশ থেকে একশো বিশটি বকরীর যাকাত হলো একটি বকরী। একশো একুশ থেকে দুশো বকরীর যাকাত হলো দুটি বকরী। দুশো এক থেকে তিনশো পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো তিনটি বকরী। যদি এরচেয়ে অধিক হয়, তবে প্রতি একশোতে একটি বঁকরী। আর আমি উক্ত পত্রে আরো দেখতে পেলাম যে, বিভিন্ন মালিকের পশু একত্রিত করে এবং এক মালিকের পশুকে বিভক্ত করে হিসাব করা যাবে না। এতে আরও দেখতে পেলাম যে, পাঠা জাতীয় পশু অতি বৃদ্ধ পশু ও ত্রুটিযুক্ত পশু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

١٨٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى مِيَاهِهِمْ -

১৮০৬ আবু বদর 'আব্বাদ ইবন ওলীদ (র).... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানদের যাকাতের পশু তাদের চারণভূমি থেকেই গ্রহণ করা হবে।

١٨٠٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْاَوْدِىُّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى اَرْبَعِيْنَ شَاةً، شَاةٌ، اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيْهَا شَاتَانِ، اِلَى مِائَتَيْنِ، فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، اِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لاَيُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْمَعٍ، وَلاَيُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَكُلُّ خَلِيْطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ -

১৮০৭ আহমাদ ইবন 'উছমান ইবন হাকীম আওদী (র).... ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, চল্লিশ থেকে একশো বিশটি পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো– একটি বকরী। আর একশো একুশ থেকে দু'শো পর্যন্ত বকরীর যাকাত দু'টি বকরী এবং দু'শো এক থেকে তিনশো পর্যন্ত বকরীর যাকাত হলো তিনটি বকরী। আর যদি এর চেয়ে অধিক হয়, তবে প্রতি একশো বকরীতে একটি বকরী যাকাত হিসাবে আদায় করতে হবে। যাকাত ফরয হওয়ার আশংকায় একত্রিত বস্তুকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন বস্তুকে একত্রিত করা যাবে না। শরীকানা মালের যাকাত আদায়ের বেলায় কারো অংশ থেকে অতিরিক্ত আদায় করা হলে সে অপর শরীকের অংশ থেকে তা ফেরত পাবে। যাকাত আদায়কারী অতি বৃদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত এবং পাঠা জাতীয় পশু গ্রহণ করবে না। তবে এ ব্যাপারে যাকাত আদায়কারীর বিবেচনার অবকাশ থাকবে।

١٤. بَابُ مَاجَاءَ فِى عُمَّالِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারী প্রসঙ্গে

১৮০৮ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِبْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا -

১৮০৮ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র)…. আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকাত আদায়ে কঠোরতা প্রদর্শনকারী যাকাত বারণকারীর মতই।

১৮০৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهِ -

১৮০৯ আবু কুরায়ব (র)….রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতই। যে পর্যন্ত না সে বাড়ী ফিরে আসে।

১৮১০ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ، اَنَّ مُوْسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُبَابٍ الْاَنْصَارِىْ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُنَيْسٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ تَذَاكَرَهُوَ وَعُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ، يَوْمًا، الصَّدَقَةَ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَذْكُرُ غُلُوْلَ الصَّدَقَةِ اَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيْرًا اَوْشَاةً اُتِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْمِلُهُ؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ بَلٰى -

১৮১০ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র)…. 'আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং উমর ইবন খাত্তাব (রা) একদিন যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন উমার (রা) বলেনঃ তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাকাতের মালে খিয়ানতের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা বলতে শুননি যে, কেউ যদি যাকাতের কোন উট অথবা ছাগল খিয়ানত করে, তবে তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাযির করা হবে যে, সে সেগুলি বহন করছে। রাবী বলেন, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) বললেনঃ হ্যাঁ।

১৮১১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلٰى عِمْرَانَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ، اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اُسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ

قِيلَ لَهُ اَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِى ؟ اَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ -

১৮১১ আবু বদর আব্বাদ ইবন ওলীদ (র).... 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইমরান ইবন হুসাইন (রা) কে যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করা হলো। তিনি ফিরে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বললেনঃ মাল এখানে নিয়ে আসার জন্য কি আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমরা যেখান থেকে যাকাত আদায় করতাম, সেখান থেকেই যাকাত আদায় করেছি এবং যেখানে ব্যয় করতাম, সেখানে ব্যয় করে এসেছি।

١٥. بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া এবং গোলামের যাকাত

١٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ -

১৮১২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানদের গোলাম ও ঘোড়ার উপর যাকাত নেই।

١٨١٣ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى سَهْلٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْحٰرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ -

১৮১৩ সাহল ইবন আবু সাহল (র).... 'আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের যাকাত থেকে তোমাদের অব্যাহতি দিলাম।

١٦. بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ مِنَ الْاَمْوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্পদে যাকাত ফরয

١٨١٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِى نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ -

১৮১৪ 'আমর ইবন সাওয়াদ মিসরী (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইয়ামন প্রেরণ করেন এবং বলেনঃ ফসলের যাকাত ফসল দ্বারা, ছাগলের যাকাত ছাগল দ্বারা, উটের যাকাত উট দ্বারা ও গরুর যাকাত গরু দ্বারা আদায় করবে।

١٨١٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ فِىْ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ فِى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيْبِ، وَالذُّرَةِ -

১৮১৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)......'শুআয়েবের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পাঁচ বস্তুর মধ্যে যাকাত নির্ধারণ করেছেনঃ যব, গম, খেজুর, কিশমিশ ও ভুট্টা।

١٧. بَابُ صَدَقَةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

অনুচ্ছেদঃ কৃষিজাত ফসল এবং ফলের যাকাত

١٨١٦ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى، اَبُوْمُوْسٰى الْاَنْصَارِىُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالنَّشْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৮১৬ ইসহাক ইবন মূসা আবু মুসা আনসারী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বৃষ্টির পানি অথবা ঝর্ণার পানি যে যমিন সিক্ত করে, এই যমিনের উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ, আর যে যমিনে পানি সিঞ্চন করে চাষাবাদ করা হয়, সেখানে এর অর্ধেক অংশ যাকাত হিসাবে দিতে হবে।

١٨١٧ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِىُّ اَبُوْجَعْفَرٍ ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ، اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ، نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৮১৭ হারুন ইবন সায়ীদ মিসরী আবু জা'ফর (র).... সালিমের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বৃষ্টি, নদী ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত যমিন অথবা ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে যে যমিনে ফসল উৎপন্ন হয়, সেখানে 'ওশর বা এক দশমাংশ; আর যে যমিনে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সিক্ত করা হয়, সেখানে এর অর্ধেক যাকাত হিসাবে দিতে হবে।

১৮১৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَفَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَنِى اَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِىَ بَعْلاً، اَلْعُشْرَ وَمَاسُقِىَ بِالدَّوَالِى، نِصْفَ الْعُشْرِ –

قَالَ يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ اَلْبَعْلُ وَ الْعَثَرِىُّ وَالْعَذْوِىُّ هُوَ الَّذِىْ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَثَرِىُّ مَايُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ وَالْبَعْلُ مَاكَانَ مِنَ الْكُرُوْمِ قَدْذَهَبَتْ عُرُوْقُهُ فِى الْاَرْضِ اِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ اِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِيْنَ وَالسِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهٰذَا الْبَعْلُ وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِىْ اِذَاسَالَ وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُوْنَ سَيْلٍ –

১৮১৮ হাসান ইবন 'আলী ইবন 'আফ্‌ফান (র).... মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামন প্রেরণের সময় এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমি যেন বৃষ্টি ও ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সিক্ত যমিনের (উৎপন্ন ফসল) 'ওশর তথা (এক দশমাংশ)– এবং সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে যা সিক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে এর অর্ধেক যাকাত হিসাবে গ্রহণ করি।

ইয়াহইয়া ইবন আদম এই হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ বা'ল, 'আছরী এবং 'আযী ঐ যমিনকে বলা হয়, যা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়। 'আছরী ঐ যমিন, যাতে বিশেষভাবে মেঘ ও বৃষ্টির পানির সাহায্যে ফসল করা হয়। বৃষ্টির পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি সে যমিনে পৌছে না।

বা'ল-আঙ্গুর বা ঐ জাতীয় গাছ, যার শিকড় ভূ-গর্ভস্থ পানি পর্যন্ত পৌছে যায় এবং পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত বাঁচার জন্য তাতে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সায়ল হলো বন্যার পানি। গায়ল- ঐ পানি, যা বন্যার পানি থেকে কম বেগে আসে।

١٨. بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ অগ্রিম নির্ধারণ

١٨١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالاَ ثَنَا اِبْنُ نَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ –

১৮১৯ 'আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী ও যুবায়র ইবন বুককার (র).... আত্তাব ইবন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ লোকদের নিকট তাদের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের পরিমাণ অগ্রিম নির্ধারণের জন্য লোক পাঠাতেন।

১৮২০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ، حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ اَنَّ لَهُ الاَرْضُ، وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَقَالَ لَهُ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالاَرْضِ فَاَعْطِنَاهَا عَلَى اَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُوْنُ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا فَزَعَمَ اَنَّهُ اَعْطَاهُمْ عَلَى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ، بَعَثَ اِلَيْهِمُ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِىْ يَدْعُوْنَهُ، اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِىْ ذَا، كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا اِبْنَ رَوَاحَةَ - فَقَالَ فَاَنَا اَحْزُرُ النَّخْلَ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِىْ قُلْتُ - قَالَ فَقَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ فَقَالُوْا قَدْ رَضِيْنَا اَنْ تَأْخُذَ بِالَّذِى قُلْتَ -

১৮২০ মূসা ইবন মারওয়ান রাকী (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন খায়বর জয় করেন, তখন তিনি তাদের সাথে এ মর্মে শর্ত করেন যে, খায়বরের ভূমি ও সমস্ত সোনারূপা তাঁর থাকবে। খায়বরবাসী তখন তাকে বললোঃ আমরা জমি চাষাবাদে অভিজ্ঞ, তাই এর চাষাবাদের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ফসলের অর্ধেক আমাদের থাকবে ও অর্ধেক আপনারা পাবেন। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চুক্তিতে খায়বর ভূমি তাদেরকে দিলেন। খেজুর বৃক্ষের ফল কাটার যখন সময় হলো, তখন তিনি ﷺ আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি গিয়ে ফলের আনুমানিক পরিমাণ লাগালেন, যা মদীনাবাসীর নিকট 'খারস' নামে পরিচিত ছিল। তিনি বললেনঃ এই বাগানে এই পরিমাণ ও ঐ বাগানে ঐ পরিমাণ ফল হবে। তখন খায়বরবাসী বললোঃ হে ইবন রাওয়াহা! আপনি আমাদের উপর অধিক অনুমান করেছেন। তখন ইবন রাওয়াহা (রা) বললেনঃ তাহলে আমি ফল কাটবো এবং আমি যা বলেছি, তার অর্ধেক তোমাদের দেব।

রাবী বলেনঃ তখন তারা বললোঃ এটাই ঠিক এবং এর দ্বারাই আসমান যমিন টিকে আছে। আর তারা বললোঃ আপনি যা বললেন, আমরা তা নিতে রাজী আছি।

١٩. بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُخْرِجَ فِى الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ

অনুচ্ছেদঃ যাকাতে নিকৃষ্ট মাল দেওয়া নিষেধ

১৮২১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ اَبِى عَرِيْبٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الاَشْجَعِيِّ، قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ اَقْنَاءَ اَوْقِنْوًا وَبِيَدِهِ عَصًا فَجَعَلَ

يَطْعَنُ يُدَقْدِقُ فِى ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَيَقُوْلُ لَوْشَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

১৮২১ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র).... আ'উফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে কয়েকটি খেজুর গুচ্ছ লটকিয়ে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এগুলোতে টোকা দিতে লাগলেন এবং বললেনঃ ইচ্ছা করলে তো এর মালিক আরও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করতে পারত। এই ধরনের দানকারীরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মালই খাবে।

١٨٢٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ ثَنَا عَمْرُوْ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فِى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ قَالَ نَزَلَتْ فِى الْاَنْصَارِ تُخْرِجُ ، اِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ، مِنْ حِيْطَانِهَا اَقْنَاءَ الْبُسْرِ فَيُعَلِّقُوْنَهُ عَلٰى حَبْلٍ بَيْنَ اُسْطُوَانَتَيْنِ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوًا فِيْهِ الْحَشَفُ يَظُنُّ اَنَّهُ جَائِزٌ فِى كَثْرَةِ مَايُوْضَعُ مِنَ الْاَقْنَاءِ فَنَزَلَ فِيْمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ يَقُوْلُ لَا تَعْمِدُوا الْحَشَفَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ يَقُوْلُ لَوْاُهْدِىَ لَكُمْ مَاقَبِلْتُمُوْهُ اِلَّا عَلٰى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظًا اَنَّهُ بَعَثَ اِلَيْكُمْ مَالَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيْهِ حَاجَةٌ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ -

১৮২২ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ কাত্তান (র).... বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -

"আর আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি, তোমরা তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করবে এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না" (২ ঃ ২৫৭) প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, তাদের বাগানে যখন খেজুর আসত, তখন তারা আধা পাকা খেজুরের কিছু গুচ্ছ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদের দুই খুঁটির মাঝে রশিতে লটকিয়ে রাখতো। গরীব মুহাজিরগণ এখান থেকে খেজুর নিয়ে খেতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, ভাল খেজুরের সাথে কিছু খারাপ খেজুর চলে যাবে, এতে দোষের কিছু নেই। যারা এমন করতেন, তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না। কেননা, তোমরাও তো তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে

না।" যদি তোমাদের এমন জিনিস হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে এ ধরনের বস্তুর তোমাদের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও হাদিয়াদাতার প্রতি লজ্জার খাতিরে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ তো তোমাদের সাদাকা থেকে অমুখাপেক্ষী।

٢٠. بَابُ زَكٰوةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদঃ মধুর যাকাত

১৮২৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ اَبِىْ سَيَّارَةَ الْمُتَّقِىِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ لِىْ نَخْلاً: قَالَ اَدِّ الْعُشْرَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِحْمِهَالِىْ فَحَمَاهَالِىْ -

১৮২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) আবু সাইয়ারা মুত্তাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। আমি মধুর চাষ করি। তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি ওশর আদায় কর। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। ভূমিটি আমাকে 'খাস' হিসাবে প্রদান করুন। তখন তিনি তা আমাকে প্রদান করেন।

১৮২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ -

১৮২৪ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ﷺ মধু থেকে ওশর আদায় করতেন।

٢١. بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাতুল ফিতর

১৮২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ -

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ -

১৮২৫ মুহাম্মদ ইবন রুমহ মিসরী (র).... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকাতুল ফিতরে এক সা 'খেজুর অথবা এক সা 'যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ বলেনঃ পরবর্তীতে লোকেরা দুই মুদ গমকে এর সমান বলে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

١٨٢٦ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

১৮২৬ হাফ্স ইবন উমর (র)... ইবন ‘ঔমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের প্রত্যেক আযাদ ও গোলাম, পুরুষ ও মহিলার উপর সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর নির্ধারণ করেছেন।

١٨٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ -

১৮২৭ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ (র) ইবন বশীর ইবন যাক্ওয়ান ও ইবন আহমদ ইবন আয্হার (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওম পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং মিসকীনদের আহারের ব্যবস্থার জন্য সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি ‘ঈদের সালাতের পূর্বে তা আদায় করে, (আল্লাহর নিকট) তা গ্রহণযোগ্য সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি ‘ঈদের সালাতের পর তা আদায় করে, তাও সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

١٨٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكٰوةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ -

১৮২৮ ‘আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... কায়স ইবন সা’দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আমাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। পরে যখন যাকাতের হুকুম নাযিল হয়, তখন তিনি এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি। তবে আমরা সে হুকুম পালন করে যাচ্ছি।

١٨٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنَ تَمْرٍ، صَاعًا مِنَ شَعِيْرٍ، صَاعًا مِنْ اَقِطٍ، صَاعًا مِن زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسُ اَنْ قَالَ لاَ اُرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ الاَّ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ -

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لاَ اَزَالُ اَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ اَخْرِجُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ،اَبَدًا، مَاعِشْتُ-

১৮২৯ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন, ততদিন আমরা সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা'খাদ্য এক সা'খেজুর এক সা'যব, এক সা' পানির অথবা এক সা' কিশমিশ আদায় করতাম। আমরা দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ম পালন করে চলে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা) মদীনায় আমাদের নিকট আসেন। এ সময় তিনি লোকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ আমি তো শাম দেশের উত্তম গমের দুই মুদ পরিমাণকে এখানকার এক সা' বরাবর মনে করি। তখন লোকেরা এ কথাটিই গ্রহণ করে নিল।

আবু সায়ীদ (রা) বলেনঃ আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে যাব, যে হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আদায় করতাম।

١٨٣٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنِ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ -

১৮৩০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...'সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে এক সা' খেজুর, অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' সাদা যব আদায় করার নির্দেশ দেন।

٢٢. بَابُ الْعُشْرِ وَ الْخَرَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ উশর ও খাজনা

١٨٣١ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامَغَانِىّ ثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِىُّ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُغِيْرَةَ الاَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَبَّانَ الاَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ، قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَحْرَيْنِ اَوْ اِلٰى هَجَرَ فَكُنْتُ اٰتِى الْحَائِطَ يَكُوْنُ بَيْنَ الاِخْوَةِ يُسْلِمُ اَحَدُهُمْ فَاٰخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنَ الْمُشْرِكِ الْخَرَاجَ -

১৮৩১ হুসায়ন ইবন জুনায়দ দামাগানী (র)....'আলা ইবন হায্রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বাহরায়ন অথবা হাজর এলাকায় পাঠান। আমি মুসলমান ও মুশরিক ভাইদের যৌথ মালিকানাধীন বাগান ও খামারে হাযির হয়ে মুসলমানদেব থেকে 'উশর এবং মুশরিকদের থেকে খাজনা আদায় করতাম।

٢٣. بَابُ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا

অনুচ্ছেদ ঃ এক অস্‌ক ষাট সা'-এর সমান

١٨٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ اِدْرِيْسَ الاَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا -

১৮৩২ 'আবদুল্লাহ ইবন সায়ীদ কিন্দি (র).... আবু সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ এক অস্‌ক হলো ষাট সা'-এর সমান।

١٨٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا -

১৮৩৩ 'আলী ইবন মুনযির (র)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক অস্‌ক হলো ষাট সা'-এর সমান।

٢٤. بَابُ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِىْ قَرَابَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়কে সাদকা প্রদান

١٨٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عُمَرِ بنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، اِبْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ، اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّىْ مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلٰى زَوْجِى وَاَيتَامٍ فِىْ حِجْرِى، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهَا اَجْرُ الْقَرَابَةِ -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ، اِبْنِ اَخِىْ زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

১৮৩৪ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...'আব্দুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার স্বামী ও কোলের ইয়াতীম শিশুদের ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার পক্ষ থেকে সাদকা প্রদান চলবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এ ক্ষেত্রে তো দু'টি পূণ্য হবে, একটি সদকার পূণ্য ও অপরটি আত্মীয়তার হক আদায়ের পূণ্য।

হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ....'আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী যয়নব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٨٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ اِمْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ اَيُجْزِيْنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى زَوْجِيْ وَهُوَ فَقِيْرٌ، وَبَنِيْ اَخٍ لِيْ، اَيْتَامٍ وَاَنَا اُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ، قَالَ نَعَمْ قَالَ وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ -

১৮৩৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাদকা আদায়ের নির্দেশ দেন। তখন আব্দুল্লাহর স্ত্রী যয়নব বলেঃ আমার দরিদ্র স্বামী ও কয়েকটি ইয়াতীম ভাতিজা রয়েছে। আমি সর্বদা মুক্ত হস্তে তাদের জন্য ব্যয় করি। তাদের সাদকা প্রদান করা যাবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আর যয়নাব নিজ হতে প্রচুর উপার্জন করতেন।

٢٥. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْاَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি অসপছন্দনীয়

١٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ فَيَاْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَجِيْئَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ -

১৮৩৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও 'আমর ইবন 'আব্দুল্লাহ আওদী (র).... হিশাম ইবন 'উরওয়া এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, রশি দিয়ে তা বেঁধে নিজের পিঠে বহন করে বাজারে বিক্রি করে, এর আয়ের দ্বারা নিজেকে পরমুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা তার জন্য লোকদের কাছে চাওয়ার থেকে উত্তম। চাই লোকেরা তাকে কিছু দিক অথবা না দিক।

١٨٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اِبْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِيْ بِوَاحِدَةٍ اَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قُلْتُ اَنَا قَالَ لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا -

قَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ فَلاَ يَقُوْلُ لاِحَدٍ نَاوِلْنِيْهِ حَتّٰى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ -

১৮৩৭ ‘আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কে আমাকে একটি কথার প্রতিশ্রুতি দিবে, আর আমি তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব? আমি বললাম ঃ আমি। তখন তিনি ﷺ বললেনঃ লোকদের কাছে কিছু চাইবে না। রাবী বলেনঃ এরপর ছাওবান (র) এর অবস্থা এই ছিল যে, কোন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যদি তাঁর হাতের চাবুকটি নীচে পড়ে যেত, তবে তিনি নিজেই বাহন থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন, কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য বলতেন না।

٢٦. بَابُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও চাওয়া

١٨٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ اَمْوَالَهُم تَكَثُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمَ - فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ اَوْلِيُكَثِّرْ -

১৮৩৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে তাদের মাল চায়, সে তো জাহান্নামের আগুন ভিক্ষা চায়! এখন তার ইচ্ছা, সে এ আগুন কম করে সংগ্রহ করুক বা বেশী করে সংগ্রহ করুক।

١٨٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ -

১৮৩৯ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সচ্ছল ও সুস্থ্য-সবল ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ করা হালাল নয়।

١٨٤٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ،

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ ، وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ، جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوْشًا اَوْخُمُوْشًا اَوْكُدُوْحًا فِىْ وَجْهِهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَايُغْنِيْهِ؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا، اَوْقِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ-

قَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ اِنَّ شُعْبَةَ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ -

১৮৪০ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) ....আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও (অন্যের কাছে কিছু) চায়, তার চাওয়ার কারণে সেদিন যখমযুক্ত চেহারা নিয়ে হাজির হবে। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ স্বচ্ছলতার পরিমাণ কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা সমমূল্যের সোনা।

জনৈক ব্যক্তি সুফয়ানকে বললেন, শু'বা তো হাকীম ইবন জুবায়র থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না? তখন সুফয়ান বললেনঃ আমার কাছে তো যুবায়দ মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧. بَابُ مَنْ تَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য সাদকা গ্রহণ করা বৈধ

١٨٤١ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْلِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَوْلِغَنِيٍّ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، اَوْ فَقِيْرٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَاَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، اَوْغَارِمٍ-

১৮৪১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সচ্ছল ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে পাঁচ ব্যক্তির বেলায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সাদকা আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত ব্যক্তি, ঐ ধনী ব্যক্তি, যে নিজের মাল দ্বারা তা কিনে নেয়, কোন ফকীর, যাকে সাদকা হিসেবে কিছু দেওয়া হয। এরপর সে তা কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করে, তার জন্য অথবা কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।

٢٧. بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদকার ফযীলত

١٨٤٢ **حَدَّثَنَا** عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَاتَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ ، اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُوْا فِىْ كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، وَيُرَبِّيْهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ -

১৮৪২ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন পবিত্র মাল দান করে, আর আল্লাহ পবিত্র মাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না; তবে দয়াময় আল্লাহ্ তা ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা সামান্য খেজুরও হয়। পরে আল্লাহ্র হাতে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাহাড়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠে। আল্লাহ্ সে ব্যক্তির জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ ঘোড়া অথবা উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে বড় করে তোলে।

١٨٤٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ وَيَنْظُرُ عَنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَيَرٰى اِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ فَمَنْ وَيَنْظُرُ عَنْ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّشَيْئًا اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ -

১৮৪৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের সবার সাথেই তোমাদের রব কোন দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই কথা বলবেন। যখন সে তার সামনের দিকে তাকাবে, তখন আগুন তার দিকে এগিয়ে আসবে। আর যখন সে তার ডান দিকে তাকাবে, তখন সে তার আগে প্রেরিত আমল দেখতে পাবে এবং যখন সে তার বাম দিকে তাকাবে, তখন সে তার পূর্বে প্রেরিত 'আমলই দেখবে। তাই, তোমাদের কেউ যদি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, এমনকি একটি খেজুরের টুকরা দান করে হলেও, সে যেন এরূপ করে।

١٨٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنِ الرَّبَابِ اُمِّ الرَّائِحِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّىِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلٰى ذِى الْقَرَابَةِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ -

১৮৪৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... সালমান ইবন 'আমির যাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূললুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মিসকীনকে সাদকা দিলে একটি সাদকার চাওয়াব পাওয়া যাবে। আর আত্মীয়কে সাদকা দিলে দুটি সাদকার ছাওয়াব পাওয়া যাবে; একটি সাদকার এবং অপরটি অত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার।

كِتَابُ النِّكَاحِ
অধ্যায় ঃ নিকাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٩. كِتَابُ النِّكَاحِ
অধ্যায় ঃ নিকাহ্

١. بَابُ مَاجَاءَ فِى فَضْلِ النِّكَاحِ
অনুচ্ছেদঃ বিবাহের ফযীলত

١٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنُ زُرَارَةَ . ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنىً فَخَلاَ بِهِ عُثْمَانَ- فَجَلَسْتُ قَرِيْبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ اَنْ أَزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضٰى؟ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هٰذَا، اَشَارَ اِلَىَّ بِيَدِهٖ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ، فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ- فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

১৮৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারাহ (র) .... 'আলকামা ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) এর সংগে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। 'উছমান (রা) এসে তাঁর সংগে একান্তে কথা বলেন। 'উছমান (রা) তাঁকে বললেনঃ আমি কি তোমাকে একজন কুমারী মেয়ের সাথে বিয়ে করিয়ে দেব, যে তোমায় অতীত যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে? আব্দুল্লাহ

যখন দেখলেন যে, তার উদ্দেশ্য কেবল বিয়ের উৎসাহ প্রদান, তখন আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি যখন তার কাছে এলাম, তখন তিনি বললেনঃ তুমি যদি এ কথায় রাজী হয়ে যেতে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা, তা হচ্ছে দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, এটি হবে তার জন্য যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।

١٨٤٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا اٰدَمُ ثَنَا عِيْسَى بْنُ مَيْمُوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَتَزَوَّجُوْا ، فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ –

১৮৪৬ আহমাদ ইবন আযহার (র) ....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিবাহ করা আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত অনুসরণ করলো না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর; কেননা, আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব। আর যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। পক্ষান্তরে যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম হচ্ছে তার জন্য যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।

١٨٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ –

১৮৪৭ মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াহইয়া (র) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ দু'জনের পারস্পরিক ভালবাসার জন্য বিবাহের মত আর কিছু নেই।

٢. بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংসার বিরাগী হওয়া নিষেধ

١٨٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ، لَاخْتَصَيْنَا –

১৮৪৮ আবু মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উছমান 'উছমানী (র).... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'উছমান ইবন মায'উনকে সংসার বিরাগী হওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন। তিনি যদি এ ব্যাপারে তাঁকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা নিজেদের খাশি করিয়ে নিতাম।

১৮৪৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ وَ زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالاَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ -

- زَادَ زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً -

১৮৪৯ বিশ্র ইবন আদম ও যায়দ ইবন আখ্যাম (র) ...... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সংসার বিরাগী হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। যায়দ ইবন আখযাম আরো বলেন যে, কাতাদাহ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً -

অর্থাৎ–আর আমি তোমার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। (১৩:৩৮)

٣. بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

অনুচ্ছেদঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

১৮৫০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ اَبِىْ قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِيْهِ ، اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ اَنْ يُّطْعِمَهَا اِذَا طَعِمَ وَاَنْ يَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسٰى وَلاَيَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَيُقَبِّحَ وَلاَيَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ -

১৮৫০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... হাকীম ইবন মু'আবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলোঃ স্বামীর, উপর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেনঃ সে যখন খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে এবং সে যখন পোশাক পরিধান করবে তখন তাকেও পোশাক পরিধান করাবে। আর কখনও চেহারায় প্রহার করবে না। গালমন্দ করবে না এবং ঘরের বাইরে ছেড়ে রাখবে না।

১৮৫১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ

عَلَيْكُمْ فَلاَيُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَيَأْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اِلاَّ، وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ-

১৮৫১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আমর ইবন আহ্ওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রসংশা করেন এবং নসীহত করেন। এরপর তিনি বলেনঃ স্ত্রীলোকদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নসীহত তোমরা কবূল কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক রাখবে এবং হাল্কা মারধর করবে। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে আর তাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে না। স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যা তোমাদের অপসন্দীয় লোকদেরকে তোমাদের ঘরে আসতে না দেয়। মনে রাখবে, তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে তোমরা তাদের সাথে উদার চিত্তের পরিচয় দিবে।

٤. بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

١٨٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً اَمَرَ امْرَأَةً اَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ اَحْمَرَ اِلَى جَبَلٍ اَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ اَسْوَدَ اِلَى جَبَلٍ اَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا اَنْ تَفْعَلَ-

১৮৫২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সাজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, সে তার স্বামীকে সাজদা করার জন্য। কেননা, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড় অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে যেতে বলে, তবে স্ত্রীর জন্য তাই করা উচিত হবে।

١٨٥٣ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ اَيُّوْبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى، قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَاهٰذَا يَامُعَاذُ قَالَ اَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لاَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِىْ نَفْسِىْ اَنْ نَفْعَلَ ذٰلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَتَفْعَلُوْا فَاِنِّىْ لَوْكُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ

يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَاتُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْسَالَهَا نَفْسَهَا ، وَهِىَ عَلٰى قَتَبٍ ،لَمْ تَمْنَعْهُ –

১৮৫৩ আযহার ইবন মারওয়ার (র) .... 'আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু 'আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুয়ায যখন সিরিয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি নবী ﷺ কে সাজদা করেন। নবী ﷺ বললেনঃ হে মুয়ায! এটা কি? তিনি বললেনঃ আমি সিরিয়া গিয়ে দেখেছি তথাকার লোকজন তাদের নেতাদের সাজদা করে, তাই আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, আমি আপনার সংগে এরূপ করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা এরূপ করবে না। আমি যদি কাউকে আদেশ দিতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাজদা করে, তাহলে আমি অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সাজদা করে। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, স্ত্রী তার রবের হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের স্বামীর হক আদায় করে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কাছে পেতে চায়, আর সে পালনের উপরেও তাকে, তখনও সে তাকে নিষেধ করবে না।

١٨٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُسَاوِرِا الْحِمْيَرِىِّ، عَنْ اُمِّهٖ ، قَالَتْ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ –

১৮৫৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যে স্ত্রী এমন অবস্থায় মারা গিয়েছে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٥. بَابُ فَضْلِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম মহিলা

١٨٥٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَىْءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ –

১৮৫৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়া হচ্ছে উপভোগের বস্তু। আর এর উপভোগের বস্তুসমূহের মধ্যে পূণ্যবতী স্ত্রী-ই হচ্ছে সর্বোত্তম।

١٨٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا : فَاَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ ؟ قَالَ عُمَرُ فَاَنَا اَعْلَمُ لَكُمْ ذٰلِكَ فَاَوْضَعَ عَلٰى بَعِيرِهِ فَاَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا فِى اَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! اَىُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ يَتَّخِذُ اَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ اَحَدَكُمْ عَلٰى اَمْرِ الْاٰخِرَةِ –

১৮৫৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সামুরা (র) .... ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন সোনা-রূপা জমা করে রাখার ব্যাপারে (নিন্দায়) আয়াত নাযিল হলো, তখন সাহাবীগণ বললেনঃ তাহলে আমরা কোন্ সম্পদ সঞ্চয় করব? ওমর (রা) বললেনঃ আমি তা জেনে তোমাদেরকে বলে দিব। এরপর তিনি নিজ উটকে দ্রুত চালিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পেয়ে গেলেন। তখন আমিও তার পিছনেই ছিলাম। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা কোন্ সম্পদ সঞ্চয় করব? তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের সকলেই যেন সঞ্চয় করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিক্‌রকারী জিহ্বা, আর ঈমানদার স্ত্রী; যে তোমাদের আখিরাতের কাজে সহায়তা করবে।

١٨٥٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ، بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهِ –

১৮৫৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু উমামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়ার পর, পূণ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কিছু লাভ করে না। এমন স্ত্রী, যদি স্বামী তাকে নির্দেশ দেয়, তবে সে তা পালন করে, আর স্বামী যদি তার দিকে তাকায়, তবে সে তাকে সন্তুষ্ট করে এবং যদি সে তাকে হলফ দিয়ে কিছু বলে, সে তা পূর্ণ করে, আর স্বামী যদি তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে তার নিজের সম্ভ্রম এবং স্বামীর মালের হিফাযত করে।

٦. بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বীনদার মহিলা বিয়ে করা

١٨٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ –

১৮৫৮ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ চারটি গুণের বিবেচনায় মহিলাদের বিয়ে করা হয়ে থাকে—তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। তুমি দীনদার মহিলা গ্রহণ করে সফলকাম হও। তোমার দু'হাত ধূলায় ধুসরিত হোক।

١٨٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْاَفْرِيْقِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسٰى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَاتَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلٰكِنْ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَاَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ، اَفْضَلُ -

১৮৫৯ আবু কুরায়ব (র)...'আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা শুধু সৌন্দর্য বিবেচনায় মহিলাদের বিয়ে করবে না। কেননা, এমন হতে পারে যে, এই সৌন্দর্যই তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর শুধু সম্পদের বিবেচনায় তাদের বিয়ে করবে না। কেননা, হতে পারে যে, এ সম্পদ তাদের খারাপ কাজে লিপ্ত করে। তাই, দ্বীনদারীর বিবেচনায় তোমরা তাদের বিয়ে করবে। নাক বা কান কাটা কালো দাসীও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সেও উত্তম।

٧. بَابُ تَزْوِيْجِ الْاَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মহিলা বিবাহ করা

١٨٦٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ قُلْتُ كُنَّ لِىْ اِخْوَةٌ فَخَشِيْتُ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنِىْ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ اِذَنْ -

১৮৬০ হান্নাদ ইবন সারী (র) .... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক মহিলাকে বিয়ে করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ কুমারী, না বিধবা? আমি বললামঃ বিধবা। তিনি বললেনঃ কেন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলেনা, যার সাথে তুমি ক্রীড়া কৌতুক করতে পারতে? আমি বললামঃ আমার কয়েকজন ছোট বোন রয়েছে, তাই আমি আমার ও আমার বোনদের মধ্যে একজন কুমারী মহিলা আনতে আশংকা করেছি। তিনি বললেনঃ এমনটি হলে তা ঠিক আছে।

١٨٦١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، أَرْضَى بِالْيَسِيرِ –

১৮৬১ ইব্রাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র) ইবন উয়াইম ইবন সা'য়িদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কুমারী মহিলাদের বিয়ে করবে। কেননা, তারা মিষ্টি মুখ, অধিক সন্তানদানকারী ও অল্পে তুষ্ট হয়ে থাকে।

٨. بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদ ও অধিক সন্তান দানকারী মহিলাকে বিয়ে করা

١٨٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ –

১৮৬২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন আযাদ মহিলা বিয়ে করে।

١٨٦٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحٰرِثِ الْمَخْزُوْمِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْكِحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ –

১৮৬৩ ইয়া'কুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বিয়ে করবে; কেননা, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।

٩. بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের আগে কনেকে দেখা নেওয়া

١٨٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا - فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هٰذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا –

১৮৬৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... মুহাম্মদ ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একটি মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলাম। একদিন লোকদের চোখে ফাঁকি দিয়ে আমি তাকে তার বাগানের মধ্যে দেখে ফেললাম। তখন তাকে বলা হলঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবী হয়ে তুমি এরূপ করছ? তিনি বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, যখন আল্লাহ কারো অন্তরে কোন মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা সৃষ্টি করে দেন, তখন তাকে দেখে নেয়াতে কোন দোষ নেই।

١٨٦٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلَّالُ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالُوْا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،عَنْ مَعْمَرٍ، ، عَنْ ثَابِتٍ ،عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ فَتَزَوَّجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا –

১৮৬৫ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল, যুবায়র ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মুগরীা ইবন শু'বা (রা) জনৈক মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি আগে গিয়ে তাকে দেখে নাও; কেননা এটি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতিতে সহায়ক হবে। এরপর তিনি এরূপ নারীকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন। স্বামী আনুকুল্য আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

١٨٦٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيْعِ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ اِمْرَأَةً اَخْطُبُهَا۔ فَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمْ فَاَتَيْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا اِلٰى اَبَوَيْهَا وَاَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَاَنَّهُمَا كَرِهَا ذٰلِكَ قَالَ سَمِعَتْ ذٰلِكَ الْمَرْأَةُ ، وَهِىَ فِىْ خِدْرِهَا ، فَقَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَكَ اَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ۔ وَاِلَّا فَاَنْشُدُكَ كَاَنَّهَا اَعْظَمَتْ ذٰلِكَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا –

১৮৬৬ হাসান ইবন আবু বরী (র) ....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জনৈক মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর সংগে আলাপ করলাম। তখন তিনি বলেনঃ তুমি যাও এবং তাকে দেখে নাও। কেননা, এতে ভালবাসা স্থায়ী হওয়ার আশা রয়েছে। আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার পিতা-মাতার কাছে প্রস্তাব দিলাম এবং নবী ﷺ-এর কথাটিও তাদের জানিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা যেন কথাটি খুশী মনে মনে নিতে পারছিলনা। রাবী বলেনঃ

এদিকে মহিলাটি পর্দার আড়াল থেকে এসব শুনছিল। সে বলে উঠলোঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি আপনাকে দেখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন। অন্যথায় আমি আপনাকে শপথ দিচ্ছি, মনে হয় এ কাজটি যেন সে মহিলার কাছে কঠিন বোধ হচ্ছিল। মুগীরা (রা) বলেনঃ এরপর আমি তাকে দেখে নিলাম এবং বিয়ে করলাম। পরবর্তীতে তার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

١٠. بَابُ لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেবে না

١٨٦٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَايَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيْهِ -

১৮৬৭ হিশাম ইবন 'আম্মার ও সাহ্ল ইবন আবু সাহ্ল (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর (বিয়ের) প্রস্তাব দেবে না।

١٨٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَايَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيْهِ -

১৮৬৮ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর (বিয়ের) প্রস্তাব দেবে না।

١٨٦٩ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى بَكْرِ ابْنِ الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابُ النِّسَاءِ وَلٰكِنْ أُسَامَةُ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ -

১৮৬৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন ঃ 'তোমার 'ইদ্দত শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে। আমি তাঁকে অবহিত করলাম। এরপর মু'য়াবিয়া, আবু জাহ্ম ইবন সুখায়র ও উসামা

ইবন যায়দ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ দেখ! মু'য়াবিয়াহ হচ্ছে গরীব লোক, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহ্‌ম এমন ব্যক্তি; যে স্ত্রীদের অধিক মারধর করে, তবে উসামা! তখন ফাতিমা দু'বার হাত দিয়ে ইশারা করে বললোঃ উসামা উসামা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। ফাতিমা বলেনঃ তখন আমি তাকেই বিয়ে করলাম এবং তাঁর ঘরে আমি ঈর্ষার পাত্র হয়ে গিয়েছিলাম।

١١. بَابُ اِسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী ও সাবালিকা মেয়ের মত গ্রহণ প্রসঙ্গে

١٨٧٠ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ... اللّٰه! اِنَّ الْبِكْرَتَسْتَحْيِيْ اَنْ تَتَكَلَّمَ. قَالَ اِذْنُهَا سُكُوتُهَا-

১৮৭০ ইসমা'ঈল ইবন মূসা সুদ্দী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বয়স্কা মহিলা নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবক অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখে। আর কুমারী মেয়ের বিয়েতে তার মত নেয়া হবে। বলা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! কুমারী তো (বিয়ের ব্যাপারে) কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেনঃ তার নীরবতাই তার অনুমতি বলে বিবেচিত।

١٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيرٍ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلَاالْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ، وَاِذْنُهَا الصُّمُوتُ

১৮৭১ 'আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্‌কী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার মত নেওয়া হবে। আর কুমারীকেও বিয়ে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না তার অনুমতি নেওয়া হয়। আর তার নীরবতাই অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে।

١٩٧٢ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا -

১৮৭২ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র) .... 'আদী কিন্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বয়স্কা মহিলা তার ব্যাপারে স্পষ্ট মত প্রকাশ করবে। আর কুমারী, তার নীবতাই তার অনুমতি বলে বিবেচিত হবে।

١٢. بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি নিজের মেয়েকে তার অমতে বিয়ে দেয়

١٨٧٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا -

১৮৭৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আব্দুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ও মুজাম্মা 'ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেনঃ খিদাম নামক জনৈক ব্যক্তি তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে তার পিতার এ বিয়েতে রাজী হয়নি। মেয়েটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে তার অস্বীকৃতির কথা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতার বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। পরে সে মহিলা আবু লুবাবা ইবন 'আব্দুল মুনযিরকে বিয়ে করেছিল। ইয়াহইয়া বলেনঃ মহিলাটি ছিল সাবালিকা।

١٨٧٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ -

১৮৭৪ হান্নাদ ইবন সারী (র)...বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার কাছে বিয়ে দিয়েছে, যাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাবী বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি মেয়ের ইখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা যা করেছেন, তা আমি মেনে নিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা যেন জেনে নেয় যে, বিয়ের ব্যাপারে পিতাদের (চূড়ান্ত) মত অধিকার নেই।

١٨٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ - فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ -

১৮৭৫ আবু সাকার ইয়াহইয়া ইবন ইয়াযদাদ 'আসকারী (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কুমারী মেয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে জানাল যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিয়ে দিয়েছে। তখন নবী ﷺ (বিয়ে রাখা না রাখার ব্যাপারে) তাকে ইখতিয়ার দিলেন।

মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপে বর্ণনা করেন।

١٢. بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা কর্তৃক নাবালেগ মেয়ের বিবাহ দেওয়া

١٨٧٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ - ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحٰرِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي حَتَّى وَفَى لَهُ جُمَيْمَةٌ فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي ، فَصَرَخَتْ فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ -

১৮৭৬ সুওয়াইদ ইবন সা'য়ীদ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ছয় বছর বয়সে আমাকে বিয়ে করেন। এরপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনূ হারিছ ইবন খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। এখানে আমার জ্বর দেখা দিল ও মাথার চুল খসে পড়ল। অবশেষে আমার মাথায় নতুন চুল গজিয়ে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হলো। একদিন আমি আমার বান্ধবীদের সাথে নিয়ে দোলনায় খেলছিলাম, তখন আমার মা উম্মে রুমান এসে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে আসলাম; কিন্তু তিনি কেন ডেকেছেন তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি তখন সজোরে শ্বাস নিচ্ছিলাম। শ্বাসের তীব্রতা যখন কমে গেল, তখন তিনি একটু পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। এরপর আমাকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এ সময় ঘরের ভেতর কিছু আনসার মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলছিলেনঃ মঙ্গল ও বরকত হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক। তিনি আমাকে তাদের হাতে সোর্পদ করে দিলেন। তাঁরা আমাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। দুপুর বেলা হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপস্থিতি আমাকে সচকিত করে তুললো। তখন আমার মা আমাকে তাঁর হাওয়ালা করে দিলেন। এ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

১৮৭৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سَبْعٍ وَبَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَتُوُفِّىَ عَنْهَا وَهِىَ بِنْتُ ثَمَانِى عَشْرَةَ سَنَةً-

১৮৭৭ আহমদ ইবন সিনান (র)....'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ 'আয়েশা (রা) কে তাঁর সাত বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সংগে নয় বৎসর বয়সে বাসর যাপন করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর।

١٤. بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ব্যতীত অন্য কারো নাবালেগ মেয়েকে বিয়ে দেওয়া

১৮৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَزَوَّجَنِيهَا خَالِى قُدَامَةُ وَهُوَ عَمُّهَا وَلَمْ يُشَاوِرْهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الْجَارِيَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ-

১৮৭৮ 'আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'উছমান ইবন মায'উন তার ইন্তিকালের সময় একটি মেয়ে রেখে যান। ইবন 'উমর (রা) বলেনঃ মেয়েটির পিতার মৃত্যুর পর আমার মামা 'কুদামাহ' যিনি মেয়ের চাচা ছিলেন, ঐ মেয়েটির মত না নিয়েই তাকে আমার সাথে বিয়ে দেয়; অথচ মেয়েটি এ বিয়েতে রাজী হয়নি। সে চেয়েছিল যে মুগীরা ইবন শু'বা (রা) তাকে বিয়ে করেন। এর পর চাচা তাকে মুগীরা (রা)-এর কাছেই বিয়ে দেন।

١٥. بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না

১৮৭৯ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ- ثَنَا مُعَاذٌ- ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِىُّ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ- فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا- فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ-

১৮৭৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে মহিলাকে তার অভিভাবক বিয়ে দেয়নি, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। এরপর স্বামী যদি তার সাথে মিলামিশা করে তবে সে মাহরের অধিকারী হবে। আর যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে যার অভিভাবক নেই, বাদশা-ই তার অভিভাবক বলে বিবেচিত হবেন।

١٨٨٠ حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ - ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ -

১৮৮০ আবু কুরায়ব (র) ....'আইশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে ইক্‌রামা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অভিভাক ছাড়া বিয়ে হয়না।

'আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, "যার কোন অভিভাবক নেই, বাদশা তার অভিভাবক।"

١٨٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ثَنَا أَبُوإِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ -

১৮৮১ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র) .... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয় না।

١٨٨٢ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا - فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا -

১৮৮২ জামীল ইবন হাসান 'আতাকী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিয়ে দেবে না এবং কোন মহিলা নিজেই নিজেকে বিয়ে দেবে না; কেননা, ব্যভিচারিণ সে-ই, যে নিজেকে নিজেই বিয়ে দেয়।

١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদঃ শিগার বিবাহের নিষিদ্ধতা

١٨٨٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -

১৮৮৩ সুওয়াইদ ইবন সা'য়ীদ (র)..ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার বিবাহ থেকে নিষেধ করেছেন। শিগার হচ্ছেঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে যে, তুমি আমার কাছে তোমার মেয়ে অথবা বোনকে বিয়ে দাও। এর বিনিময়ে আমি আমার মেয়ে অথবা বোনকে তোমার কাছে বিয়ে দেব, আর এতে কোন মাহর থাকবে না।

١٨٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ-

১৮৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ শিগার থেকে নিষেধ করেছেন।

١٨٨٥ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ - اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ -

১৮৮৫ হুসায়ন ইবন মাহ্দী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামে শিগার বিবাহের কোন অবকাশ নেই।

١٧. بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মাহর প্রসঙ্গে

١٨٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِىُّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ فِىْ اَزْوَاجِهِ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشًّا هَلْ تَدْرِىْ مَا النَّشُّ ؟ هُوَ نِصْفُ اُوْقِيَّةٍ وَذٰلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ -

১৮৮৬ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ নবী ﷺ এর স্ত্রীদের মাহর কত ছিল? তিনি বললেনঃ তাঁর স্ত্রীদের মাহরের পরিমাণ ছিল বার উকিয়া ও এক নশ্। তুমি কি জান, নশ কি? তা হলো অর্ধ উকিয়া। আর এ হলো পাঁচশো দিরহামের সমান।

١٨٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا اِبْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ

أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِىِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تَغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْكَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَيَقُوْلُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْعَرَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ رَجُلاً عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، مَا أَدْرِى مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ، أَوْعَرَقُ الْقِرْبَةِ -

১৮৮৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও নস্‌র ইবন 'আলী জাহ্‌যামী (র) .... আবু 'আজ্‌ফা সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেনঃ মহিলাদের মাহরের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা, তা যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আল্লাহর কাছে তাক্‌ওয়ার নিদর্শন হ'তো, তবে মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে অধিক যোগ্য ও অধিকারী হতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের মাহর বার উকিয়ার বেশী ধার্য করেননি। অনেক সময় অধিক মাহর স্বামীর উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনে অনীহা সৃষ্টি হয় এবং সে বলেঃ "আমি তোমার জন্য মশক বহনে বাধ্য হয়েছি, অথবা তোমার জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি।"

আমি জন্মগতভাবে আরবী ছিলাম। কিন্তু 'মশক বহন' ও 'ঘর্মাক্ত হওয়া'-এর অর্থ বুঝতে পারছিলাম না।

١٨٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيْرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ ﷺ نِكَاحَهُ -

১৮৮৮ আবু উমর যরীর ও হান্নাদ ইবন সারী (র)....আমির ইবন রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। বনু ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি দু'টি পাদুকার বিনিময়ে বিয়ে করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বিয়েকে অনুমোদন করেছিলেন।

١٨٨٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَيْسَ مَعِى قَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

১৮৮৯ হাফ্‌স ইবন 'আমর (র) .... সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলো। তিনি বললেনঃ একে কে বিয়ে করবে? তখন জনৈক ব্যক্তি

বললোঃ আমি। নবী ﷺ বললেনঃ তাকে (মাহর) দাও, যদি তা একটি লোহার আংটিও হয়। লোকটি বললোঃ আমার কাছে নেই। তিনি বললেনঃ তোমার কাছে কুরআনের যে অংশ রয়েছে, এর বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম।

১৮৯০ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ - ثَنَا الْأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ، قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا -

১৮৯০ আবু হিশাম রিফা'য়ী মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ (র)....আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ 'আয়েশা (রা) কে ঘরের আসবার পত্রের বিনিময়ে বিয়ে করেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।

١٨. بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَايَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বিয়ে করে মহর ধার্য করার আগে মারা গেলে

১৮৯১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذٰلِكَ -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ -

১৮৯১ আবু বকর ইবন আবু শায়রাহ (র).... 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। 'আব্দুল্লাহ (রা) কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে এক মহিলাকে বিয়ে করার পর মারা গেল; অথচ সে তার সাথে সহবাস করেনি এবং তার জন্য মাহরও ধার্য করেনি। রাবী বলেন, তখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেনঃ উক্ত মহিলা মাহর পাবে এবং এবং মীরাছও পাবে। আর তাকে 'ইদ্দতও পালন করতে হবে। তখন মা'কিল ইবন সিনান আশ্জায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরও'য়া বিনত ওয়াশিকের ব্যাপারে এইরূপ ফায়সালা দিতে দেখেছি।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٩. بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের খুত্‌বা

١٨٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَوَامِعَ الْخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلٰوةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ خُطْبَةُ الصَّلٰوةِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ - وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ - اِتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ -

১৮৯২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কল্যাণসমূহের সমষ্টি এবং -এর সমাপ্তি, অথবা রাবী বলেন, -এর উৎস প্রদান করা হয়েছিল। তিনি আমাদের সালাতের খুত্‌বা এবং প্রয়োজনে (বিয়ে)-এর খুত্‌বা শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতের খুত্‌বা হলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

আর বিয়ের খুত্‌বা হলো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

এরপর তোমরা তোমাদের খুত্‌বার সাথে কুরআনের এ তিনটি আয়াত যোগ করবে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ - اِتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ إِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

১৮৯৩ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، اَبُوْبِشْرٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَمَّا بَعْدُ -

১৮৯৩ বকর ইবন খালাফ আবু বিশ্‌র (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিম্নোক্ত খুত্‌বা পাঠ করেছেন ঃ

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَمَّا بَعْدُ -

১৮৯৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوْا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ، لَايُبْدَاُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ ، اَقْطَعُ -

১৮৯৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া ও মুহাম্মদ ইবন খালাফ 'আসকালানী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হলে তা হয় বরকত শূন্য।

٢٠. بَابُ اِعْلَانِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের ঘোষণা দেওয়া

১৮৯৫ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ -

১৮৯৫ নসর ইবন 'আলী জাহ্যামী ও খলীল ইবন 'আমর (র)... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা এ বিয়ের ঘোষণা দাও এবং দফ বাজিয়ে এর প্রচার কর।

١٨٩٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، اَلدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ -

১৮৯৬ 'আমর ইবন রাফি' (র).... মুহাম্মদ ইবন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য হলো-দফ বাজিয়ে ঘোষণা এবং বিয়ের ব্যাপক প্রচার।

٢١. بَابُ الْغِنَاءِ وَ الدُّفِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গান গাওয়া এবং দফ বাজানো

١٨٩٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى الْحُسَيْنِ اِسْمُهُ خَالِدِ الْمَدَنِىُّ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَالْجَوَارِىْ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عُرْسِىْ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ يَتَغَنِّيَانِ وَتَنْدُبَانِ اٰبَائِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ وَتَقُوْلَانِ، فِيْمَا تَقُوْلَانِ وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا، فَلَا تَقُوْلُوْهُ- مَا يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ -

১৮৯৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) .... আবুল হুসায়ন খালিদ মাদানী (র) .... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক বার 'আশুরার দিন মদীনায় ছিলাম। বালিকারা দফ বাজাচ্ছিল এবং গান গাচ্ছিল। এরপর আমরা রবী' বিনত মু'য়াওয়িয এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং ঘটনাটি তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেনঃ আমার বাসর দিনের সকাল বেলা রাসূললুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসেন। এ সময় আমার নিকট দুটি বালিকা গান গাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে নিহত আমার পিতৃপুরুষদের কীর্তিগাঁথা গাইছিল। তারা একথাও বলছিলঃ "আমাদের মধ্যে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবরও জানেন।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা এ কথাটি বলো না। কেননা, আগামী কালের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

١٨٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ، وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِى الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا

تَفَاوَلَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ فِى يَوْمِ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَبِمَزْمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِىْ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَذٰلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدِ الْفِطْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَابَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا –

১৮৯৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদিন আবু বকর (রা) আমার কাছে আসেন, তখন আমার নিকট দু'জন আনসার বালিকা উপস্থিত ছিল। তারা বুয়াছে যুদ্ধে আনসারদের মুখে উচ্চারিত কবিতাগুলো গানের সূরে আবৃত্তি করছিল। 'আয়েশা (রা) বলেনঃ আসলে এরা গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রা) বললেনঃ শয়তানের বাঁশী নবীর ঘরে? এ ঘটনাটি ছিল. ঈদুল ফিতরের দিনের। তখন নবী ﷺ বললেনঃ ওহে আবু বকর! প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে। আর এটা অমাদের ঈদ।

১৮৯৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ–

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّى لَاُحِبُّكُنَّ –

১৮৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদিন মদীনার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, কয়েকটি বালিকা দফ বাজিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে ও তারা বলছেঃ আমরা বনু নাজ্জারের বালিকার দল। মুহাম্মদ ﷺ আমাদের কত উত্তম প্রতিবেশী। তখন নবী (সা) বললেনঃ আল্লাহ অবগত আছেন; আমি তো তোমাদের ভালবাসি।

১৯০০ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَنْبَاَنَا الْاَجْلَحُ ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّى ؟ قَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ –

১৯০০ ইসহাক ইবন মনসূর (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ 'আয়েশা (রা) তাঁর এক আত্মীয় আনসার মহিলার বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন ঃ মেয়েটিকে তোমরা কি (স্বামীর বাড়ী) পাঠিয়ে দিয়েছ? তাঁরা বললেনঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ তোমরা তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ কি, যে গান গায়। 'আয়েশা (রা) বললেনঃ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ

আনসার সম্প্রদায় গানের ভক্ত। তাই তোমরা যদি তার সাথে কাউকে পাঠাতে, যে গিয়ে এরূপ বলতঃ "আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আল্লাহ দীর্ঘজীবি করুন আমাদের এবং দীর্ঘজীবি করুন তোমাদেরও।

১৯০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ اَلتَّمِيْمِىْ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ تَنَحّٰى حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

১৯০১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একদিন ইবন 'উমর (রা)-এর সংগে ছিলাম। হঠাৎ তিনি তব্‌লার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তার উভয় কানে আঙ্গুল দিয়ে সরে পড়লেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। এরপর বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেন।

২٢. بَابٌ فِى الْمُخَنَّثِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ খোজাদের প্রসঙ্গে

১৯০২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اِنْ يَفْتَحِ اللّٰهُ الطَّائِفَ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلٰى اِمْرَاَةٍ تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْرِجُوْهُ مِنْ بُيُوْتِكُمْ-

১৯০২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদিন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আসেন। তিনি একজন খোজাকে বলতে শুনলেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন আবু উমায়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলছেঃ আগামী কাল যদি আল্লাহ তায়েফের বিজয় দান করেন, তা হলে আমি তোমাকে এমন একটি মহিলার সন্ধান দিব; যার আগমনের সময় তার দেহে চারটি ভাঁজ পড়ে এবং প্রস্থানের সময় আটটি ভাঁজ দেখা যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ একে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।

১৯০৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْمَرْاَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ-

১৯০৩ ইয়া'কুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)....আবু হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষের বেশধারীণী মহিলা ও মহিলার বেশধারী পুরুষের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

١٩٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ - وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ -

১৯০৪ আবু বকর ইবন খল্লাদ বাহিনী (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষ হয়ে যারা মহিলার বেশ ধারণ করে ও মহিলা হয়ে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে, নবী ﷺ তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।

٢٣. بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের মুবারকবাদ

١٩٠٥ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَّا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ -

১৯০৫ সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদ (র)....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিয়ে উপলক্ষ্যে কাউকে মুবারকবাদ দিতেন, তখন বলতেনঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ -

١٩٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِيْ جُشَمٍ فَقَالُوْا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ فَقَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا، كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ -

১৯০৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....'আকীল ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। 'আকীল যখন বনু জশ্ম গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করলেন, তখন লোকেরা মুবারকবাদ দিয়ে বললোঃ "সুখী হও, আর সন্তান হোক।" তিনি বললেনঃ তোমরা এরূপ বলো না; বরং ঐরূপ বলবে, যেরূপ রাসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ

٢٤. بَابُ الْوَلِيْمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমা প্রসংগে

١٩٠٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ

مَا هٰذَا؟ أَوْ مَهْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ إِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ –

১৯০৭ আহমদ ইবন 'আবদা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার নবী ﷺ 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) এর উপর হলুদের রং দেখলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি কি? আব্দুর রহমান বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি একটি মহিলাকে সামান্য পরিমাণ সোনার বিনিময়ে বিয়ে করেছি। তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও তুমি ওলীমা কর।

١٩٠٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً –

১৯০৮ আহমদ ইবন আবদা (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় এরূপ ওলীমা করতে দেখিনি, যেরূপ তিনি যয়নাব (রা)-এর ওলীমা করেছিলেন। কেননা, এ সময় তিনি একটি বকরী যবাহ্ করেছিলেন।

١٩٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، وَغِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحْبِيُّ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ –

১৯০৯ মুহাম্মদ ইবন আবু 'উমর 'আদানী ও গিয়াছ ইবন জা'ফর রাহাবী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা) এর বিয়েতে ছাতু ও খোরমা দিয়ে ওলীমা করেছিলেন।

١٩١٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُوْ خَيْثَمَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيْمَةً مَا فِيْهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ-

قَالَ إِبْنُ مَاجَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا إِبْنُ عُيَيْنَةَ –

১৯১০ যুহায়র ইবন হরব আবু খায়ছামা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ-এর এক ওলীমায় উপস্থিত ছিলাম। এতে না গোশ্‌ত ছিল, না রুটি।

ইবন মাজাহ্ বলেন, এ হাদীসটি ইবন 'ওয়ায়না ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

١٩١١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتّٰى

نُدْخِلُهَا عَلَى عَلِيٍّ فَعَمَدْنَا اِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ اَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ - ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيْفًا فَنَفَشْنَاهُ بِاَيْدِيْنَا ثُمَّ اَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيْبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدْنَا اِلَى عُوْدٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِىْ جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ الشِّقَاءُ فَمَا رَاَيْنَا عُرْسًا اَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ -

১৯১১ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)....'আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ফাতিমা (রা) এর বিয়ে পর্ব সমাধা করতে, এমন কি তাঁকে 'আলী (রা)-এর কাছে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেন। আমরা ঘরের দিকে মনোযোগ দিলাম ও 'বাত্হা' প্রান্তরের নরম মাটি বিছিয়ে দিলাম। আর খেজুর গাছের বালিশ তৈরী করে হাত দিয়ে মোলায়েম করে নিলাম। এরপর আমরা খোরমা কিশমিশ ও মিঠা পানির দ্বারা পানাহারের ব্যবস্থা করলাম। আর আমরা কাপড় ও পানির পাত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটি কাঠের টুকরা ঘরের কোণে ঝুলিয়ে রেখে দিলাম। আমরা কখনো ফাতিমা (রা)-এর বিয়ের চেয়ে সুন্দর বিয়ে আর দেখিনি।

١٩١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ، قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدِ السَّاعِدِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عُرْسِهِ فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوْسُ قَالَتْ تَدْرِىْ مَاسَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَتْ اَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَاَسْقَيْتُهُنَّ اِيَّاهُ -

১৯১২ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) ....সাহ্ল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ সা'য়িদী তাঁর বিয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াত করেন। এরপর কনে নিজেই তাদের খিদমতের কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি (কনে) বলেনঃ তুমি কি জান; আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কি পান করিয়েছিলাম? তিনি নিজেই বললেনঃ আমি রাতের কিছু শুকনা খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। সকাল বেলা আমি এগুলো নিংড়িয়ে তাঁকে পান করিয়েছিলাম।

٢٥. بَابُ اِجَابَةِ الدَّاعِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ দা'ওয়াত কবূল করা

١٩١٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

১৯১৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সবচেয়ে মন্দ খাবার হলো ঐ ওলীমা খাবার, যেখানে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং ফকীরদের উপেক্ষা করা হয়। আর যে ব্যক্তি দা'ওয়াত গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে।

١٩١٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ -

১৯১৪ ইসহাক ইবন মনসূর (র)....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কাউকে বিয়ের ওলীমার দা'ওয়াত করা হয়, তখন সে যেন তা কবূল করে।

١٩١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُوْ مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلِيْمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوْفٌ وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ -

১৯১৫ মুহাম্মদ ইবন 'আবাদা ওয়াসিতী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রথম দিনের ওলীমা শরীয়তের দাবী, দ্বিতীয় দিনের ওলীমাও ভাল আর তৃতীয় দিনের ওলীমা হলো- লোক দেখানো এবং নামের জন্য।

٢٦. بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَ الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী ও বিধবার নিকট অবস্থান প্রসঙ্গ

١٩١٦ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا -

১৯১৬ হান্নাদ ইবন সারী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ বিধবার অধিকার হচ্ছে ৩দিন আর কুমারীর ৭দিন।

١٩١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ، سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ -

১৯১৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে তিন দিন অবস্থান করেন এবং বলেনঃ তোমার

ব্যাপারে তোমার স্বামীর কোন অনীহা নেই। তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার সংগে সাত দিন অবস্থান করব। যদি আমি তোমার কাছে সাত দিন অবস্থান করি, তবে আমি আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাত দিন থাকব।

٢٧. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কাছে এলে স্বামী যে দু'আ করবে

১৯১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَّانُ - قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ -

১৯১৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও সালিহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া কাত্তান (র) .... 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন মহিলা, খাদিম অথবা আরোহনের পশুর দ্বারা উপকৃত হবে, তখন সে যেন তাদের কপালে হাত রেখে বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ -

১৯১৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى إِمْرَأَتَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ! جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يُسَلِّطِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْلَمْ يَضُرُّهُ -

১৯১৯ আমর ইবন রাফি' (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রী কাছে আসে, তখন সে যেন এ দু'আটি পড়ে নেয় ঃ

اَللّٰهُمَّ! جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ -

এরপর স্বামী স্ত্রীর মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান হয়, তবে আল্লাহ তার উপর শয়তানের কোন প্রভাব ফেলতে দেবেন না। অথবা তিনি বলেছেনঃ শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

২৮. بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহবাসের সময় পর্দা করা

১৯২০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا، فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ -

১৯২০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... বাহ্য ইবন হাকীমের দাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের লজ্জাস্থান-এর কি পরিমাণ ঢেকে রাখবো, আর কি পরিমাণ খুলে রাখবো? তিনি বললেন ঃ তোমার লজ্জাস্থান আপন স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্যদের থেকে হিফাজত করবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পার, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের কেউ যদি একাকী ও নির্জনে থাকে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ অধিক হকদার যে, মানুষের চেয়ে, তাঁর থেকে বেশী লজ্জা রাখা হয়।

১৯২১ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ -

১৯২১ ইসহাক ইবন ওহাব ওয়াসিতী (র) উতবা ইবন 'আব্দ সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তখন যেন সে পর্দা করে নেয় এবং বন্য গাধার মত বিবস্ত্র না হয়।

১৯২২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ -

১৯২২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লজ্জাস্থানের প্রতি তাকাইনি; অথবা তিনি বলেনঃ আমি কখনো দেখিনি।

٢٩. بَابُ النَّهْىِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِىْ أَدْبَارِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের মলদ্বারে সংগম করা নিষেধ

١٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا -

১৯২৩ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)...আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করে, আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না।

١٩٢٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَرَمِىٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَدْبَارِهِنَّ -

১৯২৪ আহ্মদ ইবন 'আবদা (র)....খুযায়মা ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর বলেনঃ) তোমরা মহিলাদের মলদ্বারে সঙ্গম করোনা।

١٩٢٥ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِى قُبُلِهَا، مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -

১৯২৫ সাহ্ল ইবন আবু সাহ্ল ও জমীল (ইবন) হাসান (র) .... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইয়াহুদীরা বলতো যে, যে ব্যক্তি পিছন দিক থেকে স্ত্রীর যোনীপথে সঙ্গম করে, এতে তার সন্তান টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হয়। এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেনঃ "তোমাদের মহিলারা তোমাদের জন্য শষ্য ক্ষেত্র। তাই তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যে ভাবে ইচ্ছা আস।" (২ঃ ২২৩)।

٣٠. بَابُ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযল প্রসঙ্গে

١٩٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ

عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اَوَ تَفْعَلُوْنَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ، قَضَى اللّٰهُ لَهَا اَنْ تَكُوْنَ، اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ-

১৯২৬ আবু মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন 'উছমান উছমানী (র) .... আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি এমন করছ? এমন না করলে এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, যে প্রাণের ব্যাপারে আল্লাহ ফায়সালা করে রেখেছেন যে, সে হবে, সে তো হয়ে থাকবেই।

১৯২৭ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ-

১৯২৭ হারুন ইবন ইসহাক হামদানী (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সময় 'আয্ল করতাম অথচ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

১৯২৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ، نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ اِلاَّ بِاِذْنِهَا -

১৯২৮ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র) 'উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীন স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার অনুমতি ব্যতীত 'আয্ল করতে নিষেধ করেছেন।

٣١. بَابُ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফী ও তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না

১৯২৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا -

১৯২৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেনঃ কোন মহিলাকে তার ফুফী ও তার খালার সাথে বিয়ে করা যাবে না।

১৯৩০ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ اَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا-

১৯৩০ আবু কুরায়ব (র)…. আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দু'ধরনের বিয়ে থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। একটি হচ্ছেঃ কোনো ব্যক্তি কোন মহিলা ও তার ফুফীকে একসাথে বিয়ে করা। দ্বিতীয়টি হলো ঃ কোন মহিলাকে তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা।

১৯৩১ حَدَّثَنَا جَبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا أَبُوبَكْرُ النَّهْشَلِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرُ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا -

১৯৩১ জুবারা ইবন মুগল্লিস (র) …. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন ঃ কোন মহিলাকে তার ফুফীর সাথে অথবা তার খালার সাথে, একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

٣٢. بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এরপর সে অন্য স্বামীর কাছে বিয়ে বসল। সে তাকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিল। সে তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে কি?

১৯৩২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّ مَامَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ -

১৯৩২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) …. 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফা'আ কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললোঃ আমি রিফা'আহ এর বিবাহে ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিল। তারপর আমি 'আব্দুর রহমান ইবন যবীর (রা)-কে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার কাছে যেন শুধু কাপড়ের সলতেই রয়েছে। তখন নবী ﷺ মুছকি হেসে বললেনঃ "তুমি কি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? তা হবে না, যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর, আর সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে।

১৯৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ لاَ. حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ -

১৯৩৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো) ঃ এমন ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এরপর অপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে এবং সে সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেয়; উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ না। যতক্ষণ না সে তার স্বাদ গ্রহণ করে।

٣٣. بَابُ الْمُحَلِّلِ وَ الْمُحَلَّلُ لَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা[১] হয় তাদের প্রসঙ্গে

١٩٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ -

১৯৩৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয়, উভয়কে লা'নত করেছেন।

١٩٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ الْبَخْتَرِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحٰرِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ -

১৯৩৫ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন বখ্‌তরী ওয়াসিতী (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হালালকারী এবং যার জন্য হালার করা হয়, (উভয়কে) লা'নত করেছেন।

١٩٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنَ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ ابْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ أَبُوْ مُصْعَبٍ مُشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ -

১৯৩৬ ইয়াহইয়া ইবন উছমান ইবন সালিহ মিসরী (র) .... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি তোমাদের ভাড়াটে-পাঠার ব্যাপারে খবর দেব নাকি? তারা বললোঃ হাঁ, ইয় রাসূলাল্লাহ ﷺ। তিনি বলেনঃ সে হলো হালালকারী। আল্লাহ হালালকারী এবং যার জন্য হালার করা হয়, উভয়কে লা'নত করেছেন।

---

১. তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলাকে, তার তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তাকে বিয়ে করে, তাকে মুহাল্লিল (হালালকারী) বলা হয়। আর যার জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে এ ধরনের বিয়ে সম্পাদিত হয়। তাকে মুহাল্লাল-লাহু বলা হয়।

٣٤. بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ বংশীয় সম্পর্কের দরুণ যারা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তারা হারাম হয়

١٩٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ –

১৯৩৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বংশীয় সম্পর্কের দরুণ যারা হারাম হয়, দুধ পানের কারণেও তারা হারাম হয়।

١٩٣٨ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُرِيْدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ –

১৯৩৮ হুমায়দ ইবন মাস্'আদাহ ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব (র) এর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি ﷺ বললেনঃ সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্য। আর দুধ সম্পর্কের দরুণ কোন মহিলা এমনই হারাম হয়ে থাকে, যেমন বংশ সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়।

١٩٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِنْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَلَيْسَ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَايَحِلُّ لِي قَالَتْ فَاِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهَا لَوْلَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِي فِي حُجْرِي مَا حَلَّتْ لِي اِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَاِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا بَنَاتِكُنَّ –

حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ –

১৯৩৯ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন ঃ আপনি আমার বোন 'আয্যাহকে বিয়ে করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি কি তা পছন্দ কর? সে বললঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আর আমি তো আপনার জন্য একাই নই। কল্যাণ লাভে আমার সংগে শরীক হওয়ার ব্যাপারে, আমার বোন অধিক হকদার। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এতো আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বললেনঃ আমরা তো পরস্পর আলোচনা শুনেছি যে, আপনি আবু সালামা (রা) এর কন্যা 'দূররাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। তখন তিনি বললেনঃ উম্মু সালামা-এর কন্যা? উম্মু হাবীবা (রা) বললেনঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সে যদি আমার প্রতিপালনে আমার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। সুয়ায়বা (রা) আমাকে এবং তাঁর পিতাকে দুধ পান করিয়েছে। তাই তোমরা তোমাদের বোন ও মেয়েদের আমার কাছে পেশ করবে না।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ... উম্মে হাবীবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٥.بَابُ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ঢোক অথবা দুই ঢোক দুধ পানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না

١٩٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ -

১৯৪০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).....উম্ম ফয্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক ঢোক বা দুই ঢোক দুধ পানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

١٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدُ بْنُ خَدَاشٍ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ -

১৯৪১ মুহাম্মদ ইবন খাদীশ (র) .... 'আয়েশা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ঢোক বা দুই ঢোক দুধপানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

١٩٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ابْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أَبِي ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ -

১৯৪২ 'আব্দুল ওয়ারিছ ইবন আব্দুস সামাদ ইবন আব্দুল ওয়ারিছ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম দিকে কুরআনে এই বিধান ছিল, যা পরে রহিত হয়ে গেছে। তা হলোঃ দশ ঢোক অথবা পাঁচ ঢোক দুধ পানে হুরমত সাব্যস্ত হয় না।

٤٦. بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্কা লোকের দুধপান

١٩٤٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أَرٰى فِيْ وَجْهِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ عَلَىَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِرْضِعِيْهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ مَارَأَيْتُ فِيْ وَجْهِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا -

১৯৪৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্‌লা বিনত সুহায়ল নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট সালিমের যাতায়াতের কারণে আমি (আমার স্বামী) আবু হুযায়ফার চেহারায় অপসন্দের ভাব দেখতে পাচ্ছি। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তাকে তুমি দুধ পান করিয়ে দাও। সে বললোঃ আমি তাকে কিভাবে দুধপান করাব, সে যে বয়স্ক পুরুষ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেনঃ আমিও তো জানি যে, সে বয়স্ক পুরুষ। এরপর সে তাই করল। এরপর সে নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললোঃ দুধ পান করানোর পর, আবু হুযাফার চেহারায় কোন অপসন্দের ভাষা আমি দেখতে পাইনি। আর তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

١٩٤٤ حَدَّثَنَا أَبُوْسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيْرِ عَشْرًا وَلَقَدْ كَانَ فِيْ صَحِيْفَةٍ تَحْتَ سَرِيْرِيْ فَلَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا -

১৯৪৪ আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র) .... 'আয়েশা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্কা লোকেরও দশ ঢোক দুধ পান করার বর্ণনা একটি সহীফায় (লিখিতভাবে) আমার খাটের নীচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইনতিকালে ব্যতিবস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।

٣٧. بَابُ لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

অনুচ্ছেদ ঃ মুদ্দত শেষ হওয়ার পর দুধপান নেই

১৯৪৫ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا؟ قَالَتْ هٰذَا اَخِىْ، قَالَ اُنْظُرُوْا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ فَاِنَّ الرِّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

১৯৪৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়েশা (রা)-এর কাছে আসেন। এ সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ ব্যক্তি কে? 'আয়েশা (রা) বললেনঃ এ আমার ভাই। তিনি বললেনঃ তোমরা ভালভাবে লক্ষ্য রাখবে যে, কাকে তোমরা তোমাদের কাছে আসতে দিচ্ছ। কেননা, দুধপান সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা ক্ষুধা নিবারণ করে। (যা দুধ পানের মুদ্দতে হয়।)

১৯৪৬ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا رِضَاعَ اِلَّا مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ -

১৯৪৬ হারমালাহ ইবন হইয়াহইয়া (র)...আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দুধপান সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা নাভিভুঁড়ি ভেদ করে (পাকস্থলীতে পৌঁছে) যায়।

১৯৪৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ وَعُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ اُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ، اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ وَاَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ اَحَدٌ بِمِثْلِ رِضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَقُلْنَ وَمَا يُدْرِيْنَا ؟ لَعَلَّ ذٰلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ وَحْدَهُ -

১৯৪৭ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ মিস্‌রী (র).... যয়নব বিন্‌ত আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল সহধর্মিনী 'আইশা (রা)-এর সংগে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং আবু হুযায়ফা (রা)-এর আযাদককৃত গোলাম সালিম (রা)-এর বয়স্ক অবস্থায় দুধপানে হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার সুবাদে, তাঁদের কাছে এ ধরনের কেউ আসুক এ ব্যাপারে তাঁরা সম্মত হয়নি। আর তাঁরা বলেনঃ আমাদের কে জানে? এটি হয়ত শুধুমাত্র সালিম (রা)-এর বেলায় প্রযোজ্য ছিল।

৩৮. بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া পুরুষের উপর বর্তায়

১৯৪৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ اَتَانِىْ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اَفْلَحُ بْنُ اَبِىْ قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِىْ لَهُ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ؟ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ، اَوْ يَمِيْنُكِ –

১৯৪৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আফ্‌লাহ্ ইবন আবু কু'য়ায়স পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর, একবার আমার কাছে চাইলেন। কিন্তু আমি তাকে আসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। অবশেষে নবী ﷺ আমার নিকট এসে বললেনঃ সে তো তোমার চাচা, তাকে আসতে অনুমতি দাও। তখন আমি বললামঃ আমাকে তো মহিলা দুধ পান করিয়েছে, পুরুষ তো দুধ পান করায়নি? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত, অথবা বললেনঃ তোমার ডান হাত, ধুলায় ধুসরিত হোক।

১৯৪৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ جَاءَ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ ، فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ –

১৯৪৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার দূর সম্পর্কীয় চাচা একবার আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার চাচা যেন তোমার কাছে আসে। আমি বললামঃ আমাকে তো দুধ পান করিয়েছে মহিলা, পুরুষটি তো দুধ পান করায়নি। তিনি আবার বললেনঃ সে তো তোমার চাচা। তাই সে যেন তোমার কাছে আসে।

৩৯. بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عِنْدَهُ أُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো বিবাহে দুই বোন থাকাবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করলে

১৯৫০ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ، عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ، عَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ الرُّعَيْنِىِّ عَنِ الدَّيْلَمِىِّ،

قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا -

১৯৫০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হাযির হলাম। তখন দু'বোন এক সাথে আমার বিবাহে ছিল, যাদের আমি জাহিলী যুগে বিয়ে করেছিলাম। তিনি বললেনঃ যখন তুমি ফিরে এসেছ, তখন তাদের একজনকে তালাক দিয়ে দাও।

١٩٥١ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِى وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوْزَ الدَّيْلَمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّىْ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ أُخْتَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِىْ طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ -

১৯৫১ ইউনুস ইবন 'আব্দুল 'আলা (র).... ফীরোয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তো ইসলাম কবুল করেছি, আর আমার বিবাহে দু'টি বোন রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেনঃ এদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একজনকে তালাক দিয়ে দাও।

٤٠. بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ চার জনের অধিক স্ত্রী থাকাবস্থায় ইসলাম কবুল করলে

١٩٥٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحٰرِثِ، قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا -

১৯৫২ আহমদ ইবন ইবরাহীম দাওরকী (র) .... কায়স ইবন হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি নবী ﷺ এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে বললাম। তখন তিনি বললেনঃ তাদের মধ্য থেকে তুমি চার জনকে পসন্দ করে রেখে দাও।

١٩٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا -

১৯৫৩ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ গায়লান ইবন সালামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রেখে দাও।

٤١. بَابُ الشَّرْطِ فِى النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের শর্ত

١٩٥٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ –

১৯৫৪ 'আমর ইবন 'আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবন ঈসমায়ীল (রা)....উক্বা ইবন 'আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে শর্ত পূরণ অধিক যুক্তিযুক্ত তা হচ্ছে, যার বিনিময়ে তোমরা লজ্জাস্থান হালাল করেছ।

١٩٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ –

১৯৫৫ আবু কুরায়ব (রা) ....'আমর ইবন শু'আয়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিয়ের মাহর, বিবাহপূর্ব হাদিয়া ও দান স্ত্রীর হক বলে গণ্য হবে। আর বিবাহের পরে দেয় বস্তুসমূহ সেই পাবে, যাকে তা দান বা প্রদান করা হয়। আর মেয়ে অথবা বোনের খাতিরেইতো মানুষ বেশী সম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়ে থাকে।

٤٢. بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের দাসীকে আযাদ করে এবং পরে তাকে বিয়ে করে

١٩٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا

وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ -

قَالَ صَالِحٌ قَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ يَرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ -

১৯৫৬ 'আব্দুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ আবু সা'য়ীদ আশজা' (র) আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কারো যদি কোন দাসী থাকে, আর সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দেয় ও আযাদ করে তাকে বিয়ে করে নেয়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর আহল কিতাবের কোন ব্যক্তি যদি তার নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং পরে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে, তবে তার জন্যও রয়েছে দু'টি পুরস্কার। তদ্রূপ কোন ক্রীতদাস যখন আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার। রাবী সালিহ বলেনঃ শা'বী বলেছেন যে, আমি তোমাকে এ হাদীসটি জানিয়ে দিলাম তোমার কোন শ্রম ছাড়াই। অথচ এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীসের জন্য অনেকেই মদীনা পর্যন্ত সফর করতে বাধ্য হত।

١٩٥٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا -

قَالَ حَمَّادٌ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا مَهْرُهَا؟ قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا -

১৯৫৭ আহ্‌মদ ইবন 'আবদা (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সফিয়্যা (রা) প্রথমে দিহ্‌য়া কালবীর (রা)-এর ভাগে পড়ে ছিলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে আসেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করে নিলেন এবং তার আযাদ করণকেই তার মাহর সাব্যস্ত করলেন।

রাবী হাম্মাদ বলেনঃ 'অব্দুল 'আযীয-ছাবিত বললেন, "হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কি আনাস (রা)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যা (রা)-কে কি মাহর দিয়েছিলেন?" আনাস (রা) বললেনঃ তার দাসত্ব মুক্তিই তাঁর মাহর ছিল।

١٩٥٨ حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا -

১৯৫৮ হুবায়শ ইবন মুবাশ্বির (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করেছিলেন এবং তাঁর দাসত্ব মুক্তিকেই তার মাহর নির্ধারণ করে তাকে বিয়ে করেছিলেন।

٤٣. بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মনিবের অনুমতি ব্যতীত গোলামের বিবাহ করা

১٩٥٩ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا -

১৯৫৯ আযহার ইবন মারওয়ান (র).......ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গোলাম যখন তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তখন সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হয়।

١٩٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالاَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا مِنْدَلُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ -

১৯৬০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও সালিহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ (র).... ইবন' উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, সে হয় ব্যভিচারী।

٤٤. بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুত'আ বিবাহ নিষেধ

١٩٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ -

১৯৬১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)......আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূলাল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয়ের দিন, মহিলাদের সাথে মুত'আ বিবাহ থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত ভক্ষণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

١٩٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ الْعُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاسْتَمْتِعُوْا مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ فَاَتَيْنَاهُنَّ فَاَبَيْنَ اَنْ يَنْكِحْنَنَا اِلَّا اَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ اَجَلًا فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ اَجَلًا فَخَرَجْتُ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِيْ مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيْ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ اَجْوَدُ مِنْ بُرْدِيْ وَاَنَا اَشَبُّ مِنْهُ فَاَتَيْنَا عَلٰى امْرَاَةٍ، فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ! اِنِّيْ قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا -

১৯৬২ আবু বকর ইবন আবু শায়বাহ (র)....সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিদায় হজ্জে বের হলাম। তখন সাহাবীগণ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! স্ত্রীহীন অবস্থায় থাকা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তিনি বললেনঃ তবে তোমরা এসব মহিলাদের থেকে সাময়িকভাবে উপকৃত হও। আমরা তখন তাদের কাছে পৌছলাম, কিন্তু তারা আমাদের এবং তাদের মাঝে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ ব্যতীত, আমাদের সঙ্গে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। সাহাবীগণ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাদের ও তাদের মাঝে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নাও। এরপর আমি ও আমার এক চাচাত ভাই (এই উদ্দেশ্যে) বের হলাম। তার সাথে একটি চাদর ছিল এবং আমার সাথেও একটি চাদর ছিল। তার চাদরটি ছিল বেশি সুন্দর আমার চাদর থেকে আর আমি ছিলাম তার চাইতে অধিক যুবক।

আমরা দু'জন এক মহিলার কাছে আসলাম। সে বললোঃ চাদর দু'টিতো একই রকমের। এরপর আমি তাকে বিয়ে করে নিলাম এবং তার কাছেই ঐ রাত কাটালাম। সকালে আমি ফিরে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরের দরওয়াজা ও রুকনের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছিলেনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের মুত'আ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন তোমরা শুনে নাও যে, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই বিয়েকে হারাম করেছেন। তাই তোমাদের কারো কাছে যদি এ ধরনের কোন মহিলা থাকে; তাহলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়, আর তোমরা তাদের যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে কিছুই ফেরত নেবে না।

١٩٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ اَبَانَ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللّٰهِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ اِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ اِلَّا اَنْ يَاْتِيَنِيْ بِاَرْبَعَةٍ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَلَّهَا بَعْدَ اَنْ حَرَّمَهَا -

১৯৬৩ মুহাম্মদ ইবন খালাফ 'আসকালানী (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন খলীফা হন, তখন তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাত্র তিন দিন মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি তা হারাম ঘোষণা করেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি কোন বিবাহিত পুরুষের ব্যাপারে জানতে পারি যে, সে মুত'আ বিয়ে করে, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। তবে যদি সে চারজন লোক আমার কাছে উপস্থিত করতে পারে, যারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'আ বিয়েকে হারাম ঘোষণার পর, আবার হালাল সাব্যস্ত করেছিলেন।

٤٥. بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ

١٩٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ثَنَا أَبُوْ فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحٰرِثِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهُ وَهُوَ حَلَالٌ-

قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِيْ وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ-

১৯৬৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মুনা বিনত হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে হালাল (ইহরাম বিহীন) অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। রাবী ইয়াযিদ ইবন আসম বলেনঃ মায়মুনা আমার ও ইবন 'আব্বাস (রা)-এর খালা ছিলেন।

١٩٦٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ-

১৯৬৫ আবু বকর ইবন খাল্লাদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন।

١٩٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ-

১৯৬৬ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... উছমান ইবন 'আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিয়ে করবে না, অন্যকে বিয়ে করাবে না এবং বিয়ের পয়গাম দিবে না।

٤٦. بَابُ الْأَكْفَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়েতে বর ও কনের সমতা

১৯৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُوْرَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَرِيُّ ، اَخُوْ فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ اِبْنِ وَثِيْمَةِ الْبَصَارِىْ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ –

১৯৬৭ মুহাম্মদ ইবন শাবূর রকী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে যখন এমন কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তখন তাকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এমন না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

১৯৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْحَرِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِىُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ،عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْاَكْفَاءَ وَانْكِحُوْا اِلَيْهِمْ –

১৯৬৮ 'আব্দুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করবে এবং সমতা বিবেচনায় বিয়ে করবে। আর বিয়ে দিতেও এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

٤٧. بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে সমআচরণ

১৯৬৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِبْنِ اَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَاَتَانِ، يَمِيْلُ مَعَ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ –

১৯৬৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে; সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার এক পাশ ঝুঁকে থাকবে।

১৯৭০ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ -

১৯৭০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যেতেন, তখন তিনি (সফর সঙ্গী নির্ধারণের জন্য) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কুরআর সাহায্য নিতেন।

১৯৭১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هٰذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ -

১৯৭১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফের সাথে সবকিছু সমানভাবে ভাগ করতেন। এরপর বলতেনঃ হে আল্লাহ! এ হলো আমার কাজ, যার ক্ষমতা আমি রাখি। আর যে ক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা রয়েছে, আর আমার ক্ষমতা নেই, সে ক্ষেত্রে আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না।

৪৮. بَابُ الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা তার নির্ধারিত দিনটি তার সতীনকে দিয়ে দেওয়া

১৯৭২ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ -

১৯৭২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাওদা বিনত যাম'আ যখন বৃদ্ধা হয়ে পড়েন, তখন তিনি তাঁর নির্ধারিত দিনটি 'আয়েশা (রা)-কে হেবা করেন (দিয়েছেন)। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওদা (রা)-এর দিনটি 'আয়েশা (রা)-এর ভাগে ফেলতেন।

১৯৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فِي شَيْءٍ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ يَا عَائِشَةُ! هَلْ لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِّي

وَلَكِ يَوْمِى ؟ قَالَتْ نَعَمْ. فَاَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانَ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوْحَ رِيْحُهُ ثُمَّ قَعَدَتْ اِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَاعَائِشَةُ! اِلَيْكِ عَنِّى اِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ فَقَالَتْ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ فَاَخْبَرَتْهُ بِالْاَمْرِ، فَرَضِىَ عَنْهَا -

১৯৭৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার কোন এক ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যা বিনত হুয়ায়-এর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন সফিয়্যা (রা) বললেনঃ "হে 'আয়েশা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেবে? আমি এবারের আমার দিনটি তোমাকে দিয়ে দেব।" 'আয়েশা (রা) বললঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি যাফরান রংয়ে রঞ্জিত একটি উড়না নিলেন এবং তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন, যাতে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসলেন। তখন নবী ﷺ বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। কেননা, এটা তোমার জন্য নির্ধারিত দিন নয়। আয়েশা (রা) বললেনঃ এটি হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে দান করেন। এরপর তিনি তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করেন। ফলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

١٩٧٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عُمَرُبْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فِى رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ اَوْلَادٌ فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلَى اَنْ تُقِيْمَ عِنْدَهُ وَلَايَقْسِمُ لَهَا -

১৯৭৪ হাফ্স ইবন আমর (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ والصلح خير আয়াতটি ঐ ব্যক্তির বেলায় নাযিল হয়, যার বিবাহে একটি মহিলা দীর্ঘদিন যাবত ছিল, আর সে মহিলা তার স্বামীর ঔরসে কয়েকটি সন্তান প্রসব করেছিল। স্বামী তাকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চেয়েছিল। মহিলাটি তখন এই শর্তে স্বামীকে রাযী করে নিল যে, সে শুধু তার কাছে অবস্থান করবে আর তার অংশের দিনটি তাকে দেবে না।

٤٩. بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى التَّزْوِيْجِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের জন্য সুপারিশ

١٩٧٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ اَبِى الْخَيْرِ، عَنْ اَبِى رُهْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ اَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ فِى النِّكَاحِ -

১৯৭৫ হিশাম ইবন আম্মার (র).... আবু রুহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম সুপারিশ হলো বিয়ের জন্য দু'জনের সুপারিশ করা।

١٩٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ ، عَنِ الْبَهِىِّ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَثَرَ اُسَامَةُ بِعَتَبَةِ الْبَابِ فَشُجَّ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنْهُ الدَّمَ وَيَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ اُسَامَةُ جَارِيَةً لَحَلَّيْتُهُ وَكَسَوْتُهُ حَتّٰى اُنْفِقَهُ -

১৯৭৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উসামাহ (রা) পা পিছলে দরওয়াযার চৌকাঠের কাছে পড়ে যায়, ফলে তাঁর চেহারা যখম হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাঁর চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করে দাও। কিন্তু আমি তা পছন্দ করলাম। তখন তিনি নিজেই তার চেহারা থেকে রক্ত মুছে পরিষ্কার করতে লাগলেন। এরপর বললেন, "উসামা যদি মেয়ে হতো, তাহলে আমি তাকে অলংকার এবং কাপড় দিয়ে এমনভাবে সাজাতাম, যেমন বিয়েতে খরচ করা হয়।"

٥٠. بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ

١٩٧٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ -

১৯৭৭ আবু বকর ইবন খালাফ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চাইতে আমার পরিবারের কাছে উত্তম।

١٩٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ -

১৯৭৮ আবু কুরায়বা (র) ......'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।

١٩٧٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ سَابَقَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَسَبَقْتُهُ -

১৯৭৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একবার আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, এতে আমি তাঁর থেকে অগ্রগামী হই।

١٩٨٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدُ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وَهُوَ عَرُوْسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ جِئْنَ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ فَاَخْبَرْنَ عَنْهَا قَالَتْ ، فَتَنَكَّرْتُ وَ تَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَيْنِىْ فَعَرَفَنِىْ قَالَتْ فَالْتَفَتُّ فَاَسْرَعْتُ الْمَشْىَ فَاَدْرَكَنِىْ فَاحْتَضَنَنِىْ فَقَالَ : كَيْفَ رَاَيْتِ ؟ قَالَتْ، قُلْتُ اَرْسِلْ يَهُوْدِيَّةٌ وَسْطَ يَهُوْدِيَّاتٍ -

১৯৮০ আবু বদর 'আব্বাছ ইবন ওলীদ (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফিয়্যা (রা)কে বিয়ে করে মদীনায় নিয়ে আসেন, তখন আনসারী মহিলাগণ এসে তাঁর ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলো। 'আয়েশা (রা) বলেনঃ তখন আমি বেশ ভূষা পরিবর্তন করে ও চেহারায় নিকাব দিয়ে, তাঁকে দেখতে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ যখন আমার দিকে লক্ষ্য করলেন, তখন আমি দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন এবং কোলে তুলে নিলেন। আর বললেনঃ "কেমন দেখলে?" আমি বললামঃ আমাকে ছেড়ে দিন, আর ইয়াহুদী মহিলা তো ইয়াহুদী।

١٩٨١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَاعَلِمْتُ حَتّٰى دَخَلَتْ عَلَىَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ اِذْنٍ، وَهِىَ غَضْبٰى، ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَحَسْبُكَ اِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ اَبِىْ بَكْرٍ ذُرَيْعَتَيْهَا ثُمَّ اَقْبَلَتْ عَلَىَّ فَاَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ دُوْنَكِ، فَانْتَصِرِىْ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى رَاَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيْقُهَا فِىْ فِيْهَا مَاتَرُدُّ عَلَىَّ شَيْئًا فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ -

১৯৮১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)....'উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি জানতাম না, কিন্তু যয়নব (রা) অনুমতি ছাড়াই রাগান্বিত অবস্থায় একদিন আমার কাছে আসলেন। এরপর বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আবু বকর (রা) এর এই ছোট্ট মেয়েটি যখন আপনার সামনে তার দু'হাত নাড়াচাড়া করে, এটাই কি আপনার জন্য যথেষ্ট! এরপর যয়নব (রা) আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন? কিন্তু আমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। অবশেষে নবী ﷺ বললেনঃ তুমি এখন তাঁর থেকে প্রতিশোধ নাও।

তখন আমি তাঁকে জব্দ করলাম। এমন কি আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর মুখের থুথু শুকিয়ে গেছে। তিনি আমার কোন কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তখন আমি নবী (স) কে দেখতে পেলাম যে, তাঁর চেহারা ঝলমল করছে।

١٩٨٢ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَىَّ صَوَاحِبَاتِى يُلاَعِبْنَنِى -

১৯৮২ হাফ্স ইবন 'আমর (র)...'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে থাকা অবস্থায় মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতাম। তিনি আমার বান্ধবীদের আমার সাথে খেলার জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

٥١. بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের প্রহার করা প্রসঙ্গে

١٩٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ إِلَى مَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ -

১৯৮৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা).....'আব্দুল্লাহ ইবন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একঁবার ভাষণ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি মহিলাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাদের ব্যাপারে লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেনঃ তোমাদের কেউ কেন তার স্ত্রীকে দাসীর মত মারপিট করে? সম্ভবতঃ দিন শেষেই সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হবে।

١٩٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا لَهُ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا -

১৯৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (রা).....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন খাদিম অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি। আর তিনি তাঁর নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি।

١٩٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى ذُبَابٍ، قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَدْ ذَئِرَ

النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ-

১৯৮৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....ইয়াস ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবু যুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর দাসীদের প্রহার করবে না। তখন উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লা ﷺ ! মহিলারা তো তাদের স্বামীদের অবাধ্যতা শুরু করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের মারার অনুমতি দিলেন। ফলে তারা মারপিটের শিকার হলো। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাড়ীতে অনেক মহিলা সমবেত হলো। সকালবেলা তিনি বললেনঃ "আজ রাতে মুহাম্মদের পরিবারের কাছে সত্তর জন মহিলা এসে প্রত্যেকেই তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। তোমরা অধিক মারপিটকারীদেরকে তোমাদের মধ্যে উত্তম হিসাবে পাবে না।"

١٩٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلاَ تَنَمْ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ-

১৯৮৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও হাসান ইবন মুদরিক তাহহান (র).... আশ'আছ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ অমি এক রাতে উমরের (রা) বাড়ীতে মেহমান হয়েছিলাম। মধ্যরাতে উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমি দু'জনের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলাম। এরপর উমর (রা) যখন শয্যা গ্রহণ করলেন, তখন আমাকে বললেনঃ হে আশআছ! তুমি আমার থেকে একটি বিষয় মনে রাখবে, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তাহলোঃ স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করলে, এ ব্যাপারে তাকে জওয়াবদিহী করতে হবে না। বিতর-এর সালাত আদায় না করে নিদ্রায় যাবে না। আর রাবী বলেনঃ আমি তৃতীয় কথাটি ভুলে গিয়েছি।

মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ (র)....আবু 'আওয়ানা সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢. بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চুল সংযোজনকারী ও উল্‌কিকারী প্রসঙ্গে

١٩٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، اَلْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ -

১৯৮৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)......ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ মহিলার প্রতি লা'নত করেছন, যে চুল সংযোজন করে এবং যে এ কাজ করায়, এবং যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উলকি করে এবং যে এ কাজ করায়।

١٩٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ، قَالَتْ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ بُنَيَّتِىْ عَرِيْسٌ وَقَدْ اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَاَصِلُ لَهَا فِيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،

১৯৮৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললোঃ আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু রোগের কারণে তার মাথার চুল খসে পড়েছে, আমি কি তার মাথায় অন্যের চুল জোড়া দেব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যে মহিলা চুল জোড়া লাগিয়ে দেয় এবং যে জোড়া লাগায়, আল্লাহ তাকে লা'নত করেন।

١٩٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ، حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، اَلْمُغَيِّرَاتِ لِخَلْقِ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَغَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ وَمَالِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَتْ اِنِّىْ لَاَقْرَاُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ اِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ فَقَدْ وَجَدْتِيْهِ اَمَا قَرَاْتِ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا؟ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهٰى عَنْهُ قَالَتْ فَاِنِّىْ لَاَظُنُّ اَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَ قَالَ اذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا مَارَاَيْتُ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكَانَتْ كَمَا تَقُوْلِيْنَ مَاجَامَعَتْنَا -

১৯৮৯ আবু উমর হাফ্স ইবন উমর ও আব্দুর রহমান ইবন উমর (র).... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সব মহিলাদেরকে লা'নত করেছেন, যারা অন্যের দেহে উল্কি করে দেয় এবং যারা নিজেদের দেহে উল্কি গ্রহণ করে। যারা মুখের চুল উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করে। বনু আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামী এক মহিলার কাছে এ হাদীস পৌঁছলে তিনি আবদুল্লা (রা) এর কাছে এসে বললেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এমন এমন কথা বলেছেন। 'আব্দুল্লাহ বললেনঃ আমি তাদেরকে কেন অভিসম্পাত করবনা, যাদের প্রতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন এবং বিষয়টি আল্লাহর কিতাবেও বিবৃত রয়েছে? মহিলাটি বললেনঃ আমি তো সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু কোথাও এমন বিষয় পাইনি! তখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেনঃ যদি তুমি খেয়াল করে তা পড়তে, তবে অবশ্যই তা পেতে।

তুমি কি এ আয়াতটি পাঠ করনি وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا।

"রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর; আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (৫৯ঃ৭) তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন আব্দুল্লাহ বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলাটি বললেনঃ "আমার তো মনে হয় তোমার পরিবার-পরিজনেরা এরূপ করে থাকে। তিনি বললেনঃ যাও, অনুসন্ধান করে দেখ। তখন সে গেল এবং অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। অবশেষে মহিলাটি বললেনঃ এমন কিছু আমি দেখতে পাইনি। আব্দুল্লাহ তখন বললেনঃ তোমার কথা ঠিক হলে সে আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতো না।

৫৩. بَابُ مَتٰى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের সাথে কখন বাসর যাপন করা উত্তম

১৯৯০ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ، جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِىْ فِىْ شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّىْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِىْ شَوَّالٍ -

১৯৯০ আবু বকর ইবন আব্দু শায়বা ও আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসে আমার সঙ্গে বাসর যাপন করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর কাছে, আমার চেয়ে অধিক প্রিয় কে-ই ছিল। 'আয়েশা (রা) মহিলাদের শাওয়াল মাসেই স্বামীর ঘরে পাঠানো পছন্দ করতেন।

১৯৯১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ فِىْ شَوَّالَ وَجَمَعَهَا اِلَيْهِ فِىْ شَوَّالَ -

১৯৯১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)....হারিছ ইবন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেছিলেন এবং শাওয়াল মাসেই তাঁকে তাঁর ঘরে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

٥٤. بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ اَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে মিলন

১৯৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ ظَنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ اَمَرَهَا اَنْ تُدْخِلَ عَلٰى رَجُلٍ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا -

১৯৯২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্বামী কর্তৃক মাহর আদায়ের পূর্বেই জনৈক মহিলাকে তার স্বামীর ঘরে তুলে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٥٥. بَابُ مَايَكُوْنُ فِيْهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ শুভ ও অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গে

১৯৯৩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكَلْبِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ مِخْمَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُوْنُ الْيُمْنُ فِىْ ثَلَاثَةٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ -

১৯৯৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... মিখ্‌মার ইবন মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। অবশ্য তিনটি জিনিসে শুভ লক্ষণ আছে ঃ স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাড়ী।

১৯৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ، فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِى الشُّؤْمَ -

১৯৯৪ 'আব্দুস সালাম ইবন 'আসিম (র).... সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, কুলক্ষণ বলতে যদি কিছু থাকতো, তাহলে ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘরে থাকতো।

١٩٩٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، أَبُوْ سَلَمَةَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّوْمُ فِيْ ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ –

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ جَدَّتَهُ، زَيْنَبَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ وَتَزِيْدُ مَعَهُنَّ ، اَلسَّيْفَ –

১৯৯৫ ইয়াইহয়া ইবন খালাফ আবু সালামা (র)....সালিম এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অশুভ লক্ষণ তিন জিনিসের মধ্যে রয়েছেঃ ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং ঘর।

যুহ্‌রী বলেন, আবু উবায়দা ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন যাম'আ আমাকে বলেছেন যে, তার দাদী যয়নাব উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামা (রা) এই তিনটির গণনার সাথে তলোয়ারকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

٥٢. بَابُ الْغَيْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ

١٩٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَيْبَانَ أَبِيْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ أَبِيْ شَهْمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللّٰهُ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ، فِيْ غَيْرِ رِيْبَةٍ –

১৯৯৬ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আত্মমর্যাদাবোধ কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ পছন্দ করেন, আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা অপছন্দ করেন। যেক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা থাকে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধ পছন্দ করেন। আর যেক্ষেত্রে আর এর আশংকা নেই, সে ক্ষেত্রে তিনি অপছন্দ করেন।

١٩٩٧ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ يَعْنِيْ مِنْ ذَهَبٍ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ،

১৯৯৭ হারুন ইবন ইসহাক (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কোন মহিলার প্রতি এত আত্ম-মর্যাদাবোধ করিনি, যতটা বোধ করেছি খাদীজা (রা) এর ব্যাপারে। আর তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কথা অধিক উল্লেখ করতে দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে, খাদীজা (রা) এর জন্য জান্নাতে একটি সোনার অট্টালিকার সুসংবাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৯৮ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا -

১৯৯৮ 'ঈসা ইবন হাম্মাদ আল মিসরী (রা).... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, বনু হিশাম ইবন মুগীরা আমার কাছে এই মর্মে অনুমতি চেয়েছে যে, তারা তাদের কন্যাকে 'আলী ইবন আবু তালিবের নিকট বিয়ে দিবে। আমি তাদের এর অনুমতি দেবনা। আবার বলছি, আমি অনুমতি দেবনা; এরপরও আমি তাদের অনুমতি দেবনা। তবে আলী ইবন আবু তালিব যদি চায় যে, সে আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে ওদের মেয়েকে বিয়ে করে। কেননা, ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। তার অনুভূতিতে যা আঘাত দেয়, তা আমার অনুভূতিতেও আঘাত দেবে এবং যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমার জন্যও কষ্টকর।

১৯৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ -

قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا، وَاللَّهِ! لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَنَزَلَ عَلِيٌّ عَنِ الْخِطْبَةِ -

১৯৯৯ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....মিস্ওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব একবার আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। অথচ তখন নবী ﷺ এর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁর বিবাহে ছিলেন। ফাতিমা (রা) একথা শুনে নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেনঃ "আপনার সম্প্রদায়ের লোকজন তো বলাবলি করছে যে, আপনি নিজ কন্যাদের মর্যাদাহানিতে অন্তরে আঘাত অনুভব করেন না। এই যে আলী, আবু জাহ্লের কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মিসওয়ার বলেনঃ তখন নবী ﷺ দাঁড়ালেন, আমি তাঁকে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর বলতে শুনলামঃ আমি আবুল 'আস ইবন রবী'র নিকট আমার এক কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলাম। সে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা রক্ষাও করেছিল। নিশ্চয় ফাতিমা বিনত মুহাম্মদ ﷺ আমার দেহের একটি অংশ। আমি পছন্দ করিনা যে, তোমরা তাকে কোন ফিতনায় নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা, কোন এক ব্যক্তির নিকট কখনো একত্রিত হতে পারেনা।

রাবী মিসওয়ার বলেনঃ একথা শুনে আলী (রা) তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন।

٥٧. بَابُ الَّتِىْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ যে মহিলা নিজকে নবী ﷺ-এর জন্য পেশ করে

٢٠٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اَمَا تَسْتَحِى الْمَرْاَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ؟ حَتَّى اَنْزَلَ اللّٰهُ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ، فَقُلْتُ اِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ –

২০০০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ ঐ মহিলার কি লজ্জা হয় না, যে নিজেকে নবী ﷺ -এর জন্য পেশ করে? অবশেষে আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেনঃ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

"আপনি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে স্থান দিতে পারেন।" (৩৩ঃ৫১)।

আমি তো দেখছি তিনি বলেন, তখন আমি বললামঃ আপনার রবতো আপনার ইচ্ছা পূরণে আদৌ দেরী করছেন না।

٢٠٠١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ اَنَسٍ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِىَّ حَاجَةٌ؟ ابْنَتُهُ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِىَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ –

২০০১ আবু বিশ্‌র বকর ইবন খালাফ ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা আনাস ইবন মালি (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। আনাস (রা)-এর পাশে তার একটি মেয়েও ছিল। তখন আনাস (রা) বললেনঃ একদিন এক মহিলা এসে নবী ﷺ-এর কাছে নিজেকে পেশ করলো। এরপর বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার কি আমার প্রতি কোন প্রয়োজন আছে? তখন আনাস (রা)-এর মেয়ে বললোঃ এ মহিলাটি কি নির্লজ্জ! আনাস (রা) বললেনঃ সে তোমার চাইতে অনেক ভাল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেই নিজকে তাঁর নিকট পেশ করেছে।

৫৮. بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِى وَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করে

٢٠٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ؟ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى اَتَا هَا ذٰلِكَ؟ قَالَ عَسَى عِرْقٍ نَزَعَهَا قَالَ وَهٰذَا، لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ - وَاللَّفْظُ لِاِبْنِ الصَّبَّاحِ -

২০০২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের ছেলে প্রসব করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার কি উট আছে? সে বললোঃ হ্যাঁ, তিনি বললেনঃ এগুলো কি রঙের? সে বললোঃ লাল! তিনি বললেনঃ এদের মধ্যে কি কোনটি ছাই বর্ণের আছে? সে বললোঃ হ্যাঁ এরমধ্যে অবশ্যই ছাই রংয়েরও আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এগুলো কোথেকে আসলো? সে বললোঃ সম্ভবতঃ এটি তার পূর্ব পুরুষের কারো রং ধারণ করেছে। তিনি বললেনঃ এখানেও হয়ত পূর্বপুরুষদের কারো রং ধারণ করে থাকবে।

٢٠٠٣ حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثِىُّ اَبُوْ غَسَّانَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ اَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ امْرَ اَتِىْ وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِىْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاَنَا، اَهْلُ بَيْتٍ، لَمْ يَكُنْ فِيْنَا اَسْوَدُ قَطُّ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا؟ قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا اَسْوَدُ؟ قَالَ فِيْهَا اَوْرَقُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ؟ قَالَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ -

২০০৩ আবু কুরায়ব (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মরু অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি একদিন নবী ﷺ এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার স্ত্রী আমার ঘরে একটি কালো রংয়ের ছেলে প্রসব করেছে– অথচ আমাদের পরিবারে কালো রঙের কেউ নেই। তিনি ﷺ বললেনঃ তোমার কি কোন উট আছে? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এগুলোর রং কি? সে বললোঃ লাল। তিনি বললেনঃ এদের মধ্যে কি কোনটি কালো আছে? সে বললোঃ না। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ ছাই বর্ণের আছে কি? সে বললোঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এটা কিরূপে হলো? সে বললোঃ সম্ভবতঃ পূর্ব পুরুষের কোন রক্ত ধারায় এমনটি হয়ে থাকে। তিনি বললেনঃ হয়তো তোমার ছেলের বেলায়ও এমনটি হয়ে থাকবে।

٥٩. بَابُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান বৈধ শয্যাধারীর আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اِبْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اِخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِى اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصَانِىْ اَخِىْ، اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ، اَنْ اَنْظُرَ اِلَى اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ اِبْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِيُّ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِىْ عَنْهُ يَاسَوْدَةُ –

২০০৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবন যাম'আ ও সা'আদ (রা) একবার যামআ-এর দাসীর ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলো। সা'আদ (রা) বলছিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যখন মক্কায় উপস্থিত হই, তখন আমি যেন যাম্'আর দাসীর ছেলেকে খুঁজে বের করে নেই। অপর দিকে আবদ ইবন যাম'আ বলছিলঃ "এ হচ্ছে আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর পুত্র। আর সে আমার পিতার শয্যায়ই জন্ম গ্রহণ করেছে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, ছেলেটি গঠন ও আকৃতিতে উতবা-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। তিনি বললেনঃ হে আবদ ইবন যাম'আ! এটি তোমারই হক। সন্তান বৈধ শয্যাধারীর। সাওদাহ! তুমি কিন্তু তার থেকে পর্দা করবে।

٢٠٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ –

২০০৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, সন্তান বৈধ শয্যাধারীর।

২০০৬ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

২০০৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ সন্তান হবে বৈধ শয্যাধারীর। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

২০০৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ -

২০০৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... আবু উমামা বাহিলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, সন্তান বৈধ শয্যাধারীর আর ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

٦٠. بَابُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْاٰخَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে আগে ইসলাম গ্রহণ করে

২০০৮ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ ثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ قَالَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْاَوَّلُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ كُنْتُ اَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِاِسْلَامِىْ قَالَ، فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ، وَرَدَّهَا اِلٰى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ -

২০০৮ আহমদ ইবন আবদা (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা নবী ﷺ এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর জনৈক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করলো। রাবী বলেনঃ তখন তার পূর্ব স্বামী এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তো তার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম এবং আমার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারটি সে জানতো। রাবী বলেনঃ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাটিকে তার দ্বিতীয় স্বামীর থেকে সরিয়ে নিয়ে তার প্রথম স্বামীকে দিয়ে দিলেন।

২০০৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ، بَعْدَ سَنَتَيْنِ، بِنِكَاحِهَا الْاَوَّلِ -

২০০৯ আবু বকর ইবন খাল্লাদ ও ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যাকে প্রথম বিয়ের সুবাদে আবুল আস ইবনু রবী'র কাছে দু'বছর পর ফেরত পাঠান।

২০১০ حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ -

২০১০ আবু কুরায়ব (র)....শু'য়ায়বের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যয়নাব (রা)-কে নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবুল 'আস ইবনু রবীর কাছে ফেরত দেন।

٦١. بَابُ الْغِيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করানোর মুদ্দতে স্বামীর স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

২০১১ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِىِّ ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْاَسَدِيَّةِ، اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيَالِ فَاِذَا فَارِسُ، وَالرُّوْمُ يُغِيْلُوْنَ فَلاَ يَقْتُلُوْنَ اَوْلاَدَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِىُّ -

২০১১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....জুদামা বিনত ওহাব আসাদিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, দুগ্ধদানের মুদ্দতে মহিলাদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করবো। কিন্তু দেখলাম যে, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা এমনটি করে, অথচ তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।" (রাবী বলেনঃ) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আযল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে শুনেছিঃ এটি হচ্ছে গোপন হত্যা।

২০১২ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ اَبِىْ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلاَتَهُ ، اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! اِنَّ الْغِيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ! عَلٰى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتّٰى يَصْرَعَهُ-

২০১২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইবনু সাকান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা গোপনভাবে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। সে সত্তার কসম; যার হাতে আমার প্রাণ! দুগ্ধপান অবস্থায় সহবাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে, সে সন্তান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে মারা যায়।

٦٢. بَابُ فِى الْمَرْأَةِ تُؤْذِى زَوْجَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়

٢٠١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ اَبِى أُمَامَةَ، قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَاَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ اَحَدَهُمَا وَهِىَ تَقُودُ الْاٰخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَامِلاَتٌ، وَالِدَاتٌ، رَحِيمَاتٌ لَوْ لاَ مَايَاتِيْنَ اِلَى اَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ –

২০১৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা মহিলা তার দু'টি সন্তান সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো। সে একটা সন্তানকে কোলে ও অপরটিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অবস্থা দেখে বললেনঃ এরা গর্ভধারিণী, সন্তান জন্মদানকারিণী ও সোহাগিণী। এরা যদি স্বামীকে কষ্ট না দেয়, তবে তাদের মধ্যে যারা সালাত আদায়কারিণী, তারা জান্নাতে যাবে।

٢٠١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بن معدان عَنْ كَثِيرِ بْنَ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُؤْذِى اِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا اِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ لاَتُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ! فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا –

২০১৪ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন যাহ্‌হাক (র)....মু'আয ইবন জাবাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার হুর স্ত্রীগণ বলতে থাকেঃ 'ওহে' আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন! ওকে কষ্ট দিওনা। সেতো তোমার কাছে অল্পদিনের মেহমান! অতিসত্ত্বর সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।"

٦٣. بَابُ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ হারাম বস্তু কোন হালালকে হারাম করে না

٢٠١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ –

২০১৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন মু'আল্লা ইবন মনসুর (র).... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন হারাম বস্তু হালালকে হারাম করে না।

كِتَابُ الطَّلَاقِ
অধ্যায় ঃ তালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٠. كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় ঃ তালাক

١. بَابُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ

সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদের বর্ণনা

٢٠١٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالُوْا ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا -

২০১৬ সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদ আব্দুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন যুরারা ও মাসরূক ইবনু মারযবান (র).... উমর ইবনু খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফ্‌সা (রা)-কে তালাক দেন এবং পরে তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

٢٠١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ -

২০১৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানুষের কি হল যে, তারা আল্লাহর বিধান নিয়ে খেলা করে? তাদের কেউ এমন বলতে থাকেঃ তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম।

٢٠١٧ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ

২০১৮ কাছীর ইবন 'উবায়দ হিমসী (র).... 'আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ হলো– তালাক।

٢.بَابُ طَلاَقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী তালাক

٢٠١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُجَامِعَهَا وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَهَا فَاِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِىْ اَمَرَاللّٰهُ –

২০১৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলাম । উমর (রা) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি 'উমর (রা)-কে বলেনঃ তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। সে যখন পবিত্র হবে ও দ্বিতীয় বার হায়য আসবে, এরপর আবার পবিত্র হবে, তখন সে ইচ্ছা করলে সহবাস ছাড়া ঐ সময় তাকে তালাক দিয়ে দেবে, আর ইচ্ছা করলে তাকে রেখে দেবে। এটাই হলো তালাকের ইদ্দত, যার বিধান আল্লাহ দিয়েছেন।

٢٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ،، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ طَلاَقُ السُّنَّةِ اَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِّنْ غَيْرِجِمَاعٍ –

২০২০ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুন্নত পদ্ধতির তালাক হলো স্ত্রীকে সহবাসবিহীন তুহ্‌র অবস্থায় তালাক দেওয়া।

٢٠٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ، فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ ، يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ،فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ حَيْضَةٌ –

২০২১ ‘আলী ইবন মায়মূন রকী (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সুন্নত পদ্ধতির তালাক হলো স্ত্রীকে তার প্রতি তুহ্‌রে এক তালাক দেওয়া হবে। যখন সে তৃতীয় তুহরে পৌঁছবে, তখন তাকে শেষ তালাক দিয়ে দেবে। এরপর সে হায়যের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে।

٢٠٢٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُوْنُس بنِ جُبَيْرٍ، أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بنَ عُمَرَ؟ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

২০২২ নসর ইবন আলী জাহ্‌যামী (র).... ইয়ূনুস ইবন জুবায়র আবু গিলাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবন উমর (রা) কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ তুমি কি আবদুল্লাহ ইবন উমর কে চিন? সে তাঁর স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। পরে উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে নির্দেশ দেন, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। উমর (রা) বলেনঃ আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এটা কি তালাক হিসাবে গণ্য হবে? তিনি বললেনঃ তুমি কি মনে কর, সে যদি অক্ষম হয়ে থাকে আর আহমকী করে থাকে?

٣. بَابُ الْحَامِلِ كَيْفَ تُطَلَّقُ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার তালাক প্রসঙ্গে

٢٠٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْنِ عُمَرَ،أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ –

২০২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমর (রা) ব্যাপারটি নবী ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলে, তিনি বলেনঃ তাকে বল, সে যেন তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। এরপর সে যেন তাকে তুহর অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়।

٤. بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একই বৈঠকে যে তিন তালাক দেয়

২০২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ، عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَدِّثِيْنِيْ عَنْ طَلاَقِكِ قَالَتْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلاَثًا ، وَهُوَ خَارِجٌ اِلَى الْيَمَنِ فَاَجَازَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ –

২০২৪ মুহাম্মদ ইবন রুমহ্ (র).... 'আমির শা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিনত কায়সকে বলেছিলামঃ "তোমার তালাকের ঘটনাটি আমাকে বলতো।" সে বললঃ আমার স্বামী ইয়ামন যাবার প্রাক্কালে আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে বৈধ গণ্য করেছিলেন।

٥. بَابُ الرَّجْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া

২০২৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَاَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ! اَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا –

২০২৫ বিশ্‌র ইবন হিলাল সাওওয়াফ (র).... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, এরপর তাকে ফিরিয়ে নেয়। অথচ তালাক দেওয়া এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় কোন সাক্ষী রাখেনি। তখন ইমরান (রা) বললেনঃ তুমি তালাক দিয়েছ সুন্নত পদ্ধতির বাইরে এবং ফিরিয়ে নিয়েছ সুন্নত পদ্ধতির বাইরে। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখবে।

٦. بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যখন সন্তান প্রসব করে তখনই বায়িন তালাক হয়ে যায়

২০২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، اَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ

فَقَالَتْ لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ طَيِّبْ نَفْسِىْ بِتَطْلِيْقَةٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ فَقَالَ مَالَهَا؟ خَدَعَتْنِىْ ، خَدَعَهَا اللّٰهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ سَبَقَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ اَخْطُبْهَا اِلَى نَفْسِهَا -

২০২৬ মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন হায়্যাজ (র).... যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু কুলসুম বিনত উকবা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি তাঁর গর্ভাবস্থায় যুবায়র (রা)কে বললেনঃ আমাকে এক তালাক দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। তখন তিনি তাকে এক তালাক দিলেন এবং সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন। তিনি ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁর স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছে। তখন যুবায়র (রা) বলেন, তার কি হলো? সে আমাকে ধোঁকা দিল, আল্লাহ যেন তাকেও ধোঁকা দেন। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট আসেন। তখন তিনি বলেনঃ কিতাবে বর্ণিত ইদ্দত পুরা হয়ে গেছে। এখন তাকে নতুন ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দাও।

٧. بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا، اِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْاَزْوَاجِ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলা, যার স্বামী মারা গিয়েছে, সন্তান প্রসবের পরই সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে

٢٠٢٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ اَبِى السَّنَابِلِ، قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحُرِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ اَمْرُهَا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضٰى اَجَلُهَا -

২০২৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু সানাবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সুবায়আ আস্‌লামিয়া বিনত হারিছ তার স্বামীর মৃত্যুর পঁচিশ দিন পর একটি সন্তান প্রসব করে। সে যখন নিফাস থেকে পবিত্র হলো, তখন বিয়ের জন্য সাজতে শুরু করলো। তার এ কাজটি দোষণীয় মনে করা হলো এবং বিষয়টি নবী ﷺ -এর গোচরে আনা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ সে এমন করতে চাইলে করতে পারে। কেননা, তার ইদ্দত পুরা হয়ে গেছে।

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، اَنَّهُمَا كَتَبَا اِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ يَسْاَلَانِهَا عَنْ اَمْرِهَا فَكَتَبَتْ اِلَيْهِمَا اَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ اَسْرَعْتِ اِعْتَدِّىْ اٰخِرَ

الاَجَلَيْنِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِسْتَغْفِرْلِى قَالَ فِيْمَاذَاكَ؟ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِى –

২০২৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... মসরূক ও আমর ইবন উত্‌বাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা উভয়ে সুরায়'আ ইবন হারিছ এর কাছে তার ব্যাপারটি জানতে চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। তখন সুবায়'আ উত্তরে তাদের নিকট লিখেছিলেন যে, সে তার স্বামীর মৃত্যুর ২৫ দিন পর সন্তান প্রসব করেছিল এবং নূতন স্বামীর আশায় প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন সানাবিল ইবন বাকাক তার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললোঃ তুমিতো খুব তাড়াতাড়ি করে ফেললে। তুমি ইদ্দতের দীর্ঘ মেয়াদটি পালন কর। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে মাফ করুন। তিনি বললেনঃ কি ব্যাপার? তখন আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি বললেনঃ তুমি যদি নেককার স্বামী পাও, তবে বিয়ে করে নাও।

٢٠٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ – ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ سُبَيْعَةَ اَنْ تَنْكِحَ، اِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا –

২০২৯ নসর ইবন 'আলী ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... মিস্‌ওয়ার ইবন মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সুবায়'আকে নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ وَاللّٰهِ! لَمَنْ شَاءَلاَعَنَّاهُ – لاُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِالْقُصْرٰى بَعْدَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا –

২০৩০ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র).... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম! কেউ ইচ্ছা করলে আমি তার সাথে এ বিষয়ে 'মুবাহালা' করতে সম্মত আছি যে, ছোট সূরা-ই-নিসা (অর্থাৎ সূরাহ তালাক) اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَ عَشْرًا সম্বলিত সূরাহ (অর্থাৎ সূরাহ বাকারাহ) এর পরে নাযিল করা হয়েছে।

٨. بَابُ اَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়েছে, সে ইদ্দত কোথায় পালন করবে

٢٠٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَااَبُوْ خَالِدٍ، الاَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ

أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ، قَالَتْ خَرَجَ زَوْجِيْ فِيْ طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ - فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ فَقَتَلُوْهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِيْ وَأَنَا فِيْ دَارٍ مِنْ دُوْرِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِيْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِيْ وَأَنَا فِيْ دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِيْ وَدَارِ إِخْوَتِيْ وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِيْ فَأَلْحَقُ بِدَارِ أَهْلِيْ وَدَارِ إِخْوَتِيْ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، أَجْمَعُ لِيْ فِيْ بَعْضِ أَمْرِيْ قَالَ فَافْعَلِيْ إِنْ شِئْتِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ قَرِيْرَةً عَيْنِيْ لِمَاقَضَى اللّٰهُ لِيْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِيْ بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِيْ فَقَالَ كَيْفَ زَعَمْتِ؟ قَالَتْ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ الَّذِيْ جَاءَ فِيْهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

২০৩১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর স্ত্রী যয়নব বিনত কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর বোন ফুরায়'আ বিনত মালিক বলেনঃ আমার স্বামী তার (পলাতক) গোলামের খোঁজে বের হন এবং 'কাদূম' প্রান্তে তাদের ধরে ফেলেন। তখন তারা আমার স্বামীকে হত্যা করে। আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ যখন আসে, তখন আমি আমার পরিবার পরিজন থেকে অনেক দূরে আনসারদের বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। আমি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসেছে- যখন আমি আমার পরিজন ও ভাইদের বাড়ী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। আর তিনি আমার খরচের জন্য কোন মাল রেখে যাননি এবং তার কোন মাল নেই, আমি যার উত্তরাধিকার হতে পারি। আর কোন ঘরও নেই, যার কেউ মালিক হয়। তাই, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আমার পরিবার ও ভাইদের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারি। আর এটাই আমার জন্য অধিক প্রিয় এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধাজনক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার ইচ্ছা হলে তাই কর। মহিলাটি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখে আল্লাহর এই ফায়সালা শুনে খুশি মনে বের হলাম। অবশেষে আমি যখন মসজিদ অথবা কোন এক হুজরাকর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেনঃ তুমি কেমন মনে কর? মহিলাটি বললোঃ আমি আমার অবস্থা তাকে বললাম। তখন তিনি বললেনঃ তুমি ঐ ঘরেই অবস্থান কর, যেখান তোমার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসেছিল, যতক্ষণ না তোমার ইদ্দত শেষ হয়। ফুরায়'আ বলেনঃ এরপর আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করলাম।

٩. بَابُ هَلْ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ فِيْ عِدَّتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দত পালনের সময় মহিলা কি বের হতে পারবে?

٢٠٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا إِبْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ فَقُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ

طُلِّقَتْ فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ فَقَالَتْ اَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ وَاَخْبَرَتْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ فَقَالَ مَرْوَانُ هِيَ اَمَرَتْهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ عُرْوَةُ، فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ! لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلَيْهَا فَلِذٰلِكَ اَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২০৩২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম যে, আপনার পরিবারের এক মহিলাকে তালাক দেওয়া হয়েছে। আমি তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম সে বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে। তখন সে বললোঃ ফাতিমা বিনত কায়স আমাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছে এবং সে আমাদের বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইদ্দত পালন কালে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মারওয়ান বললেন যে, ফাতিমা বিনত কায়েস তো লোকদের এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। উরওয়া বলেনঃ আমি তখন বললামঃ আল্লাহর কসম আইশা (রা) এরূপ করাটা দোষণীয় বলে মনে করেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ ফাতিমা নির্জন ঘরে বাস করতো বলে তার জান-মালের ক্ষতির আশংকা ছিল। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বেলায় এরূপ অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٠٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَحَوَّلَ -

২০৩৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনত কায়স বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার ভয় হয় যে, কেউ আমার ঘরে জোর করে ঢুকে আমার ক্ষতি করে বসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অন্য স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন।

٢٠٣٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيْعًا عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِيْ فَاَرَادَتْ اَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ اَنْ تَخْرُجَ اِلَيْهِ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلٰى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ فَاِنَّكِ عَسٰى اَنْ تَصَدَّقِيْ اَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا -

২০৩৪ সুফয়ান ইবন ওকী' ও আহমদ ইবন মানুসর (র).... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেনঃ আমার খালাকে তালাক দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার খেজুর বাগানের ফল চয়নের জন্য বের হতে চেয়েছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলো। তিনি নবী ﷺ

-এর কাছে আসলেন। তখন তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি তোমার খেজুর বাগানের ফল চয়ন কর। সম্ভবতঃ তুমি সদকা আদায় করতে অথবা অন্য কোন সৎ কাজ করতে সক্ষম হবে।

١٠. بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا هَلْ لَهَا سُكْنٰى وَنَفَقَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা বাসস্থান ও আহারের অধিকার লাভ করে কি?

٢٠٣٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ اِبْنِ اَبِى الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِىِّ ، قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُوْلُ اِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُكْنٰى وَلاَنَفَقَةَ –

২০৩৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ফাতিমা বিনত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্যও বাসস্থান ও আহারের অধিকার দেননি।

٢٠٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سُكْنٰى وَ لاَنَفَقَةَ –

২০৩৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ফাতিমা বিনত কায়সা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ তোমার জন্য বাসস্থান ও আহার নেই।

١١. بَابُ مُتْعَةِ الطَّلاَقِ

অনুচ্ছেদ ঃ তালাকের উপঢৌকন

٢٠٣٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ اَبُوْ الاَشْعَثِ الْعِجْلِىُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا هِشَامُ بن عُروَةَ عَن اَبِيْه، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ عَمْرَةَ بِنْتِ الْجَوْنِ تَعَوَّذَت مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَاَمَرَ اُسَامَةَ اَوْ اَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ –

২০৩৭ আহমদ ইবনু মিকদাস আবুল আশআছ আজ্‌লি (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা বিনতু জাওনকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাযির করা হলো, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ

থেকে পানাহ চাইল। তিনি ﷺ বললেনঃ "উপযুক্ত স্থানেই তুমি পানাহ চাইলে।" এরপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং উসামা অথবা আনাস (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। সে মতে সে তাকে উপঢৌকন হিসাবে তিনখানা সাদা লম্বা কাপড় দেয়।

١٢. بَابُ الرَّجُلِ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী তালাক অস্বীকার করলে

٢٠٣٨ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُوحَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذٰلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ اٰخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ -

২০৩৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন স্ত্রী তার সামী তাকে তালাক দিয়েছে বলে দাবি করে এবং এর পক্ষে একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী পেশ করে, তখন তার স্বামীকে কসম খেতে বলা হবে। সে যদি কসম খায়, তবে সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি স্বামী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে তার এ অস্বীকার একজন সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তালাক সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

١٣. بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তামাসা করে তালাক দেয়, অথবা বিয়ে করে, অথবা তালাক প্রত্যাহার করে

٢٠٣٩ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ -

২০৩৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিনটি কাজ মনেপ্রাণে করা হোক অথবা তামাসাচ্ছলে করা হোক, তা কার্যকর হবে। তাহলোঃ বিবাহ, তালাক ও তালাক প্রত্যাহার।

١٤. بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِيْ نَفْسِهِ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মনে মনে তালাক দেয়, কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ না করে

٢٠٤٠ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ – ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، جَمِيْعًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَفْعَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمْ بِهِ –

২০৪০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কল্পনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে এই কল্পনাকে কাজে পরিণত করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে।

١٥. بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ وَ الصَّغِيْرِ وَ النَّائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাগল, নাবালিকা ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক

٢٠٤١ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ خِدَاشٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عِنِ النَّائِمِ حَتّٰي يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ، اَوْ يُفِيْقَ –

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ، فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَنِ الْمُبْتَلٰى حَتّٰى يَبْرَاَ –

২০৪১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছেঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; না-বালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়; আর পাগল ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়। আবু বকর (র) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেনঃ বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।

٢٠٤٢ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ اَنْبَانَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيْرِ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ وَعَنِ النَّائِمِ –

২০৪২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)...আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ না-বালেগ, পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়।

١٦. بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ বাধ্যকৃত ও ভুলকারী ব্যক্তির তালাক

٢٠٤٣ **حَدَّثَنَا** اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِىُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىَ الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ -

২০৪৩ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়ূসুফ ফিরয়াবী (র).... আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কোন কাজে বাধ্য করা হলে, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٢٠٤٤ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ -

২০৪৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার উম্মতের মনের মন্দ কল্পনা, যতক্ষণ কিনা সে তা কার্যকরী করে, অথবা মুখে উচ্চারণ করে, ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর জোরপূর্বক কোন কাজে বাধ্য করা হলে, (তাও ক্ষমা করে দিয়েছেন)।

٢٠٤٥ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ اُمَّتِىَ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ -

২০৪৫ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্‌ফা হিম্‌সী (র).... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহ আমার উম্মতকে ভুল-বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কৃত কাজের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

٢٠٤٦ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا طَلَاقَ، وَلَا عِتَاقَ فِىْ اِغْلَاقٍ -

২০৪৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বাধ্যকৃত অবস্থায় তালাক ও আযাদকরণ নেই।

١٧. بَابُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের আগে তালাক নেই

٢٠٤٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيْعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ -

২০৪৭ আবু কুরায়ব (র)....আমার ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যেখানে তালাক দেওয়ার অধিকার নেই, সেখানে তালাক কার্যকর হয় না।

٢٠٤٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بِنِ وَاقِدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ -

২০৪৮ আহমাদ ইবন সায়িদ দারিমী (র).... মিস্ওয়ার ইবন মাখ্রামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিয়ের আগে তালাক নেই। আর মালিকানার আগে দাস মুক্তি নেই।

٢٠٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ -

৩০৪৯ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)....'আলী ইবন আবু তালিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বিয়ের আগে তালাক নেই।

١٨. بَابُ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ مِنَ الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে কথা দ্বারা তালাক সংঘটিত হয়

٢٠٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ اَيُّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اِسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ

عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ اَلْحِقِيْ بِاَهْلِكِ –

২০৫০ আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশ্কী (র)...আউযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ নবী ﷺ এর কোন্ স্ত্রী তাঁর থেকে পানাহ চেয়েছিল? তখন যুহরী বলেনঃ আয়েশা (রা) সূত্রে উরওয়া আমাকে জানিয়েছেন যে, জাওন এর কন্যা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসল এবং তিনি তার কাছে গেলেন তখন সে বললোঃ "আমি আপনার থেকে আল্লাহর পানাহ চাই।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ "তুমি মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলে যাও।"

١٩. بَابُ طَلَاقِ الْبَتَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ চূড়ান্ত তালাক

٢٠٥١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ اَلْبَتَّةَ فَاَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَا اَرَدْتَ بِهَا؟ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ اللّٰهُ! مَا اَرَدْتَ بِهَا اِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ اللّٰهُ! مَا اَرَدْتُ بِهَا اِلَّا وَاحِدَةً قَالَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ –

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاجَةَ : سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُوْلُ مَا اَشْرَفَ هٰذَا الْحَدِيْثَ!

قَالَ اِبْنُ مَاجَةَ اَبُوْعُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاحِيَةً، وَاَحْمَدُ جُبُنَ عَنْهُ –

২০৫১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ইয়াযীদ ইবন রুকানা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রীকে চূড়ান্ত তালাক দিয়েছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ তুমি কি নিয়্যত করেছিলে? ইয়াযীদ বললেনঃ এক তালাকের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! তুমি কি এক তালাকেরই নিয়্যত করেছিলে? ইয়াযীদ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি এক তালাকেরই ইচ্ছা করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীকে ফেরত আনতে বললেন।

মুহাম্মদ ইবন মাজাহ বলেন যে, আমি আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ তানাফাসীকে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীসটি কতইনা উত্তম!

ইবন মাজাহ আরও বলেন যে, আবু 'উবায়দা নাজিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে। আর আহমদও তাঁর ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন।

٢٠. بَابُ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে তালাকের ইখতিয়ার দিলে

২০৫২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا –

২০৫২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তালাকের ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন! কিন্তু আমরা তখন তাঁকেই গ্রহণ করেছিলাম। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ একে তালাক গণ্য করেন নি।

২০৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ! اِنِّىْ ذَاكِرٌلَكِ اَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ اَنْ لَا تَعْجَلِىْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِىْ اَبَوَيْكِ ، قَالَتْ قَدْ عَلِمَ، وَاللّٰهِ! اَنَّ اَبَوَىَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَامُرَانِىْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقَرَاَ عَلَيَّ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الْاٰيَاتِ فَقُلْتُ فِىْ هٰذَا اَسْتَامِرُ اَبَوَىَّ! قَدِاخْتَرْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ –

২০৫৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি চাও....।" (৩৩ঃ২৯)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে বললেনঃ হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলব। তুমি কিন্তু তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে সে সম্পর্কে কোনরূপ তাড়াতাড়ি করবে না। আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি জানতেন আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমার পিতা-মাতা কখনো তাঁর থেকে আমার বিচ্ছেদের পক্ষে মত দেবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, এর পর তিনি এই আয়াতটি আমার কাছে তিলাওয়াত করলেনঃ

"يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الْاٰيَةَ

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ চাও......" (৩৩ ঃ ২৮)।

তখন আমি বললামঃ এ ব্যাপারে আবার আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করতে হবে? আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকেই গ্রহণ করে নিলাম।

٢١. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী নিন্দনীয়

٢٠٥٤ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرُ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِيْ غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيْحَ الْجَنَّةِ وَاَنَّ رِاِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا-

২০৫৪ বকর ইবন খালাফ আবু বিশ্‌র (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী বলেছেনঃ যে স্ত্রীলোক চরম অপারগতা ছাড়া, স্বামীর কাছে তালাকের আবদার করে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবেনা। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

٢٠٥٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ، عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ سَالَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِيْ غَيْرِمَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ -

২০৫৫ আহমদ ইবনুল আযহার (র)....ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে মহিলা তার স্বামীর কাছে চরম অসুবিধা ছাড়া তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।

٢٢.بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَاأَعْطَاهَا

অনুচ্ছেদ ঃ খুলআ'কারী স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেওয়া প্রসঙ্গ

٢٠٥٦ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ جَمِيْلَةَ بِنْتَ سَلُوْلِ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ! مَااَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَفِي الْاِسْلاَمِ لاَاُطِيْقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَامَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَاْخُذَمِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَلاَ يَزْدَادَ -

২০৫৬ আযহার ইবন মারওয়ান (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জামীলা বিনত সালুল নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি ছাবিতের দীনদারী এবং চরিত্রের

ব্যাপারে কোন অভিযোগ করছিনা; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন কুফরী আচরণ আমি অপছন্দ করি। আমি যে তাকে মনের দিক থেকে মোটেই বরদাশ্‌ত করতে পারছিনা। তখন নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি কি ছাবিতের বাগানটি ফেরত দেবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ছাবিতকে এই বাগানটি ফেরত নিতে বললেন; কিন্তু এর বেশী কিছু নেবে না।

২০৫৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيْمًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ! لَوْ لاَمَخَافَةُ اللّٰهِ، اِذَا دَخَلَ عَلَىَّ ، لَبَصَقْتُ فِىْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২০৫৭ আবু কুরায়ব (র).... আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হাবীবা বিন্‌ত সাহল ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্‌মাস (রা) এর স্ত্রী ছিলেন। আর ছাবিত (র) ছিলেন একজন কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি। হাবীবা (রা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, তবে ছাবিত যখন আমার কাছে আসে তখন অবশ্যই আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফেরত দেবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এরপর রাবী বলেনঃ উক্ত মহিলা তাকে তার বাগানটি ফেরত দিয়ে দিল। রাবী বলেনঃ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।

٢٣. بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খুলআ'কারী মহিলার ইদ্দত

২০৫৮ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ اِبْنِ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ، قُلْتُ لَهَا حَدِّثِيْنِىْ حَدِيْثَكِ ، قَالَتْ اِخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِىْ ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَاَلْتُ مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْكِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَدِيْثُ عَهْدِكِ ، فَتَمْكُثِيْنَ عِنْدَهُ حَتّٰى تَحِيْضِيْنَ حَيْضَةً قَالَتْ وَاِنَّمَا تَبِعَ فِىْ ذٰلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ -

২০৫৮ আলী ইবন সালামা নিশাপুরী (র).... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রবী' বিনত মু'আওয়িয ইবন আফরা (রা)-কে বললামঃ তুমি তোমার ঘটনাটি আমাকে

বলতো। তখন সে বললঃ "আমি 'খুলআ' করেছিলাম আমার স্বামী থেকে। এরপর উছমান (রা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমার ইদ্দত কতদিন পালন করতে হবে? তখন তিনি বললেনঃ তোমার উপর কোন ইদ্দত নেই। তবে তোমার স্বামী যদি খুব কাছাকাছি সময়ে তোমার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে এক হায়য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"রবী' বললোঃ উছমান এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঐ সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করেছেন, যা তিনি মরয়ম মাগালিয়ার ব্যাপারে দিয়েছিলেন। সে ছিল ছাবিত ইবন কায়স-এর স্ত্রী। সে তার থেকে খুলআ' করেছিল।

٢٦. بَابُ الْإِيْلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা প্রসঙ্গে

২০৫৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَقْسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلٰى نِسَائِهِ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا حَتّٰى إِذَا كَانَ مَسَاءَ ثَلَاثِيْنَ، دَخَلَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ كَذَا يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالشَّهْرُ كَذَا، وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِى الثَّالِثَةِ -

২০৫৯ হিশাম ইবন আম্মার (রা)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম খেয়েছিলেন যে, তিনি একমাস তাঁর স্ত্রীদের কাছে যাবেন না। এভাবে তিনি উনত্রিশ দিন কাটালেন। অবশেষে ত্রিশ দিনের বিকাল হলো, তখন তিনি আমার কাছে আসলেন। আমি বললামঃ আপনি তো কসম খেয়েছিলেন যে, একমাস আমাদের কাছে আসবেন না। তখন তিনি বললেনঃ মাস এভাবেও হয়, তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো তিনবার সম্পূর্ণ খোলা রেখে ইশারা করলেন, আর মাস এভাবেও হয়, এই বলে তিনবার হাতের আঙ্গুল দ্বারা ঈশারা করলেন এবং তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল বন্ধ করে রাখলেন।

২০৬০ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا آلٰى، لِأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ فَغَضِبَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآلٰى مِنْهُنَّ -

২০৬০ সুওয়ায়দ ইবন সা'য়ীদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এ কারণে ঈলা করেছিলেন যে, যয়নাব (রা) তার দেওয়া হাদিয়া ফেরত দিয়েছিলেন। তখন আয়েশা (রা) বলেছিলেনঃ যয়নাব তো আপনাকে অপমান করল! রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগ করেছিলেন এবং তাদের থেকে ঈলা করেছিলেন।

২০৬১ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيُّ ثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ ، عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰلٰى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ رَاحَ اَوْغَدَا فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ فَقَالَ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ -

২০৬১ আহমদ ইবন ইয়ূসুফ সুলামী (র).... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কতিপয় স্ত্রী থেকে এক মাসের ঈলা করেছিলেন। উনত্রিশ দিন শেষ হলে, তিনি বিকালে অথবা সকালে আসেন। তখন বলা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! উনত্রিশ দিন তো অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বললেনঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

٢٥. بَابُ الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ যিহার প্রসঙ্গে

২০৬২ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَاعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ، قَالَ كُنْتُ اِمْرَأً اَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لاَ اَرٰى رَجُلاً كَانَ يُصِيْبُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اُصِيْبُ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنْ اِمْرَاَتِيْ حَتّٰى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِنْكَشَفَ لِيْ مِنْهَا شَيْئٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلٰى قَوْمِيْ فَاَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِيْ وَقُلْتُ لَهُمْ : سَلُوْالِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : مَا كُنَّا نَفْعَلُ اِذًا يُنْزِلَ اللّٰهُ فِيْنَا كِتَابًا ، اَوْيَكُوْنَ فِيْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلٌ، فَيَبْقٰى عَلَيْنَا عَارُهُ وَلٰكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتّٰى جِئْتُهُ، فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ بِذَاكَ ؟فَقُلْتُ اَنَا بِذَاكَ وَمَا اَنَا، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! صَابِرٌ لِحُكْمِ اللّٰهِ عَلَيَّ قَالَ فَاَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ، قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَااَصْبَحْتُ اَمْلِكُ اِلاَّ رَقَبَتِيْ هٰذِهِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ،قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلاَءِ اِلاَّ بِالصَّوْمِ ؟ قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِا لْحَقِّ! لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ، مَالَنَا عَشَاءٌ،قَالَ فَاذْهَبْ اِلٰى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِيْ زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ، فَلْيَدْ فَعْهَا اِلَيْكَ وَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا -

২০৬২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....সালামা ইবন সাখর বায়াযী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি স্ত্রীদের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলাম, অন্য পুরুষের তুলনায় আমি তাদের সাথে বেশি সহবাসে লিপ্ত হতাম। একবার রমযান মাস আসলো। আমি আমার স্ত্রী থেকে রমযান মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত যিহার করেছিলাম। একদিন রাতের বেলায় সে আমার সাথে কথা বলছিল। এমন সময় তার দেহের একটি অংশ আমার সামনে খুলে গেল। আমি তখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলাম। যখন সকাল হলো, তখন আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকেও আমার ঘটনাটি জানালাম। আর আমি তাদের বললামঃ তোমরা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তারা বললোঃ আমরা তা করতে পারব না। কেননা, হয়ত আল্লাহ আমাদের প্রসঙ্গে কুরআনে কোন আয়াত নাযিল করে ফেলবেন, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিছু বলে ফেলবেন। ফলে আমরা চিরদিনের জন্য লজ্জিত হব। বরং আমরা তোমার অপরাধ সহ সোপর্দ করবো, তুমি নিজেই গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে তোমার ঘটনাটি খুলে বল। রাবী বলেনঃ তখন আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাকে আমার ঘটনাটি জানালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমিই এরূপ করেছ? আমি বললামঃ আমি-ই এরূপ করেছি। আর আমি এখানে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সবরের সাথে, আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত। তিনি বললেন ঃ একটি গোলাম আযাদ করে দাও। আমি বললামঃ ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তো আমার এই দেহটি ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নই। তিনি বললেনঃ তাহলে ক্রমাগত দু'মাস সাওম পালন কর। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর যে বিপদ এসেছে, তা তো সাওমের কারণেই। তিনি বললেনঃ তাহলে সদকা কর অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। রাবী বলেন, আমি বললাম, সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন; আমরা এ রাতটি তো এভাবে অতিবাহিত করেছি যে, আমাদের রাতের খাবারও ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি বনু যুরায়ক এর সদকা বন্টনকারীর কাছে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তোমাকে সদকার কিছু মাল প্রদান করে। এখান থেকে ষাটজন মিসকীনকে তুমি আহার দান কর ও অবশিষ্ট অংশ দ্বারা নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নাও।

٢٠٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ تَبَارَكَ الَّذِى وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَىْءٍ اِنِّىْ لَاَ سْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَىَّ بَعْضُهُ، وَهِىَ تَشْتَكِىْ زَوْجَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ تَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَكَلَ شَبَابِىْ وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِىْ حَتَّى اِذَا كَبِرَتْ سِنِّىْ، وَانْقَطَعَ وَلَدِىْ ، ظَاهَرَ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ! اِنِّىْ اَشْكُوْاِلَيْكَ فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيْلُ بِهٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ -

২০৬৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,'আয়েশা (রা) বললেনঃ পবিত্র ঐ সত্তা, যার শ্রবণ সবকিছুকে আয়ত্ত করে রেখেছে! আমি খাওলা বিনত ছালাবা-এর কিছু বক্তব্য শুনছিলাম, আর কিছু অংশ আমার থেকে গোপন যাচ্ছিল,– যখন সে রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করছিল। সে বলছিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী আমার যৌবনকে গ্রাস করেছে, আর আমি আমার উদর থেকে অনেক সন্তান উপহার দিয়েছি। এখন আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং সন্তান দানে অক্ষম হয়েছি, তখন স্বামী আমার সাথে যিহার করে বসেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে নালিশ পেশ করছি। এরপর বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি; এমনকি জিবরাইল (আ) এই আয়াতগুলো নিয়ে নাযিল হলেন ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ –

হে রাসূল আল্লাহ তো শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে।" (৫৮ঃ১)।

٢٦. بَابُ الْمُظَاهِرِ يُجَامِعُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ

অনুচ্ছেদ ঃ যিহারকারী কাফফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস করলে

٢٠٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ– ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، فِىْ الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ–

২০৬৪ আব্দুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ (র) সালাম ইবন সাখর বায়াযী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ যিহারকারী যদি কাফফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে তাকে একটি কাফফারা আদায় করতে হবে।

٢٠٦٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاَتِهٖ فَغَشِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَاَيْتُ بَيَاضَ حَجْلَيْهَا فِى الْقَمَرِ، فَلَمْ اَمْلِكْ نَفْسِىْ اَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَلاَّ يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ –

২০৬৫ আব্বাস ইবন ইয়াযীদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে এবং কাফফারা আদায়ের আগেই তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে নবী ﷺ কাছে

এসে ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করে। তখন তিনি বলেনঃ এরূপ করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল? সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ চাঁদের আলোতে আমি তার উরুদ্বয়ের উজ্জ্বলতা দেখে ফেলেছিলাম। তাই আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। শেষে তার সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে হেসে ফেললেন এবং তাকে কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার কাছে না যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٢٧. بَابُ اللِّعَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ লি'আন প্রসঙ্গে

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرٌ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ سَلْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهٖ رَجُلاً فَقَتَلَهُ اَيُقْتَلُ بِهٖ؟ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَالَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّائِلَ: ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَسَالَهُ، فَقَالَ مَا صَنَعْتَ فَقَالَ اِنَّكَ لَمْ تَاْتِنِيْ بِخَيْرٍ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَابَ السَّائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ! لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ سَاَلَنَّهُ - فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهُ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيْهِمَا فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللّٰهِ! لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا قَالَ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ اَنْ يَاْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَارَتْ سُنَّةً فِى الْمُتَلاَعِنَيْنِ -

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَسْحَمَ، اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيْمَ الاَلْيَتَيْنِ، فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اُحَيْمِرَ كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ كَاذِبًا، قَالَ، فَجَاءَتْ بِهٖ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ -

২০৬৬ আবু মারওয়ান মুহাম্মদ ইবন উছমান উছমানী (র) .... সাহল ইবন সা'দ সা'য়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়মির আসিম ইবন আদী (রা)-এর কাছে এসে বলেনঃ আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কাছে কোন লোককে দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করে, তখন কি তাকে হত্যা করা হবে, না অন্য কিছু করা হবে? তখন 'আসিম (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্নটি অপছন্দ করেন। পরে উয়ায়মির (রা) আসিম (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে ব্যাপারটি জানতে চাইলেন। আসিম (রা) বললেনঃ তুমি কোন ভাল কাজ করনি এবং আমাকেও কোন ভাল কাজে জড়িত করনি। আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; কিন্তু তিনি এ প্রসঙ্গটি অপছন্দ করেন। তখন উয়ায়মির (রা) বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যাব এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। গিয়ে দেখলেন যে, ইতিপূর্বেই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল হয়েছে। তাই তিনি দু'জনকে লি'আন করতে বললেন। উয়ায়মির (রা) বললেনঃ আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি যদি তাকে এখন গ্রহণ করি, তবে আমি তার উপর মিথ্যা আরোপকারী সাব্যস্ত হব। রাবী বলেনঃ এই বলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশের আগেই তাকে তালাক দিলেন। পরবর্তীতে লি'আনকারীদের ব্যাপারে এটাই বিধান রূপে সাব্যস্ত হলো।

এরপর নবী ﷺ বললেনঃ মহিলাটির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সে যদি কালো, বড় চোখ বিশিষ্ট, কাল দেহী ও মোটা নিতম্ব বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি মনে করব যে, উয়ায়মির সত্যবাদী। আর যদি সে এমন লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, যা মনে হয় লাল রংয়ের কীট, তবে আমি মনে করব যে, উয়ায়মির মিথ্যাবাদী। রাবী বলেনঃ এরপর সে মহিলাটি একটি কুৎসিত সন্তান প্রসব করে।

২০৬৭ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ثَنَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! اِنِّيْ لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ فِيْ اَمْرِيْ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ قَالَ فَنَزَلَتْ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ، حَتّٰى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ قَالُوْا لَهَا اِنَّهَا لَمُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّاَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لاَ مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَاْنٌ -

২০৬৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিলাল ইবন উমায়্যা (রা) তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে নবী ﷺ -এর কাছে এ মর্মে অপবাদ দিয়েছিলেন যে, সে শারীক ইবন সামহার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেনঃ সাক্ষী পেশ কর, অন্যথায় তোমার পিঠে (শরীয়ত

নির্দ্ধারিত) দন্ড পড়বে। হিলাল ইবন উমায়্যা বললেনঃ ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন; আমি অবশ্যই সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে এমন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে দন্ড থেকে বাঁচাবে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ، حَتّٰى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ -

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর সঙ্গে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লানত" (২৪ঃ ৬-৭)। তখন নবী ﷺ ফিরে আসলেন এবং তাদের দু'জনের কাছে লোক পাঠালেন। দুজনই উপস্থিত হলেন। প্রথম হিলাল ইবন উমায়্যা দাঁড়িয়ে শপথ করলেন। এদিকে নবী ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। তাই তোমরা কেউ কি তওবা করবে? এরপর হিলালের স্ত্রী দাঁড়িয়ে গেল এবং সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চম বার এ কথাটি বলতে যাচ্ছিল যে, "আমার স্বামীর কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর আল্লাহর গযব আপতিত হোক", তখন লোকেরা বললো যে, এটি কিন্তু চূড়ান্ত কথা। ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ মহিলাটি তখন আর কিছু না বলে পিছনে ফিরে গেল। আর আমরা মনে করলাম যে, সে হয়ত তার কথা প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু সে বললোঃ আল্লাহর কসম, আমি আমার সম্প্রদায়কে চিরদিনের জন্য অপমানিত করে যাব না। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য রাখ। সে যদি এমন সন্তান প্রসব করে, যার চোখগুলো দেখলে সুরমা মাখা চোখ মনে হয় ও নিতম্ব গোশতে ভরা, আর পাগুলো মোটা, তবে সন্তানটি শারীক ইবন সাহ্‌মার বলে মনে করবে। এরপর মহিলাটি এ ধরনের সন্তানই প্রসব করল। তখন নবী ﷺ বললেনঃ "কুরআন যদি মিথ্যা লি'আনকারীকে শাস্তি দিতে নিষেধ না করত, তাহলে এই মহিলাটিকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম।"

২০٦٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، وَ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوْهُ وَاللّٰهِ! لاَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقْذِفُ اِمْرَاَتَهُ فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عَسٰى اَنْ تَجِيْءَ بِهِ اَسْوَدَ فَجَاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ ، جَعْدًا -

২০৬৮ আবু বকর ইবন খাল্লাদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা জুমআর রাত্রিতে মসজিদে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি বললোঃ

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর কাছে অপর কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায় এবং তাকে হত্যা করে ফেলে, তখন তো তোমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। আর যদি সে অপবাদ দেয়, তবে তো তাকে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর কসম, আমি এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে অবশ্যই পেশ করব। এরপর সে এ বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে বলল। তখন আল্লাহ লি'আন সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলেন। এরপর লোকটি তার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ নিয়ে এলো। তখন নবী ﷺ তাদেরকে লি'আন করতে বললেন এবং এও বললেনঃ সম্ভবতঃ মহিলাটি একটি কালো সন্তান প্রসব করবে। পরে সে কালো ও কুঁকড়া চুল বিশিষ্ট একটি সন্তান প্রসব করে।

২০৬৯ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ -

২০৬৯ আহমদ ইবন সিনান (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে লি'আন করেছিল ও তার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন ও সন্তানটিকে মহিলার সাথে দিয়ে দিলেন।

২০৭০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النِّيْشَابُوْرِيُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَطَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ مَاوَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَانُهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَاَلَهَا فَقَالَتْ بَلٰى قَدْكُنْتُ عَذْرَاءَ فَاَمَرَبِهَا فَتَلاعَنَا وَاَعْطَاهَا الْمَهْرَ -

২০৭০ আলী ইবন সালাম নিশাপুরী (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক আনসার ইজলান গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি তার কাছে গিয়ে রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি বললেনঃ আমি তাকে কুমারী পাইনি। বিষয়টি তখন নবী ﷺ এর কাছে উত্থাপন করা হলো। তখন তিনি মহিলাটিকে ডেকে এ ব্যাপার জিজ্ঞাসা করেন। সে বললোঃ আমি তো কুমারী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে লি'আন করার নির্দেশ দিলেন। তারা লি'আন করল এবং স্বামী মহিলাটির মাহর আদায় করে দিল।

২০৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُنَّ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوْكِ وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ -

২০৭১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....'আমর ইবন শু'আয়ব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ চার ধরনের মহিলার লি'আন নেই। মুসলমানের অধীনে খ্রীস্টান মহিলা, মুসলমানের অধীনে ইয়াহুদী মহিলা, গোলামের বিবাহে আযাদ মহিলা এবং আযাদ পুরুষের বিবাহে দাসী মহিলা।

٢٨. بَابُ الْحَرَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ হারামকরণ প্রসঙ্গে

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا وَجَعَلَ فِى الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً -

২০৭২ হাসান ইবন কাযা'আ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের থেকে ঈলা করেছিলেন এবং হারাম সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি হালালকে হারাম করেছিলেন এবং কসমের কারণে কাফফারা প্রদান করেছিলেন।

٢٠٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى الْحَرَامِ يَمِيْنٌ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

২০৭৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) ....সা'য়ীদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেনঃ হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করণ- কসম বলে গণ্য হবে, ইবন 'আব্বাস (রা) এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি উল্লেখ করতেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

٢٩. بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ اِذَا اُعْتِقَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ দাসীকে আযাদ করা হলে সে বিবাহের বেলায় ইখতিয়ার লাভ করবে

٢٠٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا اَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ -

২০৭৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (তার বিবাহ সম্পর্ক বহাল রাখা বা না রাখার ব্যাপারে) ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। আর তার স্বামী ছিল আযাদ।

২০৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ - قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثُ ، كَأَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِيْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى خَدِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ ، يَاعَبَّاسُ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِيْهِ، فَاِنَّهُ اَبُوْ وَلَدِكِ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تَامُرُنِيْ؟ قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُ قَالَتْ لاَحَاجَةَ لِيْ فِيْهِ -

২০৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল গোলাম। তাকে মুগীছ বলা হতো। আমি যেন তাকে দেখছি যে, সে বারীরার পেছনে ঘুরছে এবং কাঁদছে। আর তার অশ্রু গণ্ড বেয়ে ঝরছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাসকে বলছিলেনঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীছের ভালবাসা এবং মুগীছের প্রতি বারীরার ঘৃণা দেখে কি তুমি আশ্চর্য বোধ করছ না? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরা কে বললেনঃ তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে; কেননা, সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ আমি তো কেবল সুপারিশ করছি। তখন সে বললঃ আমার তার কোন প্রয়োজন নেই।

২০৭৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَضٰى فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوْكًا وَكَانُوْا يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا فَتُهْدِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُوْلُ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ الْوَلاَءُ لِمَنْ اُعْتَقَ -

২০৭৬ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাবীরা থেকে শরীয়তের তিনটি বিধান চালু হয়েছে। তাকে যখন আযাদ করা হয়, তখন তাকে তার গোলাম স্বামীর বিবাহে থাকা না থাকার ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল। লোকেরা তাকে অনেক সদকা প্রদান করত, আর সে এ থেকে নবী ﷺ কে হাদিয়া দিত। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেনঃ এতো তার জন্য সাদকা, আর আমাদের বেলায় হাদিয়া। আর তার প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ 'ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) আযাদকারী ব্যক্তিরই থাকবে।

২০৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ اُمِرَتْ بَرِيْرَةُ اَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ -

২০৭৭ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বারীরাকে তিন হায়য সময়কাল ইদ্দত পালন করতে বলা হয়েছিল।

٢٠٧٨ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اُذَيْنَةَ ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ بَرِيْرَةَ -

২০৭৮ ইসমায়ীল ইবন তাওবাহ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাকে ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন।

٣٠.بَابُ فِى طَلاَقِ الْاَمَةِ وَعِدَّتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীর তালাক ও তার ইদ্দত প্রসঙ্গে

٢٠٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمُسْلِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلاَقُ الْاَمَةِ اِثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ -

২০৭৯ মুহাম্মদ ইবন তরীক ও ইবরাহীম ইবন সা'য়ীদ জওহরী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বাঁদীর তালাক হচ্ছে দু'টি আর তার ইদ্দত হচ্ছে দু' হায়য সময়কাল।

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُوْهَا حَيْضَتَانِ -

قَالَ اَبُوْعَاصِمٍ : فَذَكَرْتُهُ لِمَظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِى كَمَا حَدَّثْتَ ,اِبْنَ جُرَيْجٍ فَاَخْبَرَنِى عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَقُرُوْهَا حَيْضَتَانِ -

২০৮০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বাঁদীর তালাক হচ্ছে দু'টি, আর তার ইদ্দত হচ্ছে দু' হায়য সময়কাল।

আবু 'আসিম বলেনঃ আমি মুযাহিরকে বললাম যে, আপনি ইবন জুরায়জের কাছে যেভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আমার কাছেও সেভাবেই বর্ণনা করুন। তখন তিনি কাসিম ও আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ বাঁদীর তালাক দু'টি আর তার ইদ্দত হচ্ছে দু' হায়য সময়কাল।

৩১. بَابُ طَلاَقِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের তালাক

২০৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَيُّوْبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ سَيِّدِيْ زَوَّجَنِيْ اَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا ، قَالَ، فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ! مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ اَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ اِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ -

২০৮১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনিব আমার কাছে তার বাঁদীকে বিয়ে দিয়েছিল। এখন সে আমার ও আমার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। রাবী বলেনঃ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরাহণ করে বললেনঃ হে লোক সকল! তোমাদের কারো এরূপ আচরণ কেন যে, তার গোলামের কাছে নিজের বাঁদীকে বিয়ে দেয় এবং পরে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়? তালাকের অধিকার তো কেবল তারই, যে মহিলাকে স্পর্শ করার অধিকার রাখে।

৩২. بَابُ مَنْ طَلَّقَ اَمَةً تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি বাঁদীকে দু'তালাক দিয়ে দেয় এবং পরে তাকে ক্রয় করে নেয়

২০৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ اَبُوْبَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ، عَنْ اَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِيْ نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اُعْتِقَهَا يَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ : عَمَّنْ؟ قَالَ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَقَدْ تَحَمَّلَ اَبُو الْحَسَنِ هٰذَا صَخْرَةً عَظِيْمَةً عَلٰى عُنُقِهِ -

২০৮২ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল মালিক ইবন যানজুয়াহ আবু বকর (র)....বনু নওফলের আযাদকৃত গোলাম আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইবন আব্বাস (রা)কে জনৈক গোলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো– যে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছে, পরে তাদের উভয়কে আযাদ করা হয়েছে। সে কি উক্ত মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আপনি কর বরাতে বলছেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

রাবী আব্দুর রায্যাক বলেনঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেছেন যে, আবুল হাসান নিজের ঘাড়ে একটি বিরাট পাথর উঠিয়ে নিল।

٣٣. بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল ওয়ালাদ-এর ইদ্দত

২০৮৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لاَتُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

২০৮৩ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাতকে নষ্ট করো না। মনে রেখো, উম্মুল ওয়ালাদ-এর ইদ্দত চার মাস দশ দিন।

٣٤. بَابُ كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে ইদ্দত অবস্থায় তার সাজসজ্জা গ্রহণ অপছন্দনীয়

২০৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَايَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِبْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ حَبِيْبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا -

২০৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....যয়নাব বিনত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা)কে বলতে শুনেছেন যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললোঃ আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে। এখন তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, তাই সে তার চোখে সুরমা ব্যবহার করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমাদের অবস্থা তো এমন ছিল যে, এক বৎসর পূর্ণ হলে পর গোবর ছিটিয়ে ইদ্দত পূর্ণ করতে। এখন তো তা কেবল চার মাস দশ দিন।

٣٥. بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ছাড়া অন্যের মৃত্যুতে মহিলারা কি সাজসজ্জা বর্জন করবে?

২০৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَتَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّعَلَى زَوْجٍ -

২০৮৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন মহিলার জন্য স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি সাজসজ্জা বর্জন করা বৈধ নয়।

٢٠٨٦ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ –

২০৮৬ হান্নাদ ইবন সারী (র).... নবী ﷺ এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে মহিলা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস রাখে, তার জন্য স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি সাজসজ্জা বর্জন করা বৈধ নয়।

٢٠٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلٰى زَوْجِهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا، اِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَتَطَيَّبُ اِلاَّ عِنْدَ اَدْنٰى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ اَوْ اِظْفَارٍ –

২০৮৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের অধিক সাজসজ্জা পরিহার করবে না। তবে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন সাজসজ্জা বর্জন করবে। সে রঙ্গীন বস্ত্র পরিধান করবে না। তবে ইয়ামনের বিশেষ ধরনের রঙ্গীন চাদর পরতে পারবে। সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার সময় গোসলের বেলায় সামান্য কস্তুরী ও চন্দন লাগাতে পারবে।

٣٦. بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوْهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতা পুত্রকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বললে

٢٠٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ – قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَكُنْتُ اُحِبُّهَا وَكَانَ اَبِي يُبْغِضُهَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَنِي اَنْ اُطَلِّقَهَا فَطَلَّقْتُهَا –

২০৮৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... 'আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসতাম, কিন্তু আমার পিতা তাকে দেখতে পারতেন না। উমর (রা) ব্যাপারটি নবী ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি তাকে তালাক দিলাম।

٢٠٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ رَجُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ (شَكَّ شُعْبَةُ) أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحٰى وَيُطِيلُهَا وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوِاتْرُكْ –

২০৮৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আবু আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তিকে তার পিতা অথবা তার মা তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলল। এদিকে সে কসম খেয়ে বলল যে, আমি যদি স্ত্রীকে তালাক দেই তবে একশো গোলাম আযাদ করে দেব। এমতাবস্থায় সে আবু দারদা (রা) এর কাছে এলো। তখন তিনি চাশ্তের সালাত আদায় করছিলেন এবং তিনি তা দীর্ঘায়িত করেন। আর যুহর ও আসরের মাঝেও তিনি সালাত আদায় করছিলেন। লোকটি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তখন আবু দারদা (রা) বললেনঃ তোমার মানত পূরণ কর। আর তোমার পিতামাতার হুকুমও পালন কর।

আবুদ দারদা (রা) বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের উত্তম দ্বার। তুমি তোমার পিতা-মাতার অধিকার সংরক্ষণ কর, কিম্বা ছেড়ে দাও।

كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ
অধ্যায় ঃ কাফ্ফারাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١١. كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ

অধ্যায় ঃ কাফ্ফারাত

١. بَابُ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ كَانَ يَحْلِفُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কসম করতেন

٢٠٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِىِّ، قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ –

২০৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....রিফা'আ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কসম করতেন, তখন বলতেনঃ সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ।

٢٠٩١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ – ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍعَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِىِّ، قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ يَحْلِفُ بِهَا ، اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ –

২০৯১ হিশাম ইবন আম্মার (র)…. রিফা'আ ইবন ইরাবা জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দিয়ে কসম করতেন, তা ছিলঃ আমি আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ।

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ كَانَتْ اَكْثَرُ اَيْمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَ مُصَرِّفِ الْقُلُوْبِ –

২০৯২ আবু ইসহাক শাফিয়ী ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আব্বাস (র)…. সালিমের পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিকাংশ কসম ছিলঃ "না, অন্তরের পরিবর্তন সৃষ্টিকারীর কসম!"

٢٠٩٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ. ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ، بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى، جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ اَبِيْهِ،عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ،قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ –

২০৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)…. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কসম এমন ছিলঃ "না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।"

٢. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা নিষেধ

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَ لاَ اٰثِرًا –

২০৯৪ মুহাম্মদ ইবন আবু উমর আদানী (র)…. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে তার পিতার নামে কসম করতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। উমর (রা) বলেনঃ এরপর আমি নিজে ইচ্ছা করে এবং অন্যের কথা উদ্ধৃতি দিতে গিয়েও আর পিতার নামে কসম করিনি।

٢٠٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ، وَلاَبِاٰبَائِكُمْ –

২০৯৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আব্দুর রহমান ইবন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা প্রতিমা ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করবে না।

২০৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِىْ يَمِيْنِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى، فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ –

২০৯৬ আব্দুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কসম করতে গিয়ে যে এমন বললোঃ "লা'ত ও উয্যার কসম!" সে যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পাঠ করে নেয়।

২০৯৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ثُمَّ اُنْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ –

২০৯৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও হাসান ইবন আলী খাল্লাল (র).... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার লা'ত ও উয্যার নামে কসম করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তুমি এই বাক্যটি পাঠ করে নাও ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ পরে তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ কর ও শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। আর কখনো এরূপ করবে না।

٣. بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মিল্লাতের কসম করা

২০৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيٰى ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْاِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ –

২০৯৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র).... ছাবিত ইবনু যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য মিল্লাতের মিথ্যা কসম করে, তবে সে তাই হয়ে যাবে, যা সে বলেছে।

২০৯৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُوْلُ اَنَا، اِذًا، لَيَهُوْدِيٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَتْ –

২০৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে এমন বলতে শুনলেনঃ আমি যদি এরূপ করি তবে আমি ইয়াহুদী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সাব্যস্ত হয়ে গেল[১]।

٢١٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا عَمْرُ وبْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ اِنِّى بَرِئٌ مِنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ اِلَيْهِ الْاِسْلَامُ سَالِمًا –

২১০০ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল ইবন সামুরা (র).... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তো ইসলাম থেকে মুক্ত, সে যদি মিথ্যাও বলে থাকে, তবুও সে যেমন বলেছে, তেমনই হবে। আর যদি সে সত্য বলে থাকে, তবুও ইসলাম আর তার কাছে নিরাপদে ফিরে আসে না।

٤. بَابُ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ

অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট হয়

٢١٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنُ سَمُرَةَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللّٰهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللّٰهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ –

২১০১ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল ইবন সামুরা (রা).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে তার পিতার নামে কসম করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে যেন তা সত্যে পরিণত করে। আর যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হয়, সে যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে সন্তুষ্ট হয় না, তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না।

٢١٠٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاٰى عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ – فَقَالَ اَسَرَقْتَ ؟ قَالَ لاَ وَالَّذِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيْسَى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِىْ –

২১০২ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ 'ঈসা ইবন মারয়াম জনৈক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেনঃ তুমি চুরি

---

১. এ কথার মর্ম হলোঃ সে ইয়াহুদী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

করলে? সে বললঃ "না! সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।" তখন 'ঈসা (আ) বললেনঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমার চোখকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলাম।

٥. بَابُ الْيَمِيْنِ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমের পরিণাম হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ

٢١٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ -

২১০৩ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বস্তুত কসমের পরিণাম হলো গুনাহ অথবা অনুতাপ।

٦. بَابُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমে ইস্তিছনা শব্দ যুক্ত করা

٢١٠٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ -

২১০৪ আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম আম্বরী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করে এবং বলেঃ "ইনশাআল্লাহ,"— আল্লাহ চাহেন তো, তার এ ইস্তিছনা কার্যকর হবে।

٢١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرُ حَانِثٍ -

২১০৫ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র)...ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছনঃ যে ব্যক্তি কসম করে, আর ইস্তিছনা শব্দ যুক্ত করে (ইনশাআল্লাহ), সে ইচ্ছা করলে বক্তব্য থেকে ফিরে যেতে পারে, অথবা সে তা পরিত্যাগ করতে পারে। এতে সে শপথ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না।

٢١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً ، قَالَ مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَنْ يَحْنَثْ -

২১০৬ 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ যুহরী (র).... ইবন 'উমর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বরাতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করে আর ইস্তিছনা শব্দ যুক্ত করে, সে শপথ ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না।

٧. بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছুর উপর কসম করার পর এর চেয়ে উত্তম দেখলে

২১০৭ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَبْدَةَ اَنْبَأنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا غَيْلَانُ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ مُوْسَى، قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ! مَاعِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُتِيَ بِاِبِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ اِبِلٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا اِنْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَلاَّ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا اِرْجِعُوْا بِنَا فَاَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّا اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ! مَااَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّيْ، وَاللّٰهِ! اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَاَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ -

২১০৭ আহমদ ইবন 'আব্‌দা (র)...... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আশ আরীদের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এসেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের বাহন দিতে পারব না। আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি। রাবী বলেনঃ আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এরপর (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে) কিছু উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের জন্য তিনটি উজ্জ্বল কুঁজ বিশিষ্ট উট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের একজন অপরজনকে বললোঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাহন চাইতে এসেছিলাম, তখন তিনি কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি আমাদের বাহন দিতে পারবেন না। পরে আবার তিনি আমাদের বাহন দিয়ে দিলেন। তখন বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাদের বাহন দেইনি, বরং আল্লাহই তো তোমাদের দিয়েছেন। আর আমি, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ চান, যখন কোন ব্যাপারে কসম করার পর এরচেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাই, তখন আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং আমি সেই ভাল কাজটি করি। অথবা তিনি বলেনঃ আমি সেই ভাল কাজটি করি এবং আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেই।

২১০৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِبْنُ زُرَارَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ -

২১০৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারা (র).... 'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ কসম করার পর যদি অন্য কিছু এর চেয়ে উত্তম বিবেচনা করে, তবে সে যেন ঐ উত্তম কাজটি করে এবং তার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয়।

٢١٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا اَبُوا الزَّعْرَاءِ عَمْرُوبْنُ عَمْرٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِى الْاَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! يَأْتِيْنِىْ اِبْنُ عَمِّىْ فَاَحْلِفُ اَنْ لاَ اُعْطِيَهُ وَلاَ اَصِلَهُ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ -

২১০৯ মুহাম্মদ ইবন আবু উমর 'আদানী (র).... মালিক জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার কাছে আমার চাচাতো ভাই আসলে আমি কসম খেয়ে বলি যে, আমি তাকে কিছু দেব না এবং আমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করব না। তিনি বললেনঃ তুমি তোমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে দাও।

٧. بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে— মন্দ বিষয়ে কসমের কাফ্‌ফারা হলো কাজটি বর্জন করা

٢١١٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فِىْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، اَوْفِيْهَا لاَ يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ، اَنْ لاَيَتِمَّ عَلَى ذٰلِكَ -

২১১০ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ অথবা অন্য কোন অনুচিত বিষয়ে কসম করে, তবে তার জন্য ঐ কাজটি সম্পন্ন না করার মধ্যে কল্যাণ নিহীত আছে।

٢١١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَارَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا -

২১১১ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্দুল মু'মিন ওয়াসিতী (র).... 'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কসম করার পর দেখে যে, অন্যকিছু এর চাইতে উত্তম, তখন সে যে জন্য কসম করেছিল; তা যেন পরিত্যাগ করে। কেননা, এটা বর্জন করাই– এর কাফফারা।

٩. بَابُ كَمْ يُطْعَمُ فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমের কাফ্ফারার পরিমাণ

٢١١٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِىُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِىُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَفَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذٰلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ -

২১১২ 'আব্বাস ইবন ইয়াযীদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সা' খোরমা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন এবং লোকদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে, অবশ্য যদি তা না পায়, তবে অর্ধ সা' গম আদায় করবে।

١٠. بَابُ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনকে যে খাবার দাও, তার মধ্যম মান

٢١١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى الْمُغِيْرَةِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيْهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَتْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ -

২১১৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন কোন লোক তার পরিবার-পরিজনকে খুব উদার হাতে আহার দান করত। আর কেউ কেউ খুব হিসাব করে খরচ করত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ - مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের পরিজনদের যা খেতে দাও, তার মধ্যম ধরনের।"

١١. بَابُ النَّهْىِ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِىْ يَمِيْنِهِ وَ لَا يُكَفِّرُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো মন্দ কাজের কসম করে তার উপর অবিচল থাকা ও কাফ্ফারা আদায় না করা নিষেধ

٢١١٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَعْمَرِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِى الْيَمِيْنِ فَإِنَّهُ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِى أُمِرَ بِهَا -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ –

২১১৪ সুফয়ান ইবন অকী' (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন অসঙ্গত কসমের উপর অটল থাকে, তখন সে আল্লাহর কাছে অপরাধী গণ্য হয়। তার উচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত কাফফারা আদায় করে দেওয়া।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢. بَابُ اِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কসমকারীর দায়মুক্তিতে সাহায্য করা

٢١١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ –

২১১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কসমকারীর দায় মুক্তিতে সাহায্য করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيْدَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ، اَوْعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِاَبِيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِجْعَلْ لِاَبِيْ نَصِيْبًا مِنَ الْهِجْرَةِ فَقَالَ اِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتَنِيْ ؟ فَقَالَ اَجَلْ فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِيْ قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ فُلاَنًا وَ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَاهُ وَجَاءَ بِاَبِيْهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اَقْسَمْتُ فَمَدَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ فَقَالَ اَبْرَرْتَ عَمِّيْ وَلاَ هِجْرَةَ –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِدْرِيْسَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ، بِاِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ –

قَالَ يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ يَعْنِيْ لاَ هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ اَسْلَمَ اَهْلُهَا –

২১১৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আব্দুর রহমান ইবন সফওয়ান অথবা সফওয়ান ইবন আব্দুর রহমান কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আব্দুর রহমান তার পিতাকে

নিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে হিজরতে শরীক রাখুন। তখন তিনি বললেনঃ আর তো হিজরত নেই। তখন তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে আব্বাস (রা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আপনি কি আমাকে চেনেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এরপর আব্বাস (রা) একটি জামা গায়ে, চাদর বিহীন অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এই লোকটিকে চিনেন এবং তার ও আমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতাও আপনি জানেন। লোকটি তার পিতাকে নিয়ে এসেছে, যেন আপনি তাকে হিজরতের উপর বায়'আত করান। তখন নবী ﷺ বললেনঃ এখন তো আর হিজরত নেই। তখন আব্বাস (রা) বললেনঃ আপনাকে কসম দিয়ে বলছি। তখন নবী তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন ও লোকটির হাত স্পর্শ করলেন এবং বললেনঃ আমি কেবল আমার চাচার শপথ পূর্ণ করলাম। আসলে এখন আর হিজরত নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

ইয়াযীদ ইবন আবু যিয়াদ (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথার মর্ম এই যে, যে দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে দেশ থেকে আর হিজরত করে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

١٣. بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَ شِئْتَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও এরূপ বলা নিষেধ

٢١١٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْاَجْلَحُ الْكِنْدِىُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ : مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ –

২১১৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... ইবন 'আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ শপথ করে, তখন সে যেন এমন না বলে, আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা ইচ্ছা কর। বরং সে যেন বলেঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এরপর তুমি যা ইচ্ছা কর।

٢١١٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَاٰى فِى النَّوْمِ اَنَّهُ لَقِىَ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلَا اَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ ! اِنْ كُنْتُ لَاَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخِىْ عَائِشَةَ لِاُمِّهَا، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ –

২১১৮ হিশাম ইবন আম্মার (র).... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মুসলমান স্বপ্নে দেখল যে, সে আহলে কিতাবের জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছে। আহলে কিতাবের লোকটি বললঃ তোমরা কতই ভাল জাতি। যদি তোমরা শিরক না করতে! তোমরা তো বলে থাকঃ "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, আর মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেন।" পরে তিনি স্বপ্নের কথাটি নবী ﷺ এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাদের এরূপ কিছু বলতে শিখাইনি। বরং তোমরা বলবেঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এরপর মুহাম্মদ ﷺ যা চান।

মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র).... 'আয়েশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই তুফায়ল ইবন সাখ্বারা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٤. بَابُ مَنْ وَرَّى فِيْ يَمِيْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শপথের সময় কেউ যদি মনের ইচ্ছা গোপন রাখে

٢١١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ اِسْرَائِيْلَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ اَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ اَنْ يَحْلِفُوْا فَحَلَفْتُ اَنَا اَنَّهُ اَخِيْ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَا اَنَّهُ اَخِيْ فَقَالَ صَدَقْتَ اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ -

২১১৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াইয়া ইবন হাকীম (র).... সুওয়াদ ইবন হান্যালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খোঁজে বের হলাম। এ সময় আমাদের সাথে ছিলেন ওয়ায়েল ইবন হুজর। তার শত্রু তাকে ধরে ফেলল। তখন কেউ শপথ করতে রাযী হল না। আমি শপথ করে বললামঃ সে আমার ভাই। এ কথা বলায় শত্রুগণ তাকে ছেড়ে দিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, কাওমের লোকেরা কসম করতে রাযী হয়নি, আমি কসম করে বলেছিলাম, সে আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি সত্যই বলেছ, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

٢١٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ -

২১২০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কসম হবে হলফ দানকারীর নিয়্যতের ভিত্তিতে।

٢١٢١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ –

২১২১ 'আমর ইবন রাফি' (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমার কসম সে ভিত্তিতেই হবে, যা হলফদানকারী সত্যায়ন করে।

١٥. بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানতের নিষিদ্ধতা

٢١٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ –

২১২২ আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর দ্বারা কেবল মাত্র কৃপণের কিছু ধন বের করে আনা হয়।

٢١٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ وَلٰكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذٰلِكَ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ –

২১২৩ আহমদ ইবন ইয়ূসুফ (র)...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানত আদম সন্তানকে তার জন্য নির্ধারিত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু দেয় না। তবে, অনেক সময় তাকদীর বিলম্বিত হয় এবং অবসরে কৃপণ লোক থেকে কিছু সম্পদ বের করে আনা হয়। আর তখন তার জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, যা আগে সহজ ছিল না। অথচ আল্লাহ তো বলেছেনঃ "তুমি খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করব।"

١٦. بَابُ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাপ কাজের মানত

٢١٢٤ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ – وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ –

২১২৪ সাহ্‌ল ইবন আবু সাহ্‌ল (র).... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পাপ কাজে কোন মানত নেই; আর আদম সন্তান যে কাজের ক্ষমতা না রাখে, সেখানে কোন মানত নেই।

٢١٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوطَاهِرٌ ثَنَا اِبْنُ وَهَبٍ اَنْبَأنَا يُوْنُس، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ -

২১২৫ আহমদ ইবন আমর ইবন সারাহ মিসরী আবু তাহির (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ গুনাহের কাজে কোন মানত নেই। আর এর কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারার মত।

٢١٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِيْهِ -

২১২৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালনের মানত করে, সে যেন তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে, সে যেন অবাধ্যতা না করে।

١٧. بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَّ لَمْ يُسَمِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কোন কিছুর নাম না নিয়ে শুধু মানত করে

٢١٢٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِى، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ -

২১২৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর উল্লেখ না করে শুধু মানত করে, তবে তার কাফফারা হবে কসমের কাফফারার মত।

٢١٢٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ -

২১২৮ হিশাম ইবন আম্মার (র).... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর উল্লেখ না করে মানত করে, তবে তার কাফ্ফারা হবে কসমের কাফফারার মত। আর যে ব্যক্তি এমন মানত করে, যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই, তবে এর কাফফারা হবে কসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি এমন মানত করে, যা আদায়ের সে ক্ষমতা রাখে; তবে সে যেন তা পূরণ করে।

١٨. بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় প্রসঙ্গ

٢١٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ الْخَطَّابِ، نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَوْفِي بِنَذْرِي -

২১২৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়্যাত যুগে একটি মানত করেছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে মানত আদায় করার নির্দেশ দেন।

٢١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالاَ ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ لاَ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ -

২১৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও আব্দুল্লাহ ইবন ইসহাক জাওহারী (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি কুরবানী করার মানত করেছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমার মধ্যে কি জাহিলিয়্যাতের কোন চিন্তাধারা অবশিষ্ট রয়েছে? সে বললোঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার মানত পুরা করে নাও।

٢١٣١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ الْيَسَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيْفَةٌ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟ قَالَ : لاَ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنَ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

২১৩১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মুনা বিনত কুরদাম ইয়াসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা একবার নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন মায়মূনা তার পিতার সাথে একই বাহনে পিছনে বসা ছিলেন। মায়মূনার পিতা বলেনঃ আমি 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি কুরবানী করার মানত করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেখানে কি কোন প্রতিমা আছে? তিনি বললেনঃ না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার মানত আদায় করে নাও। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মায়মূনা বিনত কুরদাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٩. بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায় না করে যে মারা যায়

٢١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْضِهِ عَنْهَا-

২১৩২ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তার মায়ের একটি মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন- যা পূর্ণ করার আগেই তার মা মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমিই তার পক্ষ থেকে মানত আদায় করে দাও।

٢١٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِىُّ -

২১৩৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)...জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললোঃ আমার মায়ের উপর সাওমের মানত ছিল। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তিনি মারা গিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তার পক্ষ থেকে ওলী যেন সাওম আদায় করে নেয়।

٢٠. بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করে

٢١٣٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الرُّعَيْنِىِّ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِىَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ-

২১৩৪ আলী ইবন মুহাম্মদ (র).... উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাঁর বোন একবার মানত করেছিলেন যে, তিনি খালি পায়ে হেঁটে মুখ খোলা অবস্থায় হজ্জ আদায় করবেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উল্লেখ করেন। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তাকে বল, সে যেন বাহনে আরোহন করে ও মুখ ঢেকে রাখে। আর তিন দিন সাওম পালন করে।

٢١٣٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذَا؟ قَالَ ابْنَاهُ نَذْرٌ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ -

২১৩৫ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একবার এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, সে তার দু'ছেলেকে ধরে হেঁটে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তির কি হয়েছে? ছেলেরা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এটা তার মানত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হে বুড়ো! তুমি কোন যানবাহনে আরোহণ কর; কেননা, আল্লাহ তোমার এই কষ্ট ও মানতের মুখাপেক্ষী নন।

٢١. بَابُ مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মানতের মধ্যে পাপের সাথে পূণ্য মিলিয়ে নেয়

٢١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلَا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَزَالُ قَائِمًا قَالَ لِيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ -

২১৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটা কি? লোকেরা বললোঃ এ লোকটি মানত করেছে যে, সে সাওম পালন করবে, আর সারাদিন ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং সারাক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে যায় এবং সাওম পূর্ণ করে নেয়।

ﷺ হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ ইবন শায়বা ওয়াসিতী (র)....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ التِّجَارَاتِ
অধ্যায় ঃ তিজারাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٢. كِتَابُ التِّجَارَاتِ

অধ্যায় ঃ তিজারাত

١. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَاسِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপার্জনের প্রতি উৎসাহ দান

٢١٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ –

২১৩৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আলী ইবন মুহাম্মদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মানুষ সবচেয়ে পবিত্র আহার যা গ্রহণ করে, তা হচ্ছে তার নিজের উপার্জিত আহার। আর তার সন্তানও হচ্ছে তার উপার্জিত সম্পদ।

٢١٣٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الزُّبَيْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا اَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَمَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاَهْلِهٖ وَوَلَدِهٖ وَخَادِمِهٖ فَهُوَ صَدَقَةٌ –

২১৩৮ হিশাম ইবন আম্মার (র) .... মিক্দাম ইবন মা'দীকারিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন মানুষ নিজ হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম উপার্জন আর কিছুই করতে পারে

না। আর মানুষ তার নিজের, তার পরিবারের, তার সন্তান এবং তার খাদিমের জন্য যা ব্যয় করে, তা হলো সাদাকাহ।

٢١٣٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا كُلْثُوْمُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২১৩৯ আহমদ ইবন সিনান (রা)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিশ্বস্ত সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদের সঙ্গে থাকবে।

٢١٤٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى اِبْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ -

২১৪০ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ বিধবা ও মিসকীনদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির ন্যায়। আর যারা রাত্রিতে নফল ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে তাদের সমতুল্য।

٢١٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِىْ مَجْلِسٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلٰى رَاْسِهِ اَثَرُ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ فَقَالَ أَجَلْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ اَفَاضَ الْقَوْمُ فِىْ ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ لَابَاْسَ بِالْغِنٰى لِمَنْ اِتَّقٰى وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ -

২১৪১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আব্দুল্লাহ ইবন খুবায়বের চাচা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা একবার এক মজলিসে বসাছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ এলেন। তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে বললঃ আপনাকে আমরা আজ খুব প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। এরপর মজলিসের লোকজন ধন-সম্পদের আলোচনায় মনোযোগ দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকওয়ার অধিকারী লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর একজন মুত্তাকীর জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। আর মনের প্রফুল্লতা এক বিশেষ নিয়ামত।

٢. بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِيْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জীবিকা অর্জনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন

٢١٤٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْمِلُوْا فِيْ طَلَبِ الدُّنْيَا فَاِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ -

২১৪২ হিশাম ইবন আম্মার (র).... আবু হুমায়দ সায়িদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর; কেননা, যার জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তা পাবেই।

٢١٤٣ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بَهْرَامَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا اَلْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَهُمُّ بِاَمْرِ دُنْيَاهُ وَاَمْرِ اٰخِرَتِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ اِسْمَاعِيْلُ -

২১৪৩ ইসমাইল ইবন বিহরাম (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মু'মিন দুনিয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করে এবং আখিরাতের ব্যাপারেও চিন্তা করে।

(ইমাম ইবন মাজাহ বলেন) এই হাদীসটি আব্দুল্লাহ সাদের দিকে দিয়ে গরীব। ইসমাইল একাই এটি বর্ণনা করেন।

٢١٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ فَاِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَاِنْ اَبْطَاَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ خُذُوْا مَا حَلَّ وَدَعُوْا مَا حَرُمَ -

২১৪৪ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিম্সী (র)....জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও বৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জন কর। কেননা, কোন প্রাণীই তার নির্ধারিত রিযক্ পূর্ণ না করে মরবেনা–যদিও কিছু বিলম্ব ঘটতে পারে। তাই আল্লাহকে ভয় কর ও সৎ ভাবে জীবিকা অর্জন কর। যা হালাল তাই গ্রহণ কর, আর যা হারাম তা বর্জন কর।

٣. بَابُ التَّوَقِّى فِى التِّجَارَةِ

অনুচ্ছেদঃ ব্যবসায় সাবধানতা অবলম্বন

٢١٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّبِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَامَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحِلْفُ وَاللَّغْوُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ -

২১৪৫ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... কায়স ইবন আবু গারাযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমাদেরকে 'সামাসিরা' নামে অভিহিত করা হত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং আগের নামের চেয়ে একটি সুন্দর নামে আমাদের নামকরণ করেন। তিনি বলেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! বেচাকেনার সময় অনেক ক্ষেত্রে কসম ও অতিরিক্ত কথা বলতে হয়; তাই তোমরা এর সাথে কিছু সাদাকাহ মিলিয়ে নিও।

٢١٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنُ خُشَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ بُكْرَةً فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوْا اَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوْا اَعْنَاقَهُمْ قَالَ اِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ -

২১৪৬ ইয়া'কূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র.)....রিফা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি দেখতে পেলেন, লোকেরা সকাল বেলা বেচাকেনা করছে। তখন তিনি তাদের এই বলে ডাকলেনঃ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তারা যখন চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচু করে দেখল, তখন তিনি বললেনঃ ব্যবসায়ীদের কিয়ামতের দিন পাপীদের সাথে উঠান হবে। তবে তারা ব্যতীত, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সততার সাথে ব্যবসা করে ও সত্য কথা বলে।

٤. بَابُ اِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَلْيَلْزَمْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো জন্য যদি কোন ভাবে রিযক্ এর ব্যবস্থা হয় তবে সে যেন তাতে লেগে থাকে

٢١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا فَرْوَةُ اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ مِنْ شَيْئٍ فَلْيَلْزَمْهُ -

২১৪৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি কোন সূত্র থেকে আমদানী পায়, তবে সে যেন তাতে লেগে থাকে।

٢١٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ وَاِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْتُ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنْتُ اُجَهِّزُ اِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ اِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لاَتَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ ؟ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلاَ يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَلَهُ اَوْيَتَنَكَّرَلَهُ -

২১৪৮ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসা পরিচালনা করতাম। একবার আমি ইরাকে মাল পাঠালাম। এরপর আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে বললামঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আগে সিরিয়ায় ব্যবসা করতাম। কিন্তু এবার ইরাকে মাল পাঠিয়েছি। তিনি বললেনঃ এমন করোনা। তোমার ব্যবসা কেন্দ্রের কি হল? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ যখন তোমাদের কারো জন্য কোন স্থান থেকে রিযক এর ব্যবস্থা করে দেন, তখন সে যেন ঐ স্থান পরিত্যাগ না করে, যতক্ষণ না তা তার জন্য প্রতিকূল হয় অথবা তা তার জন্য অপছন্দনীয় হয়।

٥. بَابُ الصِّنَاعَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারিগরি ও হস্ত শিল্প প্রসঙ্গে

٢١٤٩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِىُّ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى اُحَيْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلاَّ رَاعِىَ غَنَمٍ قَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاَنَا كُنْتُ اَرْعَاهَا لاَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيْطِ قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِىْ كُلَّ شَاةٍ بِقِيْرَاطٍ -

২১৪৯ সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁরা সবাই ছাগল চরিয়েছেন। সাহাবীগণ তাঁকে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি? তিনি বললেনঃ আমিও। আমি কয়েকটি কীরাত এর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। সুওয়াদ বলেনঃ প্রতিটি বকরী চরানোর বিনিময়ে এক কীরাত।

٢١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ وَالْحَجَّاجُ وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالُوْا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا -

২১৫০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকারিয়া (আ.) কাঠ মিস্ত্রী ছিলেন।

٢١٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ -

২১৫১ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র)..আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ চিত্র কারদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, এতে প্রাণ দাও।

٢١٥٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ -

২১৫২ 'আমর ইবন রাফি' (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ লোকদের মধ্যে অধিক মিথ্যাবাদী হলো– কাপড়ে রংকারী ও অলংকার নির্মাতারা।

٦. بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ গুদামজাতকরণ ও অবাধ ব্যবসা প্রসঙ্গে

٢١٥٣ حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ -

২১৫৩ নসর ইবন আলী জাহযামী (র).... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অবাধ ব্যবসায়ী অনুগ্রহের পাত্র, আর গুদামজাতকারী অভিশপ্ত।

٢١٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ -

২১৫৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মা'মার ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন নায্‌লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়কারী ছাড়া আর কেউ গুদামজাত করেনা।

২١٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا اَبُوْبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِى اَبُوْيَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْاِفْلاَسِ -

২১৫৫ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র).... উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্য দ্বারা শাস্তি দেন।

٧. بَابُ اَجْرِ الرَّاقِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁক কারীর পারিশ্রমিক

٢١٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَيَاسٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثِيْنَ رَاكِبًا فِىْ سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَالْنَاهُمْ اَنْ اَنْ يَقْرُوْنَا فَاَبَوْا فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَاَتُوْنَا فَقَالُوْا اَفِيْكُمْ اَحَدٌ يَرْقِىْ مِنَ الْعَقْرَبِ فَقُلْتُ نَعَمْ اَنَا وَلٰكِنْ لاَ اَرْقِيْهِ حَتّٰى تُعْطُوْنَا غَنَمًا قَالُوْا فَاِنَّا نُعْطِيْكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً فَقَبِلْنَاهَا فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ فَعَرَضَ فِىْ اَنْفُسِنَا مِنْهَا شَىْءٌ فَقُلْنَا لاَ تَعْجَلُوْا حَتّٰى تَاتِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ صَنَعْتُ فَقَالَ اَوَمَا عَلِمْتَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اِقْتَسِمُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا -

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اِبْنِ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صلعم وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالصَّوَابُ هُوَ اَبُوا الْمُتَوَكِّلِ -

২১৫৬ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ত্রিশজন অশ্বারোহীকে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। আমরা এক সম্প্রদায়ের কাছে অবতরণ করলাম এবং তাদের আমাদের কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে তাদের নেতা বিষাক্ত জন্তুর কামড়ে আক্রান্ত হলো। তখন তারা আমাদের কাছে এসে বলল, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে বিচ্ছুর কামড়ের ঝাড়-ফুঁক করতে পারে? আমি বললামঃ হ্যাঁ, আমিই পারি। তবে তোমরা আমাদের কিছু ছাগল না দিলে আমি ঝাড়-ফুঁক করতে যাব না। তখন তারা বললঃ আমরা তোমাদের ত্রিশটি বকরী দেব। আমরা তা

গ্রহণ করলাম এবং আমি তার উপর সাত বার 'আলহামদু' সূরাটি পাঠ করলাম। সে সুস্থ হলো, আর আমরা ছাগল নিয়ে ফিরে আসলাম। পরে এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হল। তাই আমরা বললামঃ তোমরা তাড়াতাড়ি করবে না; যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হই। আমরা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তাঁকে আমার এই ঘটনাটি অবহিত করলাম। তিনি বললেনঃ তুমি কি জান না যে, এটাই ঝাড়-ফুঁক। তোমরা এ ছাগলগুলো বন্টন করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও এক অংশে শরীক রাখ।

আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা).....আবু সায়ীদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ الْاَجْرِ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

٢١٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادِ الْمُوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْاٰنَ وَالْكِتَابَةَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَاَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اِنْ سَرَّكَ اَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ط -

২১৫৭ আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র).... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আহ্‌ল-ই সুফফার কিছু লোকদের কুরআন ও লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি (মনে মনে) বললামঃ এটি তো আর তেমন উল্লেখযোগ্য কোন মাল নয়। আর এ দিয়ে আমি আল্লাহর পথে তীর মারতে পারব। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ তোমাকে আগুনের শিকল পরানো হোক, যদি তুমি এতে সন্তুষ্ট হও, তবে তুমি তা গ্রহণ করতে পার।

٢١٥٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْاٰنَ فَاَهْدٰى اِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ اَخَذْتَهَا اَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا -

২১৫৮ সাহ্‌ল ইবন আবু সাহ্‌ল (র)....উবায় ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তখন সে আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেনঃ যদি তুমি এটি গ্রহণ কর, তবে মনে করবে যে, তুমি আগুনের একটি ধনুক গ্রহণ করেছ। এ কথা শুনে আমি তা ফেরত দিয়ে দিলাম।

٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِالْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَ عَسَبِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময়, গণকের বখ্‌শিশ ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ নিষেধ

٢١٥٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِالْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ-

২১৫৯ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় ও গণকের বখশিশ গ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন।

٢١٦٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسَبِ الْفَحْلِ-

২১৬০ আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন তরীফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٦١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمَةَ اَنْبَاَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ-

২১৬১ হিশাম ইবন আম্মার (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

١٠. بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গা দানকারীর উপার্জন

٢١٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ احْتَجَمَ وَاَعْطَاهُ اَجْرَهُ-

تَفَرَّدَ بِهِ اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَحْدَهُ قَالَهُ اِبْنُ مَاجَةَ-

২১৬২ মুহাম্মদ ইবন আবু উমর আদানী (র.).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং শিঙ্গা দানকরীকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

ইবন মাজাহ বলেনঃ ইবন আবু উমর একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২১৬৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ ثَنَا اَبُوْدَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ جَمِيْلَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَنِيْ فَاَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ -

২১৬৩ 'আমর ইবন আলী আবু হাফস সায়রাফী ও মুহাম্মদ ইবন উবাদা ওয়াসিতী (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং আমাকে পারিশ্রমিক দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন আমি শিঙ্গা দানকারীকে তার পারিশ্রমিক আদায় করে দিয়েছিলাম।

২১৬৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ -

২১৬৪ আব্দুল হামীদ ইবন বয়ান ওয়াসিতী (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং শিঙ্গা দানকারীকে তার পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

২১৬৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ -

২১৬৫ হিশাম ইবন আম্মার (র).... আবু মাসউদ উকবা ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা দানকারীর উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন।

২১৬৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ اَعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ -

২১৬৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... মুহায়য়িসা (রা)' থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ কে শিঙ্গা দানকারীর উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। সে নবী ﷺ-কে তার প্রয়োজনের কথা বলল। তখন তিনি বললেনঃ তুমি তোমার উটের আহার দানে তা খরচ করে ফেল।

١١. بَابُ مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ

অনুচ্ছেদঃ যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হালাল নয়

২১৬৭ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذَالِكَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اَرَئَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَاَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ -

২১৬৭ 'ঈসা ইবন হান্নাদ মিসরী (র).... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শূকর ও প্রতিমার ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে কি বলেন? কারণ এটি নৌকা ও চামড়ায় ব্যবহার করা হয় এবং লোকেরা এর দ্বারা বাতিও জ্বালায়। তিনি বললেনঃ না, এগুলোও হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আল্লাহ য়াহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন, তখন তারা এটি গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য খেতে শুরু করেছিল।

٢١٦٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الرَّازِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاِفْرِيْقِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَ عَنْ شِرَائِهِنَّ وَ عَنْ كَسْبِهِنَّ وَ عَنْ اَكْلِ اَثْمَانِهِنَّ-

২১৬৮ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সা'য়ীদ কাত্তান (র).... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ গায়িকাদের ক্রয়-বিক্রয়, তাদের উপার্জন ও তাদের মূল্য খেতে নিষেধ করেছেন।

١٢. بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُنَابَذَهِ وَالْمُلَامَسَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'মুনাবাযা' ও 'মূলামাসা' ক্রয়বিক্রয়ের নিষেধ প্রসঙ্গে

٢١٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

২১৬৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢١٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ـ

زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ اَلْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْئَ وَلاَيَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلَ اَلْقِ اِلَىَّ مَا مَامَعَكَ وَاُلْقِىْ اِلَيْكَ مَا مَعِىْ ـ

২১৭০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও সাহল ইবন আবু সাহল (র).... আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা থেকে নিষেধ করেছেন। সাহল অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, সুফয়ান (র) বলেছেনঃ মুলামাসা হলো কোন কিছু না দেখেই তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা। আর মুনাবাযা হলো এরূপ বলা যে, তোমার হাতের বস্তুটি আমার দিকে নিক্ষেপ কর, আমিও আমার হাতের জিনিসটি তোমার দিকে নিক্ষেপ করব।

١٣. بَابُ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দরদামের উপর দরদাম না করে

٢١٧١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ ـ

২১৭১ সুওয়ায় ইবন সায়ীদ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।

٢١٧٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ ـ

২১৭২ হিশাম ইবন আম্মার (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, আর তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে।

١٤. بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّجْشِ

অনুচ্ছেদঃ দালালী করা নিষেধ

٢١٧٣ حَدَّثَنَا قَرَأْتُ عَلٰى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَافَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجْشِ ـ

২১৭৩ মুস্‌আব ইবন 'আব্দুল্লাহ যুবায়রী ও আবু হুযাফা (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বেচা কেনায় (ধোকার উদ্দেশ্যে) দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَهْلُ بْنُ اَبِي سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَنَاجَشُوْا -

২১৭৪ হিশাম ইবন আম্মার ও সাহ্‌ল ইবন আবু সাহল (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তোমরা দালালী করবে না।

١٥. بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অনুচ্ছেদঃ স্থানীয় লোকজনের জন্য বহিরাগতদের পক্ষে বেচাকেনা করা নিষেধ

٢١٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ -

২১৭৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ স্থানীয় লোকজন বহিরাগতদের পক্ষে বেচাকেনা করবে না।

٢١٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ -

২১৭৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ স্থানীয় লোকজন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করবে না। তোমরা লোকদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজন থেকে অপর জনকে রিযক দান করবেন।

٢١٧٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا -

২১৭৭ 'আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম আম্বারী (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থানীয় লোকদের বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেনঃ আমি ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের বেচাকেনার অর্থ কি? তিনি বললেনঃ স্থানীয় লোকজন যেন দালাল না সাজে।

١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাফেলার মালপত্র টানাটানি করে বাজারে উঠানো নিষেধ

٢١٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقُّوا الاَجْلاَبَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ اِذَا أَتَى السُّوْقَ -

২১৭৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)......আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা কারো মালপত্র টানাটানি করে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করবে না। কেউ যদি এমন করে মাল নিয়ে আসে, আর তা কেউ খরিদ করে, তবে আসল মালিক বাজারে আসলে তার জন্য ইখতিয়ার থাকবে।

٢١٧٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ -

২১৭৯ 'উছমান ইবন আবু শায়বা (র).... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মালপত্র টানাটানি করে বাজারে এনে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ -

২১৮০ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম ও ইছহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবন শহীদ (র).... আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যের মাল টানাটানি করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

١٧. بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَفْتَرِقَا

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে

٢١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا

وَكَانَ جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ –

২১৮১ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ মিসরী (র)...'আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দু'ব্যক্তি যখন ক্রয়-বিক্রয় করে এবং একত্রে থাকে, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে। অথবা একজন অপরজনকে ইখতিয়ার দেয়। যদি একজন অপর জনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলে এবং তারা উভয়ে বেচা কেনায় রাযী হয়ে যায়, তবে বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের পর যদি তারা পৃথক হয়ে যায় এবং কেউই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে। তবে বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

٢١٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِيْءِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا –

২১৮২ আহমদ ইবন আবদা ও আহমদ ইবন মিকদাম (র).... আবু বারযা আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকবে।

٢١٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا –

২১৮৩ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইবন মানসুর (র).... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার বহাল থাকবে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়ে যায়।

١٨. بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেচা-কেনায় ইখতিয়ার প্রসঙ্গে

٢١٨٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَرْ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ عَمَّرَكَ اللّٰهُ بَيْعًا -

২১৮৪ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আহমদ ইবন ঈসা মিস্‌রী (র).... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জনৈক বেদুইন ব্যক্তি থেকে এক বোঝা ঘাস ক্রয় করেছিলেন। যখন বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার ইখতিয়ার বহাল রাখতে পার। তখন বেদুইন বলল, 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি বিক্রি করে দিয়েছি।

٢١٨٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ -

২১৮৫ আব্বাস ইবন ওলীদ দিমাশ্‌কী (র).... আবু সা'য়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ক্রয়-বিক্রয় কেবল মাত্র পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়।

١٩. بَابُ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে

٢١٨٦ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَ ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ بَاعَ مِنَ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْاِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِى الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِعْتُكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا وَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاتِهِ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ اَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ فَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ اَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ -

২১৮৬ 'উছমান ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। 'আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) আশ'আছ ইবন কায়সের কাছে একটি সরকারী গোলাম বিক্রয় করেন। পরে এর মূল্য নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেনঃ আমি বিশ হাযারে তোমার কাছে বিক্রি করেছি। অপর দিকে আশ'আছ ইবন কায়েস বলেনঃ আমি তো আপনার

কাছ থেকে দশ হাযারে ক্রয় করেছি। এখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেনঃ তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমার কাছে এমন একটি হাদীস বলতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। কায়স বললেনঃ বলুন তো। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ তখন বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যদি মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, আর এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকে এবং বিক্রিত বস্তু ঠিকই থাকে, তবে বিক্রেতার কথাই এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে অথবা তারা বিক্রয় বাতিল করে দেবে। কায়স বললেনঃ আমি এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি গোলামকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

٢٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বস্তু তোমার কাছে নেই তা বেচাকেনা করা এবং যে বস্তুর ভর্তুকি নেই, তার মুনাফা গ্রহণ নিষেধ

٢١٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلُ يَسْئَالُنِيْ الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ اَفَاَبِيْعُهُ؟ قَالَ لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ -

২১৮৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)....হাকীম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ এক ব্যক্তি এসে আমার কাছ থেকে এমন কিছু কিনতে চায়, যা আমার কাছে নেই। আমি কি তার কাছে বিক্রি করবো? তিনি বললেনঃ তোমার কাছে যা নেই, তা তুমি বিক্রি করবে না।

٢١٨٨ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالاَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلاَرِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ -

২১৮৮ আযহার ইবন মারওয়ান ও আবু কুরায়ব (র).... আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে জিনিস তোমার কাছে নেই, তা বিক্রি করা হালাল নয়। আর যে বস্তুর ভর্তুকি নেই, তার মুনাফা গ্রহণ করা হালাল নয়।

٢١٨٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شَفِّ مَالَمْ يُضْمَنْ -

২১৮৯ উছমান ইবন আবু শায়বা (র).... 'আত্তাব ইবন আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন, তখন যে জিনিসের ভর্তুকি নেই, তার মুনাফা গ্রহণ করা থেকে তাকে নিষেধ করেছিলেন।

٢١. بَابُ اِذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'ব্যক্তির কাছে কোন জিনিস বিক্রি করা হলে, তা হবে প্রথম ব্যক্তির

٢١٩٠ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا –

২১৯০ হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র).... উকবা ইবন 'আমির অথবা সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি দু'জনের কাছে কোন জিনিস বিক্রি করে তবে তা হবে তাদের প্রথম ব্যক্তির।

٢١٩١ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَاعَ الْمُجِيْزَانِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ –

২১৯১ হুসায়ন ইবন আবুসারী আসকালানী ও মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র)....হাসান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দু'ব্যক্তির কাছে কোন জিনিস বিক্রি করা হলে প্রথম ব্যক্তিই এর অধিকারী হবে।

٢٢. بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়'নামার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গে

٢١٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ –

২১৯২ হিশাম ইবন আম্মার (র).... 'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বায়-নামার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٣ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الرُّخَامِيُّ ثَنَا حَبِيْبُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى مُحَمَّدٍ كَاتِبِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الاَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ –

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُرْبَانُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِيْنَارَيْنِ عُرْبُوْنًا فَيَقُوْلُ اِنْ لَمْ اَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّيْنَارَانِ لَكَ –

وَقِيْلَ يَعْنِيْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الشَّيْئَ فَيَدْفَعُ اِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ وَ يَقُوْلُ اِنْ اَخَذْتُهُ وَاِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ –

২১৯৩ ফয্ল ইবন ইয়াকূব রুখামী (র)....'আমর ইবন শু'আয়বের দাদার (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়'নামার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আবু 'আব্দুল্লাহ (ইমাম ইবন মাজাহ) বলেনঃ বায়-নামার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় হচ্ছেঃ এক ব্যক্তি একশো দিনারে একটি পশু খরিদ করে; এরপর তাকে দু-দিনার বায়না হিসাবে দিয়ে দেয় এবং বলেঃ আমি যদি পশুটি খরিদ না করি, তবে দিনার দুটি তোমারই থাকবে।

আর বলা হয়েছে আল্লাহ অধিক অবহিত,– এক ব্যক্তি কোন বস্তু খরিদ করে, এরপর বিক্রেতাকে এক দিরহাম অথবা কম বা বেশী দিয়ে বলে, যদি আমি তা গ্রহণ করি, তবে এটা মূল্যের মধ্যে ধরা হবে, অন্যথায় দিরহামটি তোমার থাকবে।

٢٣. بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর নিক্ষেপের মাধ্যম বেচাকেনা, এবং ধোকার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ

٢١٩٤ حَدَّثَنَا مُحْرِزُبْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ٠

২১৯৪ মুহরিয ইবন সালামা আদানী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধোকার উদ্দেশ্যে বেচাকেনা এবং পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বেচাকেনা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالاَ ثَنَا الاَسْوَدُ اَبْنُ عَامِرٍ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ –

২১৯৫ আবু কুরায়ব ও আব্বাস ইবন আব্দুল 'আযীম আম্বরী (র).... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে বেচা কেনা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٤. بَابُ النَّهْىِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِىْ بُطُوْنِ الاَنْعَامِ وَ ضُرُوْعِهَا وَ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ!

অনুচ্ছেদ ঃ গবাদি পশুর পেটের সন্তান বিক্রি, তাদের স্তনে থাকাবস্থায় দুধ বিক্রি ও ডুবুরীর বাজির বিনিময়ে বেচাকেনা নিষেধ

٢١٩٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ : ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ ثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِى

سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ حَتّٰى تَضَعَ وَعَمَّا فِيْ ضُرُوْعِهَا اِلاَّ بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ اٰبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتّٰى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ -

২১৯৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ গবাদি পশুর পেটের সন্তান প্রসবের পূর্বেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, তাদের স্তনের দুধ পরিমাপ করা ছাড়াই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। পলাতক গোলাম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বন্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ও হস্তগত করার পূর্বে সদকা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর ডুবুরীর বাজীর মাধ্যমে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢١٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ -

২১৯৭ হিশাম ইবন আম্মার (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ গর্ভবতী পশুর গর্ভের বাচ্চা বেচাকেনা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٥. بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিলাম ডাকের ক্রয় বিক্রয়

٢١٩٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِيْ بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ نَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ قَالَ اِئْتِنِيْ بِهِمَا قَالَ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَأْتِنِيْ بِهِ فَفَعَلَ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَدَّ فِيْهِ عُوْدًا بِيَدِهِ وَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلاَ اَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِيْءَ وَالْمَسْاَلَةُ نُكْتَةٌ فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ دَمٍ مُوْجِعٍ -

২১৯৮ হিশাম ইবন আম্মার (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে কিছু চাইলো। তখন তিনি বললেনঃ তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বললোঃ হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে, যার একাংশ গায়ে দেই ও বিছিয়ে নেই। আর আছে একটি পেয়ালা, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি। নবী ﷺ বললেনঃ জিনিস দুটি আমার কাছে নিয়ে আস। রাবী বলেনঃ সে এগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনিস দু'টি নিজ হাতে নিলেন। অতঃপর বললেন, এই জিনিস দু'টি কে কিনে নেবে? তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ আমি এগুলো এক দিরহামে খরিদ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এর চেয়ে বেশি দাম কে দেবে? কথাটি দুবার অথবা তিনবার বললেন। তখন এক লোক বললঃ আমি এ দুটি দুই দিরহামে কিনব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনিস দু'টো তাকে দিলেন, আর দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন এবং তা আনসারী লোকটিকে দিলেন এবং বললেনঃ এর এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য-দ্রব্য কিনে তোমার পরিবার পরিজনকে তা দিয়ে এস। আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এস। লোকটি তাই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটি নিয়ে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন ও বললেনঃ যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ কর। আর আমি যেন পনর দিনের মধ্যে তোমাকে না দেখি। সে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে লাগল। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল, তখন সে দশ দিরহাম সঞ্চয় করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এর কিছু দিয়ে খাদ্য দ্রব্য কিনে নাও, আর কিছু দিয়ে কাপড় কিনে নাও। এরপর বললেনঃ ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার মুখে অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে, এটি তোমার জন্য অধিক উত্তম। (মনে রাখবে) চরম দারিদ্র্য, কঠিন ঋণের বোঝা অথবা রক্তপণ আদায়ের মত প্রয়োজন ব্যতীত সাহায্য প্রার্থী হওয়া উচিত নয়।

٢٦. بَابُ الْإِقَالَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইকালা' তথা ক্রেতার স্বার্থে বিক্রিত বস্তু ফেরত গ্রহণ প্রসঙ্গে

٢١٩٩ حَدَّثَنَا زِيَادُبْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

২১৯৯ যিয়াদ ইবন ইয়াহইয়া আবুল খাত্তাব (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান থেকে বিক্রিত বস্তু ফেরত গ্রহণ করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

٢٧. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণকে অপছন্দ করে

২২০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجُ ثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدُ وَ كُمَيْدُ وَ ثَابِتُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْلَنَا فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ اِنِّي لَاَرْجُوا اَنْ اَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ اَحَدُ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ -

২২০০ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। লোকেরা তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! জিনিস পত্রের দাম তো বেড়ে গেছে। তাই আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযকদানকারী। আর আমি তো আমার রবের সঙ্গে এ অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কেউ যেন আমার কাছে রক্তের ও সম্পদের কোন দাবী না করতে পারে।

২২০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ زِيَادٍ : ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا لَوْ قَوَّمْتَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اِنِي لَاَرْجُو اَنْ اُفَارِقَكُمْ وَلاَ يَطْلُبَنِي اَحَدُ مِنْكُمْ مُظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ -

২২০১ মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র)....আবু সা'য়ীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার জিনিসপত্রের মূল্য অধিক বৃদ্ধি পেল। তখন লোকেরা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি বললেনঃ আমি তো তোমাদের নিকট থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিতে চাই যে, তোমাদের কেউ আমার কাছে যুলমের প্রতিকারের দাবি করতে না পারে।

٢٧. بَابُ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেচাকেনায় উদারতা

২২০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانِ الْبَلْخِي اَبُوبَكْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَدْخَلَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا -

২২০২ মুহাম্মদ ইবন আবান বল্‌খী আবু বকর (র).... উছমান ইবন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বেচাকেনার সময় যে সরলতা প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

٢٢٠٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيِّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا اَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا اِذَا بَاعَ سَمْحًا اِذَا اِشْتَرٰى سَمْحًا اِذَا اِقْتَضٰى -

২২০৩ আমর ইবন উছমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাছীর ইবন দীনার হিম্‌সী (র).... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয় কালে উদার, ক্রয় কালেও উদার এবং তাগাদা করার সময়ও উদারতা প্রদর্শন করে।

٢٩. بَابُ السَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেচাকেনার সময় দরদাম করা প্রসঙ্গ

٢٢٠٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُثْمَانَ بْنُ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْلَةَ اُمِّ بَنِىْ اَمَرٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ عُمْرَةٍ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اِمْرَأَةٌ اَبِيْعُ وَاَشْتَرِىْ فَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَاعَ الشَّىْءَ سُمْتُ بِهِ اَقَلَّ مِمَّا اُرِيْدُ وَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَ الشَّىْءَ سُمْتُ بِهِ اَكْثَرَ مِنَ الَّذِى اُرِيْدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتّٰى اَبْلُغَ الَّذِى اُرِيْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلِىْ يَا قَيْلَةُ اِذَا اَرَدْتِ اَنْ تَبْتَاعِىْ شَيْئًا فَاسْتَامِىْ بِهِ الَّذِىْ تُرِيْدِيْنَ اَعْطَيْتِ اَوْ مَنَعْتِ -

২২০৪ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র)... বনূ আনমারের মাতা কায়লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উমরা আদায় করছিলেন, তখন 'মারওয়াহ'-এর পার্শে আমি তাঁর কাছে এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি ক্রয়-বিক্রয়কারী মহিলা। আমি যখন কোন জিনিস কিনতে চাই, তখন আমার মনে যে মূল্য প্রদানের ইচ্ছা থাকে, তারচেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়াই আবার দাম বাড়াই, অবশেষে আমি আমার ইচ্ছাকৃত দামে গিয়ে পৌঁছি। আর যখন কোন জিনিস বিক্রি করতে চাই, তখন যে দামে বিক্রি করার ইচ্ছা রাখি, তারচেয়ে বেশি দাম চাই। এরপর দাম কমাতে থাকি। অবশেষে আমি আমার ইচ্ছাকৃত দামে এসে পৌঁছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হে কায়লা! এরূপ করো না। যখন কিছু কিনতে ইচ্ছা করবে, তখন মনে মনে যে মূল্য প্রদানের ইচ্ছা আছে, তাই বলবে। হয়তো তোমাকে দেওয়া হবে, নয়তো দেওয়া হবে না। তিনি আরো বলেনঃ যখন তুমি কোন কিছু বিক্রি করতে চাবে তখন তুমি যে মূল্যে বিক্রি করতে ইচ্ছা রাখবে, তা-ই চাবে; তোমাকে দেওয়া হবে অথবা দেওয়া হবে না।

২২০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَقَالَ لِى اَتَبِيعُ نَاضِحَكَ هٰذَا بِدِيْنَارٍ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ نَاضِحُكُمْ اِذَا اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَتَبِيعُهُ بِدِيْنَارٍ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَازَالَ يَزِيدُ نِىْ دِيْنَارًا دِيْنَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِيْنَارٍ وَاللّٰهُ يَغْفِرُلَكَ حَتّٰى بَلَغَ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ اَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَابِلَالُ اَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ اِلٰى اَهْلِكَ –

২২০৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)....জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এক যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার এই উটটি কি এক দীনারে বিক্রি করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি যখন মদীনায় পৌঁছব, তখন এটি আপনাদের উট হবে। তিনি বললেনঃ তাহলে এটি কি দুই দীনারে বিক্রি করবে? আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। জাবির (রা) বলেনঃ এভাবে তিনি প্রতিবার এক দীনার করে বাড়িয়ে বলতে থাকলেন, আর প্রতিবারই এ কথা বলে যাচ্ছিলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।' অবশেষে তিনি বিশ দীনার পর্যন্ত পৌঁছলেন। এরপর আমি যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন আমি উটটির মাথা ধরে এটিকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। তিনি বললেনঃ হে বিলাল! গনীমতের মাল থেকে একে বিশ দীনার দিয়ে দাও। আর আমাকে বললেনঃ তুমি তোমার উট নিয়ে চল এবং এটি তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

২২০৬ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَأَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ –

২২০৬ আলী ইবন মুহাম্মদ ও সাহল ইবন আবু সাহল্ (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উঠার আগে জিনিসের দরদাম করতে এবং দুগ্ধ দানকারী পশু যাবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٠. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاَيْمَانِ فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ বেচাকেনায় কসম করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে

২২০৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ

اللّٰهُ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَ هُوَعَلٰى غَيْرِ ذَالِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفٰى لَهُ ، وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ -

২২০৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও আহমদ ইবন সিনান (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন মহান অল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তারা হলোঃ যে ব্যক্তি ময়দানের কোন অতিরিক্ত পানির অধিকারী হয়, আর সে পথিক মুসাফিরকে তা থেকে নিষেধ করে। যে ব্যক্তি অন্যের নিকট আসরের পর কোন জিনিস বিক্রি করে, আর আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে এটি এত এত মূল্যে খরিদ করে এনেছে, আর ক্রেতা তা বিশ্বাস করে। অথচ এটি মিথ্যা দাবী। আর ঐ ব্যক্তি, যে শুধু দুনিয়ার স্বার্থে কোন ইমামের কাছে বয়আত গ্রহণ করে। যদি তিনি তাকে কিছু দেন, তবে বয়আত পূর্ণ করে। আর যদি তিনি তাকে কিছু না দেন, তবে সে বয়আত পূর্ণ করে না।

২২০৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ و مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ -

২২০৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... আবু যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তখন আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তারা কারা? তারা তো নিরাশ হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বললেনঃ যে গিরার নীচে লুঙ্গি লটকিয়ে পরে, যে দান করার পর খোটা দেয়, আর যে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের মাল বিক্রি করে।

٢٢٠٩ **حَدَّثَنَا** يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْحَلْفَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

২২০৯ ইয়াহ্ইয়া ইবন খাল্ফ ও হিশাম ইবন আম্মার (র)....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বেচাকেনার সময় কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, তা বিক্রিতে সহায়তা করবে, তবে এরপর তা বরকত দূর করে দেবে।

٣١. بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا وَعَبْدًا لَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ফলের সম্ভাবনাময় খেজুর বাগান অথবা মাল আছে এমন গোলাম বিক্রি করা প্রসঙ্গে

٢٢١٠ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

২২১০ হিশাম ইবন আম্মার (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফল সম্ভাবনাময় খেজুর বাগান ক্রয় করে, এর ফল থাকবে বিক্রেতার জন্য। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়।

মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র).... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٢١١ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَا لُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

২২১১ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ ও হিশাম ইবন আম্মার (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফল সম্ভাবনাময় খেজুর বাগান বিক্রি করে, এর ফল বিক্রেতারই থাকবে। তবে যদি ক্রেতা পূর্বেই শর্ত করে নেয়। আর যে ব্যক্তি এমন গোলাম খরিদ করে, যার মাল রয়েছে, তবে তার মাল বিক্রেতার অধিকারে থাকবে। তবে যদি ক্রেতা পূর্বেই শর্ত করে নেয়।

২২١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيْعًا –

২২১২ মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র).... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি বাগান বিক্রি করে এবং গোলাম বিক্রি করে, এভাবে দু'টি প্রসঙ্গই তিনি একত্রে বলেছেন।

٢٢١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ ابْنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ اَبَّرَهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَاَنَّ مَالَ الْمَمْلُوْكِ لِمَنْ بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ –

২২১৩ 'আব্দ রাব্বিহী ইবন খালিদ নুমায়রী আবুল মুগাল্লিস (র).... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি যত্ন করে ফলকে সম্ভাবনাময় করে তুলবে, বাগান বিক্রি করলে এ ফলের অধিকারী সেই হবে। হ্যাঁ, তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়। আর ক্রীতদাসের মালও বিক্রেতার থাকবে। তবে যদি ক্রেতা পূর্বেই শর্ত করে নেয়।

٣٢. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রি নিষিদ্ধ

٢٢١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ –

২২১৪ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র).... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ পুষ্ট হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করবে না। তিনি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

٢٢١٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ –

২২১৫ আহমদ ইবন ঈসা মিসরী (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ পুষ্ট হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রি করবে না।

٢٢١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ -

২২১৬ হিশাম ইবন আম্মার (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ -

২২১৭ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে, কালো না হওয়া পর্যন্ত আঙ্গুর বিক্রি করতে, এবং শক্ত না হওয়া পর্যন্ত গম ইত্যাদি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣. بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِيْنَ وَالْجَائِحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কয়েক বৎসর মেয়াদে ফল বিক্রি ও ক্ষতিগ্রস্ত বাগানের ফসল প্রসঙ্গে

٢٢١٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ -

২২১৮ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র).... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েক বৎসর মেয়াদে বাগান বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢١٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَيَاْخُذْ مِنْ مَالِ اَخِيْهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ -

২২১৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রি করে, আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছুই গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

٢٤. بَابُ الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ

অনুচ্ছেদঃ ওজনে বেশী প্রদান

٢٢٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالُوْا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَاوَزَّانُ زِنْ وَاَرْجِحْ –

২২২০ আবু বকর ইবন আবু শায়বাহ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র).... সুওয়ায়দ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ও মাখরাফাহ 'আবদী একবার 'হাজার' থেকে কাপড় এনেছিলাম। তখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসেন এবং পাজামার দর করেন। আমাদের পাশেই একজন লোক ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মালপত্র ওজন করে দিত। নবী ﷺ তাকে বলেনঃ হে ওজনকারী! ওজন করে মাল দাও এবং কিছু বেশী দাও।

٢٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا اَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَوَزَنَ لِىْ فَاَرْجَحَ لِىْ –

২২২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র).... মালিক আবু সাফওয়ান ইবন উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ হিজরতের পূর্বে একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পাজামা বিক্রি করেছিলাম। তিনি ওজন করে নিলেন এবং আমাকে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিলেন।

٢٢٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَزَنْتُمْ فَاَرْجِحُوْا –

২২২২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন ওজন করে দেবে, তখন কিছু বেশী দিয়ে দেবে।

٢٤. بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাপে ও ওজনে সতর্কতা অবলম্বন

٢٢٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ النَّحْوِىُّ اَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَالِكَ –

২২২৩ 'আব্দুর রহমান ইবন বিশর ইবন হাকাম ও মুহাম্মদ ইবন আকীল ইবন খুয়ায়লিদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনাবাসী মাপে বেশি কারচুপি করতো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ অর্থাৎ মন্দ পরিণাম তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। (৮৩ঃ১)। এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওজন করতে লাগলো।

٢٦. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْغَشِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ধোঁকা দেওয়া নিষেধ

٢٢٢٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوْشٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ –

২২২৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন,. তখন সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছিল। তিনি এর মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন ও আর্দ্রতা অনুভব করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নয়, যে ধোঁকা দেয়।

٢٢٢٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ دَاوُدَ عَنْ أَبِى الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِجَنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِىْ وِعَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا –

২২২৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবুল হাম্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম, যার কাছে একটি পাত্রে খাদ্য-দ্রব্য ছিল। তিনি এরমধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং বললেনঃ সম্ভবতঃ তুমি ধোঁকা দিচ্ছ। যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের মধ্যে নয়।

٣٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ مَا لَمْ يُقْبَضْ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা নিষেধ

٢٢٢٦ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ –

২২২৬ সুওয়ায়দ ইবন সায়ীদ (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে, সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি না করে।

٢٢٢٧ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَحَمَّادُبْنُ زَيْدٍ قَالاَ ثَنَا عَمْرُوُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ –

قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ –

২২২৭ ইমরান ইবন মূসা লায়ছী ও বিশ্‌র ইবন মু'আয যরীর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে, তবে সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

আবু 'আওয়ানাহ' তার হাদীসে বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেনঃ আমি অন্যান্য সকল বস্তুকে খাদ্য-দ্রব্যের বিধানের মতই মনে করি।

٢٢٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِيْ–

২২২৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ (রা).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য-দ্রব্য দু'বার মাপ না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার মাপ,, আর অপরটি হলো ক্রেতার মাপ।

٣٨. بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে

٢٢٢٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ–

২২২৯ সাহ্ল ইবন আবু সাহ্ল (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা বিভিন্ন কাফিলা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই খাদ্য-দ্রব্য স্থানান্তর করার পূর্বে বিক্রয় করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

٢٢٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِّىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ لَهِيْعَةَ مُوْسَى بْنِ وَدَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ التَّمْرَ فِى السُّوْقِ فَاَقُوْلُ فِىْ وَسَقِىْ هٰذَا كَذَا فَاُدْفَعُ اَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَاٰخُذُ شِفِىْ فَدَخَلَنِىْ مِنْ ذَالِكَ شَىْءٌ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ -

২২৩০ আলী ইবন মায়মূন রাক্বী (র)....উছমান ইবন 'আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বাজারে খেজুর বিক্রি করতাম। তখন আমি বলতামঃ আমি এই পরিমাণ দিয়ে এই পরিমাণ মেপে এনেছি। আমি তার নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর তাকে দিয়ে দিতাম। এবং আমার অতিরিক্তটুকু আমি রেখে দিতাম। এতে আমার মনে খটকার সৃষ্টি হয়। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ যেহেতু তুমি নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ করেছে, তাই তাকে মেপে দাও।

٣٩. بَابُ مَايُرْجَى فِىْ كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যদ্রব্য পরিমাপের মধ্যে বরকত হওয়া প্রসঙ্গে

٢٢٣١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصِبِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرِ الْمَازِنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ -

২২৩১ হিশাম ইবন আম্মার (র)....'আব্দুল্লাহ ইবন বুসর মাযিনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ কর, এতে তোমাদের বরকত দেওয়া হবে।

٢٢٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ -

২২৩২ 'আমর ইবন উছমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাছীর ইবন দীনার হিম্‌সী (র).....আবু আইয়ূব (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমরা খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাপ কর। এতে তোমাদের বরকত দেওয়া হবে।

٤٠. بَابُ الاَسْوَاقِ وَ دُخُوْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বাজার এবং সেখানে প্রবেশ করা প্রসঙ্গে

٢٢٣٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ وَعَلِىٌّ اَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الْحَسَنِ الْبَرَّادُ اَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ اَبِى اُسَيْدٍ حَدَّثَهُمَا اَنَّ اَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلٰى سُوْقِ النَّبِيْطِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هٰذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى سُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هٰذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى هٰذَا السُّوْقِ فَطَافَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا سُوْقُكُمْ فَلاَ يُنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ -

২২৩৩ ইবরাহীম ইবন মুন্‌যির হিযামী (র).... আবু উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'নাবীত' নামক বাজারে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তা পরিদর্শন করলেন। এরপর বললেন, এটা তোমাদের জন্য বাজার নয়। পরে অন্য একটি বাজারে গেলেন এবং পরিদর্শন করে বললেনঃ এটিও তোমাদের বাজার নয়। এরপর এই বাজারে আসলেন এবং কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে বললেনঃ এটি হচ্ছে তোমাদের বাজার। এখানে যেন ক্রয় বিক্রয়ে কারচুপি করা না হয় ও বাজারের উপর করারোপ করা না হয়।

٢٢٣٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِىُّ ثَنَا اَبِى ثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُوْنٍ ثَنَا عَوْنٌ الْعُقَيْلِىُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الاِيْمَانِ وَ مَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ -

২২৩৪ ইবরাহীম ইবন মুস্‌তামির উরুকী (র).... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা ফজরের সালাত আদায়ের জন্য বের হয়, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে বের হয়। আর যে ব্যক্তি সকালবেলা বাজারের দিকে বের হয়, সে ইবলীসের পতাকা নিয়ে বের হয়।

٢٢٣٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلٰى اٰلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَدْخُلُ

السُّوْقَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهٗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنٰى لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ –

২২৩৫ বিশর্ ইবন মু'আয যারীর (র)....সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজরে প্রবেশ করার সময় বলেঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهٗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তিনি মারা যাবেন না। তারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তার 'আমল নামায় লক্ষ লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং তার লক্ষ লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করেন।

٤١. بَابُ مَا يُرْجٰى مِنَ الْبَرَكَةِ فِى الْبُكُوْرِ

অনুচ্ছেদঃ সকাল বেলা বরকতময় হওয়া প্রসংগে

٢٢٣٦ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيْدٍ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِاُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا قَالَ وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ –

قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَةً فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهٗ –

২২৩৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....সাখর গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'ইয়া আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরুতে তুমি বরকত দাও।' রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ছোট বা বড় কোন সেনাদল পাঠাতেন তখন দিনের শুরুতেই তাদেরকে পাঠাতেন। রাবী (উমারা ইবন হাদীদ) বলেন, সাখর (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসা উপলক্ষে দিনের শুরুতেই (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যান।

২২৩৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

২২৩৭ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন উছমান-উছমানী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'ইয়া আল্লাহ! বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে তুমি আমার উম্মাতের জন্য বরকত দাও'।

২২৩৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الْجُدْعَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِىْ فِىْ بُكُوْرِهَا -

২২৩৮ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ 'ইয়া আল্লাহ! দিনের শুরুতে আমার উম্মাতের জন্য বরকত দাও'।

٤٢. بَابُ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

অনুচ্ছেদঃ স্তনে দুধ আটকে রেখে জন্তু বিক্রি করা

২২৩৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ يَعْنِى الْحِنْطَةَ -

২২৩৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করবে, তার তিন দিন পর্যন্ত (ফেরৎ দেয়ার) এখতিয়ার থাকবে। সে যদি তা ফেরৎ দেয় তবে তার সাথে গম নয়, বরং এক সা 'খেজুরও তাকে দিতে হবে।

২২৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ التَّيْمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا (اَوقَالَ) مِثْلَ لَبَنِهَا قِمْحًا -

২২৪০ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র) .... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'লোক সকল! (তোমাদের মধ্যে) যে স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার এখতিয়ার থাকবে, সে যদি তা ফেরৎ দেয় তবে তার সাথে দুধের (যা সে দোহন করেছে) সমপরিমাণ দুধ অথবা তিনি বলেছেন, দুধের সমপরিমাণ গম দেবে।

٢٢٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ اَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ -

২২৪১ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র) .... আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাদেকুল মাসদূক আবুল কাসিম ﷺ আমাদেরকে বলেছেনঃ দুধ আটকে রেখে জন্তু বিক্রয় করা একটি প্রতারণা। আর মুসলমানের জন্য প্রতারণা করা হালাল নয়।

٤٣. بَابُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ দায়-দায়িত্ব থাকার কারণে সম্পদের মালিক হওয়া

٢٢٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ -

২২৪২ আবু বকর ইবন আবুর শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, গোলামদের উপার্জিত সম্পদের মালিক সে হবে, যে তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

٢٢٤٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِىُّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اِشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَدْ اِسْتَغَلَّ غَلَاىَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ -

২২৪৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করেছিল, তদ্বারা সে কিছু উপার্জনও করেছিল। এরপর গোলামের মধ্যে সে কিছু দোষ পেয়ে তা ফেরৎ দেয়। তখন বিক্রেতা এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোলাম তো কিছু উপার্জন করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ উপার্জিত সম্পদের মালিক হবে দায়-দায়িত্ব গ্রহণকারী অর্থাৎ বিক্রেতা।

٤٤. بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রিত গোলাম ফেরতের সময় সম্পর্কে

٢٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ –

২২৪৪ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) .... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিক্রিত গোলাম ফেরত দেওয়ার মেয়াদ তিন দিন পর্যন্ত।

٢٢٤٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ –

২২৪৫ 'আমর ইবন রাফি' (র) .... 'উক্‌রা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারদিনের পর ফেরতের কোন সুযোগ থাকবে না।

٤٥. بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيُبَيِّنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ত্রুটি যুক্ত জিনিস বিক্রি করলে তা বলে দিবে

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِىْ سَمِعْتُ يَحْيٰى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ –

২২৪৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'উক্‌রা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তাই কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের কাছে কোন ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রি করা বৈধ নয়, তা প্রকাশ ব্যতিরেকে।

٢٢٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ –

২২৪৭ আবদুল ওয়াহহাব ইবন যাহ্‌হাক (র) .... ওয়াছিলা ইবন 'আসকা '(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত জিনিস না বলে বিক্রি করে, সে সর্বদা আল্লাহর গযবের মধ্যে থাকে, এবং ফিরিশতারা সব সময় তাকে লা'নত দিতে থাকে।

٤٦. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীদেরকে পৃথক রাখা নিষেধ

٢٢٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِالسَّبْيِ اَعْطَى اَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَةَ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ -

২২৪৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে যখন যুদ্ধ-বন্দী আসতো, তখন তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অপছন্দ করতেন বিধায় তাদের সকলকেআহলে বাইতের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

٢٢٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ اَنْبَانَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ قُلْتُ بِعْتُ اَحَدَهُمَا قَالَ رُدَّهُ -

২২৪৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দু'টি গোলাম দান করেন, যারা ছিল পরস্পর ভাই। আমি তাদের একজনকে বিক্রী করে দেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি গোলাম দু'টি কি করেছ? আমি বললামঃ আমি তাদের একজনকে বিক্রী করে দিয়েছি। তিনি বলেন, তাকে ফিরিয়ে আন।

٢٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْاَخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ -

২২৫০ মুহাম্মদ ইবন 'উমার ইবন হায়্যাজ (র)....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির প্রতি লানত করেন, যে মা ও তার ছেলে মধ্যে এবং দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়।

٤٧. بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

٢٢٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيْسِيِّ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ اَلاَ نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلٰى فَاَخْرَجَ لِيْ كِتَابًا فَاِذَا فِيْهِ هٰذَا مَا اِشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لاَدَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ـ

২২৫১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'আবদুল মাজীদ ইবন ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাকে আদা ইবন খালিদ ইবন হাওযা (রা) বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শোনাব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লিখে ছিলেন? রাবী বলেনঃ আমি বললাম হাঁ! তখন তিনি আমার সামনে একখানি পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিলঃ 'আদা ইবন খালিদ ইবন হাওযা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা ক্রয় করেছেন, তার দলীল। সে তাঁর থেকে একটি গোলাম (রাবী সন্দেহ করে বলেনঃ) অথবা বাঁদী ক্রয় করেছে; যাতে কোন দোষ নেই, কোন রোগ নেই এবং ত্রুটিও নেই, বরং এ হলো এক মুসলমানের পক্ষ থেকে অন্য মুসলমানের কাছে ক্রয়-বিক্রয় মাত্র।

২২৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اِشْتَرٰى اَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَالْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَ الْيَقُلْ مِثْلَ ذَالِكَ ـ

২২৫২ 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)....'আমর ইবন শুআয়ব (রা) এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন বাঁদী খরিদ করবে তখন সে যেন বলে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং স্বভাবের মধ্যে যে অমঙ্গল রেখেছেন তা থেকে)" অতঃপর বরকতের জন্য দুআ করবে। আর তোমাদের কেউ যখন উট খরিদ করবে তখন সে যেন তার কূঁজের উপরিভাগ ধরে বরকতের জন্য দু'আ করে এবং যেন অনুরূপ বলে।

٤٨. بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لاَ يَجُوْزُ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নগদে যে সব মুদ্রা ও বস্তু কম বেশী করে বিনিময় করা জাইয্ নয় সে সম্পর্কে

২২৫৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ هَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ ـ

২২৫৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা আলী ইবন মুহাম্মদ হিশাম ইবন আম্মার নসর আলী ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সোনার বিনিময়ে সোনার লেন-দেন হাতে হাতে (নগদ) না হলে সূদ হবে, গমের বিনিময়ে গমের লেন-দেন হাতে হাতে না হলে সূদ হবে, যবের বিনিময়ে যব হাতে হাতে না নিলে তা সূদ হবে, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এর লেনদেন হাতে হাতে না হলে তা সূদ হবে।

٢٢٥٤ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ خِدَاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالاَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّيْمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَاهُ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ اِمَّا فِيْ كَنِيْسَةٍ وَ اِمَّا فِيْ بِيْعَةٍ فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْاٰخَرُ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَ الشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا –

২২৫৪ হুমায়দ ইবন মাস্'আদা (র) ও মুহাম্মদ ইবন খালিদ ইবন খিদাশ (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন রূপার বিনিময়ে রূপা, সোনার বিনিময়ে সোনা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে। তাদের (মু'আবিয়া ও উবাদা রা) একজন বলেনঃ লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন। কিন্তু অপরজন এটুকু বলেননি। আর তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা গমের বিনিময়ে যব এবং যবের বিনিময়ে গম হাতে হাতে যে ভাবে ইচ্ছা বিক্রি করি।

٢٢٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ بْنِ اَبِيْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ –

২২৫৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রূপার বিনিময়ে রূপা, সোনার বিনিময়ে সোনা, যবের বিনিময়ে যব এবং গমের বিনিময়ে গম সমান সমান বেচাকেনা বৈধ।

٢٢٥٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ سُلَيْمَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ اَطْيَبُ مِنْهُ وَ نَزِيْدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلاَ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَلاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا اِلاَّ وَزْنًا –

২২৫৬ আবু কুরায়ব (র) .... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে খাবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত খেজুর থেকে কিছু খেজুর দিতেন। আমরা তা দিয়ে তার চেয়ে উত্তম খেজুর বদলে নিতাম এবং মূল্য বেশী দিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এক সা' খেজুরের পরিবর্তে দুই সা' নেওয়া এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম নেওয়া বৈধ নয়। বরং এক দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং এক দীনারের পরিবর্তে এক দীনার (নেওয়া যাবে), এ দুটির মধ্যে সমান সমান ওযন করে ছাড়া অতিরিক্ত নেয়া যাবে না।

٤٩. بَابُ مَنْ قَالَ لاَ رِبًا الاَّ فِى النَّسِيْئَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাকী বিক্রিতে সূদ হওয়া সম্পর্কে

٢٢٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ فَقُلْتُ اِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ اَمَا اِنِّى لَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ الَّذِىْ تَقُوْلُ فِى الصَّرْفِ اَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْ شَىْءٌ وَجَدْتَهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ مَاوَجَدْتُهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيْئَةِ -

২২৫৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা) কে বলতে শুনেছি, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, দীনারের বিনিময়ে দীনার হতে হবে। তখন আমি বললামঃ আমি ইবন আব্বাস (রা) কে অন্য রকম বলতে শুনেছি। আবু সাঈদ (রা)বলেনঃ অতঃপর আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, মুদ্রা বিক্রি সম্পর্কে আপনি যা বলেন, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যে, আপনিকি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন, না কিতাবুল্লা হতে পেয়েছেন? তিনি বলেনঃ আমি তা কিতাবুল্লা হতেও পাইনি, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও শুনিনি। বরং উসামা ইবন যায়দ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূদ কেবল বাকী বিক্রির মধ্যেই হয়।[১]

٢٢٥٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِىِّ الرَّبْعِىِّ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِىْ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِىْ اَنَّهُ رَجَعَ

১. উলামায়ে কিরামের মতে পূর্বের হাদীস দ্বারা এ হাদীসটি রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। আর আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইবন আব্বাস (রা) ও তাঁর মত পরিত্যাগ করেন।

عَنْ ذَالِكَ فَلَقِيْتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ رَأْيًا مِنِّىْ وَهٰذَا اَبُوْ سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الصَّرْفِ –

২২৫৮ আহমাদ ইবন 'আবদাহ (র) .... আবুল জাওযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আমার কাছে সংবাদ এলো যে, তিনি এ মত পরিত্যাগ করেছেন। তখন আমি মক্কায় তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললামঃ আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি মত পরিবর্তন করেছেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, ওটা ছিল আমার পক্ষ থেকে– আমার অভিমত। আর এটা আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুদ্রা বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠. بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনাকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পর্কে

٢٢٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ –

قَالَ اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ اِحْفَظُوْا –

২২৫৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সোনাকে রূপার বিনিময়ে বাকী বিক্রি করা সূদ। কিন্তু নগদ বিক্রিতে ক্ষতি নেই। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) বলেনঃ আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি যে, মনে রেখ! সোনাকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করাও সূদ।

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَقْبَلْتُ اَقُوْلُ مَنْ يَسْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا اِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ –

فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ اَوْلَتَرُدَّنَّ اِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ –

২২৬০ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র).... মালিক ইবন আওস ইবন হাদাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একথা বলতে বলতে অগ্রসর হলাম 'কে দিরহাম বিক্রী করবে?' তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, যিনি উমার ইবন খাত্তাব (রা)-এর কাছে বসে ছিলেন, তিনি বললেন, আমাদেরকে তোমার সোনা দিয়ে যাও, তারপর আমাদের কোষাধ্যক্ষ যখন আসে, তখন তুমি এস, তোমাকে তোমার (প্রাপ্য) রূপা দিয়ে দেব। তখন উমার (রা) বললেন, কখনো না, আল্লাহর কসম! হয় তুমি তার (প্রাপ্য) রূপা

(এখনই) দিয়ে দিবে, নতুবা তার সোনা তাকে ফিরিয়ে দিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ রূপাকে সোনার বিনিময়ে বাকী বিক্রি করা সূদ হবে, তবে হাতে হাতে লেন-দেন হলে সূদ হবে না।

٢٢٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْاِسْحَاقَ الشَّافِعِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنِ مُحَمَّدِبْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَوَهَاءَ-

২২৬১ আবু ইসহাক শাফিঈ' ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (র) ....'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম -এ দুটির মধ্যে অতিরিক্ত নেওয়া যাবে না। যার রূপার প্রয়োজন সে যেন সোনার বিনিময়ে তা বদলে নেয়। আর যার সোনার প্রয়োজন, সে যেন তা রূপার বিনিময়ে নগদ বদলে নেয়।

৫১. بَابُ اِقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ সোনার পরিবর্তে রূপা এবং রূপার পরিবর্তে সোনা খরিদ করা

٢٢٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ اَوْسِمَاكٌ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ سِمَاكًا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الاِبِلَ فَكُنْتُ اٰخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيْرِ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا اَخَذْتَ اَحَدَهُمَا وَاَعْطَيْتَ الْاٰخَرَ فَلاَ تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلعم نَحْوَهُ-

২২৬২ ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব, সুফয়ান ইবন ওয়াকী' ও মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন ছা'লাবা হিম্মানী (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি উট বিক্রী করতাম। এ সময় রূপার পরিবর্তে সোনা এবং সোনার পরিবর্তে রূপা দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের

পরিবর্তে দীনার নিতাম। অতঃপর আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ যখন তুমি এর একটি গ্রহণ এবং অপরটি প্রদান করবে, তখন তোমার সঙ্গীর সাথে লেন-দেন না চুকিয়ে পৃথক হবে না।

ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)... ইবন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

٥٢. بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দিরহাম ও দীনার ভাঙ্গা নিষেধ

٢٢٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالُوْا : اَنْبَاَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ اِلاَّ مِنْ بَاْسٍ -

২২৬৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, সুওয়াইদ ইবন সাঈদ ও হারূন ইবন ইসহাক (র) .... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা ভাঙ্গতে নিষেধ করেছেন, তবে বিশেষ কোন কারণে তা করতে পারে।

٥٣. بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি

٢٢٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ ثَنَا مٰلِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى لِاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ مَوْلَى لِبَنِىْ زُهْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اِشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ اَيَّتُهُمَا اَفْضَلُ قَالَ اَلْبَيْضَاءُ فَنَهَانِىْ عَنْهُ وَ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ اِشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْ ذَالِكَ -

২২৬৪ আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... বনী যুহরা গোত্রের আযাদ কৃত দাস আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) কে যবের বিনিময়ে শাদা গম ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন সা'দ তাকে বললেনঃ এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন, শাদা গম। তখন সা'দ (রা) আমাকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করলেন, এবং বললেনঃ আমি শুনেছি, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে কাঁচা খেজুর শুকিয়ে গেলে কি কমে যায়? তখন সাহাবায়ে কিরাম বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি এ কাজ করতে নিষেধ করেন।

٥٤. بَابُ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ও মুহাকালা[১] প্রসংগে

২২৬৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَتْ كَرْمًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَتْ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ -

২২৬৫ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হলোঃ বাগানের পাকা খেজুর, তা গাছে থাকা অবস্থায় শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা; এভাবে পাকা আঙ্গুর শুকনো আঙ্গুর (কিশমিশ)-এর বিনময়ে মেপে বিক্রি করা, পাকা শস্য শুকনো শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। তিনি এ সকল প্রকার বিক্রি থেকে নিষেধ করেছেন।

২২৬৬ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ -

২২৬৬ আয্হার ইবন মারওয়ান (র) .... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা বিক্রি থেকে নিষেধ করেছেন।

২২৬৭ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ -

২২৬৭ হান্নাদ ইবন সারী (র) ..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা ও মুযাবাণা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٥. بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ গাছে থাকা খেজুর অনুমান করে বিক্রি প্রসংগে

২২৬৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا

(১) ক্ষেত্রে শস্য রেখেই বিক্রি করাকে মুহাকালা বলে।

২২৬৮ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছে থাকা খেজুর অনুমান করে বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ يَحْيَى اَلْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلاَتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا –

২২৬৯ মুহাম্মদ ইবন রম্‌হ (র) .... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছে থাকা খেজুর অনুমান করে অন্য খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আরিয়্যা হলোঃ গাছের খেজুর অনুমান করে ঘরে রাখা কাঁচা খেজুরের বিনিময়ে বেচাকেনা করা।

٥٦. بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

অনুচ্ছেদ ঃ একটা জন্তু অন্য জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে বিক্রী করা সম্পর্কে

٢٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً –

২২৭০ 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) .... সামুরা ইবন জুনদব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জন্তুর অন্য জন্তু বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُوخَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِإِثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً –

২২৭১ 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একটি জন্তুকে দুটি জন্তুর বিনিময়ে নগদ খরিদ করাতে কোন দোষ নেই। তবে তিনি বাকীতে খরিদ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٧. بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নগদে একটির অধিক জন্তু বিনিময়ে খরিদ করা প্রসংগে

٢٢٧٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ اَرْؤُسٍ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ -

২২৭২ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়্যা (রা) কে সাতটি দাসীর বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন। রাবী আবদুর রহমান (র) বলেনঃ তিনি দিহয়াতুল কালবী (রা) থেকে (তাঁকে খরিদ করেন)।

٥٨. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الرِّبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সূদ সম্পর্কে কঠোরতা

٢٢٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الصَّلْتِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلاَءِ اَكَلَةُ الرِّبَا -

২২৭৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মিরাজের রাতে আমি এমন এক কাওমের পাশ দিয়ে গমন করি, যাদের পেট ছিল ঘরের মত, যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি বলেনঃ এরা সূদখোর।

٢٢٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ -

২২৭৪ 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ সূদ হলো সত্তর প্রকারের পাপের সমষ্টি। তার মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।

٢٢٧٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ اَبُوْ حَفْصٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا –

২২৭৫ 'আমর ইবন আলী সায়রাফী আবু হাফস (র).....আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূদের তিয়াত্তরটি দরজা রয়েছে।

٢٢٧٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّ اٰخِرَمَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبَا وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيْبَةَ –

২২৭৬ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র).....'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সবশেষে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা ছিল সূদের আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তিনি এর ব্যাখ্যা আমাদেরকে দিয়ে যাননি। সুতরাং তোমরা সূদ এবং সন্দেহ সৃষ্টিকারী-কথা বর্জন করো।

٢٢٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ –

২২৭৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদের লেখক-কেও লা'নত করেছেন।

٢٢٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى خَيْرَةَ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ –

২২৭৮ 'আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লহ ﷺ বলেছেনঃ অচিরেই মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের মাঝে সূদ খাওয়া ব্যতিরেকে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যে সূদ খাবে না, সূদের মলিনতা তাকেও স্পর্শ করবে।

٢٢٧٩ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى زَائِدٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلَى قِلَّةٍ –

২২৭৯ 'আব্বাস ইবন জা'ফর (র) .... ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে বেশী সূদ খাবে, পরিণামে তার সম্পদ কম হয়ে যাবে।

٥٩. بَابُ السَّلَفِ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওযন ও নির্দিষ্ট সময় সীমার উল্লেখ করে আগাম বেচা-কেনা প্রসংগে

٢٢٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ-

২২৮০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগমন করেন, তখন তারা (মদীনাবাসী) দুই বছর বা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম বেচা-কেনা করতো। তখন তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে, সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওযন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে।

٢٢٨١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ بَنِىْ فُلاَنٍ اَسْلَمُوْا لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُوْدِ وَاَنَّهُمْ قَدْ جَاعُوْا فَاَخَافُ اَنْ يَرْتَدُّوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عِنْدِىْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ اُرَاهُ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِىْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا اِلَى اَجَلِ وَكَذَا وَكَذَا وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِىْ فُلاَنٍ-

২২৮১ ইয়াকুব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, ইয়াহুদী বলেঃ আমার কাছে এই এই পরিমাণ সম্পদ আছে। সে সে সকল জিনিসের নাম বলেছিল। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেনঃ আমার ধারণা সে বলেছিল, অমুক গোত্রের বাগানের জন্য এই দরে তিনশত দীনার আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এই এই দর এবং অমুক সময়ে ঠিকই আছে; কিন্তু অমুক গোত্রের বাগান এইরূপ নির্ধরণ গ্রহণীয় নয়। আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ও আবু বায়যাহ (র) আগাম বেচা-কেনা সম্পর্কে বিতর্ক করেন। অতঃপর তারা

আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-র কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আবু বকর ও উমার (রা) এর যুগে গম, যব, কিশমিশ ও খেজুরের আগাম বেচা-কেনা করতাম এমন লোকদের সাথে, যাদের কাছে এগুলি থাকত না। (রাবী আবুল মজালিদ র বলেন) আমি ইবন আবযা (রা) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।

٢٢٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الْمُجَالِدِ قَالَ اِمْتَرٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَاَبُوْ بَرْزَةَ فِى السَّلَمِ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَهْدِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ فَسَئَلْتُ ابْنَ اَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذَالِكَ –

২২৮২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আবু মুজালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ও আবু বায়যাহ্ (র) আগাম বেচা-কেনা সম্পর্কে বিতর্ক করেন। অতঃপর তারা আমাকে আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে, আবু বকর ও উমার (রা)-এর যুগে গম, যব, কিশমিশ ও খেজুরের আগাম বেচা-কেনা করতাম এমন লোকদের সাথে, যাদের কাছে এগুলি থাকত না। (রাবী আবুল মুজালিদ র বলেন) আমি ইবন আবযা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।

٦٠. بَابُ مَنْ اَسْلَمَ فِىْ شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিস আগাম কেনা-চেনা করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নেওয়া যাবে না

٢٢٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْلَفْتَ فِىْ شَىْءٍ فَلاَ تُصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهِ –

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَثْمَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ .... فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا –

২২৮৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) .... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যখন তুমি কোন জিনিসের আগাম বেচা-কেনা করবে, তখন এক জিনিসের পরিবর্তে অন্যটি নিবেনা।

আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) .... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এরপর পূর্বের হাদীছের মতই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে রাবী সা'দ-এর উল্লেখ নেই।

٦١. بَابُ اِذَا اَسْلَمَ فِيْ نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছে, যার কাঁদি বের হয়নি, তার আগাম কেনা-কেনা প্রসংগে

٢٢٨٤ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اُسْلِمُ فِيْ نَخْلٍ قَبْلَ اَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ قُلْتُ لِمَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ فِيْ حَدِيْقَةِ نَخْلٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَالِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِيْ هُوَ لِيْ حَتّٰى يُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ اِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هٰذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ اَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ وَلاَ تُسْلِمُوْا فِيْ نَخْلٍ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ -

২২৮৪ হান্নাদ ইবন সারী (র) .... নাজরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদি বের হবার পূর্বে খেজুর গাছ আগাম বিক্রি করা যাবে কিনা? তিনি বললেনঃ না। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এক ব্যক্তি একটি খেজুর বাগান কাঁদি বের হবার পূর্বেই আগাম ক্রয় করে। কিন্তু (ঘটনাক্রমে) সে বছর খেজুর গাছে কোন কাঁদিই বের হল না। তখন ক্রেতা বললো, কাঁদি বের না হওয়া পর্যন্ত এ বাগান আমার। আর বিক্রেতা বললোঃ আমি তো তোমার কাছে খেজুর বাগান কেবল এ বছরের জন্যই বিক্রি করেছি। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মামলা দায়ের করলো। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেনঃ ক্রেতা কি তোমার খেজুর গাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে? বিক্রেতা বললো, না। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে কিরূপে তুমি তার মাল হালাল মনে করছো? তার কাছ থেকে যা নিয়েছ, তা তাকে ফেরৎ দাও। আর (ভবিষ্যতে) কোন খেজুরের কাঁদি বের না হওয়া পর্যন্ত তা আগাম কেনা-বেচা করো না।

٦٢. بَابُ السَّلَمِ فِى الْحَيَوَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু আগাম বেচা-কেনা করা

٢٢٨٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَّ قَالَ اِذَا جَاءَتْ اِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ يَا اَبَا رَافِعٍ اِقْضِ هٰذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَلَمْ اَجِدْ اِلاَّ رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَعْطِهِ فَاِنَّ خَيْرَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً -

২২৮৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তি থেকে একটি নওজোয়ান উট ধারে কিনলেন এবং বললেনঃ সাদাকার উট এলে তোমার এটা পরিশোধ করে দেব। অতঃপর সাদাকার উট এলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেনঃ হে আবু রাফি'! তুমি সে ব্যক্তির উটটি পরিশোধ করে দাও। তখন আমি চার বছর বা ততোধিক বয়সের উট ছাড়া আর কোন উট পেলাম না। তখন নবী ﷺ কে আমি এ খবর দিলাম। তিনি বললেনঃ ওটাই তুমি তাকে দিয়ে দাও। কেননা, সেই উত্তম লোক, যে উত্তম ভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ هَانِىءٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ اَقْضِنِىْ بَكْرِىْ فَاَعْطَاهُ بَعِيْرًا مُسِنًّا فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَسَنُّ مِنْ بَعِيْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً -

২২৮৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ইরবাদ ইবন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি একবার নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন এক বেদুঈন (এসে) বললো, আমার নওজোয়ান উটটি পরিশোধ করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একটি বড় উট দিয়ে দিলেন। বেদুঈন লোকটি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! বললেনঃ মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যে ঋণ পরিশোধের দিক দিয়ে উত্তম।

٦٣. بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীকী এবং মুযারাবা[১] কারবার প্রসংগে

٢٢٨٧ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ كُنْتَ شَرِيْكِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيْكٍ كُنْتَ لاَ تُدَارِيْنِىْ وَلاَ تُمَارِيْنِىْ -

---

(১) মুযারাবা হলো ঃ একজনের সম্পদ এবং আরেক জনের শ্রম দিয়ে লভ্যাংশ ভাগাভাগির চুক্তিতে কারবার করা।

২২৮৭ 'উছমান ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। সাইব নবী ﷺ -কে বললেনঃ জাহিলী যুগে আপনি আমার অংশীদার ছিলেন। আর আপনি ছিলেন উত্তম অংশীদার। আপনি কখনো প্রতারণা করেননি এবং কখনো ঝগড়াও করেননি।

٢٢٨٨ حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِشْتَرَكْتُ اَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيْمَا نُصِيْبُ فَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدٌ بِرَجُلَيْنِ –

২২৮৮ আবু সাইব সালাম ইবন জুনাদা (র)... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধের দিন সা'দ, আম্মার ও আমি গনীমতের মালের ব্যাপারে অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হই। 'আম্মার ও আমি কিছুই আনতে পারলাম না। অবশ্য সা'দ দু'জনকে ধরে নিয়ে আসে।

٢٢٨٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ ثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ اَلْبَيْعُ اِلٰى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ –

২২৮৯ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র)....সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছেঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেচা-কেনা; মুকারাযা অর্থাৎ মুযারাবা কাবরার এবং গমের সাথে যব মিশানো–অবশ্য ঘরের জন্য বিক্রির জন্য নয়।

٦٤. بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানের সম্পদে পিতার হক

٢٢٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهٖ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ –

২২৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যা খাও তারমধ্যে উত্তম খাবার হলো তোমাদের নিজস্ব উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

২২৯১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا اِنَّ اَبِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَجْتَاحَ مَالِيْ فَقَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ -

২২৯১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার সম্পদ ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সব সম্পদ নিয়ে নিতে চায়। জবাবে তিনি বললেনঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ .... তোমার পিতার জন্য।

২২৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ اَنْبَانَا حَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِيْ اِجْتَاحَ مَالِيْ فَقَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيكَ وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

২২৯২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ও ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র) .... শু'আয়ব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললোঃ আমার পিতা আমার সম্পদ খতম করছেন। তিনি বললেনঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেনঃ তোমাদের সন্তান তোমাদেরই উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তাদের সম্পদ থেকে খাবে।

٦٥. بَابُ مَا لِلْمَرْاَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক

২২৯৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالُوْا ثَنَا وَكِيعُ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحُ لاَيُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَ وَلَدِيْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

২২৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আলী ইবন মুহাম্মদ ও আবু উমার যারীর (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্দাহ নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। সে আমার এবং আমার সন্তানের জীবন

ধারণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণে খোরপোষ দেয়না; তবে আমি তার অজ্ঞান্তেই তার সম্পদ থেকে যা নেই তা যথেষ্ট হয়। তখন তিনি বললেনঃ তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য ভালভাবে চলতে যতটুকু সম্পদের প্রয়োজন, ততটুকু গ্রহণ করবে।

২২৯৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ : قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ وَقَالَ اَبِيْ فِيْ حَدِيْثِهِ اِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا -

২২৯৪ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ স্ত্রী যখন স্বামীর মাল থেকে অপচয় না করে খরচ করে; উবাই তাঁর হাদীসে (খরচ করার স্থলে) উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রী যখন খায়– তখন তার জন্য এর ছওয়াব লিখা হয়। স্বামীরও অনুরূপ ছওয়াব হয়–উপার্জন করার কারণে, আর স্ত্রীর হয় প্রয়োজন মত খরচ করার কারণে এবং কোষাধ্যক্ষেরও অনুরূপ ছওয়াব হয়; কিন্তু তাদের কারো ছওয়াব থেকে একটুও কম করা হয় না।

২২৯৫ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَالِكَ مِنْ اَفْضَلِ اَمْوَالِنَا -

২২৯৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে কিছুই খরচ করতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাদ্য দ্রব্যও না? তিনি বললেনঃ সেটাতো আমাদের উত্তম সম্পদ।

٦٦. بَابُ مَا لِلْعَبْدِ اَنْ يُعْطِيَ وَ يَتَصَدَّقَ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের কাউকে কিছু দেওয়া এবং দান করার অধিকার প্রসংগে

২২৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ -

২২৯৬ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও 'আমার ইবন রাফি' (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন।

২২৯৭ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ كَانَ مَوْلاَيَ يُعْطِيْنِي الشَّيْئَ فَاُطْعِمُ مِنْهُ فَمَنَعَنِيْ اَوْ قَالَ فَضَرَبَنِيْ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْسَاَلَهُ فَقُلْتُ لاَ اَنْتَهِيْ وَ لاَ اَدَعُهُ فَقَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا -

২২৯৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু লাহমের আযাদকৃত গোলাম 'উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার মনিব যখন আমাকে কিছু খাবার জিনিস দিত, আমি তা থেকে অপরকে খাওয়াতাম। আমার মনিব আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। অথবা তিনি বলেন যে, আমার মনিব আমাকে প্রহার করলেন। অতঃপর আমি নবী ﷺ কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম, অথবা তিনি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি বললাম যে, আমি এ থেকে বিরত থাকব না, অথবা-(সে বলে) আমি এটা পরিত্যাগ করব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এর ছওয়াব তোমাদের উভয়ের।

٦٧. بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةٍ اَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيْبُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু বা ফলের বাগানের কাছ দিয়ে গেলে তা থেকে কি কিছু নিতে পারবে?

২২৯৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَحَدَّثَنَا ح مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ يَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ غُبَرَ قَالَ اَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ - فَاَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَاَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ وَاَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِيْ كِسَائِيْ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِيْ وَاَخَذَ ثَوْبِيْ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَطْعَمْتَهُ اِذَا كَانَ جَائِعًا اَوْسَاغِبًا وَلاَ عَلَّمْتَهُ اِذَا كَانَ جَاهِلاً فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَاَمَرَلَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ اَوْنِصْفِ وَسْقٍ -

২২৯৮ আবু বকর ইবন আবু শায়রা মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র) .... বনূ গুবার গোত্রের 'আব্বাদ ইবন শুরাহ্‌বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন আমি মদীনায় এলাম। অতঃপর কোন এক ফলের বাগানে গিয়ে এক গোছা আংগুর ফল পেড়ে কিছু খেলাম আর কিছু কাপড়ে নিলাম। ইতিমধ্যে বাগানের মালিক এসে পড়লো। সে আমাকে প্রহার করলো এবং আমার কাপড় কেড়ে নিল। এমতাবস্থায় আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললাম। তিনি লোকটিকে (মালিক কে) বললেনঃ সে তো ভুখা ছিল, কেন তুমি তাকে আহার করালে না?

আর সেতো মূর্খ ছিল, কেন তুমি তাকে শিক্ষা দিলে না? অতঃপর নবী ﷺ বাগানের মালিককে তার কাপড় ফেরৎ দিতে বলেন, তখন সে তা ফিরিয়ে দেয় এবং তিনি তাকে এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক খাবার দিতে নির্দেশ দেন।

২২৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِىَّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ عَنْ عَمِّ اَبِيْهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ قَالَ كُنْتُ وَاَنَا غُلاَمٌ اَرْمِىْ نَخْلَنَا اَوْ قَالَ نَخْلَ الْاَنْصَارِ فَاُتِىَ بِى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلاَمُ وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَا بُنَىَّ لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ قَالَ قُلْتُ اٰكُلُ قَالَ فَلاَ تَرْمِى النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِىْ اَسَافِيْهَا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسِىْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَشْبِعْ بَطْنَهُ -

২২৯৯ মুহাম্মদ ইবন সাববাহ ও ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... রাফি' ইবন 'আমর গিফারী (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ছোট সময়ে আমি একবার আমাদের খেজুর বাগানে অথবা তিনি বলেন, জনৈক আনসার সাহাবীর খেজুর বাগানে ঢিল ছুঁড়ছিলাম। তখন আমাকে নবী ﷺ-এর কাছে ধরে আনা হলো। তিনি আমাকে বললেনঃ হে ছেলে! রাবী ইবন কাসিব বলেনঃ হে বৎস! তুমি খেজুর গাছে ঢিল মারছিলে কেন? তিনি (রাফি' রা) বলেনঃ আমি বললাম,-খাবার জন্য। তখন তিনি বললেনঃ খেজুর গাছে ঢিল মারবেনা বরং নীচে যা পড়ে থাকে তাই খাবে। রাফি' বলেনঃ অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করলেনঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি এর পেট ভরে দাও।

২৩০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتَ عَلٰى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَاِنْ اَجَابَكَ وَاِلاَّ فَاشْرَبْ فِىْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ وَاِذَا اَتَيْتَ عَلٰى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ اَجَابَكَ وَاِلاَّ فَكُلْ فِىْ اَنْ لاَتُفْسِدَ -

২৩০০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন তুমি কোন রাখালের পশুর পালের কাছে আসবে, তখন তাকে তিনবার উচ্চস্বরে ডাক দিবে। যদি সে তোমার উত্তর দেয় তো ভাল, নইলে তুমি (তার পশু থেকে) বিনষ্ট না করে (যা পার) দুধ পাণ করবে। আর যখন তুমি কোন ফলের বাগানে আসবে, তখন বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। যদি সে তোমার ডাকের উত্তর দেয় তো ভাল, নইলে তুমি বিনষ্ট না করে (যা পার) খাবে।

٢٣٠١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَاَيُّوبُ بْنُ حَسَّانِ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْ كُلْ وَلَايَتَّخِذْ خُبْنَةً -

২৩০১ ওয়াদিয়া ইবন 'আবদুল ওয়াহহাব, আয়্যুব ইবন হাসসান ওয়াসিতী ও 'আলী ইবন সালামা (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সে ইচ্ছা করলে ফল খাবে, কিন্তু কোঁচড়ে করে নিবে না।

٦٨. بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُصِيْبَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ بِاِذْنِ صَاحِبِهَا

অনুচ্ছেদঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া তার থেকে কিছু নেওয়া নিষেধ

٢٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لاَ يَحْلِبَنَّ اَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُوْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ -

২৩০২ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ তোমাদের কেউ যেন অন্যের পশু তার মালিকের অনুমতি ছাড়া দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার পাণ-শালায় অন্য লোক প্রবেশ করুক, অতঃপর তার ধন ভাণ্ডারের দরজা ভেঙ্গে তার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাক? এমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তুর বাঁটতো তাদের মালিকের জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে রাখে। তাই তোমাদের কেউ যেন অপরের জন্তুর দুধ তার বিনা অনুমতিতে দোহন না করে।

٢٣٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سُلَيْطِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ اِذْ رَاَيْنَا اِبِلاً مَصْرُوْرَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ فَثُبْنَا اِلَيْهَا فَنَادَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاِبِلَ لِاَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوْتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللّٰهِ

اَيَسُرُّكُمْ لَوْرَجَعْتُمْ اِلٰى مَذَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيْهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ اَتَرَوْنَ ذَالِكَ عَدْلاً قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا كَذَالِكَ قُلْنَا اَفَرَاَيْتَ اِنِ احْتَجْنَا اِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَالَ كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ وَاشْرَبْ وَلاَ تَحْمِلْ –

২৩০৩। ইসমাঈল ইবন বিশ্‌র ইবন মানসূর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ আমরা গাছের সাথে বাঁধা একটা উট দেখতে পেলাম, যার পালানে দুধ ভর্তি ছিল। তখন আমরা তার দিকে দৌড়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাক দিলেন। তখন আমরা তাঁর দিকে ফিরে এলে তিনি বললেনঃ এই উটটি কোন এক মুসলিম পরিবারের। আল্লাহর এটাই তাদের খাদ্যের এবং বেঁচে থাকার সংস্থান। তোমাদের কি এটা ভাল লাগবে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্য ভান্ডারের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পাবে যে, তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব লোপাট হয়ে গিয়েছে? তোমরা কি এটা ইনসাফের কাজ বলে মনে কর? তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ এটাও তদ্রূপ। আমরা বললামঃ আমাদের যদি খাদ্য ও পানীয়ের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়? তখন তিনি বললেনঃ এমতাবস্থায় তোমরা খাও, কিন্তু নিয়ে যেওনা এবং পান কর, কিন্তু নিয়ে যেওনা।

٦٩. بَابُ اِتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

অনুচ্ছেদঃ চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন

٢٣٠٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِتَّخِذِىْ غَنَمًا فَاِنَّ فِيْهَا بَرَكَةً –

২৩০৪। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ তুমি বকরী পাল। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।

٢٣٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ يَرْفَعُهُ قَالَ الْاِبِلُ عِزٌّ لاَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

২৩০৫। মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মারফূ করে বলেনঃ উট তার মালিকের জন্য গৌরবের বস্তু। আর বকরী বরকতপূর্ণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা রয়েছে ঘোড়ার কপালে।

٢٣٠٦ **حَدَّثَنَا** عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالاَ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا زَرْبِيٌّ إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ –

২৩০৬ ইসম ইবন ফাযল নীসাপূরী ও মুহাম্মদ ইবন ফিরাস আবু হুরায়রা সায়রাফী (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বকরী হলো বেহেশতের প্রাণী।

٢٣٠٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْاَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللّٰهُ بِهَلاَكِ الْقُرٰى –

২৩০৭ মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনীদেরকে বকরী পালতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দরিদ্রদেরকে মুরগী পালতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ তা'আলা সে জনপদ ধ্বংস করার অনুমতি দেন।

كِتَابُ الْأَحْكَامِ
অধ্যায় ঃ আহ্‌কাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٣. كِتَابُ الْاَحْكَامِ

অধ্যায় ঃ আহ্‌কাম

١. بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক মন্ডলী প্রসঙ্গে

٢٣٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ -

২৩০৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যাকে লোকের মধ্যে কাযী নিযুক্ত করা হয়, তাকে বিনা ছুরিতেই যাব্‌হ করা হয়।

٢٣٠٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْرَئِيْلُ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى، عَنْ بِلَالِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَاَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ -

২৩০৯ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে বিচারকের পদ চেয়ে নেয়, সে নিজের প্রতি গুরুভার অর্পণ করে। আর যাকে জোর করে কাযী নিযুক্ত করা হয়, তার প্রতি এক ফিরিশতা নাযিল হয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

২৩১০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَعْلَى وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَبْعَثُنِيْ وَ أَنَا شَابٌّ أَقْضِيْ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِيْ مَا الْقَضَاءُ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَ ثَبِّتْ لِسَانَهُ قَالَ، فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ -

২৩১০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (কাযী নিযুক্ত করে) ইয়ামান পাঠালেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি এক যুবক। আমি লোকদের বিচার করব, অথচ বিচার কি জিনিস তা-ই আমি জানি না। তিনি (আলী রা) বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে আমার বুক চাপড়ে দিয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি এর অন্তরে হিদায়াত দিন এবং এর জিহ্বাকে মজবুত করে দিন। আলী (রা) বলেনঃ এরপর থেকে দু'জনের মধ্যে বিচার করতে আমার কখনো সন্দেহ হয়নি।

٢. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জুলুম ও ঘুষের ব্যাপারে কঠোরতা

২৩১১ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا مُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِيْ مَهْوَاةٍ أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا -

২৩১১ আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনুঃ যে সব বিচারক মানুষের বিচার করে, তাদের প্রত্যেকেই কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, ফিরিশতা তার ঘাড় ধরে থাকবে। অতঃপর সে বিচারক আকাশের দিকে মাথা উঠাবে। আল্লাহ যদি বলেন ওকে নিক্ষেপ কর, তখন তাকে সে ফিরিশতা এক গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, যার মাধ্যমে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত গড়ে পড়তে থাকবে।

২৩১২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ، يَعْنِيْ بْنَ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيْ، مَالَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ -

২৩১২ আহমাদ ইবন সিনান (র)....'আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ কাযীর সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে জুলুম না করে। অতঃপর যখন সে জুলুম করে, তখন তাকে তার নিজের যিম্মায় ছেড়ে দেন।

٢٣١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي -

২৩১৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর লা'নত।

٣. بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

অনুচ্ছেদঃ বিচারকের ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা প্রসংগে

٢٣١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ -.

قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - فَقَالَ : هٰكَذَا حَدَّثَهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

২৩১৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে বিচারক ইজতিহাদ করে বিচার করে এবং তার সে ইজতিহাদ সঠিক হয়, তাহলে তার জন্য হবে দুটি পুরস্কার। আর সে যখন ইজতিহাদ করে বিচার করে এবং ইজতিহাদে ভুল হয়, তখন তার জন্য হবে একটি পুরস্কার। রাবী ইয়াযীদ (র) বলেনঃ আমি এ হাদিসটি আবু বকর ইবন 'আমর ইবন হাযম এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকেও আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، قَالَ لَوْ لَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى

جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ لَقُلْنَا اِنَّ الْقَاضِىَ اِذَا اِجْتَهَدَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ -

২৩১৫ ইসমায়ীল ইবন শওবাহ (র) আবু হাশিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি ইবন বুরায়দা (র)-এর পিতা সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা না থাকতো যে, তিনি ﷺ বলেনঃ কাযী তিন প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার জাহান্নামী এবং এক প্রকার জান্নাতী। যে ব্যক্তি হক জেনে তার দ্বারা বিচার করে সে জান্নাতী। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মানুষের বিচার করে–সে জাহান্নামী। এবং যে বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম করে, সে-ও জাহান্নামী, (যদি রাবী বুরায়দার এ হাদীস না থাকতো) তাহলে অবশ্যই আমরা বলতাম যে, কাযী ইজতিহাদ করে বিচার করলে সে বেহেশতী হবে।

٤. بَابُ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করবে না

٢٣١٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ، وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوْا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْضِى الْقَاضِى بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ -

قَالَ هِشَامٌ، فِى حَدِيْثِهِ: لاَ يَنْبَغِى لِلْحَاكِمِ اَنْ يَقْضِىَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ -

২৩১৬ হিশাম ইবন 'আম্মার মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াজিদ আহমাদ ইবন ছাবিত জাহদার (র)....আবু বকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কাযী রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করবে না। রাবী হিশাম (র) তার হাদীসে বলেনঃ বিচারকের জন্য রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার করা উচিত নয়।

٥. بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لاَ تُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ تُحَرِّمُ حَلاَلاً

অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের বিচারে হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না

٢٣١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَاِنَّمَا اَقْضِى لَكُمْ عَلَى

نَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا، فَلاَ يَاْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِىْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৩১৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেনঃ তোমরা আমার কাছে বিচারের জন্য এসো, অথচ আমিও একজন মানুষ। সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ অন্যের চেয়ে তার দলীল ভাল ভাবে (গুছিয়ে) বলতে পারে, আর আমি তো তোমাদের কাছে থেকে যা শুনি, তার ভিত্তিতেই বিচার করি। ফলে (দলীলের জোর দেখে) যাকে তার ভাইয়ের কোন হক বিচার করে দিয়ে দেই (আসলে সেটি তার প্রাপ্য নয়) তাহলে সে যেন তা না নেয়। কারণ, (এক্ষেত্রে না জেনে আমি তো তাকে আগুনের একটি টুকরা দেই) যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে।

٢٣١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ قِطْعَةً فَاِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ -

২৩১৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি তো একজন মানুষ। আর অনেক সময় তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় সুন্দর ভাবে তার দলীল পেশ করে। সুতরাং (এর ভিত্তিতে) আমি যাকে তার ভাইয়ের হক থেকে কিছু দেই, এমতাবস্থায় আমি যেন তাকে দোযখের টুকরা দেই।

٦.بَابُ مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদঃ নিজের নয়, এমন জিনিস দাবী করলে এবং তা নিয়ে মামলা দায়ের করলে, সে প্রসংগে

٢٣١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، اَبُوْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعٰى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلِيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

২৩১৯ আবদুল ওয়ারিছ ইবন আবদুস সামাদ ইবন আবদুল ওয়ারিছ ইবন সাঈদ আবু ওবায়দা (র).... আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবী করে, যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন দোযখে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

٢٣٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ (أَوْيُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ) لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ -

২৩২০ মুহাম্মদ ইবন ছা'লাবা ইবন সাওয়া (র).... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কারো অন্যায় মামলায় সহযোগিতা করে, অথবা জুলুম এর ব্যাপারে সহযোগিতা করে, তা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই সে আল্লাহর গযবের মধ্যে থাকবে।

٧. بَابُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদঃ বাদীর ওপর দলীল পেশ করা এবং বিবাদীর ওপর কসম খাওয়া সম্পর্কে

٢٣٢١ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ -

২৩২১ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া মিসরী (র)...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের দাবী মোতাবেক যদি তাকে দেয়া হত, তবে অবশ্যই কিছু লোক অন্যের জান-মাল (না হক ভাবে) দাবী করতো। বিবাদীর উচিৎ কসম খাওয়া।

٢٣٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً الخ الآيَةِ -

২৩২২ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....আশ'আছ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার এবং এক ইহুদীর যৌথ একখন্ড জমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করলো। তখন আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেনঃ তোমার পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম ঃ না। তিনি ইয়াহুদীকে বললেনঃ তুমি কসম কর। তখন আমি বললাম ঃ ওতো এখনই কসম করে বসবে। ফলে সে আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً -

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের কসমকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। (৩ঃ৭৭)।

٨. بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

অনুচ্ছেদঃ মিথ্যা শপথ করে অন্যের মাল নেওয়া প্রসংগে

٢٣٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ -

২৩২৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)....'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও মিথ্যা কসম খায় কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন।

٢٣٢٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَخَاهُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ، اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَاَوْجَبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا ؟ قَالَ وَاِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ -

২৩২৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু উসামা হারিছী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, কোন ব্যক্তি অন্য মুসলমানের হক মিথ্যা কসম করে নিয়ে নিলে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং জাহান্নাম তার জন্য ওয়াজিব করে দেবেন। কওমের এক লোক বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়? তিনি বললেনঃ যদিও তা পিলু গাছের একটি মিসওয়াকও হয়।

٩ . بَابُ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ হক নষ্ট করার জন্য কসম খাওয়া প্রসংগে

٢٣٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح وَثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ، قَالَ – قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ أَخْضَرَ –

২৩২৫ 'আমর ইবন রাফি' ও আহমাদ ইবন ছাবিত জাহ্দারী (র)....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে আমার এই মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কসম খাবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। যদিও তা একটি সবুজ মিসওয়াকের জন্য হয়।

٢٣٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَزَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ قَالاَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ فَرُّوْخَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، وَهُوَ اَبُوْ يُوْنُسَ الْقَوِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ، وَلاَ اَمَةٌ، عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ، وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ رَطْبٍ، اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ –

২৩২৬ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও যায়দ ইবন আখ্যাম (র.... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এই মিম্বারের কাছে কোন গোলাম ও বাঁদী (অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলা) যে-ই মিথ্যা কসম খাক না কেন, যদিও তা একখানি কাঁচা মিসওয়াকের জন্যও হয় তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে।

١٠. بَابُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ اَهْلُ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবদেরকে কিভাবে কসম দেওয়াতে হবে

٢٣٢٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِالَّذِيْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى –

২৩২৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহূদীদের এক পন্ডিত ব্যক্তিকে ডেকে বললেনঃ আমি তোমাকে সেই জাতের কসম দিচ্ছি, যিনি মূসা (আ)-এর ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন।

٢٣٢٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ اَنْبَاَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيَهُوْدِيَيْنِ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ –

২৩২৮ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জন ইয়াহূদীকে বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যিনি মূসা আলায়হিস সালামের ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন।

١١. بَابُ الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'ব্যক্তি একই জিনিসের দাবী করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন প্রমাণ না থাকলে

٢٣٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبُوْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَاَمَرَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ -

২৩২৯ আবু বকর ইবন শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি একটি জন্তুর দাবী করলো, কিন্তু তাদের কারো কাছেই প্রমাণ ছিল না। তখন নবী ﷺ তাদের মাঝে লটারী করে যার নাম লটারীতে ওঠে,তাকে কসম দিয়ে তা নিয়ে নিতে বললেন।

٢٣٣٠ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَ زُهَيْرُبْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوْا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَصَمَ اِلَيْهِ رَجُلاَنِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ -

২৩৩০ ইসহাক ইবন মানসূর, মুহাম্মদ ইবন মা'মার ও যুহায়র ইবন মুহাম্মদ (র)....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দু'ব্যক্তি একটি জন্তুর ব্যাপারে মামলা দায়ের করলো, অথচ তাদের একজনেরও কোন প্রমাণ ছিল না, তখন তিনি সেটাকে তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করে দেন।

١٢. بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِىْ يَدِ رَجُلٍ، اِشْتَرَاهُ

অনুচ্ছেদঃ চুরি যাওয়া মাল এমন লোকের কাছে পাওয়া গেলে যে তা ক্রয় করেছে

٢٣٣١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، اَوْسُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِىْ يَدِ رَجُلٍ يَبِيْعُهُ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِىْ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ -

২৩৩১ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়; অতঃপর সে তা এমন এক ব্যক্তির কাছে পায়, যে তা কিনে নিয়েছে, তখন সেই (আসল মালিক) তার বেশী হকদার। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য ফেরৎ নেবে।

١٣. بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيُّ

অনুচ্ছেদ ঃ চতুষ্পদ জন্তু কিছু বিনষ্ট করলে তার হুকুম

٢٣٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، اَنَّ اِبْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَاقَةً لِّلْبَرَاءِ، كَانَتْ ضَارِيَةً، دَخَلَتْ فِيْ حَائِطِ قَوْمٍ - فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقَضٰى أَنَّ حِفْظَ الْاَمْوَالِ عَلَى اَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِيِّ مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيْهِمْ بِاللَّيْلِ -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً لِاٰلِ الْبَرَاءِ اَفْسَدَتْ شَيْئًا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

২৩৩২ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ মিসরী (র)....ইবন মুহায়্যিসা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারা' (ইবন আযিব রা)-এর একটি দুষ্ট উটনী ছিল। উটনীটি এক কওমের বাগানে ঢুকে তা বিনষ্ট করে ফেলে। বাগানের মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি জানালে তিনি ফয়সালা দেন যে, দিনের বেলা সম্পদের হিফাজাত করার দায়িত্ব তার মালিকের ওপর; (তাই দিনে ক্ষেত বিনষ্ট করলে তার জন্য জন্তুর মালিক দায়ী থাকবে না) আর জন্তু রাতে যে ক্ষতি করবে, তা জন্তুর মালিকের ওপর বর্তাবে।

হাসান ইবন আলী ইবন 'আফ্ফান (র)....বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার বারা' পরিবারের একটি উটনী কিছু শস্য নষ্ট করে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ ফয়সালা দেন।

١٤. بَابُ الْحُكْمِ فِيْمَنْ كَسَّرَ شَيْئًا

অনুচ্ছেদঃ কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম

٢٣٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سَوَاْءَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِيْنِيْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - قَالَتْ : أَوَمَا تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ

أَصْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا قَالَتْ فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأَتْهَا فَانْكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ وَانْتَثَرَ الطَّعَامُ قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطَعِ فَأَكَلُوا ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَ خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا قَالَتْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ –

২৩৩৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....বানু সাওআত গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা) কে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেনঃ তুমি কি কুরআন পড়না وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী)। আয়েশা (রা) বললেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন। আমি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলাম এবং হাফসা তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন। তিনি বলেনঃ হাফসা আমার আগে (খাবার নিয়ে) গেলেন। আমি দাসীকে বললাম, যাও গিয়ে তারপাত্র উপুড় করে ফেল। সে হাফসার কাছে চলে গেল। হাফসা যখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রাখতে যাচ্ছিল, অমনি সে তা উপুড় করে ফেলে দিল। ফলে পাত্রটি ভেঙ্গে গেল এবং খাবার ছড়িয়ে পড়ল। আয়েশা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলি এবং পাত্রে যা ছিল, তা সব দস্তর খানের উপর জমা করে সকলে খেলেন। এরপর আমার পাত্রটি হাফসাকে দিয়ে বললেন, তোমার পাত্রের বদলে এই পাত্র নাও এবং এতে যা আছে খাও। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়াই দেখতে পেলাম না।

٢٣٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُّكُمْ – كُلُوا فَأَكَلُوا – حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا، الَّتِي فِي بَيْتِهَا – فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا –

২৩৩৪ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একবার উম্মুল মু'মিনীনদের একজনের কাছে ছিলেন। এমতাবস্থায়, তাদের অন্য একজন একটি বরতনে করে খাবার পাঠালেন। অতঃপর তিনি খানা বহনকারীর হাতে ধাককা দিলেন। ফলে বরতনটি পড়ে ভেঙেঁ গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বরতনের টুকরো দুটি নিয়ে একটির সাথে অপরটির জোড়া

লাগালেন। অতঃপর তিনি তাতে খাবার জমা করলেন এবং বললেনঃ তোমাদের মাতা ঈর্ষান্বিতা হয়েছেন। তোমরা (এটা) খাও। অতঃপর তারা সকলে খেয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ঘরের খাবার ভর্তি বরতন নিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাল বরতনটি বাহকের কাছে দিয়ে দিলেন এবং ভাঙ্গা বরতনটি যিনি ভেঙ্গে ছিলেন তার ঘরে রেখে দিলেন।

١٥. بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর দেয়ালের উপর লাকড়ী রাখা

٢٣٣٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَلاَيَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوْا رُءُوْسَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَالَ : مَالِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ! لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ-

২৩৩৫ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার প্রতিবেশীর কাছে তার দেয়ালে নিজের লাকড়ী রাখার অনুমতি চাবে, তখন সে প্রতিবেশী যেন তাকে নিষেধ না করে। আবু হুরায়রা (রা) যখন লোকদের কাছে এ হাদীস বয়ান করছিলেন তখন তারা মাথা নাড়াচ্ছিল। তিনি তাদেরকে এরকম করতে দেখে বললেনঃ কি ব্যাপার, আমি দেখছি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই লাকড়ী তোমাদের কাঁধের উপর নিক্ষেপ করব।

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِيْ مُغِيْرَةَ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لاَيَغْرِزَ خَشَبًا فِيْ جِدَارِهِ فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيْدَ وَرِجَالٌ كَثِيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَقَالَ يَاأَخِيْ ! إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُوْنَ حَائِطِيْ أَوْ جِدَارِيْ فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ -

২৩৩৬ আবু বিশ্‌র বকর ইবন খালাফ (র)....ইকরামা ইবন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুগীরা গোত্রের দু'ভাইয়ের মধ্যে একজন (এরূপ কসম খায় যে,) তার ভাই যদি তার দেয়ালের উপর লাকড়ী রাখে তাহলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মুজাম্মা ইবন য়াযীদ ও আনসারদের

আরো অনেক লোক এসে বললেনঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে লাকড়ী রাখতে নিষেধ না করে। তখন সে বললঃ ভাই! (শরীআতের) ফয়সালা তো তোমার পক্ষেই হয়েছে। অথচ আমি তো কসম খেয়েছি, তাই তুমি আমার দেয়ালের পাশে একটি বড় খুটি পুঁতে তার উপর তোমার লাকড়ী রাখ।

২ৣ৩৭ — ٢٣٣٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اِبْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ-

২৩৩৭ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে দেয়ালের উপর তার কাঠ রাখতে নিষেধ না করে।

١٦. بَابُ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِيْ قَدْرِ الطَّرِيْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তা রাখার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে

٢٣٣٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيْدِ الضُّبَعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ-

২৩৩৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করে রাস্তা রাখ।

٢٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالَا ثَنَا قَبِيْصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ-

২৩৩৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন 'উমার হাইয়্যাজ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা রাস্তা নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করবে।

١٧. بَابُ مَنْ بَنٰى فِيْ حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের যমীতে এমন কিছু তৈরী করা, যাতে প্রতিবেশীর ক্ষতি হয়

٢٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ النُّمَيْرِيُّ ثَنَا أَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ-

২৩৪০ 'আবদ রাব্বিহি ইবন খালিদ নুমায়রী আবুল মুগাল্লাস (র)....'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেউ যেন কারো কোনরূপ ক্ষতি না করে, না শুরুতে আর না প্রতিযোগীতা করে।

٢٣٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ -

২৩৪১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যেন কারো ক্ষতি না করে এবং পরস্পর পরস্পরের ক্ষতি করবে না।

٢٣٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

২৩৪২ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)....আবু সিরমা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন এবং যে অপরের প্রতি কঠোর আচরণ করবে, আল্লাহ্ও তার প্রতি কঠোর আচরণ করবেন।

١٨. بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ দু'ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের দাবী করলে

٢٣٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَنْ نِمْرَانَ ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقِمْطُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ -

২৩৪৩ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও 'আম্মার ইবন খালিদ ওয়াসিতী (র)....জারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছুলোক একটি কুঁড়ে ঘরের ব্যাপারে নবী ﷺ-এর কাছে নালিশ করলো, যা তাদের মাঝে যৌথ ভাবে ছিল। তিনি হুযায়ফাকে পাঠালেন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিতে। তিনি (হুযায়ফা) তাদের পক্ষেই ফয়সালা দিলেন, যাদের রশি দিয়ে সে ঘর বাঁধা ছিল। অতঃপর তিনি যখন নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়ে এ খবর দিলেন, তখন তিনি বললেনঃ তুমি ঠিক করেছ এবং ভাল করেছ।

١٩. بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

অনুচ্ছেদ ঃ অপরের কাছে থেকে ছাড়ানোর শর্ত করা

٢٣٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا اَبُوالْوَلِيدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ - قَالَ اَبُو الْوَلِيدِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ -

২৩৪৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইবন হাকীম (র)....সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন কোন জিনিস দু'ব্যক্তির কাছে বিক্রী করা হয়, তখন সে মাল তার হবে, যে প্রথমে খরিদ করবে। রাবী আবুল ওয়ালীদ (র) বলেনঃ এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।

٢٠. بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরআ'র মাধ্যমে ফয়সালা করা

٢٣٤٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ الْمُثَنَّى قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً -

২৩৪৫ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তির ছয়টি গোলাম ছিল। এছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। সে তার মৃত্যুর সময় এদের সবগুলিকেই আযাদ করে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআ'র মাধ্যমে তাদের দু'জনকে আযাদ করে দিলেন এবং চারজনকে গোলাম হিসেবে রাখলেন।

٢٣٤٦ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَاءَ فِي بَيْعٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ - فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ أَحَبَّا ذٰلِكَ أَمْ كَرِهَا -

২৩৪৬ জামীল ইবন হাসান আতকী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি একটি বিক্রিত দ্রব্য নিয়ে ঝগড়া করছিল, (একজন বলছিল আমি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি, অন্যজন

বলছিল, আমি অমুকের কাছ থেকে কিনেছি) অথচ তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কুরআ' করার নির্দেশ দিলেন। যার নাম কুরআতে উঠে, সে যেন কসম করে তা নিয়ে নেয়। তারা এটা পছন্দ করুক বা অপছন্দ করুক।

٢٣٤٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ -

২৩৪৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফরে যেতেন, তখন (কে তাঁর সঙ্গে যাবেন, এ ব্যাপারে) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কুরআ প্রয়োগ করতেন।

٢٣٤٨ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، فِيْ ثَلاَثَةٍ قَدْ وَقَعُوْا عَلَى امْرَأَةٍ فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَالَ اِثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ فَقَالاَ لاَ ثُمَّ سَالَ اِثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ بِهٰذَا بِالْوَلَدِ؟ فَقَالاَ لاَفَجَعَلَ كُلَّمَا سَاَلَ اِثْنَيْنِ : اَتُقِرَّانِ بِهٰذَا الْوَلَدِ ؟ قَالاَ لاَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ - وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِيْ اَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ -

২৩৪৮ ইসহাক ইবন মানসূর (র)....যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আলী ইবন আবী তালিব (রা) ইয়ামান থাকা কালে তার কাছে একটি মামলা আসে যে, তিন ব্যক্তি একই তুহুরে একজন মহিলার সাথে মিলিত হয়েছিল (ফেলে সন্তান হবার পর সকলেই তার দাবী করছিল)। অতঃপর আলী (রা) দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন (তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে) ঃ তোমরা কি সন্তানটি এ ব্যক্তির বলে স্বীকার কর? তারা বললোঃ না। এরপর দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি সন্তানটি এর বলে স্বীকার কর? তারা বললোঃ না। তিনি যখনই দু'জনকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, তোমরা কি সন্তানটি এর বলে স্বীকার কর? তখনই তারা বলছিলঃ না। তখন আলী (রা) তাদের মধ্যে লটারী করলেন। যার নাম লটারীতের উঠলো, তিনি তাকেই সন্তান দিয়ে দিলেন এবং তার উপর দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষতি পূরণ (দিয়াত) ধার্য করলেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বলা হলে তিনি এমন ভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়লো।

٢١. بَابُ الْقَافَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়াফা সম্পর্কে

٢٣٤٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا وَهُوَ يَقُوْلُ يَاعَائِشَةُ! أَلَمْ تَرِى اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِىَّ دَخَلَ عَلَىَّ فَرَاى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ ، بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ-

২৩৪৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র)...' আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব খুশী হয়ে (আমার কাছে) এসে বলতে লাগলেন, হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি যে, মুজায্যায মুদলিজী আমার কাছে এসেছিল। সে উমামা ও যায়দকে এমন অবস্থায় দেখতে পেল যে, তাদের উপর একটি চাদর, যা দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা ছিল, কিন্তু পাগুলো বের হয়েছিল। (এই পা দেখেই) সে বললোঃ এই পাগুলোর একটির অপরটির সাথে মিল আছে।

٢٣٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا اَتَوْا اِمْرَاَةً كَاهِنَةً - فَقَالُوْا لَهَا : اَخْبِرِيْنَا اَشْبَهَنَا اَثَرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ فَقَالَتْ اِنْ اَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هٰذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا، اَنْبَاتُكُم قَالَ فَجَرُّوْا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَت أَثَرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : هٰذَا أَقْرَبُكُم اِلَيْهِ شَبَهًا ثُمَّ مَكَثُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ عِشْرِيْنَ سَنَةً، اَوْمَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ -

২৩৫০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শগণ এক জ্যোতিষী মহিলার কাছে গিয়ে তাকে বললোঃ আমাদের মধ্যে মাকাম-ই ইবরাহীমের মালিক (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ)-এর সাথে কে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ, তা বলে দিন। সে বললোঃ তোমরা যদি এই নরম মাটির উপর দিয়ে একটি চাদর টেনে নাও, তারপর তার উপর দিয়ে (খালী পায়ে) হাট, তবে আমি তোমাদেরকে তা বলে দেব। ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ অতঃপর তারা একটি চাদর টেনে নিল, তারপর লোকেরা তার উপর হাটলো। অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদচিহ্ন দেখিয়ে বললোঃ তোমাদের মধ্যে এই লোকটিই তাঁর (ইবরাহীমের) সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা ঘটনার পর বিশ বছর অথবা যত বছর আল্লাহর মর্জী ছিল অপেক্ষা করলো। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কে নবুওয়াত দান করলেন।

٢٢. بَابُ تَخْيِيْرِالصَّبِيِّ بَيْنَ اَبَوَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যার সাথে ইচ্ছা-থাকতে পারবে

٢٣٥١ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ، عَنْ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَاغُلاَمُ! هٰذِهِ أُمُّكَ وَهٰذَ أَبُوْكَ -

২৩৫১ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি শিশুকে তার পিতা এবং মাতার মধ্যে (যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলেনঃ হে বৎস! এ হলো তোমার মা এবং এ হলো তোমার বাপ।

٢٣٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اِخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيَّرَهُ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ - فَقَضٰى لَهُ بِهِ -

২৩৫২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সালামার সাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার বাপ-মা নবী ﷺ -এর কাছে (সন্তান কাছে রাখার ব্যাপারে) অভিযোগ দায়ের করেছিল, তাদের একজন ছিল কাফির এবং অপরজন মুসলমান। তিনি তাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিলে সে কাফিরের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে হিদায়াত দিন। তখন সে মুসলমানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে তাকে তার (মুসলমানের) সাথে থাকার ফয়সালা দেন।

٢٣. بَابُ الصُّلْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্ধি প্রসংগে

٢٣٥٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ اَحَلَّ حَرَامًا -

২৩৫৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আমর ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি করা জাইয। তবে এমন সন্ধি–যা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে, তা ব্যতীত।

٢٤. بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে নিজের সম্পদ নষ্ট করে তাকে নিষেধ করা

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى ثَنَاسَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْ عَهْدِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فِيْ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَاَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اُحْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّيْ لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَا وَلاَخِلاَبَةَ –

২৩৫৪ আযহার ইবন মারওয়ান (র) ...... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যার জ্ঞান-বুদ্ধির কিছু দুর্বলতা ছিল। এবং সে কেনা-বেচা করতো। তার পরিবার নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করুন। তখন নবী ﷺ একাজ করতে তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেচা-কেনা ছেড়ে থাকতে পারব না। তিনি বললেনঃ যখন তুমি কেনা-বেচা করবে তখন বলবে, জিনিস নেও তবে কোন ধোঁকা নয়।

٢٣٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ : هُوَجَدِّيْ مُنْقِذُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ ، قَالَ : هُوَجَدِّيْ مُنْقِذُ بْنَ عَمْرٍو–وَكَانَ رَجُلاً قَدْ أَصَابَتْهُ اٰمَّةٌ فِيْ رَاْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لاَ يَدعُ ، عَلَى ذٰلِكَ ، التِّجَارَةَ وَكَانَ لاَيَزَالُ يُغْبَنُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اِذَااَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ ثُمَّ اَنْتَ فِيْ كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَابِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَاِنْ رَضِيْتَ فَاَمْسِكْ، وَاِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا –

২৩৫৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন হাব্বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মনকিয ইবন আমর হলেন আমার নানা। তার মাথায় একটি (প্রচণ্ড) আঘাত লেগেছিল। ফলে, তার জিহবায় আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যবসা ছাড়তেন না। আর সব

সময়ই তিনি ঠকতেন। অবশেষে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে একথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি যখন বেচা-কেনা করবে, তখন বলবেঃ 'কোন ধোঁকা নয়।' যদি তুমি কোন জিনিস খরিদ কর, তাহলে তোমাকে তিনরাত পর্যন্ত এখতিয়ার দিব। তুমি (এ ক্রয়ে) সন্তুষ্ট হলে মাল রেখে দিতে পারবে আর অসন্তুষ্ট হলে তা তার মালিকের কাছে ফেরৎ দিতে পারবে।

٢٥. بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ দেনাদারের নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এবং পাওনাদারদের তার নিকট বেচা-কেনা করা

٢٣٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَالِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِي الْغُرَمَاءَ-

২৩৫৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি ফল কিনেছিল, তাতে তার লোকসান হয়ে যায়। ফলে, তার ঋণের বোঝা বেড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা একে দান কর। লোকেরা তাকে দান করল, কিন্তু তা তার ঋণ শোধ করার জন্য যথেষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা যা পাও-তাই নিয়ে নাও, এর বেশী তোমরা অর্থাৎ পাওনাদার আর কিছুই পাবে না।

٢٣٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ! إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَخْلَصَنِي بِمَا لِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي-

২৩৫৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবন জাবালকে তার পাওনাদারদের থেকে নিষ্কৃতি দেন, তারপর তাঁকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। মুআয (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আমাকে আমার মালের দেনা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, পরে আমাকে গভর্ণর নিযুক্ত করেছেন।

٢٦. بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ اَفْلَسَ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সম্পদ এমন লোকের নিকট অবিকলভাবে পাওয়া যে গরীব হয়ে গিয়েছে

٢٣٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْاَفْلَسَ ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ –

২৩৫৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অবিকল অবস্থায় তার নিজের সম্পদ এমন ব্যক্তির কাছে পাবে, যে গরীব হয়ে গেছে, তবে সে-ই অন্যের তুলনায় তার বেশী হকদার।

٢٣٥٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اَبِىْ بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَاَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ اَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ –

২৩৫৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ যদি কেউ কোন জিনিস বিক্রি করে, পরে সে তা অবিকল সে অবস্থায় ক্রেতার নিকট পায়, যখন সে গরীব হয়ে গেছে, আর তখনো সে (বিক্রেতা) তার কোন মূল্য গ্রহণ করেনি; এমতাবস্থায় সে জিনিস তারই (বিক্রেতার) হবে। আর যদি তার কিছু মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে সে অন্যান্য পাওনাদারদের মতই হবে।

٢٣٦٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ قَالاَ : ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ، عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ، عَنْ اَبِى الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ اِبْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ جِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اَفْلَسَ فَقَالَ هٰذَا الَّذِىْ قَضٰى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ اَوْ اَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اَحَقُّ بِمَتَاعِهِ اِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ –

২৩৬০ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী ও আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... ইবন খালদা যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মদীনার কাযী। তিনি বলেনঃ আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে এলাম আমাদের এক সঙ্গীর ব্যাপারে জানতে, যে গরীব হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেনঃ এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় অথবা গরীব হয়ে যায়, তাহলে মালের মালিকই তার সে জিনিসের অধিক হকদার হবে, যখন সে অবিকল অবস্থায় তার মাল তার কাছে পাবে।

٢٣٦١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْلَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ-

২৩৬১ ‘আমর ইবন ‘উছমান ইবন সা'য়ীদ ইবন কাছীর ইবন দীনার হিম্‌সী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যদি কোন লোক মারা যায় এবং তার কাছে অপর কোন লোকের মাল অবিকল অবস্থায় থাকে, চাই তার কিছু মূল্য পরিশোধ হোক বা আদৌ না হোক, তখন সে জিনিসের মালিক হবে সে পাওনাদার।

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٤. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় ঃ শাহাদাত

٢٧. بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যার কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হয়নি, তার সাক্ষ্য দেয়া মাকরূহ

٢٣٦٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ : ثَنَا جَرِيْرُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟قَالَ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِىْءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ -

২৩৬২ 'উছমান ইবন আবু শায়বা ও'আমর ইবন রাফি' (র) .... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ - কে প্রশ্ন করা হলোঃ কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেনঃ আমার যুগের লোক (অর্থাৎ সাহাবী), তারপর তাদের নিকটতম যুগের লোক, (তাবেঈ') তারপর তাদের নিকটতম সময়ের লোক (তাবই'-তাবিঈ')। অতঃপর এমন কিছু লোক আসবে যাদের সাক্ষ্য কসমের আগে হবে এবং কসম সাক্ষ্যের আগে।[১]

٢٣٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ :إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيْنَا مِثْلَ مُقَامِى فِيْكُمْ فَقَالَ اِحْفَظُوْنِى فِى أَصْحَابِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ -

---

১. অর্থাৎ তারা সাক্ষ্য দিতে এত উদগ্রীব থাকবে যে, তার কোন নিয়ম-নীতি থাকবেনা। তারা কখনো সাক্ষী দেয়ার আগেই কসম খেয়ে বসবে, আবার কখনো সাক্ষী দেয়ার পর কসম খাবে। মোট কথা, তাদের কাছে সাক্ষ্যের কোন গুরুত্ব থাকবে না।

২৩৩৬ 'আবদুল্লাহ ইবন-জাররাহ (র) .... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমার ইবন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে জাবিরা নামক স্থানে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে–দাঁড়ালেন, যেমন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, এবং বললেনঃ তোমরা আমার সাহাবীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে, তারপর তাদের প্রতি যাবার তাদের সময়ের নিকটবর্ত (তাবই'-তাবিঈ') অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি লোক স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিবে অথচ তার কাছে কসম চাওয়া হবে না।

٢٨. بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কারো কাছে সাক্ষ্য আছে, অথচ যার ব্যাপারে সে সাক্ষ্য, তার তা জানা না থাকলে

٢٣٦٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُعْفِىُّ قَالاَ : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكَلِىُّ اَخْبَرَنِىْ اُبَىُّ ابْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ الاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الشُّهُوْدِ مَنْ اَدّٰى شَهَادَتَهُ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا -

২৩৬৪ আলী ইবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান জু'ফী (র) .... যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, উত্তম সাক্ষী সেই ব্যক্তি, যে তার কাছে চাওয়ার পূর্বেই সাক্ষ্য দিয়ে দেয়।

٢٩. بَابُ الْاِشْهَادِ عَلَى الدُّيُوْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দেনার ওপর সাক্ষ্য প্রদান

٢٣٦٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ الْجُبَيْرِىُّ، وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ قَالاَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجْلِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ : تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى) حَتّٰى بَلَغَ (فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) فَقَالَ: هٰذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا -

২৩৬৫ 'উবায় দুল্লাহ ইবন ইউসূফ জুবায়রী ও জামীল-ইবন হাসান 'আতাকী (র) .... আবু সাঈদ খূদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى (অর্থাৎ ওহে যারা ঈমান এনেছঃ যখন তোমরা একে অন্যের সাথে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে .... (২ ঃ ২৮২) فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (২ ঃ ২৮৩) যদি তোমাদের কেউ একে অপরকে বিন্যাস করে (২ঃ২৮৩) পর্যন্ত পৌছে বললেন, এ অংশটি এর পূর্বের অংশকে মানসুখ করে দিয়েছে।

٣٠. بَابُ مَنْ لاَ تَجُوْزُشَهَادَتُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার সাক্ষ্য জাইয নয়

٢٣٦٦ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالاَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَخَائِنَةٍ وَلاَمَحْدُودٍ فِي الْاِسْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى اَخِيهِ–

২৩৬৬ আইয়্যূব ইবন মুহাম্মদ রাক্কী (র) ও মুহাম্মদ ইবন–ইয়াহ্ইয়া (র)...আমর ইবন শু'আয়েব দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খিয়ানাতকারী পুরুষ, খিয়ানাত কারিণী মহিলা, ইসলামী বিধানে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্বীয় ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য জাইয নাই।

٢٣٦٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ–

২৩৬৭ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যাযাবর ব্যক্তির সাক্ষ্য জনপদে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য জাইয নয়।

٣١. بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য এবং কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা করা

٢٣٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ، اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ–

২৩৬৮ আবু মুসআব মাদীনী, আহমদ ইবন 'আবদুল্লাহ জুহরী ওইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষের সাথে কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন।

٢٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا جَعْفَرُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ–

২৩৬৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষের সাথে কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা দেন।

٢٣٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ اَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ–

২৩৭০ আবু ইসহাক হারাবী ইব্‌রাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন হাতিম (র) .... ইবন 'আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন সাক্ষী এবং কসমের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন।

٢٣٧١ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِيْنَ الطَّالِبِ -

২৩৭১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ...সুররাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং বাদীর কসম (এর দ্বারা ফয়াসালা করা) জাইয রেখেছেন।

٣٢. بَابُ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসংগে

٢٣٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِىِّ، قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ -

২৩৭২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা) .... খুরায়ম ইবন ফাতি আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শরীক করার সমান। তিনি তিন বার একথা বললেন। তারপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ (অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক; একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর প্রতি তার সাথে কোন শরীক না করে। (২২ঃ৩০)

٢٣٧٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ تَزُوْلَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّوْرِ حَتّٰى يُوْجِبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ -

২৩৭৩ সুওয়ায়দ ইবন সা'ঈদ (র) .... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দাতার পদদ্বয় (কিয়ামতের দিন) একটুও নড়বেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন।

٣٣. بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবদের একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান

٢٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَجَازَ شَهَادَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ، بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ -

২৩৭৪ মুহাম্মদ ইবন তারীফ (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিতাবীদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

كِتَابُ الْهِبَاتُ

অধ্যায় ঃ হিবাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٥. كِتَابُ الْهِبَاتِ

অধ্যায় ঃ হিবাত

١. بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় পুত্রকে দান করা

٢٣٧٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اِنْطَلَقَ بِهِ أَبُوْهُ يَحْمِلُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدْ أَنِّىْ قَدْنَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِىْ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيْنَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِىْ نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ ؛ لاَ قَالَ فَاَشْهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْرِىْ قَالَ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ بَلٰى قَالَ فَلاَ اِذًا -

২৩৭৫ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র) .... নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার পিতা তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেনঃ আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নুমানকে আমার অমুক অমুক সম্পদ দান করেছি। তিনি বললেনঃ তুমি কি নুমানকে যেমন দান করেছ, তেমনি তোমার সব পুত্রকে দান করেছ? তিনি বললেনঃ না। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী বানিয়ে রাখ। তিনি আরো বললেনঃ তোমার জন্য এটা খুশীর ব্যাপার নয় কি যে, তারা সবাই তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেনঃ তাহলে এরূপ করোনা।

٢٣٨٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بِن بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا - وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ فَارْدُدْهُ -

২৩৭৬ হিশাম ইবন ‘আম্মার (র) .... নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে একটি গোলাম দান করলেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-র কাছে এলেন তাঁকে এর সাক্ষী রাখার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি কি তোমার সব পুত্রকেই দান করেছ? তিনি বললেনঃ না। তখন তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।

٢. بَابُ مَنْ أَعْطٰى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজ সন্তানকে কিছু দিয়ে আবার তা ফেরৎ নেয়া প্রসংগে

٢٣٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُوْبَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ -

২৩৭৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... ইবন ‘আব্বাস ও ইবন ‘উমার (রা) থেকে মারফু‘ হিসাবে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ কাউকে কিছু দান করে তা আবার ফের নেয়া জাইয নয়। কিন্তু পিতা তার পুত্রকে দান করে তা আবার ফেরৎ নিতে পারে।

٢٣٧٨ حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ- ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيْدٌ، عَنِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِيْ هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ-

২৩৭৮ জামীল ইবন হাসান (র) আমর ইবন শুআয়েবের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন দান করে তা ফেরত না নেয়। তবে পিতা তার পুত্র থেকে নিতে পারবে।

٣. بَابُ الْعُمْرٰى

অনুচ্ছেদ ঃ উমরা (আজীবন স্বত্ত)

২৩৭৯ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَعُمْرٰى فَمَنْ أُعْمِرَشَيْئًا، فَهُوَ لَهُ –

২৩৭৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ...: আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উমরার কোন মূল্য নেই, তবে কাউকে যদি আজীবনের জন্য পদ্ধতির দান কাউকে কিছু দান করবে, সেটা তার এবং তার ওয়ারিছদের জন্য হবে। তার কথার দ্বারা সে এতে করে নিজের হক নষ্ট করলো। এখন তা তার, যাকে সে আজীবন ভোগের জন্য দিয়েছে এবং তার ওয়ারিছদের।

২৩৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ،عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدقَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا فَهِىَ لِمَنْ اُعْمِرَ وَيَعْقِبِهِ –

২৩৮০ মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আজীবনের জন্য কাউকে কিছু দান করে, সেটা তার এবং তার ওয়ারিছদের জন্য হয়। সে তার কথার দ্বারা নিজের হক নষ্ট করলো। একথা তো তার, যাকে সে আজীবন ভোগের জন্য দিয়েছে এবং তার ওয়ারিছদের জন্য।

২৩৮১ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِىِّ ،عَنْ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرٰى لِلْوَارِثِ –

২৩৮১. হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... যায়দ ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উমরা পদ্ধতির দানকে ওয়ারিছদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

٤. بابُ الرُّقبٰى

অনুচ্ছেধ ঃ রুকবা প্রসংগে

২৩৮২ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ رُقْبٰى فَمَنْ أُرْقِتَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ قَالَ وَالرُّقْبٰى اَن يَقُوْلَ هُوَ لِلْاٰخَرِ مِنِّى وَمِنْكَ مَوْتًا –

২৩৮২ ইসহাক ইবন মানসুর (র)...ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ রুকবা কিছুই না, তবে রুকবা পদ্ধতিতে যাকে কিছু দান করা হবে, সে তার জীবদ্দশয় ও মৃত্যুর পরও তার মালিক হবে। বাবী বলেন, রুকবা হলোঃ কোন জিনিস সম্পর্কে একে অপরকে এরূপ বলা যে, আমার এবং তোমার মধ্যে যে শেষে মৃত্যু বরণ করবে-এটা তার।

٢٣٨٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : ثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا –

২৩৮৩ 'আমর ইবন রাফি ও আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উমরা পদ্ধতির দান জাইয হবে তার জন্যে যাকে উমরা দেয়া হবে এবং রুকবা পদ্ধতির দান ওজাইয হবে তার জন্য, যাকে রুকবা দেয়া হবে।

٥. بَابُ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দান ফিরিয়ে নেওয়া প্রসংগে

٢٣٨٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُوْدُنِيْ عَطِيَّتَهُ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ اَكَلَ، حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ –

২৩৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার দান ফিরিয়ে নেয়, তার উদাহরণ ঐ কুকুরের মত, যে পেট ভরে খেয়ে বমি করে, তারপর আবার সে বমি খেয়ে ফেলে।

٢٣٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ، وَ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ –

২৩৮৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দান করে যে ফেরৎ নেয়, সে যেন তার মত, যে বমি করে খায়।

٢٣٨٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ الْعَرْعَرِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ ثَنَا الْعُمَرِىُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ –

২৩৮৬ আহম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়ূসুফ আর আবী (র)....ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন, দান করে যে ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, সে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।

٦. بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ছওয়াবের আশায় কিছু দান করা

٢٣٨٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِىُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلُ اَحَقُّ بِهِبَتِهٖ مَالَمْ يُثَبْ مِنْهَا –

২৩৮৭ 'আলী আবন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল (র) .... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দানের বিনিময় যতক্ষণ না নেওয়া হবে, ততক্ষণ সে দানকারীই তার বেশী হকদার।

٧. بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান করা

٢٣٨٨ حَدَّثَنَا إِبْنُ سَلَمَةَ عَدْلَانِىُّ ثَمَدُ اَبُوْ يُوْسُفَ الرَّقِىُّ، مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الصَّيْ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا لَا يَجُوْزُ لِاَمْرَأَةٍ فِىْ مَالِهَا، اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا، اِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا –

২৩৮৮ আবু ইয়ূসুফ রাকী, মুহাম্মদ ইবন আহমাদ সায়দালানী (র) .... 'আমর ইবন শুআয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক খুতবায় বলেনঃ কোন স্ত্রীর জন্য তার সম্পদ স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান করা জাইয নয়। কেননা, সে তার হিফাজতের মালিক।

٢٣٨٩ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيٰى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ، اِمْرَاَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ: اِنِّىْ تَصَدَّقْتُ بِهٰذَا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَجُوْزُ لِامْرَاَةٍ فِىْ مَالِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَاْذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، زَوْجِهَا فَقَالَ هَلْ اَذِنْتَ لِخَيْرَةَ اَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا -

২৩৮৯ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র) .... কবি ইবন মালিক এর বংশধর 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার দাদী কাব ইবন মালিক (রা)-এর স্ত্রী খায়রা (রা) তার গহনা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে এসে বললেনঃ আমি এগুলি দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ স্ত্রীর জন্য তার সম্পদ থেকে স্বামীর বিনা অনুমতিতে দান করা জাইয নয়। তুমি কি কবি-এর অনুমতি নিয়েছ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামী কবি ইবন মায়াজ এর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি খায়রা কে তার অলঙ্কার দান করার অনুমতি দিয়েছে? তখন কা'ব বললেনঃ হ্যাঁ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সে অলঙ্কার গ্রহণ করলেন।

كِتَابُ الصَّدَقَاتِ
অধ্যায় ঃ সাদাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٦. كِتَابُ الصَّدَقَاتِ

অধ্যায় ঃ সাদাকাত

١. بَابُ الرُّجُوْعِ فِى الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদাকাহ্ ফিরিয়ে নেওয়া

٢٣٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ –

২৩৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি তোমার সদকাহ্ ফিরিয়ে নিবে না।

٢٣٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِىْ صَدَقَتِهِ، مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ –

২৩৯১ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সদকাহ্ করে তা ফিরিয়ে নেয়, তার উদাহরণ হলো ঐ কুকুরের মত যে, বমি করে তা খেয়ে ফেলে।

٢. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন জিনিস সাদাকাহ করলো, তারপর সে জিনিস সে বিক্রী হতে দেখলো–সে কি তা কিনতে পারবে?

٢٣٩٢ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ . ثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِيْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ؛ اَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيْعُهَا بِكَسْرٍ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَاتَبْتَعْ صَدَقَتَكَ –

২৩৯২ তামীম ইবন মুন্তাসির ওয়াসিতী (র) ....'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে একটি ঘোড়া সদকাহ্ করে ছিলেন। তিনি তার মালিককে সেটা স্বল্প মূল্যে বিক্রী করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে (তিনি কিনতে পারবেন কিনা) জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেনঃ তোমার সদকাহ্ তুমি ক্রয় করো না।

٢٣٩٣ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، اَنَّهُ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرًا وَغَمْرَه فَرَأَى مُهْرًا اَوْ مُهْرَةً مِنْ اَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنَهَى عَنْهَا –

২৩৯৩ ইয়াহ্ইয়া ইবন হাকীম (র) .... যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি গামর অথবা গামরাকে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। একদিন তিনি দেখলেন তার সেই ঘোড়ারই একটি ঘোটক বা ঘোটকী বিক্রী হচ্ছে। (তিনি সেটা কিনতে চাইলে) তাকে তা থেকে নিষেধ করা হলো।

٣. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিস সাদাকাহ করার পর তার ওয়ারিছ হলে

٢٣٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! اِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى اُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ اَجَرَكِ اللّٰهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ –

২৩৯৪ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)...বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে আমার একটি বাগান দান করেছিলাম।

তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন এবং তিনি আমাকে ছাড়া আর কোন ওয়ারিছ রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার সদকাহ্‌ আদায় হয়েছে এবং এখন তোমার বাগান তোমার কাছে ফেরৎ এসেছে।

٢٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ -

২৩৯৫ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (রা) .... 'আমর ইবন শু'আয়েরের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো; আমি আমার মাকে আমার একটি বাগান দান করেছিলাম। তিনি তো ইনতিকাল করেছেন এবং তিনি আমাকে ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিছ রেখে যাননি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমার সাদাকা আদাম হয়েছে এবং এখন তোমার বাগান তোমার কাছে ফেরত এসেছে।

٤. بَابُ مَنْ وَقَفَ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ করা

٢٣٩٦ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ، فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ -

২৩৯৬ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমার ইবন খাত্তাব (রা) খায়বরের এক খন্ডজমি পান। তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এসে পরামর্শ চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে এমন একটি সম্পত্তি পেয়েছি যে, এত উত্তম সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। এখন আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কি করতে বলেন? তিনি বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি (তোমার মালিকানায়) রেখে দিয়ে তার উৎপাদিত দ্রব্য সদকাহ করতে পার। ইবন উমার (রা) বলেনঃ অতঃপর উমার তাই করলেন যে, মূল সম্পত্তি বিক্রী করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং তার কোন ওয়ারিছ ও হবে না। তার উৎপাদিত শস্য দান করা হবে দরিদ্রদের জন্য নিকটাত্মীয়দের জন্য,

গোলাম আযাদ করতে, আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করার জন্য), মুসাফিরদের জন্য এবং মেহমানদের জন্য। যে তার মুতাওয়াল্লী হবে, সে তা থেকে ন্যায় সঙ্গমভাবে খেতে পারবে এবং দোস্তদের খাওয়াতে পারবে, তবে জমা করতে পারবে না।

٢٣٩٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ، الَّتِى بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا قَالَ ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ : فَوَجَدْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ فِىْ كِتَابِىْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ –

২৩৯৭ মুহাম্মাদ ইবন আবু 'উমার 'আদানী (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবন খাত্তাব বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ খায়বারে আমি যে একশত অংশ পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। আমি তা সদকাহ্ করে দিতে মনস্থ করেছি। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তুমি মূল সম্পত্তিটি রেখে দাও এবং তারফল দান করে দাও।

রাবী ইবন আবু 'উমার (র) বলেনঃ আমি এ হাদীসটি আমার কিতাবের অন্য একস্থানে এই সনদে পেয়েছি যে, সুফয়ান (র) .... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ উমার (রা) বলেছেনঃ এরপর উক্ত হাদীছের মতই উল্লেখ করেছেন।

٥. بَابُ الْعَارِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধার নেওয়া প্রসংগে

٢٣٩٨ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ –

২৩৯৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)...... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, ধার পরিশোধ করতে হবে এবং লাভদায়ক জিনিস (অর্থাৎ দুধ পান করার জন্য যে জন্তু দেয়া হয় তা) ফেরৎ দিতে হবে।

٢٣٩٩ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ –

২৩৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, ধার পরিশোধ করতে হবে এবং লাভদায়ক জন্তু ফেরৎ দিতে হবে।

٢٤٠٠ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَاأَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ -

২৪০০ ইবরাহীম ইবন মুসতামির ও ইয়াহইয়া ইবনে হাকীম (র) .... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাত যা গ্রহণ করে, তা পরিশোধ করা জরুরী।

٦. بَابُ الْوَدِيعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমানত প্রসংগে

٢٤٠١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ ثَنَا إِيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ -

২৪০১ উবায়দুল্লাহ ইবন জাহম আনমাতী (র) .... 'আমর ইবন শুআয়েবের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি কারো কাছে কোন আমানাত রাখা হয়, (এবং তা যদি তার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে) তার ওপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না।

٦. بَابُ الْأَمِيْنِ يَتَّجِرُ فِيْهِ فَيَرْبَحُ

অনুচ্ছেদঃ আমানাত গ্রহণকারী, আমানাতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَالَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَكَانَ لَوِاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

২৪০২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে তার জন্য একটি ছাগল কেনার উদ্দেশ্যে দীনার দেন। সে তাঁর জন্য দু'টি চাগল কিনে, এর একটি এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রী করে ফেলে। অতঃপর সে এক দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -র কাছে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। রাবী বলেনঃ এরপর সে মাটি কিনলেও তাতে সে লাভবান হতো।

আহম্মাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র) উরওয়া ইবন আবুল জদি বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একটি বাণিজ্যিক কাফিলা মাল নিয়ে আসলো? তখন নবী ﷺ আমাকে একটি দীনার দিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৮. بَابُ الْحَوَالَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাওয়ালা প্রসংগে

٢٤٠٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ -

২৪০৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির জন্য ঋণ আদায়ে টাল-বাহানা করা জুলম। তবে তোমাদের কাউকে যখন কোন মালদারের মুকাবালা করায়ে দেয়া হবে, অর্থাৎ নিজে ঋণ শোধ করতে না পেরে কোন ধনীকে মুকাবালা দিয়ে বলবেঃ (এ আমার ঋণ পরিশোধ করবে), তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

٢٤٠٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ -

২৪০৪ ইসমাঈল ইবন তাওবা (র) ...... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মালদারের জন্য দেনা আদায়ে টাল-বাহানা করা জুলম। আর যখন তোমাদের কাউকে কোন মালদারের ওপর হাওয়ালা (সোপর্দ) করা হয়, তখন তা মেনে নাও।

৯. بَابُ الْكَفَالَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামিন হওয়া

٢٤٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالاَ : ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ -

২৪০৫ হিশাম ইবন 'আম্মার ও হাসান ইবন আরাফা (র) .... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, জামিনাদার দায়ী হবে এবং তাকেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

٢٤٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : مَاعِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ ! لاَأُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْتَاتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ فَقَالَ : شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هٰذَا؟ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَخَيْرَ فِيهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ -

২৪০৬ মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি তার দেনাদারকে ধরলো। সে তার কাছে দশ দীনার পাওনা ছিল। দেনাদার লোকটি বললঃ আমার কাছে এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাকে দেব। তখন পাওনাদার বললোঃ আল্লাহর কসম!। আমি তোমাকে ততক্ষণ ছাড়বোনা, যতক্ষণ না তুমি আমার দেনা পরিশোধ করবে অথবা কোন জামিনদার দেবে। অতঃপর সে তাকে নবী ﷺ-এর কাছে ধরে নিয়ে গেল। তিনি তাকে (পাওনাদারকে) বললেন, তুমি তাকে কতদিনের সময় দিতে পার? সে বললোঃ এক মাস। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাহলে আমিই তার জন্য জামিন। সে (করযদার) লোকটি নবী ﷺ তাকে যে সময়ের কথা বলেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁর কাছে এলো। তখন নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি এ সম্পদ কোথায় পেলে? সে বললোঃ খনিতে। তিনি বললেনঃ ওতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকেই পাওনাদারের দেনা পরিশোধ করে দিলেন।

٢٤٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَبُوعَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُوقَتَادَةَ : أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ؟ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْتِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا -

২৪০৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর খিদমতে একটি জানাযা হাজির করা হলো তার জানাযার নামায আদায়ের জন্য তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর সালাতে জানাযা আয়াদ কর (আমি করব না) কেননা তার ওপর ঋণ রয়েছে। তখন আবু কাতাদা (রা) বললেনঃ আমি তার জামিন হচ্ছি। নবী ﷺ বললেনঃ পূর্ণ ঋণের? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ পূর্ণ ঋণের। আর সে ব্যক্তির ওপর আঠার অথবা উনিশ দিরহাম ঋণ ছিল।

١٠. بَابُ مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِىْ قَضَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিশোধের নিয়্যাতে ঋণ গ্রহণ করে

٢٤٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ اِبْنِ حُذَيْفَةَ هُوَ عِمْرَانُ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ ، قَالَ : كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا - فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لاَ تَفْعَلِىْ - وَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلٰى - إِنِّىْ سَمِعْتُ نَبِيِّىْ وَخَلِيْلِىْ صَلَّى ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ مُسْلِمٍ يدَّانُ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللّٰهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا -

২৪০৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি ধার নিতেন। তখন তাঁকে তার পরিবারের কোন এক লোক বললোঃ এরূপ করোনা এবং সে এটাকে অপছন্দ করলো। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ আমি আমার নবীও বন্ধু ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান ধার করলে, আল্লাহ জানেন যে সে তাপরিশোধ করার নিয়্যাতে নিচ্ছে তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহআর সে ধন পরিশোধন করে দেন।

٢٤٠٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّيْنَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اللّٰهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتّٰى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَالَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللّٰهُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ لِخَازِنِهِ اِذْهَبْ فَخُذْلِىْ بِدَيْنٍ فَإِنِّىْ أَكْرَهُ أَنْ أَبِيْتَ لَيْلَةً اِلاَّ وَاللّٰهُ مَعِىْ بَعْدَ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪০৯ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির সাথে থাকেন, যতক্ষণ না সে তার ঋণ পরিশোধ করে। এইশর্তে যে, এই ঋণ আল্লাহর অপছন্দনীয় বস্তুর ব্যাপারে না নেয়।

রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জাফর তার কোষাধ্যক্ষকে বলতেনঃ যাও আমার জন্য ধার নিয়ে এস। কেননা তখন থেকে আমি একটা রাতও আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকা ছাড়া কাটাতে পছন্দ করি, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এহাদীছ শুনেছি।

١١. بَابُ مَنْ اَدَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিশোধ না করার নিয়্যাতে ঋণ গ্রহণ করে

٢٤١٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِىِّ بْنِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِىِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ

الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِيْنُ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ اِيَّاهُ، لَقِيَ اللّٰهَ سَارِقًا –

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ –

২৪১০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... সুহায়ব খায়র (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি এনিয়্যাতে ঋণ করে যে সে তাপরিশোধ করবে না,– (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সঙ্গে চোর হিসাবে সাক্ষাৎ করবে।

ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র) .... সুহায়ব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٤١١ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيْعٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا، أَتْلَفَهُ اللّٰهُ –

২৪১১ ই'য়াকু ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার নিয়্যাতে নেয়, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

١٢. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋণের ব্যাপারে কঠোরতা করা প্রসংগে

٢٤١٢ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلاَثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ –

২৪১২ হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) .... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম ছাওয়াব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যার শরীর থেকে এমতাবস্থায় প্রাণ বের হয়ে যে, সে তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে তিনটি জিনিস হলোঃ অহংকার খিয়ানত ও ঋণ।

٢٤١٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ –

২৪১৩ আবু মারওয়ান 'উছমানী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুমিনের রুহ তার ঋণের কারণে ততক্ষণ পর্যন্ত ঝুলে থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।

٢٤١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ ثَنَا عَمِّيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِيْنَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَادِرْهَمٌ –

২৪১৪ মুহাম্মাদ ইবন ছালাবা ইবন সাওয়া (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় একদীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ থাকে (কিয়ামাতের দিন) তার নেক আমল দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে। কেননা, সেখানে কোন দীনার ও থাকবে না। এবং দিরহাম ও থাকবেনা।

١٣. بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى رَسُوْلِهِ

অনুচ্ছেদঃ কেউ ঋণ অথবা নাবালক সন্তান রেখে মারা গেল, তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর

٢٤١٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ، إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوْا : نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوْا :لَا قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْفُتُوْحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ –

২৪১৫ আহমাদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ মিসরী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন যখন কোন মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ইনতেকাল করতো এবং তার উপর ঋণের বোঝা থাকতো, যখন তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ সে কিতাব ঋণ পরিশোধ করার মত কিছু রেখে গেছে? যদি তারা (সাহাবায়ে কিরাম) বলতেন হ্যাঁ! তাহলে তিনি তাঁর ওপর জানাযার সালাত আদায় করতেন। আর যদি তারা বলতেনঃ না। তাহলে তিনি বলতেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর ওপর জানাযার সালাত আদায় কর। অতঃপর যখন আল্লাহ তার রাসূলকে জিয়ের পর বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেনঃ আমিই মুমিনদের বেশী-নিকট তাদের জানের চেয়ে। তাই যে তার ওপর ঋণ রেখে ইনতিকাল করবে, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমারই। আর যে সম্পদ সে রেখে যাবে, তা তার ওয়ারিছদের জন্য।

২٤١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -

২৪১৬ আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারা যাবে তা তার ওয়ারিছদের জন্য। তার যে ঋণ অথবা নাবালক সন্তান রেখে মারা যাবে, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমারই, এবং (তাদের লালন পালনের দায়িত্ব আসবে) আমারই উপর আর আমিতো মুমিনদের অতি আপনজন।

١٤. بَابُ أَنْظَارِالْمُعْسِرِ

অনুচ্ছেদ ঃ অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে (দেনা পরিশোধে) সময় দেওয়া

٢٤١٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -

২৪১৭ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গরীবের ওপর আসান করবে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার ওপর আসান করবেন।

٢٤١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِيْ ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِيْ دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِيْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ -

২৪১৮ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) .... বুরদা আসলামী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে গরীবকে (তার ঋণ আদায়ে) সময় দিবে, সে প্রতিদিন সদকাহ দেওয়ার মত ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার মেয়াদ চলে যাবার পরও তাকে সময় দিবে, সে প্রতিদিন সেই ঋণের সমপরিমাণ সদকাহ করার ছওয়াব পাবে।

٢٤١٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ -

২৪১৯ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)....নবী ﷺ -এর সাহাবী আবু ইয়াস্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নীচে স্থান দিন, সে যেন দেনাদারকে সময় দেয়, অথবা তার দেনা মাফ করে দেয়।

٢٤٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَقِيْلَ لَهُ : مَاعَمِلْتَ ؟ فَإِمَّا ذَكَرَاَوْ ذُكِّرَ قَالَ إِنِّيْ كُنْتُ اَتَجَرَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ -

قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ، أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪২০ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) .... হুযায়ফা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো। তাকে বলা হলোঃ তুমি কি আমল করেছ? তখন সে নিজেই হয়তো স্বরণ করলো অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। সে বললঃ আমি নগদ টাকা পয়সা ধার দিতাম এবং অভাব গ্রস্থকে (তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য) সময় দিতাম। তখন আল্লাহ যাকে মাফ করে দেন।

রাবী আবু মাসউদ (রা) বলেনঃ আমিও এহাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।

١٥. بَابُ حُسْنِ الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِيْ عِفَافٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনীতভাবে তাগাড়া দেওয়া এবং ভদ্রভাবে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করা

٢٤٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، قَالاَ : ثَنَا اِبْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ طَالَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ -

২৪২১ মুহাম্মদ ইবন খালাফ আস কালানী ও মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ইবন 'উমার ও আয়েশা (রা) থেকেবর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন পাওনা জিনিসের জন্য তাগাদা দিবে, সে যেন ভদ্র ও মার্জিত ভাবে তাগাদা দেয়। চাই তার পাওনা পূর্ণ আদায় হোক বা না হোক।

٢٤٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَامِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَاحِبِ الْحَقِّ خُذْحَقَّكَ فِيْ عَفَافٍ وَافٍ أَوْغَيْرِ وَافٍ -

২৪২২ মুহাম্মাদ ইবন মুআম্মাল ইবন সাব্বাহ কায়সী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক পাওনাদারকে বলেনঃ তুমি তোমার হক ভদ্র ও মার্জিত ভাবে গ্রহণ কর। চাইতা পূর্ণ হোক বা না হোক।

١٦. بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

অনুচ্ছেদঃ উত্তম ভাবে ঋণ পরিশোধ করা

٢٤٢٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً -

২৪২৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উত্তম।

٢٤٢٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ، عَنْ أَبِيهِ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ إِسْتَسْلَفَ مِنْهُ، حِيْنَ غَزَا حُنَيْنًا، ثَلاَثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ -

২৪২৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবদুল্লাহ ইবন আবু রাবীআ 'মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হুনায়নের যুদ্ধের সময় তার কাছ থেকে ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়ে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর ধার পরিশোধ করে দিলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে বলেনঃ আল্লাহ তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। ধারের বিনিময় হলো, তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।

١٧. بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانٌ

অনুচ্ছেদঃ পাওনাদারের কঠোর হওয়ার অধিকার প্রসংগে

٢٤٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقٍّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلاَمِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ -

২৪২৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা সানআ'নী (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি ঋণ বা পাওনা আদায়ের জন্য দেনাদারের প্রতি কঠোর হওয়ার অধিকার ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ না সে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়।

٢٤٢٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَبُوْ شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُبَيْدَةَ رَأَظُنُّهُ قَالَ ثَنَا أَبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَنِيْ فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوْا وَيْحَكَ تَدْرِيْ مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ : إِنِّيْ أَطْلُبُ حَقِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟ ثُمَّ أَرْسَلَ اِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِيْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ فَقَالَتْ : نَعَمْ بِأَبِيْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ : فَأَقْرَضَتْهُ فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ فَقَالَ : أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللهُ لَكَ فَقَالَ أُولٰئِكَ خِيَارُ النَّاسِ إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَيَاخُذُ الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ -

২৪২৬ ইবরাহীম ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'উছমান আবু শায়বা (র) .... আবু সা'ঈদ যুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ এর কাছে এসে তাঁর ওপর যে ঋণ ছিল তার তাগাদা দিতে লাগলো এবং সে তাঁর ওপর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলো; এমনকি সে তাঁকে বললোঃ আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করব। সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন এবং বললেনঃ তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জান, কার সাথে কথা বলছো? লোকটি বললোঃ আমি আমার পাওনাদা দাবী করছি। তখন নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষে গেলো না এরপর তিনি খাওলা বিনত কায়সের কাছে লোক পাঠায়ে তাকে বললেন, তোমার কাছে যদি খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও আমাদের খেজুর আসা পর্যন্ত। তখন আমি তোমার দেনা পরিশোধ করে দেব। খাওলা বললেনঃ হ্যাঁ, আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ। রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ধার দিলেন। তখন তিনি বেদুঈনের দেনা পরিশোধ করে দিলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বললোঃ আপনি পূর্ণভাবে দান করুন। তখন তিনি বললেনঃ উত্তম লোকেরা এরূপ হয়ে থাকে। সেই উম্মাত কখনো পবিত্র হতে পারে না, যার দুর্বল লোকেরা তাদের পাওনা জোর জবরদস্তি ছাড়া আদায় করতে পারে না।

١٨. بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَالْمُلاَزَمَةِ

অনুচ্ছেদঃ দেনার কারণে আটকে রাখা এবং পেছনে লেগে থাকা

٢٤٢٧ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا وَبرُ بْنُ أَبِيْ دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مُسَيْكَةَ قَالَ وَكِيعٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ –

قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ : يَعْنِيْ عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ –

২৪২৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে সক্ষম ব্যক্তি দেনা পরিশোধে টালবাহানা করে, আমার জন্য তাকে বেইযযতী করা এবং শাস্তি দেওয়া–উভয়ই হালাল। আলী তানাফুসী (র) বলেনঃ ইযযত হালাল হবার অর্থ তাকে কটু কথা বলা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থ হলো, তাকে আটক করা।

٢٤٢٨ **حَدَّثَنَا** هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرِيْمٍ لِيْ فَقَالَ لِيَ الْزَمْهُ ثُمَّ مَرَّبِيْ أخِيْرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَافَعَلَ أَسِيْرُكَ يَاأَخَا بَنِيْ تَمِيْمٍ؟

২৪২৮ হাদিয়্যা ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব (র) .... হিরমাস ইবন হাবীবের দাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে আমার এক করযদারকে নিয়ে এলাম। তিনি বললেনঃ এর পিছে লেগে থাক। অতঃপর দিনের শেষে তিনি আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ তোমার কয়েদীকে কি করছো, হে তামীম গোত্রের ভাই?

٢٤٢٩ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، قَالاَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ تَقَاضٰى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتّٰى سَمِعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادٰى كَعْبًا فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ دَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ اِلَى الشَّطْرِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ –

২৪২৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) .... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আবু হাদরাদ কে তার কাছে পাওনা ঋণের ব্যাপারে মসজিদের মধ্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। (বাদানুবাদের সময়) তাদের উভয়ের কণ্ঠস্বর চড়ে যায়, ফলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে ফেলেন। এ সময় তিনি তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি তাদের কাছে এসে কা'বকে ডাকলেন। কা'ব উত্তর দিলেনঃ লাব্বায়ক, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেনঃ তোমার পাওনা থেকে এই পরিমাণ, এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন যে, অর্ধেক মাফ করে দাও। কাব বললেনঃ আমি সাফ করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইবন আবী হাদরাদকে) বললেনঃ ওঠ, এবং ওর ঋণ পরিশোধ করে দাও।

١٩. بَابُ الْقَرْضِ

অনুচ্ছেদঃ করয দেওয়া

٢٤٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ثَنَا يَعْلَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذْنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ شُهُورًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي، قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَاأُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ: أَمَا وَاللّٰهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَاحَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ: فَلِلّٰهِ أَبُوكَ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ: مَاسَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً -

قَالَ: كَذٰلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ -

২৪৩০ মুহাম্মদ ইবন খালাফ 'আসকালানী (র) .... কায়স ইবন রূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সুলায়মান ইবন আযনান আলকামা (র) কে এক হাজার দিরহাম করয দিল তার ভাতা প্রাপ্তি পর্যন্ত। যখন তার ভাতা পেল তখন সুলায়মান তাকে সে করযের তাগাদা দিল এবং তার ওপর ভীষণ কড়াকড়ি করলো। তখন তিনি তা পরিশোধ করে দিলেন। আলকামা এতে বেশ রাগান্বিত হয়ে কয়েক মাস দূরে সরে থাকলেন। তারপর তিনি সুলায়মানের নিকট এসে বললেনঃ আমাকে এক হাজার দিরহাম আমার ভাতা প্রাপ্তি পর্যন্ত করয দিন। সুলায়মান বললেনঃ হ্যাঁ, খুব ভাল খুশীর কথা। হে উম্মে উতবা। তোমার কাছে মোহর করা যে থলেটি আছে, তা নিয়ে এস। সে তা নিয়ে এলো। সুলায়মান বললেনঃ

আল্লাহর কসম! দেখুন এগুলি আপনার সেই দিরহাম, যা আপনি আমাকে পরিশোধ করেছিলেন। আমি তা থেকে একটি দিরহামও স্বর্শ করিনি। আলকামা বললেনঃ আল্লাহর জন্য আপনার পিতা উৎসর্গীত হোক! তবে কোন্ জিনিস আপনাকে আমার সাথে এরূপ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বললেনঃ আমি আপনার কাছ থেকে যে হাদীস শুনেছি তাই। আলকামা বললেনঃ তুমি আমার কাছ থেকে কি শুনেছ? তিনি বললেনঃ আমি আপনাকে ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যে মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে দুইবার করয দেয়া, সে সেই পরিমাণ মাল একবার সদকা করে দেয়ার ছওয়াব পায়। আলকামা বললেনঃ ইবন মাসউদ (রা) আমার কাছে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْحَاطِمٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ : يَاجِبْرِيْلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ : لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَيَتَقْرِضُ اِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ -

২৪৩১ উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদুল করীম (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজার ওপর লেখা দেখলাম, সদকায় দশগুণ ছওয়াব এবং করযে আঠারোগুণ। আমি বললামঃ হে জিব্রাঈল! করয সদকার চেয়ে উত্তম কেন? তিনি বললেনঃ কারণ ভিক্ষুক তার কাছে (সম্পদ) থাকতেও চায়। আর করযদার প্রয়োজন ছাড়া করয চায় না।

٢٤٣٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهُنَائِىِّ ، قَالَ سَاَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ اَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِىْ لَهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى لَهُ، أَوْحَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبُهَا وَلاَيَقْبَلُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ -

২৪৩২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... ইয়াহইয়া ইবন আবু ইসহাক হুনাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে মাল করয দেয়, অতঃপর সে (করযদার) তাকে হাদিয়া দেয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

তোমাদের কেউ যখন কোন জিনিস করয দেয়, অতঃপর তাকে কিছু হাদিয়া দেয় বা সওয়ারীতে আরোহন করায়, তখন সে যেন তাতে আরোহণ না করে এবং সে হাদিয়া কবুল না করে। তবে তাদের মধ্যে এর পূর্ব থেকে যদি এরূপ (হাদিয়ার) প্রচলন থাকে (তাহলে কোন দোষ নেই)।

٢٠. بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদঃ মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা

٢٤٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ اَبُوْجَعْفَرٍ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْاَطْوَلِ، اَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً فَأَرَدتُ اَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبِسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ اَدَّيْتُ عَنْهُ اِلاَّ دِيْنَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ -

২৪৩৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সা'দ ইবন আতওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার ভাই ইন্তিকাল করার সময় তিনশত দিরহাম রেখে গেল। আর রেখে গেল কিছু বাল-বাচ্চা। অতঃপর আমি সেগুলো তার বাল-বাচ্চার জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম, তখন নবী ﷺ বললেনঃ তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। তাই তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দাও। সা'দ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা পরিশোধ করে দিয়েছি, কেবল দুটি দীনার বাকী আছে, যা এক মহিলা দাবী করেছিল, কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেনঃ তাকেও দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী।

٢٤٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ : فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِىَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِى لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَيَمْشِى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِى لَهُ فَجَدَّلَهُ . بَعْدَ

مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ثَلاَثِيْنَ وَسَقًا وَفَضَلَ لَهُ اِثْنَا عَشَرَ وَسَقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِيْ كَانَ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَائِبًا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ وَاَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِالْفَضْلِ الَّذِيْ فَضَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارِكَنَّ اللّٰهُ فِيْهَا -

২৪৩৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা ইন্তিকাল করার সময় এক ইয়াহূদী ব্যক্তি তার কাছে ত্রিশ ওয়াসাক পাওনা ছিল। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) তার কাছে সময় চাইলেন, কিন্তু সে তাকে সময় দিতে অস্বীকার করলো। তখন জাবির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বিষয়টি) বললেন, যাতে তিনি তার জন্য ইয়াহূদীর কাছে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীর কাছে এসে তার সাথে আলাপ করলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। ইয়াহূদী তা অস্বীকার করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সময় দেয়ার কথা বললেন। কিন্তু সে তাকে সময় দিতেও অস্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে প্রবেশ করে তার মধ্যে হাটলেন। তারপর জাবিরকে বললেনঃ খেজুর কেটে তার পাওনা তাকে সম্পূর্ণ দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসার পর জাবির তা কাটলেন। দেখা গেল তা ত্রিশ ওয়াসাক হয়ে, আরো ১২ ওয়াসাক উদ্বৃত রয়েছে। তখন জাবির রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন, যা হয়েছে তার সংবাদ তাঁকে দেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে পেলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ফিরে এলে জাবির তাঁর কাছে এসে জানালো যে, সে ইয়াহূদীর সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ করে দিয়েছে এবং যা উদ্বৃত্ত ছিল তার কথাও তাঁকে জানাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ উমার ইবন খাত্তাবকে এ খবরটি দাও। জাবির উমারের কাছে গিয়ে খবরটি জানালে উমার তাকে বললেনঃ আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার মধ্যে হেটেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাতে বরকত দিবেন।

٢١. بَابُ ثَلاَثٌ مَنِ ادَّانَ فِيْهِنَّ قَضَى اللّٰهُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদঃ তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন

٢٤٣٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُوْ أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ انْعُمٍ ، قَالَ أَبُوْ كُرَيْبٍ : وَحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ إِلاَّ مَنْ يَدِيْنُ فِى ثَلاَثِ خِلاَلٍ : الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَسْتَدِيْنُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللّٰهِ وَعَدُوِّهِ وَرَجُلٌ يَمُوْتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لاَيَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيْهِ إِلاَّ بِدَيْنٍ وَرَجُلٌ خَانَ اللّٰهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِيْنِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْضِى عَنْ هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৪৩৫ আবু কুরায়ব (র)....'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ইন্তিকাল করার পর কিয়ামতের দিন তার থেকে ঋণের বদলা আদায় করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণ গ্রস্ত হলে (তার থেকে বদলা নেওয়া হবে না)।

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই সে ঋণ করে, তার দ্বারা সে আল্লাহর দুশমন এবং নিজের দুশমনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যার কাছে কোন এক মুসলমান ইনতিকাল করে, কিন্তু ঋণ করা ছাড়া তাকে কাফন-দাফন দেয়ার মত কিছুই সে পায় না, (তাই সে ঋণ করে)। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি, যে দারিদ্র্যের কারণে কুমার থাকতে আল্লাহকে ভয় পায়। তাই সে ঋণ করে বিয়ে করে, দীনের ওপর কোন দুর্ঘটনার আশংকায়। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন এদের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিবেন।

كِتَابُ الرُّهُوْنِ
অধ্যায় ঃ রুহূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٧. كِتَابُ الرُّهُوْنِ

অধ্যায় ঃ রুহূন

١. بَابُ الرَّهْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধক রাখা

٢٤٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ –

২৪৩৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ইয়াহূদী থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (বাকীতে) কিছু খাবার কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের লৌহ বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

٢٤٣٧ حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيْرًا –

২৪৩৭ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এক ইয়াহূদীর কাছে তাঁর লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন এবং তিনি তার কাছ থেকে স্বীয় পরিবারের জন্য কিছু যব গ্রহণ করেন।

٢٤٣٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تُوُفِّىَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِطَعَامٍ –

২৪৩৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আসমা বিনত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর লোহার বর্মটি এক ইয়াহূদীর কাছে কিছু খাদ্যের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

٢٤٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ-

২৪৩৯ 'আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া জুমাহী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইনতিকাল করেন, তখন তার লোহার বর্মটি এক ইয়াহূদীর কাছে ৩০ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

٢. بَابُ الرَّهْنُ مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْبٌ

অনুচ্ছেদঃ বন্ধকী জন্তুর ওপর আরোহন করা এবং তার দুধ খাওয়া

٢٤٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ -

২৪৪০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বোঝা বাহনকারী জন্তুর ওপর আরোহণ করা যাবে, যখন তা বন্ধক রাখা হবে এবং দুগ্ধবতী জন্তর দুধ পান করা যাবে, যখন তা বন্ধক রাখা হবে। আর যে আরোহণ করবে (বন্ধন গ্রহীতা) এবং দুধ পান করবে, তার ওপরই সে জন্তুর খোরাকীর দায়িত্ব।

٣. بَابُ لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ

অনুচ্ছেদঃ বন্ধকী জিনিস আটকে রাখা যাবে না

٢٤٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيدٍ ثَنَا اِبرَاهِيمُ بنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ اِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ-

২৪৪১ মুহাম্মদ ইবন হুমায়দ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ বন্ধকী জিনিস (বন্ধক দাতা ছাড়াতে চাইলে) আটকে রাখা যাবে না।

٤. بَابُ اَجْرِ الْأُجَرَاءِ

অনুচ্ছেদঃ শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে

٢٤٤٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ، ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا، فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ اَجْرَهُ –

২৪৪২ সুওয়ায়দ ইবন সা'ঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন আমি তিন ধরনের লোকের বিরুদ্ধে বাদী হব। আর যার বিরুদ্ধে আমি বাদী হব, কিয়ামাতের দিন আমি অবশ্যই তার ওপর জয়লাভ করব। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি, যে আযাদ লোককে বিক্রি করে এবং তার মূল্য ভক্ষণ করে। আর তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি, যে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে, কিন্তু তার পূর্ণ মজুরী দেয় না।

٢٤٤٣ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ، قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ –

২৪৪৩ 'আব্বাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শ্রমিককে তার মজুরী দিয়ে দাও, তার ঘাম শুকাবার আগে।

٥. بَابُ اِجَارَةِ الْاَجِيْرِ عَلٰى طَعَامِ بَطْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুধু পেটে–ভাতে শ্রমিক নিয়োগ করা

٢٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِىٍّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ، عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُوْلُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ طٰسٓمٓ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِىَ سِنِيْنَ، اَوْ عَشْرًا، عَلٰى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ –

২৪৪৪ মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা হিমসী (র) .... উতবা ইবন মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি সূরা তা-সীন-মীম (طٰسٓمٓ) পাঠ করলেন, অবশেষে যখন মূসা (আ)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন বললেনঃ মূসা আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত নিজকে শ্রমিক রূপে নিয়োগ করেছিলেন, নিজের লজ্জাস্থান হিফাজতের (বিয়ের) এবং পেটের আহারের বিনিময়ে।

٢٤٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : نَشَأْتُ يَتِيْمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِيْنًا، وَكُنْتُ أَجِيْرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِيْ وَعُقْبَةِ رِجْلِيْ أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوْا وَأَحْدُوْ لَهُمْ اِذَا رَكِبُوْا فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الدِّيْنَ قِوَامًا، وَجَعَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ اِمَامًا –

২৪৪৫ আবু 'উমার হাফস ইবন 'আমর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইয়াতীম অবস্থায় লালিত পালিত হয়েছি এবং মিসকিন অবস্থায় হিজরত করেছি। আমি গাযওয়ান কন্যার মজুর ছিলাম শুধু আমার পেটের আহার এবং পালাক্রমে উটের ওপর সওয়ার হবার বিনিময়ে আমি লোকদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম যখন তারা অবতরণ করতো এবং তারা যখন সওয়ারীতে আরোহণ করতো তখন আমি তাদের সওয়ারীর জন্য হাঁকিয়ে নিতাম। সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবু হুরায়রা কে ইমাম বানিয়েছেন।

٦. بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَقِيْ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلْدَةً

অনুচ্ছেদঃ এক এক বালতি পানি, এক একটি খেজুরের বিনিময়ে সেচন করা এবং উত্তমটির শর্ত লাগানো

٢٤٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلاً يُصِيْبُ فِيْهِ شَيْئًا لِيُقِيْتَ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَتٰى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَقٰى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخَيَّرَهُ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ تَمْرِهٖ، سَبْعَ عَشْرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ –

২৪৪৬ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল আ'লা সান'আনী (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একবার নবী ﷺ ক্ষুধার্ত হলেন, (কিন্তু ঘরে খাবার কিছুই ছিল না)। এ খবর আলীর কাছে পৌছলো। তিনি কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, যা দ্বারা কিছু রোজগার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষুধা

দূর করতে পারেন। অতঃপর তিনি এক ইয়াহূদীর বাগানে গেলেন এবং তার জন্য সতের বালতি পানি সেচন করে দিলেন। প্রত্যেক বালতি পানি একটি খেজুরের বিনিময়ে। অতঃপর ইয়াহূদী তাকে সতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিল। তিনি তা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে হাযির হলেন।

٢٤٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي حَيَّةَ،عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :كُنْتُ اَدْلُوْ الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ وَاَشْتَرِطُ اَنَّهَا جَلِدَةٌ-

২৪৪৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক-এক বালতী পানি সেচন করি, এবং আমার শর্ত ছিল যে, উত্তম খেজুর নিব।

٢٤٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُنْذِرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ،عَنْ جَدِّهٖ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَالِيْ اَرٰى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا! قَالَ الْخَمْصُ فَانْطَلَقَ الْاَنْصَارِيُّ اِلٰى رَحْلِهٖ فَلَمْ يَجِدْ فِيْ رَحْلِهٖ شَيْئًا فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَاِذَا هُوَ بِيَهُوْدِيٍّ يَسْقِيْ نَخْلاً فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ لِلْيَهُوْدِيِّ اَسْقِيْ نَخْلَكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَاشْتَرَطَ الْاَنْصَارِيُّ اَنْ لاَ يَأْخُذَ خَدِرَةً وَلاَتَارِزَةً وَلاَحَشَفَةً، وَلاَيَاخُذَ اِلاَّ جَلِدَةً وَلاَ تَارِزَةً فَاسْتَقٰى بِنَحْوِمِنْ صَاعَيْنِ فَجَاءَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

২৪৪৮ 'আলী ইবন মুনযির (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক আনসারী সাহাবী এসে বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! কি হয়েছে, আমি আপনার চেহারার রং পরিবর্তিত দেখছি কেন? তিনি বললেনঃ ক্ষুধার কারণে। তখন আনসারী সাহাবী নিজের বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু বাড়ীতে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন এক ইয়াহূদী খেজুর বাগানে পানি সেচ করছে। অনসার ব্যক্তিটি ইয়াহূদীকে বললেনঃ আমি কি তোমার বাগানে পানি সেচ করে দেব? সে বলল, হ্যাঁ। তবে প্রত্যেক বালতী পানি একটি খেজুরের বিনিময়ে। আনসার লোকটি শর্ত লাগলো যে, কালো খেজুর নিব না, শুষ্ক খেজুর এবং মন্দ খেজুরও নিব না, বরং কেবল উত্তম খেজুরই নিব। অতঃপর সে পানি সেচ করে দুই-সা' পরিমাণ খেজুর লাভ করলো এবং তা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে হাযির হলো।

٧. بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

অনুচ্ছেদঃ তেভাগা অথবা চারভাগা (ফসলের) চুক্তিতে চাষাবাদ করা

٢٤٤٩ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ اَرْضٌ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا، فَهُوَ يَزْرَعُ مَامُنِحَ وَرَجُلٌ اِسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ -

২৪৪৯ হান্নাদ ইবন সারী (র).... রাফি' ইবন খাদীজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা এবং মুযাবানা পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি জমি চাষাবাদ করবে। প্রথমতঃ যার জমি আছে, সে তা চাষাবাদ করবে। দ্বিতীয়তঃ যাকে কোন জমি দান করা হবে, সে তা চাষাবাদ করবে এবং তৃতীয়তঃ যে সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে জমি ভাড়া নেয়।

٢٤٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : كُنَّا نُخَابِرُ وَلاَ نَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا حَتّٰى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ :نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ، فَتَرَكْنَا لَهُ لِقَوْلِهِ –

২৪৫০ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাববাহ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা করতাম এবং এতে কোন দোষ মনে করতাম না। এক পর্যায়ে আমরা রাফি' ইবন খাদীজ (রা) কে বলতে শুনলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তার কথায় এ কাজ পরিত্যাগ করলাম।

٢٣٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ :كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ اَرْضِيْنَ يُؤَاجِرُوْنَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُوْلُ اَرْضِيْنَ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْلِيُزْرِعْهَا اَخَاهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ –

২৪৫১ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র).... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত জমি ছিল, তারা তা তে-ভাগা এবং চারভাগা চুক্তিতে বর্গা দিত। তখন নবী ﷺ বললেনঃ যার অতিরিক্ত জমি আছে, সে যেন তা নিজেই চাষাবাদ করে অথবা তার ভাইকে তা চাষাবাদ করতে দেয়। সে যদি তা না করতে চায়, তবে যেন তার জমি খালী ফেলে রাখে।

٢٤٥٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجُوْهَرِيُّ ثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْلِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَإِنْ أَبٰى، فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ –

২৪৫২ ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ জাওহারী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার জমি আছে, সে যেন তা নিজেই চাষাবাদ করে, অথবা তার ভাইকে বিনা লাভে দিয়ে দেয়। সে যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে সে যেন তার জমি এমনিই ফেলে রাখে।

৮. بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ

অনুচ্ছেদঃ জমি ভাড়া নেওয়া

২৪৫৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّهُ كَانَ يُكْرِىْ اَرْضًالَهُ، مَزَارِعًا فَأَتَاهُ اِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ،اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ كِرَاءَ هَا -

২৪৫৩ আবু হুরায়রা (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার জমি মুযারা'আ পদ্ধতিতে ভাড়া দিতেন। তার কাছে এক ব্যক্তি এসে তাকে রাফি' ইবন খাদীজ (রা)-এর বরাত দিয়ে বললোঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি ক্ষেত মুযারা'আ দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবন উমার (রা) তাঁর কাছে গেলেন। (রাবী নাফি র)বলেনঃ) এ সময় আমিও তার সঙ্গে গেলাম। বালাত[১] নামক স্থানে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ জমি-ক্ষেত মুযারা'আ দিতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এ কাজ ছেড়ে দেন।

২৪৫৪ حَدَّثَنَا عَمْرُوْبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرَبْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَايُؤَاجِرْهَا -

২৪৫৪ 'আমর ইবন উছমান ইবন সা'ঈদ ইবন কাছীর ইবন দীনার হিমসী (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদেরকে খুতবা দিলেন। তিনি বললেনঃ যার জমি আছে, সে যেন তা নিজেই চাষাবাদ করে, অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে দেয় (বিনালাভে)। কিন্তু তা যেন ইজারা না দেয়।

২৪৫৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ،مَوْلٰى اِبْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ سَمِعَ اَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اِسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ -

২৪৫৫ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালা করতে নিষেধ করেছেন। আর মুহাকালা হলো ঃ জমি কেরায়া দেয়া।

---

১. মদীনার মসজিদে নববী ও বাজারে মাঝখানে একটি স্থান।

٩. بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অনুচ্ছেদঃ খালী জমি সোনা ও রূপার বিনিময়ে কেরায়া দেয়ার অনুমতি

٢٤٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ اَكْثَارَ النَّاسِ فِى كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ مَنَحَهَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا

২৪৫৬ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন মানুষকে জমি কেরায়া দেয়াা সম্পর্কে বহু সমালোচনা করতে শুনলেন, তখন বললেনঃ সুব্‌হানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ভাইকে বিনা লাভে কেন তা দাওনা? তিনি তা কেরায়া দিতে নিষেধ করেননি।

٢٤٥٧ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ - ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ- اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَأَنْ يَأْخُذَ يَمْنَحُ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَ لِشَيْءٍ مَعْلُوْمٍ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ -

২৪৫৭ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল 'আজীম আমবারী (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ভাইকে বিনা লাভে জমি দান করবে এটাই উত্তম তার চেয়ে যে, তার বিনিময়ে এমন এমন নির্দিষ্ট জিনিস গ্রহণ করবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ এটাই হাকল আর আনসারদের ভাষায় এর নাম হলো মুহাকালা।

٢٤٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَى اَنَّ لَكَ مَااَخْرَجَتْ هٰذِهِ ، وَلِىَ اَخْرَجَتْ هٰذِهِ فَنُهِيْنَا اَنْ نُكْرِيْهَا بِمَا اَخْرَجَتْ وَلَمْ نُنْهَ اَنْ نُكْرِىَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ -

২৪৫৮ মুহাম্মদ ইবন সাব্‌বাহ (র) .... হানজালা ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাফি' ইবন খাদীজ (রা)-কে (বর্গার ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আমরা জমি বর্গা দিতাম এই শর্তে যে; জমিতে যা উৎপাদিত হবে তার এতটা তোমার, এত পরিমাণ আমার। অতঃপর আমাদেরকে উৎপাদিত শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করা হলো। অথচ আমাদেরকে টাকার বিনিময়ে জমি বর্গা দিতে নিষেধ করা হয়নি।

١٠. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ

অনুচ্ছেদঃ মুযারা'আতে যা অপছন্দনীয়

٢٤٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ، قَالَ، نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا فَقُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْنَا :نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ فَلَا تَفْعَلُوا اِزْرَعُوهَا اَوْاَزْرِعُوهَا -

২৪৫৯ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) .... রাফি' ইবন খাদীজ (র) তার চাচা জুহায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা আমাদের জন্য উপযোগী ছিল। আমি বললামঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা হক। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জমি-ক্ষেতের ব্যাপারে কি কর? আমরা বললামঃ আমরা তা তে-ভাগা, চারভাগা শস্য এবং কয়েক ওয়াস্‌ক যব ও গমের বিনিময়ে বর্গা দেই। তিনি বললেনঃ তোমরা এরূপ করো না। বরং হয় তোমরা নিজেরা তা চাষাবাদ করবে, নয়তো অন্যকে চাষাবাদ করতে দিবে।

٢٤٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، بْنِ اَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كَانَ اَحَدُنَا اِذَا اسْتَغْنَى عَنْ اَرْضِهِ اَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ وَاشْتَرَطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ اِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعٌ وَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ اَنْفَعُ لَكُمْ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ اَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، اَوْ لِيَدَعْ -

২৪৬০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের মধ্যে কেউ যখন তার জমির মুখা'পেক্ষী হতো না, তখন সে তা তে-ভাগা, চারভাগা ও অর্ধেক ভাগায় বর্গা দিত এবং তিনটি নালার শর্ত করতো (এভাবে যে, সেখানকার ফসল আমি নেব)। আরও শর্ত লাগাত ভূষি এবং বসন্তকালের পানি থেকে উৎপাদিত ফসল নেয়ার। তখনকার জীবন যাত্রা ছিল খুবই কষ্টের। তখন জমিতে চাষাবাদ করা হত লোহা এবং আল্লাহর মরযী মত জিনিস দিয়ে। এরপর তা থেকে লাভবান হওয়া যেত। অতঃপর রাফি' ইবন খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এলেন এবং বললেনঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের এমন এক জিনিষ থেকে নিষেধ করেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য উপকারী। আর (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বেশী উপকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে হাকল থেকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেনঃ যে তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে দিয়ে দেয় অথবা তা এমনি ফেলে রাখে।

٢٤٦١ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَا، وَاللّٰهِ، اَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتٰى رَجُلَانِ النَّبِىَّ ﷺ وَقَدِ اقْتَتَلَا فَقَالَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ -

২৪৬১ ই'য়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)....উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইবন ছাবিত (রা) বলেনঃ আল্লাহ রাফি'ইবন খাদীজ (রা) কে মাফ করুক। আল্লাহর কসম সে হাদীস সম্পর্কে আমি তার চেয়ে বেশী অবগত। (সে হাদীসটি এই যে) একদা দুই ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে আসে। তারা পরস্পর (জমির বর্গা নিয়ে) বিবাদ করে ছিল। তখন তিনি বললেনঃ এই যদি হয় তোমাদের অবস্থায়, তাহলে তোমরা জমি-ক্ষেত বর্গা দিও না। রাফি তখন শুধু তাঁর একথাঃ "তাহলে তোমরা জমি-ক্ষেত বর্গা দিওনা"—এটুকু শোনে।

١١. بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

অনুচ্ছেদ ঃ তেভাগা ও চার ভাগায় জমি বর্গা দেয়ার অনুমতি

٢٤٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ؛ قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَااَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوْ تَرَكْتَ هٰذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُ فَقَالَ : اَىْ عَمْرُو ! اِنِّىْ اُعِيْنُهُمْ وَاُعْطِيْهِمْ وَاِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخَذَ النَّاسُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لَاَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَعْلُوْمًا -

২৪৬২ মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... 'আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে বললামঃ হে আবু আবদুর রহমান! আপনি যদি ক্ষেত বর্গা দেয়া ছেড়ে দিতেন। কারণ লোকে ধারনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বললেনঃ হে আমর! আমি লোকদেরকে সাহায্য করি এবং তাদেরকে দান করি। আবু মুআয ইবন জাবাল (রা) মানুষের সাথে আমাদের সামনে এ ধরনের লেনদেন করেছেন। অথচ তাঁদের মধ্যকার সবচাইতে বড় আলিম অর্থাৎ

ইবন আববাস (রা) আমাকে বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা নিষেধ করেননি বরং তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে বিনা লাভে জমি দিত, তবে তা নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় নিয়ে দেওয়ার চাইতে উত্তম হতো।

২৪৬৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَكْرَى الْأَرْضَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ اِلٰى يَوْمِكَ هٰذَا –

২৪৬৩ আহমাদ ইবন ছাবিত জাহদারী (র)....তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, মুআয ইবন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমার ও উছমান (র)-এর সময়ে তে-ভাগা ও চার ভাগায় জমি বর্গা দিতেন এবং আজ পর্যন্তও তিনি এর উপর আমল করেন।

২৪৬৪ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَاَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ الْاَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُوْمًا –

২৪৬৪ আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী ও মুহাম্মদ ইবন ইসমায়ীল (র)....ইবন 'আববাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের ভাইকে বিনালাভে জমি দান করবে, এটাই তার জন্য উত্তম, নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত ফসল নেয়া থেকে।

١٢. بَابُ اِسْتِكْرَاءِ الْاَرْضِ بِالطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া

২৪৬৫ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ؛ قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهِ اَتَاهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيْهَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى –

২৪৬৫ হুমায়দ ইবন মাস'আদা (র) .... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে মুহাকালা করতাম। তিনি বলেনঃ আমার কোন এক চাচা আমাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে যার জমি আছে সে যেন তা কেরায়া না দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে।

١٣. بَابُ مَنْ زَرَعَ فِىْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের জমিতে তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করা

٢٤٦٦ **حَدَّثَنَا** عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِىْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ -

২৪৬৬ 'আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবর যুরারা (র)....রাফি ' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করে, সে উৎপন্ন ফসলের কিছুই পাবে না, তবে তাকে তার খরচাপত্র দিয়ে দিতে হবে।

١٤. بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخِيْلِ وَالْكَرَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ও আঙ্গুরের বিনিময়ে লেনদেন

٢٤٦٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِىْ سَهْلٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالُوْا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّرْطِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ -

২৪৬৭ মুহাম্মদ ইবন সাববাহ সাহল ইবন আবু সাহল ও ইসহাক ইবন মানসূর (র) .... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার বাসীদের সাথে ফল অথবা শস্য যা উৎপাদিত হয়, তার অর্ধেকের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেন।

٢٤٦٨ **حَدَّثَنَا** إِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِىْ لَيْلَىٰ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلُهَا وَأَرْضُهَا -

২৪৬৮ ইসমায়ীল ইবন তাওবা (র)...ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার এর সম্পত্তি তার মালিকদের দিয়েছিলেন তাতে উৎপাদিত খেজুর ও শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে।

٢٤٦٩ **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ -

২৪৬৯ 'আলী ইবন মুনযির (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন তখন তিনি তাদেরকে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে দেন।

١٥. بَابُ تَلْقِيْحِ النَّخْلِ

অনুচ্ছেদঃ খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো

٢٤٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ؛ اَنَّهُ سَمِعَ مُوسٰى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ؛ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَخْلٍ فَرَاٰى قَوْمًا يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ؟ قَالُوْا يَأْخُذُوْنَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُوْنَهُ فِي الْاُنْثٰى قَالَ مَا اَظُنُّ ذٰلِكَ يُغْنِيْ شَيْئًا فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوْهُ فَنَزَلُوْا عَنْهَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ اِنْ كَانَ يُغْنِيْ شَيْئًا فَاصْنَعُوْهُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ وَلٰكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ : قَالَ اللّٰهُ فَلَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ –

২৪৭০ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সংগে একটি খেজুর বাগান দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কি করছে? তালহা (রা) বললেনঃ তারা পুরুষ গাছের বাকল নিয়ে স্ত্রী গাছে লাগাচ্ছে। তিনি বললেনঃ এটা কোন কাজে আসবে বলে আমি মনে করি না। লোকদের কাছে এ খবর পৌঁছলে তারা তা করা ছেড়ে দিল ফলে খেজুর কম হল। এ খবর নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেনঃ এটা তো ছিল আমার ধারণা মাত্র। ওতে যদি কোন কাজ হয়, তাহলে তোমরা তা কর। আমি ওতো তোমাদের মত একজন মানুষ। আর অনেক সময় (মানুষের) ধারণা ভুলও হয়, ঠিকও হয়। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে বলবো "আল্লাহ এরূপ বলেছেন" এমতাবস্থায় আমি কখনো আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবো না।

٢٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ اَصْوَاتًا فَقَالَ مَا هٰذَا الصَّوْتُ؟ قَالُوْا النَّخْلُ يُؤَبِّرُوْنَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوْا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَبِّرُوْا عَامَئِذٍ فَصَارَ شِيْصًا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَاْنُكُمْ بِهِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اُمُوْرِ دِيْنِكُمْ، فَاِلَيَّ –

২৪৭১ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেনঃ এটা কিসের আওয়াজ? তারা বললেনঃ খেজুর গাছের সংযোগ লাগানো হচ্ছে, তিনি বললেঃ তারা এরূপ না করলে ঠিক হতো। ফলে তারা সে বছর সংযোগ লাগালেন না। এতে খেজুরের ফলন কমে গেল। তারা একথা নবী ﷺ কে জানালেন, তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের দুনিয়ার কোন কাজ হলে তা তোমাদের রীতি মতই করবে। আর দীনের কোন ব্যাপারে হলে তা আমার সিদ্ধান্ত মতই হবে।

١٦. بَابُ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদঃ মুসলমানগণ তিনটি ব্যাপারে শরীক

٢٤٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاَءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ -

قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ : يَعْنِي الْمَاءُ الْجَارِيْ -

২৪৭২ 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানগণ তিনটি ব্যাপারে শরীক, পানি, ঘাস ও আগুন, এর মূল্য নেয়া হারাম। আবু সা'ঈদ (র) বলেন : অর্থাৎ প্রবাহিত পানি।

٢٤٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ لاَ يُمْنَعْنَ : اَلْمَاءُ وَالْكَلاَءُ وَالنَّارُ -

২৪৭৩ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিনটি জিনিস থেকে কাউকে কখনো নিষেধ করা যাবে নাঃ পানি, ঘাস এবং আগুন।

٢٤٧٤ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوْقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَيَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ اَلْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَ الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَاحُمَيْرَاءُ! مَنْ اَعْطٰى نَارًا، فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَا اَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ اَعْطٰى مِلْحًا ، فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَاطَيَّبَ ذٰلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوْجَدُ الْمَاءُ، فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لاَ يُوْجَدُ الْمَاءُ، فَكَاَنَّمَا اَحْيَاهَا -

২৪৭৪ 'আম্মার ইবন খালিদ ওয়াসিতী (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ কোন্ জিনিস থেকে নিষেধ করা জাইয নয়? তিনি বললেনঃ পানি, লবণ এবং আগুন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি, কিন্তু লবণ এবং আগুনের কি অবস্থা, (তা থেকে নিষেধ করা যাবে না কেন?) তিনি বললেনঃ হে হুমায়রা[১]! যে

১. এর শাব্দিক অর্থ লাল রং এর অধিকারী অর্থাৎ সুন্দরী।

ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন সেই আগুন দিয়ে যতখানা পাকানো হবে সবগুলিই সাদাকা করলো, আর যে লবণ দিল, সে যেন সেই লবণ যত খানা সুস্বাদু করলো–সবগুলিই সাদাকা করলো। আর যে কোন মুসলমানকে পানি পান করালো, এমন স্থানে যেখানে পানি পাওয়া যায় তাহলে সে যেন একটি গোলাম আযাদ করলো, আর যে কোন মুসলমানকে পানি পান করালো এমন স্থানে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সে যেন তাকে জীবিত করলো।

١٧. بَابُ اَقْطَاعِ الْاَنْهَارِ وَالْعُيُوْنِ

অনুচ্ছেদঃ নদী-নালা এবং কূপ কারো অধীনে দেওয়া প্রসংগে

٢٤٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْعَدَنِىُّ ثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ :اَنَّهُ اِسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِى يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدِّ مَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ اِنَّ الْاَقْرَعَ اِبْنَ حَابِسٍ التَّمِيْمِىَّ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اِنِّى قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ اَخَذَهُ وَ هُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِى قَطِيْعَتِهِ فِى الْمِلْحِ فَقَالَ : قَدْ اَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلٰى اَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّى صَدَقَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ اَخَذَهُ–

قَالَ فَرَجٌ وَ هُوَ الْيَوْمَ عَلٰى ذٰلِكَ مَنْ وَرَدَهُ اَخَذَهُ–

قَالَ : فَقَطَعَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَرْضًا وَنَخْلاً، بِالْجُرْفِ جُرُفِ مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِيْنَ اَقَالَهُ مِنْهُ–

২৪৭৫ মুহাম্মদ ইবন আবু 'উমার আদানী (র)....আবয়ায ইবন হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে) 'সাদ্দ মাআয়িব' নামক লবণের খনিটি জায়গীর হিসেবে চাইলেন। তিনি তাকে সেটি জায়গীর হিসেবে দিয়ে দিলেন। এরপর আকরা ইবন হাবিস তামীম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছি। তা এমন একটি স্থানে, যেখানে কোন পানি নেই, যেই সেখানে যায় সে-ই লবণ নিয়ে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবয়ায ইবন হাম্মালের নিকট থেকে লবণের এ জায়গীরটি ফেরৎ নিতে চাইলেন। তখন আব্‌য়ায ইবন হাম্মাল বললেনঃ আমি তা আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি এই শর্তের ওপর যে, সেটা আপনি আমার পক্ষ থেকে সাদাকা হিসেবে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সেটা তোমার পক্ষ থেকে সাদাকা হিসেবেই গণ্য হবে। আর তা প্রবাহিত পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে তা নিতে পারবে। আবয়ায (রা) বলেনঃ সেটা আজও সেভাবেই রয়েছে। যেই সেখানে যায়, সে তা

থেকে গ্রহণ করে। তিনি বললেনঃ নবী ﷺ তার থেকে যখন এটি ফেরৎ নেন, তখন তিনি এর পরিবর্তে তাকে জারফ মুরাদ নামক স্থানের একটি জায়গা ও একটি খেজুর বাগান জায়গীর হিসেবে দেন।

١٨. بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি বিক্রী করা নিষেধ

٢٤٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ : سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَرَاٰى نَاسًا يَبِيْعُوْنَ الْمَاءَ، فَقَالَ لاَتَبِيْعُوا الْمَاءَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ -

২৪৭৬ আবু বকর ইবন আবু শাযবা (র) .... আবু মিনহাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াস ইবন আবদুল মুযানী (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি কিছু লোককে পানি বিক্রী করতে দেখে বললেনঃ তোমরা পানি বিক্রী করো না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি পানি বিক্রী করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ -

২৪৭৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ ও ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ জাওহারী (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্বৃত্ত পানি বিক্রী করতে নিষেধ করেছেন।

١٩. بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ

অনুচ্ছেদ ঃ উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধ করা, যার ফলে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়

٢٤٧٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعُ اَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ -

২৪৭৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ না করে, যার ফলে চতুষ্পদ জন্তুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

٢٤٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ -

২৪৭৯ 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে কাউকে নিষেধ করা যাবে না এবং কূপ খননের ব্যাপারে মানা করা যাবে না।

٢٠. بَابُ الشُّرْبِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَ مِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপত্যকা বা জলাশয় থেকে ক্ষেতে-বাগানে পানি দেওয়া এবং কতটুকু পানি আটকে রাখা যাবে সে প্রসংগে

٢٤٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِى يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَىٰ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ اِلَىٰ جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ! اَسْقِ، ثُمَّ اَحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ قَالَ : فَقَالَ زُبَيْرُ : وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْأَيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

২৪৮০ মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী যুবায়র (রা) এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর কাছে নালিশ করলো 'হাবরা নামক স্থানের জলাশয় সম্পর্কে, যা থেকে তারা খেজুর বাগানে পানি দিত। আনসারী লোকটি (যুবায়রকে) বলেছিলঃ পানি ছেড়ে দাও। তা প্রবাহিত হোক। যুবায়র (রা) তাতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এর বিচার নিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ হে যুবায়র! তুমি তোমার ক্ষেতে পানি দেয়ার পর, তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের পানি ছেড়ে দিবে। আনসারী লোকটি রাগান্বিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে আপনার ফুফুর ছেলে বলে এরূপ বিচার করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন, হে যুবায়র! তুমি তোমার ক্ষেতে পানি সেচ কর, তারপর পানি আটকে রাখ, যতক্ষণ না তা দেয়াল পর্যন্ত উঠে যায়। রাবী আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র বলেন যে, যুবায়রঞ্জবলেছেনঃ আল্লাহর কসম! আমি মনে করি এই আয়াত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ

فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকারণে তা মেনে নেয়" (৪:৬৫)।

٢٤٨١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِى مَالِكٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِى مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِى مَالِكٍ؛ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ، اَلْاَعْلَى فَوْقَ الْاَسْفَلِ يَسْقِى الْاَعْلَى اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ –

২৪৮১ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র) .... ছা'লাবা ইবন আবু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহযূর নামক জলাশয় সম্পর্কে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, উঁচু ভূমি নীচু ভূমির ওপর অগ্রাধিকার পাবে। উঁচু ভূমিতে পানি সেচ করে তা পায়ের গিরা পর্যন্ত হয়ে গেলে, তার পর তা নীচু ভূমির দিকে ছেড়ে দেবে।

٢٤٨٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَأَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِىْ سَيْلِ مَهْزُوْرٍ، اَنْ يُمْسِكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ –

২৪৮২ আহমাদ ইবন 'আবদা (র) .... 'আমর ইবন শুআয়েবের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহযূর জলশায় সম্পর্কে ফয়সালা দিয়েছেন যে, পানি পায়ের গিরা সমান হওয়া পর্যন্ত তা আটকে রেখে তারপর পানি ছেড়ে দিতে হবে।

٢٤٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوا الْمُغَلِّسِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى، فِىْ شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، اَنَّ الْاَعْلَى فَالْاَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْاَسْفَلِ وَيَتْرُكُ الْمَاءَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ اِلَى الْاَسْفَلِ الَّذِىْ يَلِيْهِ، وَكَذٰلِكَ، حَتّٰى يَنْقَضِىَ الْحَوَائِطُ اَوْ يَفْنَى الْمَاءُ –

২৪৮৩ আবুল মুগাল্লিস (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জলাশয় থেকে খেজুর বাগানে পানি সেচ করার ব্যাপারে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, উচুঁ ভূমি অগ্রাধিকার পাবে। নিম্নভূমির পূর্বেই তাতে সেচ করা হবে এবং পানি পায়ের গিরা সমান হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখা হবে। তারপর তার সংলগ্ন নীচু ভূমির দিকে সে পানি ছেড়ে দিতে হবে। এমনি ভাবেই চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সে বাগানসমূহ শেষ হয়ে যায়, অথবা পানি ফুরিয়ে যায়।

٢١. بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ পানি বণ্টন প্রসংগে

٢٤٨٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ اَنْبَأَنَا اَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا –

২৪৮৪ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র)....'আমর ইবন আওফ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ঘোড়াকে পানি পান করানোর দিন প্রথমে ঘোড়াকে (অন্যান্য জন্তু থেকে) পানি পান করাতে হবে।

٢٤٨٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ قَسَمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسَمٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ ، فَهُوَ عَلَى قَسَمِ الْاِسْلَامِ –

২৪৮৫ 'আব্বাস ইবন জা'ফর (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জাহিলী যুগে যে ভাবে বণ্টন হয়েছিল, এখন তা সে ভাবেই থাকবে। আর যে সব বণ্টন ইসলামী যুগ পেয়েছে তা ইসলামী রীতিতেই বণ্টন করা হবে।

٢٢. بَابُ حَرِيمِ الْبِئْرِ

অনুচ্ছেদঃ কূপের সীমানা

٢٤٨٦ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَا : ثَنَا اِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ اَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ–

২৪৮৬ ওয়ালীদ ইবন 'আমর ইবন সুকায়েন ও হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি কূপ খনন করবে, সে তার পশুদের পানি পান করানোর জন্য চতুষ্পর্শের চল্লিশ হাত যমীন পাবে।

২٤٨٧ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى الصُّغْدِىّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ اَبِي غَالِبٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْمُ الْبِئْرِ مَدُّ رِشَائِهَا –

২৪৮৭ সাহ্ল ইবন আবু সুগদী (র) .... আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কূপের চতুসীমা ততদূর হবে, যতদূর রশি লম্বা হবে।

٢٣. بَابُ حَرِيْمِ الشَّجَرِ

অনুচ্ছেদঃ গাছের সীমানা

٢٤٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِىُّ اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْىَ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى النَّخْلَةِ وَ النَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ لِلرَّجُلِ فِى النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُوْنَ فِىْ حُقُوْقِ ذٰلِكَ فَقَضٰى اَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِّنْ اُولٰئِكَ مِنَ الْاَسْفَلِ، مَبْلَغُ جَرِيْدِهَا حَرِيْمٌ لَهَا –

২৪৮৮ আবদ রাব্বিহি ইবন খালিদ নুমায়রী আবুল মুগাল্লিস (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তির একটি বাগানে একটি, দুইটি বা তিনটি খেজুর গাছ থাকলে যখন তারা এর হক নিয়ে মতবিরোধ করবে, তখন তার প্রতিটি খেজুর গাছের সীমানা হবে, তার চারদিকে ডাল পালা যতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে ততদূর।

٢٤٨٩ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِى الصُّغْدِىّ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَرِيْمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيْدِهَا –

২৪৮৯ সাহ্ল ইবন আবু সুগদী (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ গাছের সীমানা হলো ততদূর যতদূর তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে।

٢٤. بَابُ مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِىْ مِثْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ক্ষেত বিক্রী করে, তার মূল্য দিয়ে অনুরূপ জিনিষ ক্রয় না করা প্রসংগে

٢٤٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ دَارًا اَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِىْ مِثْلِهِ كَانَ قِمَنًا اَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيْهِ –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ اَخِيْهِ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

২৪৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সাঈদ ইবন হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি বাড়ী অথবা জমি বিক্রী করে তার মূল্য দিয়ে অনুরূপ কিছু ক্রয় করে না, তাতে বরকত দেওয়া হয় না।

মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) সাঈদ ইবন হুরায়ছ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٤٩١ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ عَمْرُوْ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ : ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ النَّخْعِيُّ ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ اَبِيْهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِىْ مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهَا -

২৪৯১ হিশাম ইবন 'আম্মার ও 'আমর ইবন রাফি (র) .... হুযায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাড়ী বিক্রী করে এবং সে তার মূল্যে অনুরূপ বাড়ী করে না, তার সে টাকায় বরকত হয় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٨. كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় ঃ শুফ্‘আ

١. بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيْكَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে বাগান বিক্রী করে, সে যেন তার শরীক থেকে অনুমতি নেয়

٢٤٩٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مُحَمَّدُبْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَه نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَيَبِيْعُهَا حَتّٰى يَعْرِضَهَا عَلٰى شَرِيْكِهِ –

২৪৯২ হিশাম ইবন আম্মার ও মুহাম্মদ ইবন সাববাহ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার খেজুর বাগান বা ক্ষেত আছে, সে যেন তা শরীকের কাছে প্রস্তাব না রাখা পর্যন্ত বিক্রী না করে।

٢٤٩٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالاَ : ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلٰى جَارِهِ –

২৪৯৩ আহমাদ ইবন সিনান ও ‘আলা ইবন সালিম (র)....ইবন ‘আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যার জমি আছে, আর সে যদি তা বিক্রী করতে চায়, তবে সে যেন তা তার প্রতিবেশীর কাছে পেশ করে।

٢. بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর শুফ‘আর হক

٢٤٩٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُبِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا –

২৪৯৪ উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ'আর বেশী হকদার। সে অনুপস্থিত থাকলেও তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যখন তাদের উভয়ের রাস্তা এক হবে।

٢٤٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ؛ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ -

২৪৯৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... আবু রাফি'(রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ প্রতিবেশী তার নিকটতম হওয়ার কারণে বেশী হকদার।

٢٤٩٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ شَرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ ؛ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ! اَرْضٌ لَيْسَ فِيْهَا لِاَحَدٍ قِسْمٌ ، وَلاَ شَرِيْكٌ اِلاَّ الْجِوَارُ؟ قَالَ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ -

২৪৯৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সারীদ ইবন সুওয়ায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এমন একটি জমি যার মধ্যে কারো অংশ নেই এবং কোন শরীক ও নেই-কিন্তু প্রতিবেশী আছে। তিনি বললেনঃ প্রতিবেশীই তার নিকটতম হওয়ার কারণে বেশী হকদার।

٣. بَابُ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফ'আর হক থাকে না

٢٤٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ، فَلاَ شُفْعَةَ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ -

قَالَ اَبُوْعَاصِمٍ : سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ -

২৪৯৭ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও 'আবদুর রহমান ইবন উমার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুফ'আর ফয়সালা দিয়েছেন এমন জমিতে, যা এখনো বণ্টন হয়নি। আর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যাবে, তখন কোন শুফআ থাকবে না।

মুহাম্মদ ইবন হাম্মাদ তাহরানী (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

রাবী আবু আসিম বলেনঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যিব এর বর্ণনাটি মুরসাল এবং আবু হুরায়রা (রা) .... থেকে আবু সালামার বর্ণনাটি মুত্তাসিল।

٢٤٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّرِيْكُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ –

২৪৯৮ 'আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র) .... আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শরীক নিকটতম হওয়ার কারণে বেশী হকদার, তা যা কিছুই হোক না কেন।

٢٤٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ قَالَ : اِنَّمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ –

২৪৯৯ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুফআ নির্ধারণ করেছেন কেবল সে সব সম্পত্তিতে, যা এখনো বণ্টন হয়নি। যখন সীমানা নির্ধারণ হয়ে যাবে এবং রাস্তাও পৃথক হয়ে যাবে, তখন আর শুফ'আ থাকবে না।

بَابُ طَلَبِ الشُّفْعَةِ

অনুচ্ছেদঃ শুফ'আর দাবী প্রসঙ্গে

٢٥٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحٰرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ –

২৫০০ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শুফ'আ হলো উটের শির গিরা খোলার ন্যায়।[১]

٢٥٠١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيْكٍ عَلٰى شَرِيْكٍ اِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيْرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ –

২৫০১ সুওয়ায়দ ইবন সা'ঈদ (র).... ..ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ শরীকের ওপর শরীকের কোন শুফ'আ চলবে না, যখন সে তার পূর্বেই খরিদ করবে। আর নাবালেগ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিরও কোন শুফ'আর দাবী চলবে না।

---

১. অর্থাৎ উটের গলার রশি খোলার সাথে সাথেই তা যেমন উঠে দাঁড়ায়, তেমনি বিক্রয়ের খবর শোনার সাথে সাথেই শুফআর দাবী করতে হবে। দেরী হলে চলবে না।

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

অধ্যায় ঃ লুক্‌তা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٩. كِتَابُ اللُّقْطَةِ

অধ্যায় ঃ লুক্‌তা

١. بَابُ ضَالَّةِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ

অনুচ্ছেদঃ হারানো উট, গরু ও ছাগল প্রসঙ্গে

٢٥٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ -

২৫০২ মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ মুসলমানের হারানো বস্তু হল জাহান্নামের আগুন।

٢٥٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُوْحَيَّانَ التَّمِيْمِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ خَالُ اِبْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ اَبِيْ بِالْبُوَازِيْجِ فَرَحَتِ الْبَقَرُ فَرَأٰى بَقَرَةً اَنْكَرَهَا فَقَالَ : مَاهٰذِهِ؟ قَالُوْا : بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ قَالَ، فَاَمَرَبِهَا فَطُرِدَتْ حَتّٰى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَايُؤْوِى الضَّالَّةَ اِلاَّ ضَالٌّ -

২৫০৩ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... মুনযির ইবন জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি বাওয়াযীজ নামক স্থানে আমার পিতার সাথে ছিলাম। সন্ধ্যা বেলায় গাভী ফিরে এলো। তিনি একটি অপরিচিত গাভী দেখে বললেনঃ এটা কি? লোকে বললোঃ এটা একটি গাভী, যা আমাদের গাভীর

সাথে এসে মিশেছে। রাবী মুনযির (র) বললেনঃ তিনি সেটাকে (তাড়িয়ে দেয়ার) নির্দেশ দিলেন; ফলে তা তাড়িয়ে দেয়া হলো। এমনকি তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, হারানো জন্তুকে কেউ জায়গা দিবে না, গোমরাহ লোক ছাড়া।

٢٥٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ يَزِيدٍ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيكَ اَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَاِنِ اعْتُرِفَتْ وَاِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ -

২৫০৪ ইসহাক ইবন ইসমায়ীল ইবন 'আলা আয়লী (র)....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাঁকে হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি রেগে গেলেন, এমনকি তাঁর গন্ডদয় লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ তা দিয়ে তোমার কি? তার সাথে পা এবং পানের জন্য পেটও আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং গাছপাতা খেতে থাকবে, এমনিভাবে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। তাঁকে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ তাকে ধরে রাখ। কারণ হয়তো তা তোমার জন্য নয়তো তোমার ভাইয়ের জন্য আর না হয় বাঘের জন্য। আর তাকে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ তার থলে এবং মুখ বাঁধার রশি ভাল করে চিনে রাখ এবং এক বছর তার বিজ্ঞপ্তি দিতে থাক। যদি তার মালিক বের হয় তবে ভাল, নতুবা তা তোমার মালের সাথে মিলিয়ে ফেল।

٢. بَابُ اللُّقَطَةِ

অনুচ্ছেদঃ হারানো বস্তু প্রসংগে

٢٥٠٥ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ ابْنِ حِمَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ اَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا وَاِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ -

২৫০৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... ইয়াদ ইবন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে কোন হারানো বস্তু পায়, সে যেন একজন অথবা দুজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখে। এরপর তা যেন পরিবর্তন না করে এবং গোপন না করে। যদি তার মালিক এসে যায়, তাহলে সে-ই তার বেশী হকদার। আর তা না হলে আল্লাহর সম্পদ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন।

٢٥٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ، الْتَقَطْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِي: أَلْقِهِ فَأَبَيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَسَأَلْتُ، فَقَالَ عَرِّفْهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَ اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلاَّ، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ -

২৫০৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি যায়দ ইবন সূহান ও সালমান ইবন রাবী'আর সাথে বের হলাম। আমরা যখন উযায়েব নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমি একটি চাবুক কুড়িয়ে পেলাম। তারা উভয়েই আমাকে বললেনঃ ওটা ফেলে দাও। আমি তা অস্বীকার করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদীনায় এলাম, তখন আমি উবাই ইবন কা'ব (রা) এর কাছে এসে তাঁর কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেনঃ তুমি ঠিক করেছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে একশ দীনার কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত এর বিজ্ঞপ্তি দিতে থাক। আমি বিজ্ঞপ্তি দিলাম, কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না যে তা সনাক্ত করতে পারে। আমি তাঁকে (আবারো) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ বিজ্ঞপ্তি দিতে থাক। আমি বিজ্ঞপ্তি দিলাম, কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না যে তা সনাক্ত করতে পারে, অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি তার থলে ও মুখ বাঁধার রশি এবং সংখ্যা চিনে রাখ। এরপর আরো এক বছর পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি দাও। যদি তার সনাক্তকারী আসে তো ভালো, নতুবা এটা তোমার সম্পদের ন্যায়ই।

٢٥٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالاَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو

النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، فَأَدِّهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَ هَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا اِلَيْهِ -

২৫০৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার ও হারমানা ইবন ইয়াহইয়া (র)....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত তার বিজ্ঞপ্তি দাও। যদি তার মালিক পাও, তাহলে তাকে তা দিয়ে দিবে। আর যদি তার মালিক না পাও, তবে তার থলে এবং বাঁধার রশি চিনে রাখ। তারপর তুমি তা খাও। এরপর যদি (কোনদিন) তার মালিক আসে, তবে তাকে তা দিয়ে দিও।

٣. بَابُ اِلْتِقَاطِ مَا اَخْرَجَ الْجُرَذُ

অনুচ্ছেদ ঃ ইদুঁর যা বের করে দেয়, তা কুড়িয়ে নেওয়া প্রসংগে

٢٥٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ اُمَّهَا كَرِيْمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، اَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ اِلَى الْبَقِيْعِ، وَهُوَ الْمَقْبُرَةُ، لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ اَحَدُهُمْ فِيْ حَاجَتِهِ اِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَاِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْاِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، اِذْ رَاٰى جُرَذًا اَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ اٰخَرَ حَتّٰى اَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ اَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ -

قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيْهَا دِيْنَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتّٰى اَتَيْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ! قَالَ ارْجِعْ بِهَا لَا صَدَقَةَ فِيْهَا بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ اَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ؟ قُلْتُ: لَا - وَالَّذِيْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ -

قَالَ، فَلَمْ يَفْنَ اٰخِرُهَا حَتّٰى مَاتَ -

২৫০৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র).... মিকদাদ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন বাকী কবরস্তানে গিয়েছিলেন প্রয়োজন মিটাতে। এ সময় লোকেরা দুদিন বা তিনদিন পরপর (প্রাকৃতিক)

প্রয়োজন সারতে যেত। তারা উটের লেদ এর মতই মল ত্যাগ করত। অতঃপর তিনি একটি বিরাট ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন বসে প্রয়োজন সারছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, একটি ইদুঁর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করলো। তারপর সে গর্তে প্রবেশ করে আর একটি বের করলো। এমনিভাবে সে সতেরটি দীনার বের করলো। তারপর সে একটি লাল কাপড়ের টুকরা নিয়ে আসলো। মিকদাদ (রা) বলেনঃ আমি আস্তে আস্তে সে কাপড়ের টুকরাটি টেনে উঠালাম এবং তাতেও আমি একটি দীনার পেলাম। এতে আঠারটি দীনার পূর্ণ হলে আমি তা নিয়ে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এ সংবাদ জানিয়ে বললামঃ এর যাকাত গ্রহণ করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ এটা তুমি নিয়ে যাও। এর কোন যাকাত নেই। আল্লাহ তোমার জন্য ওতে বরকত দিন। এরপর তিনি বললেনঃ হনে হয় তুমি গর্তের মধ্যে তোমার হাত দিয়েছিল আমি বললামঃ না। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন। রাবী বলেনঃ এর শেষ দীনারটি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত শেষ হয়নি।

٤. بَابُ مَنْ اَصَابَ رِكَازًا

অনুচ্ছেদঃ খনি পাওয়া গেলে

٢٥٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ الْمَكِّيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

২৫০৯ মুহাম্মদ ইবন মায়মূন মাক্কী ও হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খনিতে এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালের প্রাপ্য) রয়েছে।

٢٥١٠. حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ -

২৫১০ নাসর ইবন আলী জাহযামী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খনিতে এক পঞ্চমাংশ রয়েছে।

٢٥١١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِىُّ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اِشْتَرٰى عَقَارًا فَوَجَدَ فِيْهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ ، وَلَمْ اَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الرَّجُلُ : اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ بِمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا اِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ : اَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ فَقَالَ اَحَدُهُمَا :

لِيْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ : لِيْ جَارِيَةٌ قَالَ : فَأَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَلْيُنْفِقَا عَلٰى نَفْسِهِمَا مِنْهُ ، وَلْيَتَصَدَّقَا –

২৫১১ আহমাদ ইবন ছাবিত জুহ্দারী (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি এক খন্ড জমি খরিদ করেছিল। অতঃপর সে তার মধ্যে একটি সোনা কলসী পেল। তখন সে (বিক্রেতাকে) বললোঃ আমিতো তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি, সোনা কিনিনি। বিক্রেতা বললোঃ আমি তোমার কাছে জমি এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই বিক্রী করেছি। অতঃপর তারা উভয়ে এক ব্যক্তি-এর ফয়সালার জন্য গেল; সে লোকটি বললোঃ তোমাদের দুজনের কি কোন সন্তান সন্ততি আছে? একজন বললো, আমার একটি ছেলে আছে এবং অপরজন বললো, আমার একটি মেয়ে আছে। সে লোকটি বললোঃ তাহলে ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দাও। এবং তাদেরকে ফিরে দাও যাতে তারা এটা নিজদের মধ্যে খরচ করতে পারে এবং সাদাকাও দেয়।

كِتَابُ الْعِتْقِ
অধ্যায় ঃ 'ইতক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٠. كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ 'ইতক

١. بَابُ الْمُدَبَّرِ

অনুচ্ছেদঃ মুদাব্বার[১] প্রসংগে

٢٥١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ -

২৫১২ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুদাব্বার দাসকেও বিক্রী করেছেন।

٢٥١٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ اِبْنُ النَّحَّامِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَدِيٍّ -

২৫১৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের মধ্যে এক লোক একটি গোলামকে মুদাব্বার বানালো। এছাড়া তার আর কোন মাল ছিল না। অতঃপর (তার মৃত্যুর পর) নবী ﷺ তা বিক্রী করে ফেলেন। আদী গোত্রের ইবন নাহ্হাম নামক এক ব্যক্তি তা কিনে নেয়।

٢٥١٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ -

১. মুদাব্বার বলা হয় মালিক যে গোলাম অথবা বাঁদী সম্পর্কে বলে যে, আমার মৃত্যুর পর সে আযাদ।

قَالَ اِبْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَعْنِيْ اِبْنَ اَبِيْ شَيْبَةَ، يَقُوْلُ : هٰذَا خَطَأٌ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الْمُدَبَّرِ مِنَ الثُّلُثِ –

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ : لَيْسَ لَهُ اَصْلٌ –

২৫১৪ 'উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ মুদাব্বার (মৃতের) এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে।

ইমাম ইবন মাজা (র) বলেন, আমি 'উছমান অর্থাৎ ইবন আবু শায়বা (র) কে বলতে শুনেছি যে, মুদাব্বার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে–এ হাদীসটি ভুল।

আবু 'আবদুল্লাহ– ইবনে মাজা (র) বলেন যে, এর কোন ভিত্তি নেই।

٢. بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

অনুচ্ছেদঃ উম্মু ওয়ালাদ[১] প্রসংগে

২৫১৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَا : ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ اَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ –

২৫১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমায়ীল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি থেকে তার বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে, সে বাঁদী তার (মালিকের) মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে।

২৫১৬ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ، يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَتْ أُمُّ اِبْرٰهِيْمَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا –

২৫১৬ আহমাদ ইবন ইয়ূসুফ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ইবরাহীম (রা)-এর মা (মারিয়া কিবতিয়া)-এর কথা উল্লেখিত হলে তিনি বললেনঃ তাঁকে তার সন্তান আযাদ করে দিয়েছে।

২৫১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيْنَا وَاُمَّهَاتِ اَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْنَا حَيٌّ لَا نَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا –

১. মনীবের দ্বারা যে বাঁদীর গর্ভে সন্তান হয়, তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলে।

২৫১৭ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা আমাদের বাঁদী এবং উম্মু ওয়ালাদ বিক্রী করতাম। আর নবী ﷺ তখন আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। আমরা এতে কোন দোষ মনে করতাম না।

٣. بَابُ الْمُكَاتَبِ

অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব[১] প্রসংগে

٢٥١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ، حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُ : اَلْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ التَّعَفُّفَ -

২৫১৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহর হকঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী; সেই মুকাতাব[১], যে (তার আযাদ হবার জন্য নির্ধারিত সম্পদ) পরিশোধ করতে চায় এবং যে পূত-পবিত্র থাকার নিয়্যাতে বিবাহ করে।

٢٥١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا عَبْدٍ كُوْتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا اِلاَّ عَشَرَ أُوْقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيْقٌ -

২৫১৯ আবু কুরায়ব (র) .... 'আমর ইবন শু'আয়েবের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে গোলাম এক শত উকিয়ার[২] বিনিময়ে কিতাবাত করে, অতঃপর সে দশ উকিয়া ছাড়া আর সব পরিশোধ করে দেয়, সে আযাদ।

٢٥٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، اَنَّهَا اَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : اِذَا كَانَ لِاِحْدَ اكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَايُؤَدِّىْ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ -

---

১. যে গোলামকে সম্পদের বিনিময়ে আযাদ করা হয়, তাকে বলা হয় মুকাতাব এবং এই লেন-দেন চুক্তিকে বলা হয় কিতাবাত।

২. এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম।

২৫২০ আবু বকর ইবন আবু শাযবা (র) .... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের (মেয়ে লোকদের) কারো কাছে মুকাতাব থাকে এবং তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, তা দিয়ে সে কিতাবাতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে, তখন তার থেকে তোমাদের পর্দা করা উচিৎ

٢٥٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ ،عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ بَرِيْرَةَ اَتَتْهَا وَ هِىَ مُكَاتَبَةٌ، قَدْ كَاتَبَهَا اَهْلُهَا عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا اِنْ شَاءَ اَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِىْ قَالَ، فَأَتَتْ اَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا اِلاَّ اَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلاَءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ (اِفْعَلِىْ) قَالَ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَ شَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَالْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

২৫২১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....নবী ﷺ এর সহধর্মীনী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা তার কাছে এলেন, তখন তিনি মুকাতাবা ছিলেন। সে তার মালিকের সাথে নয় উকিয়ার বিনিময় কিতাবাত করেছিল। আয়েশা (রা) তাকে বললেনঃ তোমার মালিক যদি চায় তবে আমি এককালীন তাদেরকে তা পরিশোধ করে দিতে পারি; কিন্তু ওয়ালা (মীরাছ) আমার হবে। রাবী বলেনঃ সে (বারিরা) তার মালিকের কাছে এসে একথা জানালে তারা তা অস্বীকার করে এবং ওয়ালা নিজদের মধ্যে রাখার শর্ত আরোপ করে। তখন আয়েশা (রা) ব্যাপারটি নবী ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ তুমি তাকে খরিদ কর। রাবী বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করলেন। তারপর বললেনঃ লোকদের কি হলো? তারা এমন এমন সব শর্ত আরোপ করছে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে সব শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, যদিও তা একশটি হয়। আল্লাহর কিতাবই অধিক সঠিক এবং আল্লাহর শর্তই অধিক মজবুত। ওয়ালা (মীরাছ) তার, যে আযাদ করবে।

٤. بَابُ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদঃ আযাদ করা

٢٥٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ؛ قَالَ : قُلْتُ لِكَعْبٍ : يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

وَاحْذَرْ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ اَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ –

২৫২২ আবু কুরায়ব (র) .... শুরাহবীল ইবন সাম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কা'বকে বললাম, হে কা'ব ইবন মুররা! আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করবে, সে গোলাম তার জন্য দোযখের আগুনের মুক্তিপণ স্বরূপ হবে। তার প্রতিটি হাড় আযাদ কৃতদাসের প্রতিটি হাড়ের বদলা হবে। আর যে দুজন মুসলিম মহিলাকে আযাদ করবে তারা তার জন্য জাহান্নামের মুক্তিপণ স্বরূপ হবে। তাদের দুটি হাড় হবে তার একটি হাড় সমতুল্য।

٢٥٢٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ مُرَاوِحٍ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ؛ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا، وَاَغْلَاهَا ثَمَنًا –

২৫২৩ আহমাদ ইবন সিনান (র) .... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেনঃ যে গোলাম তার মালিকের বেশী পছন্দনীয় এবং যা বেশী মূল্যবান।

٥. بَابُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

অনুচ্ছেদ ঃ রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, এমন ব্যক্তির মালিক হলে সে আযাদ হয়ে যাবে

٢٥٢٤ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ –

২৫২৪ 'উকবা ইবন মুকরাম ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)......সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কেউ কোন রক্তের সম্পর্কযুক্ত লোকের মালিক হলে সে আযাদ হয়ে যাবে।

٢٥٢٥ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ الْاَنْمَاطِيُّ قَالَا : ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ –

২৫২৫ রাশিদ ইবন সা'ঈদ রামলী ও 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাহম আনমাতী (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ কোন রক্তের সম্পর্ক যুক্ত লোকের মালিক হলে সে আযাদ হয়ে যাবে।

٦. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম আযাদ করে তার খিদমাতের শর্ত আরোপ করলে

٢٥٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ –

২৫২৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া জুমাহী (র) .... সাফীনা, আবু 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাকে উম্মে সালামা (রা) আযাদ করে দেন এবং এই শর্ত লাগান যে, আমি ততদিন নবী ﷺ এর খিদমাত করবো, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন।

٧. بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীকী গোলামের নিজ অংশ আযাদ করা

٢٥٢٧ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوكٍ، أَوْ شَقْصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، أُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيْ قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ –

২৫২৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরীকী গোলামের নিজ অংশ আযাদ করে দেয়, সে যদি মালদার হয়, তবে তার উচিৎ বাকী অংশ ও নিজের মাল দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়া। আর যদি তার মাল না থাকে, তবে সে গোলামকে বাকী অংশের মূল্যের জন্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী মজুরী খাটাবে, যাতে তার কোন কষ্ট না হয়।

٢٥٢٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطِيَ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ-

২৫২৮ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) ..... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি শরীকী গোলামের তার নিজ অংশ আযাদ করে দিবে, তখন একজন

ন্যায়পরায়ন লোকের দ্বারা সে গোলামটির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সে তার অন্যান্য শরীকের অংশের মূল্য দিয়ে দিবে, যদি তার কাছে সে মূল্যের সমপরিমাণ মাল থাকে তবে সে তা দিয়ে পূর্ণ গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ করে দিবে। অন্যথায় যতটুকু আযাদ করা হয়েছে–ততটুকুই আযাদ হবে।

৮ . بَابُ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

অনুচ্ছেদঃ মালদার গোলাম আযাদ করা

২৫২৯ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ لَهِيْعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، جَمِيْعًا ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ ، فَيَكُوْنُ لَهُ وَقَالَ اِبْنُ لَهِيْعَةَ : اِلاَّ اَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ -

২৫২৯ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গোলাম আযাদ করে, আর সে গোলামের মাল থাকে, তবে সে মাল তারই থাকবে। তবে মনিব যদি তার মালের জন্য শর্ত লাগায়, তবে তা তারই হবে। ইবন লাহী'আ বলেনঃ তবে মনিব যদি তা (নিজের জন্য) আলাদা করে দেয়।

২৫৩০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ مَوْلَى اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ لَهُ : يَاعُمَيْرُ ! اِنِّيْ اَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيْئًا اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ غُلاَمًا ، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ ، فَالْمَالُ لَهُ فَاَخْبِرْنِيْ مَا مَالُكَ ؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ؛ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لِجَدِّيْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

২৫৩০ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ইবন মাস'উদ (রা) এর আযাদকৃত দাস উমায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা) তাকে বললেনঃ হে উমায়র! আমি তোমাকে আরামের সাথে আযাদ করতে চাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে তার গোলাম আযাদ করে এবং তার মালের কথা উল্লেখ না করে, সে মাল তারই হবে। এখন তুমি আমাকে বল, তোমার কাছে কি পরিমাণ মাল আছে।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) .... ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) আমার দাদা (উমায়র) কে বললেন, এবং উক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٩. بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদঃ অবৈধ সন্তান আযাদ করা

٢٥٣١ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ نَعْلاَنِ اُجَاهِدُ فِيْهَا، خَيْرٌ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا –

২৫৩১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... নবী ﷺ-এর আযাদকৃত দাসী মায়মূনা বিনত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবৈধ সন্তান আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ যে দু'টি জুতা পরে আমি জিহাদ করি, অবৈধ সন্তান আযাদ করা থেকে তা উত্তম।

١٠. بَابُ مَنْ اَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَامْرَاَتِهِ

অনুচ্ছেদঃ কেউ তার গোলাম পুরুষ ও তার স্ত্রীকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে পুরুষকে আযাদ করবে

٢٥٣٢ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالاَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ زَوْج فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِىْ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ –

২৫৩২ মুহাম্মদ ইবন বাশশার মুহাম্মদ ইবন খালাফ ও ইসহাক ইবন মানসূর (র).... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার একটি গোলাম ও একটি বাঁদী-দম্পতি ছিল। তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি ওদের দু'জনকে আযাদ করে দিতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ যদি তুমি তাদেরকে আযাদ করতে চাও, তাবে স্ত্রীর পূর্বে পুরুষকে আযাদ কর।

كِتَابُ الْحُدُوْدِ
অধ্যায় ঃ হুদূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢١. كِتَابُ الْحُدُوْدِ

অধ্যায় ঃ হুদূদ

١. بَابُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ فِىْ ثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদঃ তিন অবস্থা ব্যতিরেকে কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়

٢٥٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُوْنَ الْقَتْلَ فَقَالَ : اِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُوْنِىْ بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُوْنِىْ؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ فِىْ اِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ اَوْ رَجُلٌ اِرْتَدَّ بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَوَاللّٰهِ! مَا زَنَيْتُ فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِىْ اِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلَا اِرْتَدَدْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ -

২৫৩৩ আহমাদ ইবন 'আবদা (র) .... আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (র) থেকে বর্ণিত যে, উছমান ইবন আফফান (রা) বিদ্রোহীরা যখন তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন ওপর থেকে তাদের প্রতি তাকালেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আলোচনা করতে শুনে বললেনঃ তারা আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু কেন তারা আমাকে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করে, তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে। অথবা যে কাউকে হত্যার অপরাধ ছাড়াই হত্যা করে, বা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। আল্লাহর কসম! আমি জাহিলী যুগেও কখনো যিনা করিনি আর ইসলামী যুগেও না। আমি কোন মুসলিমকে হত্যা করিনি। আর আমি যেদিন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি, (সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কখনো) মুরতাদ হইনি।

٢٥٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، هُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ، اِلاَّ اَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ -

২৫৩৪ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এমন কোন মুসলিমকে হত্যা করা জাইয নয়, যে এই বলে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল। কিন্তু তিন শ্রেণীর লোককে হত্যা করা যাবেঃ জানের বদলে জান, বিবাহিত যিনাকারী এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন পরিত্যাগ কারী।

٢. بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِيْنِهِ

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দীন থেকে মুরতাদ হয়

٢٥٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ اَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ -

২৫৩৫ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে কতল কর।

٢٥٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْ مُشْرِكٍ، اَشْرَكَ بَعْدَ مَا اَسْلَمَ، عَمَلاً حَتّٰى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ -

২৫৩৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... বাহয ইবন হাকীম এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ইসলাম গ্রহণ করার পর শিরক করে, মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলিমদের দলে শামিল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ সে মুশরিকের আমল কবুল করেন না।

٣. بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদঃ হদ্ কার্যকর করা

٢٥٣٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ اَبِيْ شَجَرَةَ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فِيْ بِلاَدِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

২৫৩৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আল্লাহর শাস্তি সমূহের মধ্যে থেকে কোন শাস্তি কার্যকর করা, চল্লিশ রাত মহান আল্লাহর যমীনে বৃষ্টি বর্ষণের থেকে উত্তম।

٢٥٣٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يَزِيْدَ اَظُنُّهُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهٖ فِى الْاَرْضِ، خَيْرٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا –

২৫৩৮ 'আমর ইবন রাফি' (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যমীনে একটি শাস্তি কার্যকর করা হলে তা তার অধিবাসীদের জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি বর্ষণের থেকেও উত্তম।

٢٥٣٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (مَنْ جَحَدَ اٰيَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهٖ وَمَنْ قَالَ : لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَلَا سَبِيْلَ لِاَحَدٍ عَلَيْهِ، اِلَّا اَنْ يُصِيْبَ حَدًّا فَيُقَامُ عَلَيْهِ –

২৫৩৯ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত অস্বীকার করে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া জাইয। আর যে বলে

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দাও রাসূল) ; তার ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। কিন্তু যে যদি শাস্তি যোগ্য কোন কাজ করে, তবে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।

٢٥٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوْجُ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ اَبِىْ صَادِقٍ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَ لَاتَاْخُذْكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ –

২৫৪০ 'আবদুল্লাহ ইবন সালিম মাফলূজ (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহর হদ কার্যকর করবে, চাই সে নিকটবর্তী আত্মীয় হোক বা দূরবর্তী। আল্লাহর কাজে কোন সমালোচনা কারীর সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিরত না করে।

٤. بَابُ مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

অনুচ্ছেদ ঃ যার ওপর হদ ওয়াজিব হয়নি

٢٥٤١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىَّ يَقُوْلُ : عُرِضْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ اَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّىَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّىَ سَبِيْلِى -

২৫৪১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... আতিয়্যা কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরায়জার দিন[১] আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হাজির করা হলো। যার নাভীর নীচে পশম গজিয়েছিল, তাকে হত্যা করা হলো; আর যার গজায়নি তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। আমি পশম না গজানো দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, তাই আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

٢٥٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىَّ يَقُوْلُ : فَهَا اَنَ اِذَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ -

قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِىْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ : هٰذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ -

২৫৪২ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র) আতীয়্যা কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তখন আমি তোমাদের সম্মুখে ছিলাম।

٢٥٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْمُعَاوِيَةَ وَابُوْاُسَامَةَ، قَالُوْا : ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ، وَاَنَا اِبْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِى وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَاَجَازَنِى قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبدِ الْعَزِيْزِ فِىْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ هٰذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ -

২৫৪৩ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাকে উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে হাজির করা হয়, তখন আমি চৌদ্দ বছরের বালক। তিনি আমাকে (জিহাদে শরীক হতে) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাকে তাঁর কাছে হাজির

---

(১) অর্থাৎ যে দিন ইয়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়জাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস ঘাতকতার অপরাধে হত্যা করা হয়।

করা হয়। তখন আমি পনের বছরের বালক। এ সময় তিনি আমাকে অনুমতি দেন। নাফি‘ (র) বলেনঃ আমি এ হাদীস উমার ইবন আবদুল আযীযের কাছে তাঁর খিলাফাত আমলে বর্ণনা করি। তিনি বললেনঃ এটাই নাবালেগ ও বালেগের মধ্যে পার্থক্যের মানদন্ড।

٥. بَابُ السَّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَدَفْعِ الْحُدُوْدِ بِالشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদঃ মু'মিনের দোষ গোপন করা এবং সন্দেহের কারণে হদ মওকুফ হওয়া

٢٥٤٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-

২৫৪৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।

٢٥٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْفَعُوا الْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا -

২৫৪৫ ‘আবদুল্লাহ ইবন জার্‌রাহ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা শাস্তি দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা ফিরাবার কোন বাহানা পাও।

٢٥٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَنْ عَوْرَةِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْضَحَهُ بِهَا فِىْ بَيْتِهِ -

২৫৪৬ ইয়াকূব ইবন হুমায়দ ইবন কাসিব (র) .... ইবন ‘আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গুপ্ত বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার গুপ্ত বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবেন। এমন কি এর দ্বারা তাকে তার ঘরে অপদস্থ করে ছাড়বেন।

٦. بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদঃ হদের ব্যাপারে সুপারিশ করা

٢٥٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا :

مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالُوْا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ! اِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا، اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ، تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ! لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ : قَدْاَعَاذَهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَقُوْلَ هٰذَا -

২৫৪৭ মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ মিস্‌রী (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মাখযূম গোত্রের এক মহিলা (ফাতিমা বিনত আসওয়াদ) চুরি করেছিল। তার বিষয়টি কুরায়শদের খুবই বিচলিত করে তোলে। তখন তারা বললোঃ এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আলোচনা করতে পারবে? তারা বললোঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবন যায়দ ছাড়া আর কেউ এত সাহস করতে পারবে না। অতঃপর উসামা (র) তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তুমি কি আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং বললেন হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো (এজন্যই) ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করতো, তখন তারা তার ওপর শাস্তি কার্যকর করতো। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো, তাহলেও অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

রাবী মুহাম্মদ ইবন রুম্‌হ বলেনে ঃ আমি লায়ছ ইবন সাদ'কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (হযরত ফাতিমাকে) চুরি করা থেকে হিফাজাত করেছেন। আর প্রত্যেক মুসলমানেরই এরূপ বলা উচিৎ।

٢٥٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ اُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُوْدِ بْنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ اَبِيْهَا، قَالَ : لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْاَةُ تِلْكَ الْقَطِيْفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، اَعْظَمْنَا ذٰلِكَ وَكَانَتْ اِمْرَاَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا : نَحْنُ نَفْدِيْهَا بِاَرْبَعِيْنَ اُوْقِيَّةً ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا لِيْنَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْنَا اُسَامَةَ فَقُلْنَا : كَلِّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ مَااِكْثَارُكُمْ عَلَىَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلٰى اَمَةٍ مِنْ اِمَاءِ اللّٰهِ؟ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْكَانَتْ فَاطِمَةُ اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَتْ بِالَّذِىْ نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا -

২৫৪৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... মাসঊদ ইবন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন সে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘর থেকে সেই চাদরটি চুরি করলো, তখন তা আমাদেরকে খুবই বিচলিত করলো। কেননা সে ছিল কুরায়শ গোত্রের এক মহিলা। অতঃপর আমরা নবী ﷺ -এর কাছে তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটি আলোচনা করতে এলাম। আমরা বললামঃ আমরা তার পক্ষ থেকে চল্লিশ উকিয়া ফিদ্য়া দিচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তার জন্য পবিত্র হয়ে যাওয়াই উত্তম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নরম সুর শুনলাম, তখন উসামার কাছে এসে বললামঃ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আলোচনা কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ অবস্থা দেখে খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে আল্লাহর একটি শাস্তির ব্যাপারে দেন দরবার করছো, যা তাঁর কোন এক বন্দীর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান! যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমাও মহিলাটি যে স্তরে উপনীত হয়েছে সেই স্তরে উপনীত হতো, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিত।

٧. بَابُ حَدِّ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ ঃ যিনার হদ

٢٥٤٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوْا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، قَالُوْا : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : اَنْشُدُكَ اللّٰهَ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ اَفْقَهَ لِىْ حَتّٰى اَقُوْلَ قَالَ (قُلْ) قَالَ : اِنَّ اِبْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا وَاِنَّهُ زَنٰى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاُخْبِرْتُ اَنَّ عَلٰى بْنِىْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَاَنَّ عَلٰى اِمْرَأَةِ هٰذَا، الرَّجْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ! لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَلْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُ يَااُنَيْسُ! عَلٰى امْرَأَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا –

قَالَ هِشَامٌ فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا –

২৫৪৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা হিশাম ইবন 'আম্মারও মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... আবু হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ ও শিব্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এক লোক এসে বললোঃ আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন।

তিনি বললেনঃ বল। লোকটি বললো, আমার পুত্র এ ব্যক্তির চাকর ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমি তার পক্ষ থেকে একশ বকরী এবং একটি গোলাম ফিদয়া হিসেবে দিয়েছি। অতঃপর আমি কিছু আলিমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি; তখন আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার পুত্রকে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। আর এর স্ত্রীকে রজম (পাথরের আঘাতে মৃত্যু দন্ড) করতে হবে। এতদ শ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান! আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তুমি তোমার একশ বকরী ও গোলাম ফিরিয়ে নেও এবং তোমার পুত্রকে একশ বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে। আর হে উনায়স! তুমি আগামীকাল সকালে স্ত্রীর কাছে যাবে। সে যদি স্বীকার করে তবে তাকে রজম করবে।

হিশাম বলেনঃ উনায়স (রা) পরদিন সকালে তার কাছে গেলে, সে (তার অপরাধ) স্বীকার করে। অতঃপর সে তাকে রজম করে।

২৫৫০ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِشْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ -

২৫৫০ বাকর ইবন খালাফ আবু বিশ্‌র (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে (দীনের হুকুম) শিখে নেও। আল্লাহ তাদের জন্য (মহিলাদের) একটি পথ করে দিয়েছেনঃ যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তবে তাদের একশ বেত্রাঘাত করতে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তবে তাদের একশ বেত্রাঘাত এবং রজম করতে হবে।

৮. بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যিনা করলে

২৫৫১ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ أَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ : أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لاَ أَقْضِي فِيْهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ، رَجَمْتُهُ -

২৫৫১ হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) .... হাবীব ইবন সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নুমান ইবন বাশীর (রা) এর কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যিনা

করছিল। তিনি বললেনঃ আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা করে দেব। তিনি বললেনঃ যদি তার স্ত্রী বাঁদীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে, তবে এ যিনাকারীকে একশ বেত্রাঘাত করবো। আর যদি তার স্ত্রী তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করব।

٢٥٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَ اِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ –

২৫৫২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সালামা ইবন মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যিনা করেছিল। তিনি তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি।

٩. بَابُ الرَّجْمِ

অনুচ্ছেদঃ রজম করা সম্পর্কে

٢٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلٌ: مَااَجِدُ الرَّجْمَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ اَلاَ وَاِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ اِذَا اُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، اَوْ حَمْلٌ اَوِ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ –

২৫৫৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেনঃ আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কেউ বলে বসবে, আমি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে রজমের কথা পাই না। ফলে সে আল্লাহর ফরয সমূহের একটি ফরয তরক করার কারণে গোমরাহ হয়ে যাবে। জেনে রাখ, যখন পুরুষ বিবাহিত হবে এবং (যিনার সপক্ষে) দলীল পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ হবে অথবা স্বীকারোক্তি করবে, তখন রজম করাই হক। অতঃপর আমি রজমের এ আয়াত পাঠ করি; অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ (বিবাহিত) পুরুষ এবং বয়োবৃদ্ধা (বিবাহিতা) মহিলা যিনা করলে তোমরা তাদের উভয়কে অবশ্যই রজম করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।

٢٥٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَاعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ! جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : زَنَيْتُ –

فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: اِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ : قَدْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى اَقَرَّ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يُرْجَمَ فَلَمَّا اَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ اَدْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ نُخِيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ حِيْنَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ قَالَ (فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ) -

২৫৫৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, মাইয ইবন মালিক নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললোঃ আমি যিনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে বললোঃ আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললোঃ আমি যিনা করেছি। এবারও তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে আবার বললোঃ আমি যিনা করেছি। তিনি তার থেকে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনি ভাবে সে চারবার স্বীকারুক্তি করলো। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার গায়ে পাথর লাগতে লাগলো তখন সে দ্রুত পলায়ন করতে থাকলো। তখন এক ব্যক্তি তাকে পেয়ে গেল, যার হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাড়। সে তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করলো। নবী ﷺ -এর কাছে তার গায়ে পাথর লাগার সময় তার পলায়নের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না?

٢٥٥٥ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ ، عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ اَبِى الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، اَنَّ اِمْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَاَمَرَبِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا -

২৫৫৫ 'আব্বাস ইবন 'উছমান দিমাশকী (র) .... 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে যিনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার দেহের ওপর তার কাপড় ভাল করে বেঁধে তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর জানাযার সালাত আদায় করলেন।

١٠. بَابُ رَجْمِ الْيَهُوْدِىِّ وَالْيَهُوْدِيَّةِ

অনুচ্ছেদঃ ইয়াহূদী পুরুষ ও মহিলাকে রজম করা

٢٥٥٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُوْدِيَّيْنِ اَنَا فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ، وَاِنَّهُ، يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ -

২৫৫৬ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুইজন ইয়াহূদীকে রজম করেছিলেন। যারা তাদেরকে রজম করেছিল, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমি পুরুষটিকে দেখলাম যে, সে মহিলাটিকে পাথর থেকে আড়াল করেছে।

٢٥٥٧ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًا وَ يَهُودِيَّةً –

২৫৫৭ ইসমায়ীল ইবন মূসা (র).... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন ইয়াহূদী এবং একজন ইয়াহূদীয়াকে রজম করেছিলেন।

٢٥٥٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هٰكَذَا تَجِدُونَ فِىْ كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِى؟ قَالُوا : نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، اَهٰكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى؟ قَالَ : لاَ، وَلَوْلاَ اَنَّكَ نَشَدْتَنِىْ لَمْ اُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِىْ، فِىْ كِتَابِنَا، الرَّجْمُ فَكُنَّا اِذَا اَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا اِذَا اَخَذْنَا الضَّعِيفَ اَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَئٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْ عَلَى التَّحْمِيمِ وَ الْجَلْدِ، مَكَانَ الرَّجْمِ – فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ! اِنِّى اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ، اِذَا اَمَاتُوهُ وَاَمَرَبِهِ فَرُجِمَ –

২৫৫৮ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ এমন একজন ইয়াহূদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার মুখে কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং বললেনঃ তোমরা কি যিনাকারীর শাস্তি তোমাদের কিতাবের মধ্যে এ রকমই পেয়েছ? তারা বললোঃ হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের আলিমদের একজনকে ডেকে বললেনঃ আমি তোমাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি মূসার ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি যিনাকারীর শাস্তি এরকমই পেয়েছ? তখন সে বললোঃ না। আপনি যদি আমাকে শপথ দিয়ে না বলতেন, তবে আমি আপনাকে একথা বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যিনাকারীর শাস্তি পেয়েছি–রজম করা। কিন্তু আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে রজম বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের সম্ভ্রান্ত লোককে (এ অপরাধে) গ্রেপ্তার করলে তাকে ছেড়ে দিতাম আর আমাদের দুর্বল ও অসহায় লোককে (যিনার কারণে) গ্রেফতার করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করতাম। (এক পর্যায়ে) আমরা বললামঃ এস আমরা এমন একটা বিষয়ে একমত হই, যা আমরা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল সকলের ওপরই শাস্তি হিসেবে কার্যকর করতে পারি। তখন থেকে আমরা (শাস্তি লাঘব করে) রজমের স্থলে চেহারায় কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাতের শাস্তির ওপর একমত হই। এতদ শ্রবণে নবী ﷺ বললেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তোমার হুকুমকে জীবিত করেছি, তারা যাকে মেরে ফেলেছিল। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ইয়াহূদীকে রজম করা হলো।

١١. بَابُ مَنْ اَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতা করে

٢٥٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيْ الْأَسْوَدِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيْبَةُ فِيْ مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدخُلُ عَلَيْهَا -

২৫৫৯ 'আববাস ইবন ওয়ালীদ দিমাশকী (র) .... ইবন 'আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে অবশ্যই অমুক মহিলাকে রজম করতাম। কেননা, তার কথাবার্তায় আচার আকৃতিতে এবং যারা তার কাছে যাতায়াত করে তাদের থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়।

٢٥٦٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ اِبْنُ شَدَّادٍ : هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ اِمْرَأَةٌ اَعْلَنَتْ -

২৫৬০ আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র) .... কাসিম ইবন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ইবন আব্বাস (রা) দুজন লি'আন কারীর[1] কথা উল্লেখ করলেন। ইবন শাদ্দাদ তাঁকে বললেনঃ এ সেই মহিলা, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেনঃ আমি যদি কাউকে বিনা প্রমাণে রজম করতাম, তবে অবশ্য তাকে (অসুস্থ মহিলাকে) রজম করতাম? ইবন আব্বাস (রা) বললেনঃ সে মহিলাতো প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করতো।

١٢. بَابُ مَنْ عَمِلَ قَوْمِ لُوْطٍ

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কওমে লূতের মত কাজ করে[2]

٢٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ -

২৫৬১ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ ও আবু বকর ইবন খাল্লাদ (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যাকে কওমে লূত যে কাজ করত সে কাজে রত পাও, তবে তোমরা কতল কর তাকে এবং যার সাথে সে করা হয় তাকে।

১. লি'আন বলেঃ স্বামী স্ত্রীর প্রতি অবৈধ কাজের অভিযোগ আনলে, তার যদি কোন প্রমাণ না থাকে, তবে বিশেষ বাক্যের মাধ্যমে কসম করে স্বামীর তার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্ত্রীর সে অভিযোগ খন্ডন করাকে।

২. সমকামিতা।

٢٥٦٢ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الَّذِى يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ اُرْجُمُوا الاَعْلَى وَ الاَسْفَلَ وَارْجُمُوهُمَا جَمِيْعًا -

২৫৬২ ইয়ূনুস ইবন আবদুল 'আলা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি কওমে লূতের মত কাজ করে তার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমরা রজম কর উপরের এবং নীচের ব্যক্তিকে; তাদের উভয়কেই রজম কর।

٢٥٦٣ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَااَخَافُ عَلَى اُمَّتِى عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ -

২৫৬৩ আযহার ইবন মারওয়ান (র) .... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমি আমার উম্মাতের উপর যে সম্পর্কে বেশী ভয় করি তা হল কওমে লূতের কাজ।

١٣. بَابُ مَنْ اَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ اَتَى بَهِيْمَةً

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মুহরাম নারী ও চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করে

٢٥٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا اِبْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ -

২৫৬৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুহরাম নারীর সাথে সঙ্গম করে, তাকে কতল কর। আর যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করে, তাকে কতল কর এবং সে জন্তুকেও কতল কর।

١٤. بَابُ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ عَلَى الْاِمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ বাঁদীর উপর হদ্ কার্যকর করা

٢٥٦٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ ،

قَالُوْا : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِيْ قَبْلَ اَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اِجْلِدْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ، فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ -

২৫৬৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবু হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ ও শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি যে বাঁদী বিয়ের আগে যিনা করে তার সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী ﷺ বললেন, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি সে আবার যিনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত কর। এর পর তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেনঃ তাকে বিক্রী করে ফেল চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও।

٢٥٦٦ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِيْ عُرْوَةَ حَدَّثَنَا اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فَاِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ وَالضَّفِيْرُ اَلْحَبْلُ -

২৫৬৬ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বাঁদী যদি যিনা করে তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। সে যদি আবার যিনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত কর। সে যদি আবার যিনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত কর। এরপর তাকে বিক্রী করে ফেল একটি রশির বিনিময়ে হলেও।

١٥. بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

অনুচ্ছেদ কয্ফ[১] -এর হদ্

٢٥٦٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ، قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ وَتَلاَ الْقُرْاٰنَ - فَلَمَّا نَزَلَ اَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ -

২৫৬৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) .... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন আমার পবিত্রতা প্রমাণ করে আয়াত নাযিল হল, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে এর উল্লেখ করলেন এবং কুরআন (সেই আয়াত) তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর মিম্বার থেকে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সে শাস্তি দেওয়া হল।

১. কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ এনে তা প্রমাণ করতে না পারলে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাকেই বলে কযফের শাস্তি। এ শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।

২০٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِىْ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبَةَ، عَنْ دَاوٗدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَامُخَنَّثُ ! فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ - وَاِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا لُوْطِىُّ! فَاجْلِدُوْهُ عِشْرِيْنَ -

২৫৬৮ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'হে মুখান্নাছ' (নপুংসক) বললে তাকে বিশ বেত্রাঘাত লাগাবে। আর কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'হে লূতী' (সমকামী) বললে তাকে বিশ ঘা বেত লাগাবে।

١٦. بَابُ حَدِّ السُّكْرَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাতালের হদ্

٢٥٦٩ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ : عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ: مَاكُنْتُ اَدِىْ مَنْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ، اِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسُنَّ فِيْهِ شَيْئًا اِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ -

২৫৬৯ ইসমাইল ইবন মূসা ও 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ যুহরী (র) .... 'উমাইর ইবন সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আলী ইবন আবু তালিব (রা) বলেছেনঃ আমি যাকে শাস্তি দেব (সে মারা গেলে) আমি তার দিয়াত (জানের ক্ষতিপূরণ) দেবনা মদ পানকারী ছাড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি। তার যে শাস্তি আছে, তা আমরাই নির্ধারণ করেছি।

٢٥٧٠ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيْدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ، جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ فِى الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ -

২৫৭০ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদপান করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা ও লাঠি দিয়ে পিটাতেন।

٢٥٧١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّانَاجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ اِبْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِىَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَيْرُوْزَ الدَّانَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِى حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ : لَمَّا جِيْئَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ اِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوْا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِىٍّ : دُوْنَكَ اِبْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِىٌّ، وَقَالَ : جَلَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ -

২৫৭১ ‘উছমান ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারব (র).... হুসাইন ইবন মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ওয়ালীদ ইবন উকবাকে যখন উছমান (রা)-এর কাছে আনা হল এবং লোকজন তার বিরুদ্ধে (মদপান করার) সাক্ষ্য দিল, তখন তিনি আলী (রা) কে বললেন, নিন আপনার চাচাত ভাইকে এবং কায়েম করুন তার উপর হদ। অতঃপর আলী (রা) তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদপানকারীকে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বকর (রা) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার (রা) আশিটি বেত্রাঘাত করেছেন। এর সবটিই সুন্নাত।

١٧. بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا

অনুচ্ছেদ ঃ বারবার মদ পান করলে

٢٥٧٢ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ بْنِ اَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَسْكَرَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَاِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ فِى الرَّابِعَةِ فَاِنْ عَادَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ -

২৫৭২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কেউ মাতাল হলে তাকে বেত্রাঘাত কর। সে পুনরায় মাতাল হলে তাকে বেত্রঘাত কর। সে পুনরায় মাতাল হলে আবারো তাকে বেত্রাঘাত কর। এরপর চতুর্থবার বললেনঃ সে যদি পুনরায় মাতাল হয় তবে তার গর্দান উড়িয়ে দাও।

٢٥٧٣ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا شَرِبُوْا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثُمَّ اِذَا شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ -

২৫৭৩ হিশাম ইবন ‘আম্মার (র) .... মুআবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ লোকেরা যখন মদপান করবে তখন তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে। তারপর যদি আবার তারা মদপান করে তবে আবার তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে। এরপর আবার মদপান করলে আবার তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে। এরপর যদি তারা আবার মদপান করে তবে তাদেরকে কতল করবে।

١٨. بَابُ الْكَبِيْرِ وَالْمَرِيْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

অনুচ্ছেদঃ বয়ঃবৃদ্ধ এবং রোগীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হওয়া প্রসংগে

٢٥٧٤ **حَدَّثَنَا** اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ جُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ اَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيْفٌ فَلَمْ يُرَعْ اِلاَّ وَهُوَ عَلٰى اَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَغَ شَأْنَه سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِجْلِدُوْهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوْا : يَانَبِىَّ اللّٰهِ! هُوَ اَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ لَوضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ - قَالَ : فَخُذُوْا لَهُ عِيكَالاً فِيْهِ مِائَةُ شِمْرَاجٍ ، فَاضْرِبُوْهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِبْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، نَحْوَه -

২৫৭৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... সাঈদ ইবন সা'দ ইবন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ীতে এক লেংড়া দুর্বল থাকত। সে এ বাড়ীতে এক বাঁদীর সাথে অবৈধ কাজ করতে ভীত সংকীত হয়নি। সা'দ ইবন উবাদা (রা) থেকে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি (রাসূল) বললেন তাকে একশ কোড়া মার। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! সে এর জন্য খুবই দুর্বল। তাকে যদি আমরা একশ কোড়া মারি তাহলে সে মারা যাবে। তিনি বলেনঃ তাহলে একটি খেজুরের কাঁদি লও যাতে একশটি শাখা রয়েছে। অতঃপর তাকে তা দিয়ে একবার মার।

সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র) .... সা'দ ইবন উবাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

١٩. بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অস্ত্র তাক করে ধরে

٢٥٧٥ **حَدَّثَنَا** يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : وَثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ اَبِىْ مَعْشَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا -

২৫৭৫ ইয়াকুব ইবন মুহাম্মদ ইবন কাসিব, মুগিরা ইবন আবদুর রহমান ও আনাস ইবন ইয়ায (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে আমাদের প্রতি অস্ত্র তাক করে ধরবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٥٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُرَيْدِ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ، قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا –

২৫৭৬ আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন বাররাদ ইবন ইয়ূসুফ ইবন বুরায়দা ইবন আবু বুরদা ইবন আবু মূসা আশ'আরী (র) .... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٥٧٧ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْبَرَّادِ، قَالُوا : ثَنَا أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا –

২৫৭৭ মাহমূদ ইবন গায়লান, আবু কুরায়ব, ইয়ূসুফ ইবন মূসা ও আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ (র) .... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে আমাদের প্রতি অস্ত্র তাক করে ধরে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٠. بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا

অনুচ্ছেদঃ যে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে

٢٥٨٧ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَانَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْمَالِكِ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالَ (لَوخَرَجْتُمْ إِلَى ذَودٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ – وَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا ذَودَه فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى طَلَبِهِمْ فَجِىءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا –

২৫৭৮ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে (মদীনায়) এল, মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না (এতে তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে যেতে আর তার দুধ এবং পেশাব পান করতে (তাহলে তোমাদের রোগ নিরাময়

হয়ে যেত)! তারা তাই করল। (ফেলে তাদের অসুখ সেরে গেল।) অতঃপর তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করল ও তাঁর উটগুলি লুট করে নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হল। অতঃপর তিনি তাদের হাত ও পা কেটে দিলেন। তপ্তলৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুড়ে দিলেন এবং উত্তপ্ত বালুতে ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেল।

٢٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : ثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيرِ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوْا عَلَى لِقَاحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ –

২৫৭৯ মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি কওম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুগ্ধবতী উট লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর নবী ﷺ তাদের হাত পা কেটে দেন এবং লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুড়ে দেন।

٢١. بَابُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ

٢٥٨٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ –

২৫৮০ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।

٢٥٨١ حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْجَزَرِىُّ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اُتِىَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوْتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيْدٌ –

২৫৮১ খালীল ইবন 'আমর (র)........ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে তার সম্পদের কাছে আসে, অতঃপর কেউ তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও লড়াই করে এবং এতে সে নিহত হয়, সে শহীদ।

٢٥٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَاجِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اُرِيْدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيْدٌ –

২৫৮২ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার সম্পদ জুলুম করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয় অতঃপর সে (তা রক্ষার্থে) নিহত হয়, সে শহীদ।

٢٢. بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ ঃ চোরের হদ্

٢٥٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُه وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ –

২৫৮৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ লা'নাত করেন আল্লাহ চোরের প্রতি, সে ডিম চুরি করে এতে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি চুরি করে এতে তার হাত কাটা যায়।

٢٥٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ –

২৫৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ...... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ একটি ঢাল চুরিতে (চোরের) হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٢٥٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ عَمْرَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْطَعُ الْيَدُ اِلَّا فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا –

২৫৮৫ আবু মারওয়ান 'উছমানী (র)...'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এক দীনারের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশী (চুরি করা) ছাড়া হাত কাটা যাবে না।

٢٥٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ ثَنَا وُهَيْبٌ ثَنَا اَبُوْ وَاقِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ –

২৫৮৬ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) .... সা'দ (ইবন আবু ওয়াক্কাস) (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ চোরের হাত কাটা যাবে একটি ঢালের মূল্যের পরিমাণ হলে।

٢٣. تَعْلِيقُ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ

অনুচ্ছেদঃ হাত (কেটে) কাঁধে লটকিয়ে দেওয়া

٢٥٨٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ، وَاَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاَبُوْ سَلَمَةَ الْجُوَيْبَارِىُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوْا : ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ، قَالَ : سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيْقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ ، قَطَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِىْ عُنُقِهِ -

২৫৮৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা , আবু বিশর বকর ইবন খালাফ, মুহাম্মাদ ইবন বাশশার ও আবু সালামা জুবারী ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র) .... ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) কে হাত কাঁধে লটকিয়ে দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেনঃ এটা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাত কেটে দিয়েছিলেন। পরে তা তার কাঁধে লটকিয়ে দিয়েছিলেন।

٢٤. بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

অনুচ্ছেদঃ চোর স্বীকারোক্তি করলে

٢٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِىِّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِىْ فُلَانٍ، فَطَهِّرْنِىْ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالُوْا :اِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا فَاَمَرَبِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقُطِعَتْ يَدُهُ -

قَالَ ثَعْلَبَةُ :اَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ طَهَّرَنِىْ مِنْكِ - اَرَدْتِ اَنْ تُدْخِلِىْ جَسَدِى النَّارَ -

২৫৮৮ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... ছা'লাবা আনসারী (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার ইবন সামুরা ইবন হাবীব ইবন আবদ শামস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি, আমাকে পবিত্র করুন। নবী ﷺ তাদের (সে গোত্রের) কাছে লোক পাঠালেন, তারা বললো, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়েছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুকুম দিলে তার হাত কেটে ফেলা হল। রাবী ছা'লাবা বলেনঃ আমি দেখছিলাম যখন তার হাত (কেটে) পড়ে গেল তখন সে বলছিলঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমার থেকে আমাকে পবিত্র করেছেন। তুমি চাচ্ছিলে আমার শরীরটাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে।

٢٥. بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

অনুচ্ছেদঃ গোলাম চুরি করলে

٢٥٨٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ -

২৫৮৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গোলাম যখন চুরি করবে, তখন তাকে বিক্রী করে ফেলবে, যদিও বিশ দিরহাম মূল্য হয়।

٢٥٩٠ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا -

২৫৯০ জুবারা ইবন মুগাল্লিস (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। গনিমত সূত্রে প্রাপ্ত[১] একটি গোলাম গনিমতের এক পঞ্চমাংশের সম্পদ থেকে চুরি করল। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করা হল। তিনি তার হাত কাটলেন না। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার এক সম্পদ অন্য সম্পদ চুরি করেছে।

٢٥. بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ

অনুচ্ছেদ ঃ খিয়ানাতকারী, লুটেরা ও ছিনতাইকারী প্রসংগে

٢٥٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ -

২৫৯১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) .... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ খিয়ানাতকারী লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর হাত কাটা হবে না।

٢٥٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ -

১. অর্থাৎ গনীমাতের মাল থেকে যে এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা দেওয়া হত।

২৫৯২ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... 'আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না।

٢٧. بَابُ لاَ يُقْطَعُ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

অনুচ্ছেদঃ ফল এবং গাছের মাথী চুরিতে হাত কাটা যাবে না

٢٥٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ -

২৫৯৩ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).....রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফল এবং মাথি চুরিতে হাত কাটা যাবে না।

٢٥٩٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا ابْنُ سَعِيدِالْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَخِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ -

২৫৯৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফল এবং মাথি চুরিতে হাত কাটা যাবে না।

٢٨. بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

অনুচ্ছেদঃ সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করলে

٢٥٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ - ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ نَامَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَرِدَاءَهُ فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَبِهِ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقْطَعَ فَقَالَ صَفْوَانُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! لَمْ اُرِدْ هٰذَا رِدَائِى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِى بِهِ -

২৫৯৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলেন এবং তার চাদর বালিশ বানিয়ে নিয়েছিলেন। তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি হলো। অতঃপর তিনি চোরকে নবী ﷺ -এর কাছে ধরে নিয়ে এলেন। নবী ﷺ তার হাত কাটার হুকুম দিলেন। সাফওয়ান তখন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তো এটা চাইনি! আমার চাদর আমি তাকে দান করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাহলে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন করলে না?

٢٥٩٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ فَقَالَ : مَااُخِذَ فِى اَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ اِذَا بَلَغَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ وَاِنْ اَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ : اَلشَّاةُ الْحَرِيْسَةُ مِنْهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ - وَمَا كَانَ فِى الْمُرَاحِ، فَفِيْهِ الْقَطْعُ، اِذَا كَانَ مَايَأْخُذُ مِنْ ذٰلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ -

২৫৯৬ আলী ইবন মুহাম্মদ (র) .... 'আমর ইবন 'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক লোক নবী ﷺ কে ফল (চুরি যাওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেনঃ (গাছে থাকা অবস্থায়) গুচ্ছ থেকে যা নিয়ে যাবে, তার মূল্য এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ মূল্য (দ্বিগুণ) দিতে হবে। আর খলিয়ান থেকে যা নিবে তার মূল্য যদি একটি ঢালের সমপরিমাণ হয় তবে হাত কাটা যাবে। আর যদি সে শুধু খায়, নিয়ে না যায় তবে তার উপর কিছু (কোন জরিমানা) আসবে না। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! চারণভূমি থেকে বকরী নিয়ে গেলে? তিনি বললেনঃ তার মূল্য এবং সাথে আরো তার সমপরিমাণ মূল্য (অর্থাৎ দ্বিগুণ মূল্য) দিতে হবে আর শাস্তিও হবে। আর গোয়াল থেকে নিয়ে গেলে তার মূল্য যদি একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে হাতকাটা যাবে।

٢٩. بَابُ تَلْقِيْنِ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদঃ চোরকে শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٩٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ : سَمِعْتُ اَبَا الْمُنْذِرِ، مَوْلٰى اَبِىْ ذَرٍّ، يَذْكُرُ اَنَّ اَبَا اُمَيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اِعْتِرَافًا وَلَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَااِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ : بَلٰى ثُمَّ قَالَ مَااِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ :بَلٰى فَاَمَرَبِهِ فَقُطِعَ : فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ -

২৫৯৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আবু 'উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক চোরকে হাজির করা হল। সে স্বীকারোক্তি করল, কিন্তু তার কাছে কোন মাল পাওয়া গেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমি মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছ। সে বললঃ হ্যাঁ (আমি চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেনঃ আমি মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছ। সে বললঃ হ্যাঁ (আমি চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি হুকুম দিলেন আর তার হাত কাটা হল। এরপর নবী ﷺ লোকটিকে

বললেনঃ বল, أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার কাছে তওবা করছি।" সে বলল, أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তার কাছে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ইয়া আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর। দু'বার একথা বললেন।

٣٠. بَابُ الْمُسْتَكْرَهِ

অনুচ্ছেদঃ যাকে বলাৎকার করা হয় তার প্রসঙ্গে

٢٥٩٨ **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا : ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : اُسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا –

২৫৯৮ 'আলী ইবন মায়মূন রাক্কী, আইয়্যূব ইবন মুহাম্মাদ ওয়ায্যান ও আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ওয়াইল (ইবন হুজর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে এক মহিলাকে বলাৎকার করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শাস্তি দিলেন না। বরং যে লোক তার সাথে অপকর্ম করেছিল তাকে শাস্তি দিলেন। তিনি মহিলাকে মোহরের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন কিনা একথা রাবী উল্লেখ করেননি।

٣١. بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদঃ মসজিদে হদ কার্যকর করা নিষেধ

٢٥٩٩ **حَدَّثَنَا** سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَاتُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ –

২৫৯৯ সুওয়াইদ ইবন সাঈদ ও হাসান ইবন আরাফা (র) ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মসজিদে হদ কার্যকর করা যাবে না।

٢٦٠٠ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ رُمَاحٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ –

২৬০০ মুহাম্মাদ ইবন রুম্‌হ (র) .... 'আমর ইবন শুআয়বের দাদা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে হদ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢. بَابُ التَّعْزِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তা'যীর[১] প্রসঙ্গে

٢٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَيُجْلَدُ اَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ –

২৬০১ মুহাম্মাদ ইবন রুম্‌হ (র) .... আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেনঃ কাউকে দশ ঘা-র অধিক বেত লাগানো যাবে না। তবে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির বেলায় ভিন্ন কথা।

٢٦٠٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبَّادُبْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَتُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ اَسْوَاطٍ –

২৬০২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) ...... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ দশ বেত্রাঘাত এর অধিক তাযীর করা যাবে না।

٣٣. بَابُ الْحَدُّ كَفَّارَةٌ

অনুচ্ছেদঃ হদ (গুনাহের) কাফফারা

٢٦٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ، عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَاِلاَّ، فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ –

১. যে সব অপরাধের জন্য শরীআতে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারিত নেই, সরকার বা কাযীর পক্ষ থেকে শাস্তি নির্ধারণ করে দেওয়ায় নাম হল তাযীর। এর জন্য শর্ত হল শরীআত নির্ধারিত শাস্তির কম হতে হবে। তাই ইমাম আবু হানীফার মতে ৩৯ ঘা-বেত এর অধিক মারা যাবে না।

২৬০৩ মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র) .... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে শাস্তিযোগ্য কাজ করে তারপর তাড়াতাড়ী তার শাস্তি দেওয়া হয়, সেটাই হয় তার কাফ্‌ফারা। নতুবা তার বিষয়টি আল্লাহর প্রতি সোপর্দ।

٢٦٠٤ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ، عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ ، عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصَابَ فِى الدُّنْيَا ذَنْبًا، فَعُوْقِبَ بِهٖ، فَاللّٰهُ اَعْدَلُ مِنْ اَنْ يُثَنِّىَ عُقُوْبَتَهُ عَلٰى عَبْدِهٖ وَمَنْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا، فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ، فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَنِىْ شَىْءٌ قَدْ عَفَا عَنْهُ -

২৬০৪ হারুন ইবন আবদুল্লাহ হাম্মাল (র) .... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে দুনিয়াতে কোন পাপ কাজ করে? অতঃপর এর কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে দ্বিতীয় বার শাস্তি দেওয়া থেকে অধিক ইনসাফ কার। আর যে দুনিয়াতে কোন পাপ কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে ফেলেন, তবে আল্লাহ যা একবার মাফ করে দিয়েছেন পুনরায় সে কাজের জন্য পাকড়াও করা থেকে অধিক সম্মানী।

٣٤. بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلًا

অনুচ্ছেদঃ নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য কোন পুরুষ পেলে

٢٦٠٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلًا، اَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (لا) قَالَ سَعِيْدٌ :بَلٰى وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ -

২৬০৫ আহমাদ ইবন 'আব্‌দা ও মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ মদীনী আবু উবায়দ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবন উবাদা আনসারী বললেনঃ ইয়া রাসূলল্লাহ! যে লোক তার স্ত্রীর সাথে (অবৈধ কাজে লিপ্ত অবস্থায়) অন্য কোন লোক পায়, সে কি তাকে কতল করে ফেলবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না। সা'দ বললেনঃ হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন (সে তাকে অবশ্যই কতল করে ফেলবে)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তোমাদের নেতা যা বলছেন, তা শুন।

٢٦٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ :قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ، سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ، حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ ؟ إِلَى مَاذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ أَوْأَقُولُ : رَأَيْتُ كَذَا أَوْكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلاَتَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ : لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ -

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي إِبْنَ مَاجَةَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ -

২৬০৬ ‘আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... সালামা ইবন মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, শাস্তির আয়াত নাযিল হলে আবু ছাবিত সা‘দ ইব্‌ন উবাদাকে বলা হল। আর তিনি ছিলেন আত্ম সম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি; তুমি যদি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন লোক পাও তাহলে কি করবে? তিনি বললেনঃ আমি তাদের উভয়কেই তরবারী দিয়ে মেরে ফেলব। আমি কি অপেক্ষা করব যে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসব তার কাছে আর সে কাজ সেরে চলে যাবে? অথবা আমি বলব যে, আমি এমন এমন দেখেছি। আর (সাক্ষী না থাকায়) তোমরা আমাকে (কযফের) শাস্তি দেবে এবং আর কখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না? রাবী বলেনঃ একথা নবী (স)-এর কাছে বলা হল। তিনি বললেনঃ তরবারীই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। এরপর বললেনঃ না (আমি এর অনুমতি দিচ্ছি না, কারণ) আমি ভয় করছি যে, মাতাল এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি এভাবে বারবার করেই যেতে থাকবে।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবন মাজা (র) বলেনঃ আমি আবু যুরআ (র) কে বলতে শুনেছি যে, এটা হল আলী ইবন মুহাম্মাদ তানাফিসীর হাদীছ। এ থেকে আমার কিছু খোয়া গেছে।

٣٥. بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

অনুচ্ছেদঃ পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করা

٢٦٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : مَرَّ بِي خَالِي سَمَّاهُ هُشَيْمٌ، فِي حَدِيثِهِ، اَلْحَرِثُ بْنُ عَمْرٍو وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِوَاءً

فَقُلْتُ لَهُ : اَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنِىْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ -

২৬০৭ ইসমা'ঈল ইবন মূসা ও সাহল ইবন আবু সাহল (র)....বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার মামু আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (রাবী) হুশাইম তার রিওয়ায়াতে তাঁর নাম হারিছ ইবন আমর বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি ঝান্ডা বেঁধে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললামঃ কোথায় চলেছেন? তিনি বললেনঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার বাপের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে তার মৃত্যুর পর। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন আমি যেন তার গর্দান উড়িয়ে দেই।

٢٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ابْنِ اَخِى الْحُسَيْنِ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مَنَازِلِ التَّيْمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ كَرِيْمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ : بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ اَبِيْهِ، اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاُصَفِّىَ مَالَهُ -

২৬০৮ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আখী হুসায়ন জু'ফী (র).... কুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠালেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল তার গর্দান উড়িয়ে দিতে এবং তার মাল ক্রোক করতে।

٣٦. بَابُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ اَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদঃ নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানানো এবং নিজের মনিবকে বাদ দিয়ে অন্যকে মনিব বানানো

٢٦٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا اِبْنُ اَبِى الضَّيْفِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ انْتَسَبَ اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ، اَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

২৬০৯ আবু বিশর বকর ইবন খালাফ (র) .... ইবন 'আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের বাপকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে এবং যে নিজের মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বানিয়ে নেয়, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাকুল এবং সকল মানুষের লা'নাত।

٢٦١٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ، عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا وَاَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ : سَمِعَتْ اُذُنَاىَ

وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ -

২৬১০ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... সা'দ ও আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাদের প্রত্যেকেই বলেনঃ আমার উভয় কান শুনেছে এবং আমার কলব মুখস্থ রেখেছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, যে নিজের বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে পরিচয় দেয়। অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয়, তবে জান্নাত তার জন্য হারাম।

٢٦١١ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ -

২৬১১ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে নিজের বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের খুশবুও পাবে না। আর জান্নাতের খুশবু পাঁচশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

٣٧. بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلاً مِنْ قَبِيلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে নিজের গোত্রভুক্ত নয় বলা

٢٦١٢ **حَدَّثَنَا** أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ حَيَّانَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالاَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ هَيْضَمٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلاَ يَرَوْنِي إِلاَّ أَفْضَلَهُمْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَسْتُمْ مِنَّا ؟ فَقَالَ : نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لاَنَقْفُوا أُمَّنَا وَلاَ نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا -

قَالَ، فَكَانَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ : لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ، مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، إِلاَّ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ -

২৬১২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও হারুন ইবন হায়্যান (র)....আশ'আছ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কিনদা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম। তারা (কিনদা গোত্র) আমাকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা কি আমাদের মধ্যে (আমাদের গোত্রভুক্ত) নন? তখন

তিনি বললেনঃ আমরা বানূ' নাযর ইবন কিনানার বংশধর। আমরা আমাদের মাকে তোহমাত দিই না এবং আমাদের বাপ থেকে পৃথক হইনা।

রাবী বলেনঃ (এরপর থেকে) আশআছ ইবন কায়স বলতেনঃ যে ব্যক্তি কুরায়শ গোত্রের কোন লোককে সে নাযর ইবন কিনানা গোত্রের লোক নয় বলে দাবী করবে, আমি অবশ্যই তাকে (কযফ-এর) শাস্তি দেব।

৩৮. بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

অনুচ্ছেদঃ নপুংসকদের প্রসঙ্গে

২৬১৩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِى الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِىُّ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، اَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ : اَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! اِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ عَلَىَّ الشِّقْوَةَ فَمَا اُرَانِى اُرْزَقُ اِلاَّ مِنْ دُفِّى بِكَفِّى فَأْذَنْ لِى فِى الْغِنَاءِ، فِى غَيْرِ فَاحِشَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ اٰذَنُ لَكَ، وَلاَ كَرَامَةَ، وَلاَ نُعْمَةَ عَيْنٍ كَذَبْتَ، اَىْ عَدُوَّ اللّٰهِ! لَقَدْ رَزَقَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَاكَانَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلاَلِهِ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ اِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ قُمْ عَنِّى وَتُبْ اِلَى اللّٰهِ اَمَا اِنَّكَ، ضَرَبْتُكَ اِنْ فَعَلْتَ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ اِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ اَهْلِكَ وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ –

فَقَامَ عَمْرٌو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْىِ مَالاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : هٰؤُلاَءِ الْعُصَاةُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِى الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ –

২৬১৩ হাসান ইবন আবু রাবী' জুরজানী (র) .... সাফওয়ান ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আমর ইবন মুররা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমার নসীবে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন। তাই আমি আমার রিযিকের আর কোন পথ দেখি না আমার হাতের দফ বাজানো ছাড়া। সুতরাং অশ্লীশ গান ছাড়া অন্য গান গাওয়ার আমাকে অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ আমি তোমাকে অনুমতি দেব না আর (তোমার) চোখও শীতল করব না। তুমি মিথ্যা বলেছ, হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তোমাকে পবিত্র হালাল রিযিক দিয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তার রিযিক থেকে যা তোমার উপর হারাম করেছেন, তাই গ্রহণ করেছ তার হালাল রিযিকের পরিবর্তে। আমি যদি তোমাকে পূর্বে নিষেধ করে থাকতাম তবে অবশ্যই (এখন)

তোমাকে শাস্তি দিতাম। আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও এবং আল্লাহর নিকট তওবা কর। সাবধান! তোমাকে নিষেধ করার পর আবার যদি তুমি এ কাজ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেব, তোমার মাথা মুড়ে দেব মুছলা স্বরূপ, তোমাকে নির্বাসিত করব তোমার পরিবার থেকে এবং তোমার সহায় সম্পত্তি মদীনার যুবকদের জন্য হালাল করে লুটিয়ে দেব।

একথা শুনে আমর উঠে দাঁড়াল আর তার সাথে ছিল লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা, যা জানত না আল্লাহ ছাড়া (কেউ)।

সে যখন চলে গেল, তখন নবী ﷺ বললেনঃ এরা সব পাপিষ্ঠ। এদের মধ্যে যে বিনা তওবায় মারা যাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার হাশর করবেন দুনিয়াতে সে যে অবস্থায় ছিল সে ভাবেই- নপুংসক করে উলঙ্গ করে। মানুষের থেকে কাপড়ের এক কোণা দিয়েও সে লজ্জা নিবারণ করবে না। যখনই সে দাঁড়াবে সাথে সাথে পড়ে যাবে।

٢٦١٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُوْلُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ : اِنْ يَفْتَحِ اللّٰهُ الطَّائِفَ غَدًا، دَلَلْتُكَ عَلَى اِمْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ -

২৬১৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত (একবার) নবী ﷺ তার কাছে এলেন। তখন তিনি শুনলেন একজন নপুংসক আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়্যাকে বলছেঃ আল্লাহ যদি আগামীতে তাইফ বিজয় কে দেন তবে তোমাকে এমন এক মহিলা দেখাব, যে সামনে আসে চার ভাঁজ সহ[১] এবং পেছনে যায় আট ভাঁজ সহ। তখন নবী ﷺ বললেনঃ ওদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।

১. ভাঁজ বলতে এখানে স্বাস্থ্যবতী মহিলার পেটে চামড়ার যে ভাঁজ পড়ে, তাই বুঝানো হয়েছে। সামনের দিকে এলে চার ভাঁজ দেখা যায় এবং পেছনে গেলে দু'পাশ থেকে চার চার করে আট ভাঁজ দেখা যায়।

كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় ঃ দিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٢. كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় ঃ দিয়াত

١. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

অনুচ্ছেদঃ অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে কতল করায় কঠোর শাস্তি

٢٦١٥ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالُوْا : ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَايُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِى الدِّمَاءِ -

২৬১৫ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়, 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে প্রথম যে কাজের বিচার করা হবে, তা হল রক্তপাত সম্পর্কিত।

٢٦١٦ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، اِلاَّ كَانَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ -

২৬১৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কোন লোককে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হলে আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীলের) উপর তার (গুনাহের) একটি অংশ পৌঁছে। কেননা সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যার প্রচলন করেছিল।

٢٦١٧ **حَدَّثَنَا** سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ–

২৬১৭ সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন আযহার ওয়াসিতী (র) .... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে প্রথম যে কাজের বিচার হবে তা হল রক্তপাত সম্পর্কিত।

٢٦١٨ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَايُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ –

২৬১৮ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)....'উকবা ইবন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, অবৈধভাবে কারো রক্তপাত করেনি–সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٦١٩ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ اَبِى الْجَهْمِ الْجُوزَجَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ –

২৬১৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).....বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজ ও সাধারণ ব্যাপার একজন মু'মিনের না হক কতলের চেয়ে।

٢٦٢٠ **حَدَّثَنَا** عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: اٰيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ –

২৬২০ 'আমর ইবন রাফি' (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মু'মিনকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্যে করবে সামান্য একটু কথার দ্বারা সে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, আর দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে-"আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত।"

٢. بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন হত্যাকারীকে তওবা কবূল হবে কি?

٢٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، قَالَ : سُئِلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى؟ قَالَ : وَيْحَهُ ! وَاَنّٰى لَهُ الْهُدٰى ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ يَجِيْئُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَقُوْلُ : رَبِّ ! سَلْ هٰذَا ، لِمَ قَتَلَنِيْ؟ وَاللّٰهِ! لَقَدْ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى نَبِيِّكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا اَنْزَلَهَا –

২৬২১ মুহাম্মাদ ইবন সাববাহ (র) .... সালিম ইবন আবু জা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আববাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হল সে ব্যক্তি সম্পর্কে, যে কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এরপর সে তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারপর সে হিদায়াত মত চলে। তিনি বললেনঃ আফসোস তার জন্য! সে হিদায়াত কোথায় পাবে? আমি তোমাদের নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ কিয়মাতের দিন হত্যাকারী আসবে। আর নিহত ব্যক্তি তার মাথার সাথে ঝুলে থাকবে। সে বলবেঃ পরোয়ারদিগার! একে জিজ্ঞাসা করুন কেন আমাকে সে কতল করেছিল? আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ তা'আলা কতলের আয়াত[১] নাযিল করেছেন তোমাদের নবীর উপর। তারপর তিনি আর তা মানসুখ করেননি।

٢٦٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ سَمِعَتْهُ اُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ اِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسُئِلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّيْ قَتَلْتُ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ نَفْسًا –

فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟قَالَ ، بَعْدَ تِسْعَةٍ وَ تِسْعِيْنَ نَفْسًا، قَالَ، فَانْتَضٰى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ، فَاَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ، فَاَتَاهُ فَقَالَ : اِنِّيْ قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ؟ قَالَ، فَقَالَ : وَيْحَكَ! وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ اُخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيْثَةِ الَّتِيْ اَنْتَ فِيْهَا، اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيْهَا فَخَرَجَ يُرِيْدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَعَرَضَ لَهُ اَجَلُهُ فِي الطَّرِيْقِ –

---

১. ৩ : ৯৩

فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ اِبْلِيْسُ : اَنَا اَوْلَى بِهِ، اِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِيْ سَاعَةً قَطُّ قَالَ ، قَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ : اِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا -

قَالَ هُمَّامٌ : فَحَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ اَبِى رَافِعٍ، قَالَ : فَبَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَقَالَ : اُنْظُرُوْا اَىُّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ اَقْرَبَ، فَاَلْحِقُوْهُ بِأَهْلِهَا -

قَالَ قَتَادَةُ : فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اِحْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيْثَةَ فَاَلْحَقُوْهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ .

حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَنَحْوَهُ -

২৬২২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না সে সম্পর্কে, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেছি? আমার দুই কানে তা শুনেছি? এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। এক বান্দা নিরানব্বইটি লোক হত্যা করেছিল। এরপর তার তওবা করার খেয়াল হল। তাই সে জানতে চাইল পৃথিবীর মধ্যে কে সবচেয়ে বড় আলেম। তাকে একটি লোক দেখিয়ে দেওয়া হল। সে লোকটির কাছে এসে বললঃ আমি নিরাব্বইটি লোক হত্যা করেছি। আমার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে? লোকটি বললঃ নিরাব্বইটি লোক হত্যা করার পর! (এখন আবার তওবা)। রাসূল ﷺ বলেনঃ অতঃপর সে তার তরবারী

কোষ মুক্তর করল এবং তাকে হত্যা করে ফেলল, তাকে দিয়ে সে একশ হত্যা পূর্ণ করল। এরপর আবার তার তওবার খেয়াল হল। সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম কে জানতে চাইল। তাকে এক লোক দেখিয়ে দেওয়া হল। সে লোকটির কাছে এসে বললঃ আমি একশ লোক হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে? রাসূল ﷺ বলেন, তখন সে লোকটি বললঃ আফসোস তোমার জন্য! তোমার এবং তওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি যে ঘৃণ্য জনপদে রয়েছ, সেখান থেকে বের হয়ে যাও ভাল জনপদে। অমুক অমুক জনপদে। সেখানে তোমার রবের ইবাদত কর। অতঃপর সে বের হল সেই ভাল জনপদের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যেই তার মৃত্যু এসে গেল। তখন তার ব্যাপারে রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা বিবাদ করতে লাগল। ইবলীস (শয়তান) বললঃ আমিই তার বেশী হকদার। সে এক মুহূর্তের তরে কখনো আমার অবাধ্য হয়নি। রাসূল ﷺ বলেন, তখন রহমতের ফিরিশতা বললঃ সেও তওবা কারী অবস্থায় বের হয়েছিল।

রাবী হাম্মাম (র) .... আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা পাঠালেন। তারা (উভয় পক্ষের ফিরিশতা) তার কাছে মামলা দায়ের করল।

সে ফিরিশতা বললেনঃ দেখ, উভয় জনপদের কোন্‌টি নিকটবর্তী। অতঃপর তাকে সেই জনপদের বাসিন্দার মধ্যেই শামিল করে নাও।

রাবী কাতাদা (র) বলেনঃ রাবী হাসান (র) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যখন তার মৃত্যু এসে গেল তখন সে হামাগুড়ি দিয়ে ভাল জনপদের নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং খারাপ জনপদ থেকে দূরে সরে গেল। অতঃপর ফিরিশতাগণ তাকে ভাল জনপদের বাসিন্দাদের মধ্যে শামিল করে নিল।

আবুল আব্বাস ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল বাগদাদী (র) .... হাম্মাম (র) এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣. بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدَى ثَلاَثٍ

অনুচ্ছেদঃ যার কোন লোক নিহত হবে, তার তিনটি জিনিসের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে

٢٦٢٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ وَعُثْمَانُ اِبْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ، قَالاَ : ثَنَا جَرِيْرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ، عَنِ الْحٰرِثِ بْنِ فُضَيْلٍ اَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ اَبِى الْعَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْخَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدٰى ثَلاَثٍ فَاِنْ اَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ: اَنْ يَقْتُلَ اَوْيَعْفُوَ اَوْيَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعَادَ، فَاِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا –

২৬২৩ ‘উছমান ইবন আবু শায়বা ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু শুরায়হ খুবাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যাকে হত্যা করা হয় অথবা যখম করা হয়, তার (অথবা তার ওয়ারিছের) তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে। সে যদি চতুর্থটি গ্রহণ করতে চায় তবে তার উভয় হাত ধরে রাখ (তাকে প্রতিহত কর)। বিষয় তিনটি হল ঃ (হত্যাকারীকে) কতল করবে অথবা ক্ষমা করে দিবে অথবা দিয়াত (আর্থিক ক্ষতি পূরণ) গ্রহণ করবে। যে এর কোন একটি গ্রহণ করবে তারপর আবার কিছু (অতিরিক্ত) দাবী করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।

٢٦٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : اِمَّا اَنْ يَقْتُلَ وَاِمَّا اَنْ يُفْدٰى –

২৬২৪ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার কোন লোককে হত্যা করা হয় সে দুটি জিনিসের যেটিকেই ভাল মনে করে গ্রহণ করতে পারে। হয় সে (হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ) কতল করবে আর না হয় ফিদয়া গ্রহণ করবে।

٤. بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَرَضُوا بِالدِّيَةِ

অনুচ্ছেদঃ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পর, তার ওয়ারিছগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে

٢٦٢٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ وَعَمِّىْ، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالاَ : صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ اِلَيْهِ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِنٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ وَكَانَ اَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ تَقْبَلُوْنَ الدِّيَةَ ؟ فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ لَيْثٍ، يُقَالُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا شَبَّهْتُ هٰذَا الْقَتِيْلَ، فِىْ غُرَّةِ الْاِسْلاَمِ، اِلاَّ كَغَنَمٍ وَرَدَتْ فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ اٰخِرُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ خَمْسُوْنَ فِىْ سَفَرِنَا وَخَمْسُوْنَ اِذَا رَجَعْنَا فَقَبِلُوا الدِّيَةَ ـ

২৬২৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) .... যায়দ ইবন দুমায়রা (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) আমার পিতা ও আমার চাচা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন আর তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে হাজির ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর একটি গাছের নীচে বসলেন। তখন তাঁর কাছে আকরা ইবন হাবিস আসলেন। তিনি ছিলেন খিনদিফ গোত্রের সর্দার। তিনি মুহাল্লিশ ইবন জাছছামা থেকে কিসাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এবং উয়ায়না ইবন হিসন দাঁড়িয়ে আমির ইবন আযবাত-এর খুনের বদলা দাবী করছিলেন। তিনি ছিলেন আশ্ জাইয়া বংশোদ্ভূত। নবী ﷺ তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি দিয়াত গ্রহণ কর? তারা অস্বীকার করল। তখন লায়ছ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। তাকে বলা হত মুকাইতিল। সে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর কসম! ইসলামের বিজয় অবস্থায় এই কতলের একমাত্র উদাহরণ হল সেই বকরীর মত, যা পানি পান করতে আসল তখন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। অতঃপর তার শেষের দলটিও পলায়ন করল। নবী ﷺ বললেনঃ তোমরা পঞ্চাশটি উট পাবে আমাদের সফরে থাকা অবস্থায়। আর পঞ্চাশটি উট পাবে যখন আমরা ফিরে যাব, তখন তারা দিয়াত কবুল করল।

٢٦٢٦ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَنْ قَتَلَ عَمَدًا ، دُفِعَ اِلَى اَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ فَاِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَاِنْ شَاءُوْا اَخَذُوْا الدِّيَةَ وَذٰلِكَ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَاَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَذٰلِكَ عَقْلُ الْعَمَدِ، مَاصُوْلِحُوْا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ وَذٰلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ –

২৬২৬ মাহমূদ ইবন খালিদ দিমাশকী (র) .... 'আমর ইবন শুআয়ব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে (কাউকে) ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হবে। তারা যদি চায় তাকে কতল করবে আর যদি চায় দিয়াত গ্রহণ করবে। আর দিয়াত হল ত্রিশটি হিক্কা (চার বছরের উট) ত্রিশটি জায'আ (পাঁচ বছরের উট) এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উট। এটাই হল ইচ্ছাকৃত কতলের দিয়াত। আর যে কথার উপর মীমাংসা করা হবে নিহতের ওয়ারিছগণ তা-ই পাবে। আর ওটা হল শক্ত দিয়াত।

٥. بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمَدِ مُغَلَّظَةً

অনুচ্ছেদঃ শিব্‌হে আমাদের[১] জন্য কঠোর দিয়াত

٢٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالاَ : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوْبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمَدِ، قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ اَرْبَعُوْنَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِيْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا –

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ –

২৬২৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ভুল বশতঃ কতল হলে শিবহে আমাদের কতল অর্থাৎ চাবুক বা বেতের আঘাতে মৃত্যু। এতে একশ'টি উট দিতে হবে। তার চল্লিশটি গর্ভবতী, যাদের পেটে তাদের বাচ্চা থাকবে।

মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) .... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১. কতল তিন প্রকার ঃ (১) কতলে 'আমাদ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্র দিয়ে কাউকে হত্যা করা, (২) শিব্‌হে 'আমাদ যা দিয়ে সাধারণত: মানুষ হত্যা করা হয় না, এমন কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে মৃত্যু ঘটা, (৩) কতলে খাতা বা ভুল বশতঃ হত্যা অন্য কাউকে মারার ইচ্ছায় আঘাত করার ফলে মৃত্যু অথবা জীবজন্তু মনে করে আঘাত করার ফলে মৃত্যু ইত্যাদি।

٢٦٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ اَلَا اِنَّ قَتِيْلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا : فِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ. مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، فِيْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا اَلَا اِنَّ كُلَّ مَاثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ اِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ. اَلَا اِنِّيْ قَدْ اَمْضَيْتُهُمَا لِاَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا -

২৬২৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ যুহরী (র) ...... ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার সিড়ির উপর দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। আর বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তার ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং বিরাট দলকে পরাজিত করেছেন একাই। জেনে রাখ, খাতা (ভুল বশতঃ) এর নিহত ব্যক্তি সেই, যে নিহত হয় চাবুক এবং লাঠির আঘাতে। এতে একশ'টি উট দিতে হবে। তার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী, যাদের পেটে তাদের বাচ্চা থাকবে। জেনে রাখ, জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি এবং রক্তপাত আমার এই দুই পায়ের নীচে। তবে বায়তুল্লাহর খিদমাত্ এবং হাজীদের পানি পান করানোর ব্যাপারে যা প্রচলিত ছিল তার কথা ভিন্ন। জেনে রাখ এ দু'টি বিষয়কে আমি তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য বহাল রাখলাম যেমনটি ছিল।

٦. بَابُ دِيَةِ الْخَطَإِ

অনুচ্ছেদঃ কতলে খাতার দিয়াত

٢٦٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفًا -

২৬২৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি দিয়াত নির্ধারণ করেন বার হাজার (দিরহাম)।

٢٦٣٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَرْوَزِيُّ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَاً، فَدِيَتُهُ مِنَ الْاِبِلِ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُوْنَ اِبْنَةَ لَبُوْنٍ

وَثَلاَثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةٌ بَنِى لَبُونٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى اَهْلِ الْقُرٰى اَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ، اَوْعَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ - وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ - اِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِى ثَمَنِهَا - وَاِذَاهَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَاكَانَ - فَبَلَغَ قِيْمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمَائَةِ دِيْنَارٍاِلَى ثَمَانمائَةِ دِيْنَارٍ اَوْعَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةُ اَلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، اَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الْبَقَرِ، عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ، مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِى الشَّاءِ، عَلَى اَهْلِ الشَّاءِ، اَلْفَىْ شَاةٍ -

২৬৩০ ইসহাক ইবন মানসূর মারওয়াযী (র) .... 'আমর ইবন শুআয়ব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে খাতা বা ভুল বশতঃ কতল করা হবে তার দিয়াত হল, উট থেকে ৩০টি বিনতি মাখায (এক বছরের উটনী) ৩০টি বিনতি লাবূন (দুই বছরের উটনী) ৩০টি হিক্কা (চার বছরের উটনী) এবং দশটি ইবলিলাবূন (দুই বছরের উট)। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল্য ধরতেন গ্রাম বাসীদের উপর চারশ দীনার অথবা তার সমমূল্যের রূপা। তিনি দিয়াতের মূল্য নির্ধারণ করতেন উটের বাজার অনুসারে। যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত তখন দিয়াতের মূল্যও বেড়ে যেত। আর যখন উট সুলভে পাওয়া যেত তখন দিয়াতের মূল্যও হ্রাস পেত তখনকার বাজার দর অনুসারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে এর মূল্য চারশ দীনার থেকে আটশ' দীনার পর্যন্ত অথবা এর সম-মূল্যের রূপা আট হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এও ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, গরুর মালিক, যারা গরু দিয়ে তাদের দিয়াত পরিশোধ করতে চায় তারা দুইশ গরু এবং বকরীর মালিক, যারা বকরী দিয়ে দিয়াত আদায় করতে চায় তারা দুই হাজার বকরী দিবে।

٢٦٣١ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ،جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا - قَالَ : وَذٰلِكَ قَوْلُهُ وَمَا نَقَمُوا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ ، بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ -

২৬৩১ আবদুস সালাম ইবন 'আসিম (র) .... 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ কতলে খাতা-র দিয়াত হল বিশটি হিক্কা, বিশটি জায'আ, বিশটি বিনতি মাখায, বিশটি বিনতি লাবূন এবং বিশটি ইবন মাখায।

٢٦٣٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، جَعَلَ الدِّيَةَ اِثْنَىْ عَشَرَ اَلْفًا قَالَ : وَذٰلِكَ قَوْلُهُ (وَمَا نَقَمُوا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ بِاَخْذِهِمُ الدِّيَةَ -

২৬৩২ 'আব্বাস ইবন জা'ফর (র) .... ইবন 'আব্বাস (রা) সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি দিয়াত নির্ধারণ করেছেন বার হাজার (দিরহাম)। আর আল্লাহর এ বাণী ঃ

وَمَا نَقَمُوا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ (৯:৭৪)

(অর্থাৎ তারা বিরোধিতা করেছিল কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত করেছিলেন বলেই) রাসূল ﷺ বলেনঃ দিয়াত গ্রহণের দ্বারা (তাদের অভাব মুক্ত করেছিলেন)।

٧. بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِيْ بَيْتِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদঃ দিয়াত ওয়াজিব হবে হত্যাকারীর অভিভাবকের উপর আর অভিভাবক না থাকলে বায়তুল মাল থেকে

٢٦٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبِيْ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ -

২৬৩৩ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) .... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াতের ফয়সালা দিয়েছেন অভিভাবক বা নিকটাআত্মীয়ের উপর।

٢٦٣٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ عَنْهُ وَاَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ -

২৬৩৪ ইয়াহইয়া ইবন দুরস্তা (র) .....মিক্‌দাম শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, আমি তার উত্তরাধিকারী। তার পক্ষ থেকে আমি দিয়াত দিব এবং আমি তার মীরাছ গ্রহণ করব। আর মামু তার ওয়ারিছ, যার জন্য কোন ওয়ারিছ নেই। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেবে এবং তার মীরাছ গ্রহণ করবে।

٨. بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ اَوِ الدِّيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিহতের অভিভাবক এবং কিসাস বা দিয়াতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

٢٦٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِيْ عِمِّيَّةٍ اَوْ عَصَبِيَّةٍ اَوْ سَوْطٍ اَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ -

২৩৩৫ মুহাম্মাদ ইবন মা'মার (র)- ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে জুলুম বশত অকারণে অথবা জাতীয়তার কারণে হত্যা করবে পাথরের দ্বারা অথবা চাবুকের দ্বারা অথবা লাঠির দ্বারা তার উপর কতলে খাতার দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার উপর কিসাস আসবে। আর যে তার মধ্যে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তার উপর আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাকুলের এবং সকল মানুষের লা'নত। তার কোন তওবা এবং ফিদ্‌য়া কবূল করা হবে না।

٩. بَابُ مَالاَ قَوَدَ فِيْهِ

অনুচ্ছেদঃ যাতে কোন কিসাস নেই

٢٦٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ حَدَّثَنِىْ نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِىَّ ﷺ - فَأَمَرَلَهُ بِالدِّيَةِ - فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ اُرِيْدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ -

২৬৩৬ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ ও 'আম্মার ইবন খালিদ ওয়াসিতী (র) নিমরান ইবন জারিয়া (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা বাহুতে আঘাত করে তা কেটে ফেলল জোড়া ছাড়া অন্যস্থান থেকে। আহত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে নবী ﷺ -এর কাছে ফরিয়াদ করল। নবী ﷺ তাকে দিয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি কিসাস চাই। তখন তিনি বললেন ঃ দিয়াত গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে এতেই বরকত দিবেন। তিনি তার জন্য কিসাসের ফায়সালা দিলেন না।

٢٦٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ - ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِىِّ، عَنْ اِبْنِ صُهْبَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَقَوَدَ! فِى الْمَامُوْمَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ -

২৬৩৭ আবু কুরায়ব (র)....'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (আঘাত) যখম মস্তিষ্কের মূলে না পৌঁছে যায় (আঘাত) যখন পেটের অভ্যন্তরে না পৌঁছে যায় এবং (আঘাত) যখন হাঁড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত করে দেয়, তাতে কোন কিসাস নেই।

١٠. بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدِى بِالْقَوَدِ

অনুচ্ছেদঃ আহতকারীর কিসাসের বিনিময়ে ফিদয়া দেওয়া

٢٦٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الرَّزَّاقُ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَاجَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِى

صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُوجَهْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا : اَلْقَوَدَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا فَقَالَ : لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّيْنَ اَتَوْنِيْ يُرِيْدُوْنَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا اَرَضِيْتُمْ ؟ قَالُوْا : لَا فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكُفُّوْا فَكَفُّوْا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ اَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَرَضِيْتُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ –

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى يَقُوْلُ : تَفَرَّدَ بِهٰذَا مَعْمَرٌ لَا اَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ

২৬৩৮ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-আবু জাহম ইবন হুযায়ফা কে যাকাত আদায়কারী করে পাঠিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি তার সাথে বিবাদ করে তার যাকাতের ব্যাপারে। তখন আবু জাহম তাকে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। তারা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আমরা কিসাস চাই ইয়া-রাসূলাল্লাহ্! নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এত এত মাল পাবে। এতে তারা রাযী হয়ে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ আমি কি লোকদের সামনে খুতবা দেব এবং তোমাদের রাযী হবার খবরটি জানিয়ে দেব? তারা বলল হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ খুতবা দিলেন, তিনি বললেন ঃ এই লায়ছ গোত্রের লোকেরা আমার কাছে এসেছে কিসাস চাইতে। আমি তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম এত এত মাল পাবে এতে তোমরা কি রাযী? তারা বলল ঃ না, এ কারণে মুহাজিরগণ তাদেরকে ধরে ফেলতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। তারা বিরত থাকল। এরপর তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে (সম্পদ) আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা কি রাযী? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি কি লোকদের সামনে খুতবা দেব এবং তাদেরকে তোমাদের রাযী হবার খবরটি জানিয়ে দেব? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। নবী ﷺ খুতবা দিলেন অতঃপর বললেন ঃ তোমরা কি রাযী? তারা বলল ঃ হ্যাঁ।

ইমাম ইবন মাজা (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এ হাদীসটি শুধু মা'মার (র) একাই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমার জানা নেই।

١١. بَابُ دِيَةِ الْجَنِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেটের বাচ্চার দিয়াত

٢٦٣٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ - فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ : اَنَعْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا اَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اِسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ - فِيْهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ –

২৬৩৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাচ্চার ব্যাপারে ফয়সালা দিলেন একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী দিয়াত দেওয়ার। যার উপর তিনি ফয়সালা দিলেন, সে বলল ঃ আমরা কি দিয়াত দেব এমন শিশুর, যে পান করে নাই, খায় নাই। চিৎকার করেন নাই এবং কাঁদেও নাই? এরকম শিশুতো বেকার। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ লোক তো কবি সুলভ কথা বলছে! শিশুর ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা একটি বাঁদী দিয়াত দিতে হবে।

٢٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ : ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ :اِسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِى اِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِى سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ - فَقَالَ عُمَرُ : اِئْتِنِى بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ -

২৬৪০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবন খাত্তাব (রা) লোকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন- মহিলার গর্ভপাতের ব্যাপারে অর্থাৎ আঘাতের কারণে তার গর্ভপাত হয়ে গেলে। তখন মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এ ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছেন একটি গোলাম অথবা বাঁদী দিয়াত দেওয়ার। উমার (রা) বললেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি হাজির কর, যে তোমার সাথে সাক্ষ্য দিবে। তখন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা) (এ ব্যাপারে) তার সাথে সাক্ষ্য দিলেন।

٢٦٤١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، اَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِىِّ ﷺ فِى ذٰلِكَ يَعْنِى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ لِى فَضَرَبَتْ اِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ ـ وَاَنْ تُقْتَلَ بِهَا -

২৬৪১ আহমাদ ইবন সা'ঈদ দারিমী (র).... 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মানুষের কাছে এ ব্যাপারে অর্থাৎ গর্ভচ্যূত বাচ্চার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফয়সালা তালাশ করলেন। তখন হামল ইবন মালিক ইবন- নাবিগা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমি আমার দুই স্ত্রীর মাঝখানে ছিলাম। তাদের একজন অপর জনকে তাবুর কাঠ দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলল এবং তার পেটের বাচ্চাও মেরে ফেলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেটের বাচ্চার ব্যাপারে ফয়সালা দিলেন একটি গোলাম দেওয়ার এবং তাকে কতলের কিসাস স্বরূপ হত্যা করার।

١٢. بَابُ الْمِيْرَاثُ مِنَ الدِّيَةِ

অনুচ্ছেদঃ দিয়াত থেকে মীরাছ

٢٦٤٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ - ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : اَلدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا - حَتَّى كَتَبَ اِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَرَّثَ اِمْرَأَةَ اَشْيَمَ الضِّبَابِىِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا -

২৬৪২ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... সায়ীদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলতেন ঃ দিয়াত অভিভাবকদের জন্য। আর স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত থেকে মীরাছ হিসাবে কিছুই পাবে না। নবী ﷺ আশইয়াম যাব্বাবী (র)-এর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে মীরাছ দিয়েছিলেন। এ সংবাদ যাহ্হাক ইবন সুফইয়ান (রা) তার নিকট থেকে লেখা পর্যন্ত তিনি এ অভিমত পোষণ করতেন।

٢٦٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِىُّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِىِّ بِمِيْرَاثِهِ مِنْ اِمْرَأَتِهِ الَّتِى قَتَلَهَا اِمْرَأَتُهُ الْأُخْرَى -

২৬৪৩ আবদ রাব্বিহি ইবন খালিদ নুমায়রী (র)... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ হামল ইবন মালিক হুযালী লিহয়ানীকে তার সেই স্ত্রীর মীরাছ দিয়েছিলেন, যাকে তার অপর স্ত্রী হত্যা করেছিল।

١٣. بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

অনুচ্ছেদঃ কাফির-এর দিয়াত

٢٦٤٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى اَنَّ عَقْلَ اَهْلِ الْكِتَابِيْنَ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى -

২৬৪৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (রা)....'আমর ইবন শু'আয়ব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, দুই আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদের দিয়াত হবে মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।

١٤.بَابُ اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

অনুচ্ছেদঃ হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না

٢٦٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ -

২৬৪৫ মুহাম্মাদ ইবন রুম্‌হ মিসরী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না।

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالاَ : ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ اَلْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، اَنَّ اَبَاقَتَادَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً، وَثَلاَثِيْنَ جِذْعَةً، وَاَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً، فَقَالَ : اَيْنَ اَخُو الْمَقْتُوْلِ ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ-

২৬৪৬ আবু কুরায়ব ও আবদুল্লাহ্ ইবন সাঈদ কিন্‌দী (র)....'আমর ইবন শু'আয়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুদলাজ গোত্রের আবু কাতাদা নামক এক ব্যক্তি তার ছেলেকে হত্যা করে। উমার (রা) তার থেকে একশটি উট....যার মধ্যে ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জায'আ এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উট নেন। এরপর তিনি বললেন ঃ নিহতের ভাই কোথায়? (তার বাপকে তো দেওয়া যাবে না। কারণ,) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হত্যাকারী মীরাছ পাবে না।

١٥. بَابُ عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيْرَاثُهَا لِوَلَدِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার দিয়াত তাঁর আসাবার উপর বর্তাবে এবং তার মীরাছ তার সন্তানের জন্য

٢٦٤٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَأَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهٖ ، قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا، مَنْ كَانُوْا وَلاَ يَرِثُوْا مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَاِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُوْنَ قَاتِلَهَا -

২৬৪৭ ইসহাক ইবন মানসূর (র)....আমর ইবন শু'আয়ব-এর দাদা- (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, মহিলার দিয়াত তার আসাবা লোকেরা (নিকট আত্মীয়) দেবে। তারা তার থেকে কোন মীরাছ পাবে না তার ওয়ারাছ থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তাছাড়া। তাকে যদি

হত্যা করা হয় তাহলে তার দিয়াত তার ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টিত হবে। তারাই (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করবে তার হন্তাকে।

٢٦٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلٰى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُوْلَةِ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مِيْرَاثُهَا لَنَا قَالَ لاَ مِيْرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا -

২৬৪৮ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)...জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হত্যকারিণীর অভিভাবকের উপরে দিয়াত ওয়াজিব করেন। তখন নিহতের অভিভাবকগণ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তার মীরাছ কি আমরা পাব? তিনি বললেন ঃ না তার মীরাছ তার স্বামীর এবং তার সন্তানের জন্য।

١٦. بَابُ الْقِصَاصِ فِى السِّنِّ

অনুচ্ছেদঃ দাঁতের কিসাস

٢٦٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، اَبُوْمُوْسٰى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ وَابْنُ اَبِى عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ، قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ، عَمَّةُ اَنَسٍ، ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ - فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ؟ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لاَتُكْسَرُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَااَنَسُ ! كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِىَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لأَبَرَّهُ -

২৬৪৯ মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না আবু মূসা (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রুবায়্যি‘.... আনাস (রা)-এর ফুফু একটি বালিকার দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। অতঃপর তারা (রুবায়্যি -র ক্ষমা করে দিতে) অস্বীকার করল। তখন তারা তাদেরকে দিয়াত দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করল। তারা এটাও অস্বীকার করল। অতঃপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে আসল। তিনি কিসাস-এর নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ইবন নাযর বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! রুবায়্যি‘-র দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হল কিসাস। রাবী বলেন ঃ বালিকার কওম তখন রাযী হয়ে গেল, তারা (কিসাস) ক্ষমা করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন আছে, যে আল্লাহ্র নামে কসম খেলে আল্লাহ্ তা পূর্ণ করে দেন।

١٧. بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

অনুচ্ছেদঃ দাঁতের দিয়াত

٢٦٥٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الأَسْنَانُ سَوَاءُ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ –

২৬৫০ 'আব্বাস ইবন 'আবদুল 'আজীম আমবারী (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দাঁত সবই সমান-সামনের দাঁত এবং মাড়ির দাঁত সমান সমান।

٢٦٥١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ - ثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ –

২৬৫১ ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম বালিসী (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি দাঁতের ব্যাপারে (তার দিয়াত) পাঁচটি উট দেওয়ার ফয়সালা করেন।

١٨. بَابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদঃ আঙ্গুলের দিয়াত

٢٦٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالإِبْهَامَ –

২৬৫২ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এটা এবং এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠা, অমানিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সমান সমান (দিয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে)।

٢٦٥٣ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ –

২৬৫৩ জামীল ইবন হাসান 'আতাকী (র).... 'আমার ইবন.... শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আঙ্গুল সবগুলি সমান সমান। তার প্রত্যেকটির জন্য দশ দশটি উট (দিয়াত দিতে হবে)।

٢٦٥٤ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجِّي السَّمَرْقَنْدِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ اَوْسٍ، عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ -

২৬৫৪ রাজা' ইবন মুরজা সামারকান্দী (র).... আবু মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আঙ্গুল সবগুলি সমান।

١٩. بَابُ الْمُوضِحَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁড় বের হয়ে যাওয়া যখম

٢٦٥٥ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -

২৬৫৫ জামীল ইবন হাসান (র)....... 'আমার ইবন শু'আয়ব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ হাঁড় বের হয়ে যাওয়া প্রতিটি যখমের জন্য পাঁচ পাঁচটি করে উট।

٢٠. بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ

অনুচ্ছেদঃ কেউ কামড় দিলে যার হাত টান দেওয়ার কারণে তার সামনের দাঁত দু'টো উপড়ে পড়লে

٢٦٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِسْحٰقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ اِبْنَيْ اُمَيَّةَ قَالاَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ قَالَ فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَاَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلَى اَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَاْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لاَ عَقْلَ لَهَا قَالَ، فَاَبْطَلَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ -

২৬৫৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... ইয়া'লা ও সালামা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে তবুক যুদ্ধের বের হই আমাদের এক সাথী ছিল। সে এবং আরেক ব্যক্তি মারামারি করল। আমরা তখন রাস্তায় ছিলাম। তিনি বলেন ঃ অতঃপর একজন তার সাথীর হাত কামড়ে ধরল। তার সে সাথী নিজের হাত ঝাড়া দিল তার মুখ থেকে, ফলে তার সামনের দাঁত ছিটকে পড়ল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তার দাঁতের দিয়াত চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের একজন তার ভাইকে কামড়ায় পুরুষ জন্তুর কামড়ের ন্যায়, এরপর আসে দিয়াত চাইতে, এর কোন দিয়াত নেই। রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দাঁতের (দিয়াত) বাতিল করে দিলেন।

٢٦٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، اَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلاً عَلٰى ذِرَاعِهٖ فَنَزَعَ يَدَهٗ ، فَوَقَتْ ثَنِيَّتُهٗ فَرُفِعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَبْطَلَهَا وَقَالَ يَقْضَمُ اَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ -

২৬৫৭ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... ইমরান ইবন হুসায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতের বাজু কামড়ে ধরল। লোকটি তার হাত টান দিল। এতে তার সামনের দাঁত পড়ে গেল। বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে উত্থাপিত হলে তিনি তা বাতিল করে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ অপরজনকে এমনভাবে কামড়ায়, যেমনভাবে কামড়িয়ে থাকে পুরুষ জন্তু।

٢١. لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

অনুচ্ছেদঃ কোন মুসলিম-কে কোন কাফিরের কতল করা হবে না

٢٦٥٨ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ ؟ قَالَ : لاَ وَاللّٰهِ! مَا عِنْدَنَا اِلاَّ مَا عِنْدَ النَّاسِ اِلاَّ اَنْ يَرْزُقَ اللّٰهُ رَجُلاً فَهْمًا فِى الْقُرْاٰنِ اَوْمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فِيْهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

২৬৫৮ 'আলকামা ইবন 'আমর দারিমী (র).... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বললাম ঃ আপনাদের কাছে কি এমন কোন ইলম আছে, যা অন্য লোকের কাছে নেই? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কাছে ভিন্ন কিছু নাই, মানুষের

কাছে যা আছে তাছাড়া। তবে আল্লাহ্ কোন লোককে কুরআনের জ্ঞান দান করেন। (যা সকলকে দেননা; সে তার দ্বারা কুরআন থেকে অনেক কিছু বের করতে পারে)। আর এই সহীফার মধ্যে যা কিছু আছে; এতে রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দিয়াতের বিবরণ। আরো রয়েছে যে, কোন মুসলিমকে কোন কাফিরের পরিবর্তে কতল করা যাবে না।

২٦٥٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ –

২৬৫৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... 'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিমকে কতল করা যাবে না কোন কাফিরের বদলে।

٢٦٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوعَهْدٍ فِى عَهْدِهِ –

২৬৬০ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আ'লা সান'আনী (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কতল করা যাবে না কোন মু'মিনকে কোন কাফিরের পরিবর্তে। আর না অঙ্গীকারাবদ্ধ (কাফির) কে তার অঙ্গীকারে থাকাবস্থায়।

٢٢.بَابُ لاَيُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাপকে তার সন্তানের বদলে কতল করা যাবে না

٢٦٦١ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوسٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ –

২৬৬১ সুওয়াইদ ইবন (সা'ঈদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সন্তানের বদলে বাপকে কতল করা যাবে না।

٢٦٦٢ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو شُعَيْبِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدَ بِالْوَلَدِ –

২৬৬২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)... 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, বাপকে কতল করা যাবে না সন্তানের বদলে।

٢٣. بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

অনুচ্ছেদঃ স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বদলে কতল করা যাবে কি?

٢٦٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ –

২৬৬৩ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে তার গোলামকে কতল করবে আমরা তাকে কতল করব। আর যে তার অঙ্গহানী করবে (নাক-কান কাটবে) আমরাও তার অঙ্গহানী করব।

٢٦٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ منين عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَاسَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ –

২৬৬৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... 'আলী (রা) এবং আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করেছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একশ' কোড়া মারেন এবং তাকে নির্বাসন দেন এক বছরের জন্য আর মুসলমানদের মধ্য থেকে তার অংশ বিলোপ করে দেন।

٢٤. بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারী থেকে সেভাবে কিসাস নেওয়া হবে, যেভাবে সে হত্যা করেছিল

٢٦٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ يَهُودِيًّا وَضَعَ رَأْسَ اِمْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ –

২৬৬৫ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদী এক মহিলার মাথা দুই পাথরের মাঝেখানে রেখে পিষ্ট করে তাকে হত্যা করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করেন।

٢٦٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : اَنْ، لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : اَنْ لاَ ثُمَّ ، سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا : اَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

২৬৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও ইসহাক ইবন মানসূর (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহূদী একটি দাসীকে তার অলঙ্কারের কারণে হত্যা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাসীটিকে (তখনো জীবিত ছিল) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অমুকে মেরেছে? সে তার মাতা দিয়ে ইশারা করল যে, না। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করলো যে, না। এরপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার সে মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদীকে কতল করলেন দু'টি পাথরের মাঝে পিষ্ট করে।

٢٥. بَابُ لاَ قَوَدَ اِلاَّ بَالسَّيْفِ

অনুচ্ছেদঃ তরবারী দ্বারা কতল করা ব্যতীত কিসাস ওয়াজিব হবে না

٢٦٦٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُّ الْعُرُوْقِيُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ اَبِيْ عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ -

২৬৬৭ ইবরাহীম ইবন মুসতামির উরূপকী (র).... নু'মান ইবন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তরবারীর দ্বারা (হত্যা করা) ছাড়া কোন কিসাস নেওয়া যাবে না।

٢٦٦٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُّ ثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ فُضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ قَوَدَ اِلاَّ بِالسَّيْفِ -

২৬৬৮ ইবরাহীম ইবন মুস্তামির (র).... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তরবারী দ্বারা কতল করা ব্যতীত কিসাস ওয়াজিব হবে না।

٢٦. بَابُ لاَ يَجْنِيْ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ

অনুচ্ছেদঃ একজনের অপরাধ আর একজনের উপর বর্তাবে না

٢٦٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ ،عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ، فِى حِجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ اِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَىٰ وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَىٰ وَالِدِهِ –

২৬৬৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আমর ইবন আহ্ওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছি যে, তোমরা জেনে রাখ! অপরাধী তার নিজের উপরই অপরাধ করে থাকে। পিতার অপরাধ তার পুত্রের উপর গড়াবে না আর না পুত্রের অপরাধ তার পিতার উপর।

٢٦٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ – ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ، يَقُوْلُ اَلاَ لاَ تَجْنِى اُمٌّ عَلَىٰ وَلَدٍ اَلاَ لاَ تَجْنِى اُمٌّ عَلَىٰ وَلَدٍ–

২৬৭০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... তারিক মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর উভয় হাত উঠাতে দেখেছি। এ পর্যন্ত যে, আমি তাঁর উভয় বগলের সাদা অংশ দেখেছি। তিনি (হাত উঠিয়ে) বলছিলেন ঃ জেনে রাখ, মায়ের অপরাধ ছেলের উপর গড়ায় না (অর্থাৎ মায়ের অপরাধে ছেলেকে শাস্তি দেওয়া হবে না) জেনে রাখ, মায়ের অপরাধ ছেলের উপর বর্তাবে না।

٢٦٧١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ اَبِى الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَمَعِىَ اِبْنِى فَقَالَ لاَ تَجْنِى عَلَيْهِ ، وَلاَ يَجْنِى عَلَيْكَ –

২৬৭১ 'আমর ইবন রাফি' (রা)....খাশ্খাশ্ আমবারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম, আর এ সময় আমার সাথে আমার ছেলে ছিল। তিনি বললেন ঃ তোমার অপরাধ তার উপর বর্তাবে না। আর না তার অপরাধ তোমার উপর।

٢٦٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُجَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْنِى نَفْسٌ عَلَى اُخْرٰى –

২৬৭২ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়দ ইবন 'আকীল (র) উসামা ইবন শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ অপরাধ করলে তা অন্যের উপর গড়ায় না।

٢٧. بَابُ الْجُبَارِ

অনুচ্ছেদঃ নিষ্ফল (যার দিয়াত বা কিসাস কোনটাই নেই) হওয়া

٢٦٧٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ -

২৬৭৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নির্বাক প্রাণীর প্রথম নিষ্ফল (অর্থাৎ তার আঘাতে যখম হলে তার বদলে কারো থেকে দিয়াত বা কিসাস নেওয়া যাবে না।), খনি নিষ্ফল (অর্থাৎ খনিতে পড়ে কেউ মারা গেলে তার বদলেও কারো কাছ থেকে কিসাস নেওয়া হবে না।) এবং কূপও নিষ্ফল (অর্থাৎ কূপে পড়ে কেউ মারা গেলে তার মালিক বা কারো কাছ থেকে দিয়াত বা কিসাস নেওয়া যাবে না)।

٢٦٧٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ -

২৬৭৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... 'আমর ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, নির্বাক প্রাণীর যখম নিষ্ফল এবং খনি নিষ্ফল।

٢٦٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ اَلْعَجْمَاءُ الْبَهِيْمَةُ مِنَ الْاَنْعَامِ وَغَيْرِهَا وَالْجُبَارُ هُوَالْهَدَرُ الَّذِىْ لَا يُغْرَمُ -

২৬৭৫ 'আবদ রাব্বিহী ইবন খালিদ নুমায়রী (র).... 'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা করেছেন যে, খনির মৃত্যু নিষ্ফল, কূপের মৃত্যু নিষ্ফল, নির্বাক প্রাণীর যখম নিষ্ফল।

নির্বাক প্রাণী বলতে চুতুষ্পদ জন্তু বুঝায়। আর জুবার তথা নিষ্ফল বলতে বুঝায় যার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

٢٦٧٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّارُ جُبَارٌ، اَلْبِئْرُ جُبَارٌ –

২৬৭৬ আহমাদ ইবন আযহার (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আগুনের মৃত্যু নিষ্ফল এবং কূপের মৃত্যুও নিষ্ফল।

২৮. بَابُ الْقَسَامَةِ

অনুচ্ছেদঃ কাসামা[১] প্রসঙ্গে

٢٦٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ حَدَّثَنِي اَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَتَى مُحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَاُلْقِيَ فِي فَقِيرٍ اَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ فَاَتَى يَهُودَ، فَقَالَ : اَنْتُمْ وَاللّٰهِ! قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا : وَاللّٰهِ ! مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ فَكَتَبُوا : اِنَّا، وَاللّٰهِ! مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا : لاَ. قَالَ : فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ – فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ –

قَالَ سَهْلٌ : فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ –

২৬৭৭ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র).... সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে তার কওমের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবন সাহল এবং মুহাইয়িসা (রা) তাদের

---

১. কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারীর কোন সন্ধান না মিললে, কাযী নিহত ব্যক্তির লাশ যে মহল্লায় পাওয়া গিয়েছে, সেখানকার ৫০জন মুত্তাকী ব্যক্তির এই মর্মে সাক্ষ্য নেবে যে, আমরা একে হত্যা করিনি এবং এর হত্যাকারী-কে তাও জানি না, একেই বলে কাসামা।

প্রতি আপত্তি, কষ্ট ও অভাবের কারণে খায়বার গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িসার কাছে লোক এসে খবর দিল যে, আব্দুল্লাহ্ ইবন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার লাশ ফেলে রাখা হয়েছে খায়বারের একটি গর্তে অথবা একটি কূপে। তিনি ইয়াহূদীদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ তোমার আল্লাহ্র কসম! তোমরাই তাকে হত্যা করেছ। তারা বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এরপর তিনি চলে আসলেন। তার কওমের কাছে এবং তাদের নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করলেন। তারপর তিনিও তার ভাই হওয়াইয়াসা, যিনি তার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন এবং আবদুর রহমান ইবন সাহল (রা) রাসূলের কাছে এলেন। অতঃপর মুহাইয়িসা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, যিনি (আবদুল্লাহ্ ইবন সাহলের সাথে) খায়বারে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাইয়িসাকে বললেন ঃ বড়কে অগ্রাধিকার দাও। তিনি বয়সে বড় বুঝাতে চাচ্ছিলেন তখন হওয়াইযিসা কথা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হয়তো তোমরা তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত পাবে, আর না হয় তোমরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিবে। এপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে (ইয়াহূদীদেরকে) চিঠি লিখে, পাঠালেন। উত্তরে তারা লিখে পাঠালো, "আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুওয়াইয়িসা মুহাইয়িসা ও আবদুর রহমানকে বললেন ঃ তোমরা কি কসম করবে এবং তোমাদের সঙ্গীর হত্যার দায়ভার (ইয়াহূদীদের উপর) প্রমাণিত করবে? তারা বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ তাহলে ইয়াহূদীদের তোমাদের কাছে কসম করবে। তারা বলল! তারা তো মুসলিম নয় (ফলে মিথ্যা কসম করবে।) অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছে একশটি উটনী পাঠালেন। এমন কি সেগুলি তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সাহল (রা) বলেন ঃ সেগুলির মধ্য থেকে একটি লাল উটনী আমাকে লাথি মেরেছিল।

২৬৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهٖ، اَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ، اِبْنَىْ مَسْعُوْدٍ، وَعَبْدَ اللّٰهِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ، اِبْنَىْ سَهْلٍ خَرَجُوْا يَمْتَارُوْنَ بِخَيْبَرَ فَعُدِىَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ، فَقُتِلَ فَذُكِرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تُقْسِمُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ ؟ فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِذًا تَقْتُلُنَا قَالَ، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهٖ۔

২৬৭৮ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'ঈদ (র).... আমর ইবন শু'আইব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। মাসউদ-এর দুই পুত্র হুওয়াইয়িসা ও মুহাইয়িসা এবং সাহল এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান খায়বারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্র উপর অত্যাচার করে তাকে হত্যা করা হল। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানানো হল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কসম করবে এবং প্রমাণ করবে? তারা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি করে কসম করব? আমরা তো (সেখানে) উপস্থিত ছিলাম না। তিনি বললেন ঃ তাহলে ইয়াহূদীরা (কসম করে) তোমাদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা

বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে তো তারা আমাদেরকে হত্যা করবে (আর কসম করে পার পেয়ে যাবে)! রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত দিয়ে দিলেন।

٢٩. بَابُ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ

অনুচ্ছেদঃ গোলামের কোন অঙ্গহানী করলে সে আযাদ

২৬৭৯ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ ، اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ . فَأَعْتَقَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ -

২৬৭৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... যিন্বা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। অথচ তিনি তার এক গোলামকে খাসী করে দিলেন। নবী ﷺ তাকে এই অঙ্গহানীর কারণে আযাদ করে দিলেন।

২৬৮০ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِىُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا اَبُوحَمْزَةَ الصَّيْرَفِىُّ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ صَارِخًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ ؟ قَالَ : سَيِّدِى رَاٰنِى اُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ ، فَجَبَّ مَذَاكِيْرِى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ : عَلَى مَنْ نُصْرَتِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ يَقُوْلُ : اَرَاَيْتَ اِنِ اسْتَرَقَّنِى مَوْلَاىَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ اَوْ مُسْلِمٍ -

২৬৮০ রাজা ইবন মুরাজ্জা সামার কানদী (র).... 'আমর ইবন শু'আইব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি চীৎকার দিতে দিতে নবী ﷺ-র কাছে এল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল ঃ আমার মনিব তার এক দাসীকে চুমু খেতে দেখে আমার পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ সে লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তালাশ করা হলো, কিন্তু পাওয়া গেলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাও, তুমি আযাদ। সে বলল ঃ আমাকে সাহায্য করবে কে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনিব যদি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক মু'মিন বা মুসলিমের উপর (তোমাকে রক্ষা করার) দায়িত্ব।

٣٠. بَابُ اَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً، اَهْلُ الْاِيْمَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে হত্যার ব্যাপারে উত্তম ক্ষমাকারী হল ঈমানদার

২৬৮১ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شَبَاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَلْقَمَةَ ؟ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلَ الْاِيْمَانِ -

২৬৮১ ই'য়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)....'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে হত্যার ব্যাপারে উত্তম ক্ষমাকারী হল ঈমানদার লোক।

٢٦٨٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً، أَهْلُ الإِيمَانِ -

২৬৮২ 'উছমান ইবন আবু শায়বা (র).... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে হত্যার ব্যাপারে উত্তম ক্ষমাকারী হল ঈমানদার লোক।

٣١. بَابُ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

অনুচ্ছেদঃ মুসলিমদের রক্ত সব সমান

٢٦٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ -

২৬৮৩. মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল আ'লা সান'আনী (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুসলিমদের রক্ত সব সমান। তারা অন্য সব জাতির বিরুদ্ধে একটি হাত স্বরূপ। তাদের নিম্ন পর্যায়ের এক লোকও শত্রুপক্ষের কাউকে (যুদ্ধকালে) নিরাপত্তা দিতে পারবে এবং তাদের দূরবর্তী লোকও গনীমতে শরীক হবে (আমীর যদি তাকে অন্যত্র যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে থাকে)।

٢٦٨٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ -

২৬৮৪ ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ জাওহারী (র).... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম অন্যের বিরুদ্ধে একটি হাত স্বরূপ, তাদের রক্ত সব সমান।

٢٦٨٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ -

২৬৮৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).... আমার ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সকল মুসলিমের হাত অন্যদের উপর (অর্থাৎ সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্য জাতি তথা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে) তাদের সকলের জান ও মাল সমান। মুসলিমদের নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তিও অন্যকে আশ্রয় দিতে পারবে এবং মুসলমানদের দূরবর্তী ব্যক্তি ও তাদের গনীমাতে শরীক হবে।

٣٢. بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

অনুচ্ছেদঃ চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করা

٢٦٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا –

২৬৮৬ আবু কুরায়ব (র).... 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে (নিরাপত্তার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। আর তার সুগন্দ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

٢٦٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِىُّ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَأَنَا اِبْنُ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَرِيْحُهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا –

২৬৮৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র).... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে যার দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ! সে জান্নাতরে সুগন্ধও পাবে না। আর তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে।

٣٣. بَابُ مَنْ اَمِنَ رَجُلاً عَلٰى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে জানের নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করলে

٢٦٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْقِتْبَانِىِّ، قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِىِّ، لَمَشَيْتُ فِيْهَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ – سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمِنَ رَجُلاً عَلٰى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَاِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

২৬৮৮ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র).... রিফা'আ ইবন শাদ্দাদ কিত্বানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি সেই বাক্যটি (হাদীসট) না থাকত, যা আমি আমর ইবন হামিক খুযাঈ (রা) থেকে শুনেছি, তাহলে আমি মুখতারের মাথা ও দেহের মধ্যে চলতাম (অর্থাৎ তার দেহ থেকে মাতা আলাদা করে ফেলতাম।) আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোককে জানের নিরাপত্তা দেওয়ার পরে তাকে কতল করবে, সে কিয়ামাতের দিন ধোঁকা ও প্রতারণার ঝান্ডা বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

٢٦٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اَبُوْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْ عُكَّاشَةَ عَنْ رِفَاعَةَ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِيْ قَصْرِهِ فَقَالَ : قَامَ جِبْرَائِيْلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِيْ مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ اِلَّا حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، اَنَّهُ قَالَ اِذَا اَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ، فَلَا تَقْتُلْهُ فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِيْ مِنْهُ -

২৬৮৯ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... বিফা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুখতারের কাছে তার প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, "এই মাত্র জিবরাঈল (আ) আমার কাছ থেকে চলে গেলেন," তখন তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া থেকে আমাকে একটি হাদীসই ফিরিয়ে রেখেছে যা আমি সুলায়মান ইবন সুরদ (রা)-কে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার কাছ থেকে কেউ তার জানের নিরাপত্তা নেবে, তখন তুমি তাকে হত্যা করোনা।-এ হাদীসটি আমাকে তার থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।

٣٤. بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদঃ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া

٢٦٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا : ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ اِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُوْلِ فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ! مَا اَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ اَمَا اِنَّهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ ، دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ : فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ، قَالَ، وَكَانَ مَكْتُوْفًا بِنِسْعَةٍ- فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ-

২৬৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... আবু হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি নিহত হর। বিষয়টি নবী ﷺ -এর কাছে পেশ করা হল। তিনি তাকে (হন্তাকে) নিহতের অভিভাবকদের হাতে সোর্পদ করলেন। হত্যাকারী বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্

ﷺ নিহতের অভিভাবকদের বললেন ঃ সে যদি সত্যবাদী হয় এরপরও যদি তুমি তাকে কতল কর তবে তুমি জাহান্নামে যাবে। রাবী বলেন ঃ তারা তাকে ছেড়ে দিল। সে একটি রশি দ্বারা পিঠ মোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। তখন সে তার রশি মাটির সাথে ঘষে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল 'রশিধারী'।

২৬৯১ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، قَالُوا: ثَنَا ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ فَأَبَى فَقَالَ خُذْ أَرْشَكَ فَأَبَى قَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ ، فَلَحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ أَوْثَقَهُ -

قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ : فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُولَ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ -

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ : هٰذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ -

২৬৯১ আবু 'উমাইর, ঈসা ইবন মুহাম্মাদ নাহ্হাস, 'ঈসা ইবন ইয়ূনুস ও হুসায়ন ইবন আবুস-সূরা 'আস্কালীন (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক হত্যাকারীকে নিহতের অভিভাবক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -র কাছে নিয়ে এল। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ ক্ষমা করে দাও। সে তা অস্বীকার করল। তিনি বলেন ঃ তাহলে যাও তাকে কতল কর। কেননা তুমিও তারমত। রাবী বলেন ঃ তার কাছে গিয়ে তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তাকে কতল কর। কেননা তুমিও তার মতই। অতঃপর সে তাকে ছেড়ে দিল।

রাবী বলেন ঃ তাকে দেখা গেল সে তার রশি টানতে টানতে তার পরিবারের কাছে চলে যাচ্ছে। সম্ভবত নিহতের অভিভাবক তাকে বেঁধে ছিল। রাবী আবু উমায়র তার হাদীসে বলেন ঃ ইবন শাওযাব আব্দুর রহমান ইবন কাসিম থেকে বর্ণনা করেন বে, নবী ﷺ -এর পর আর কারো জন্য একথা বলা যায়েয নয় যে, "তাকে হত্যা কর, কেননা তুমিও তার মতই"

ইমাম ইবন মাজা (র) বলেন ঃ এটা হল রামলা বাসীদের হাদীস, যা তাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

৩৫. بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

অনুচ্ছেদঃ কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া

২৬৯২ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَارُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ -

২৬৯২ ইসহাক ইবন মানসূর (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিসাসের যে কোন মামলাই আনা হত, তিনি ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন (সুপারিশ মূলকভাবে)।

٢٦٩٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ اَبِي اِسْحٰقَ، عَنْ اَبِي السَّفَرِ، قَالَ : قَالَ اَبُوالدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهِ دَرَجَةً اَوْحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي -

২৬৯৩ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যার শরীরের কোন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হল অতঃপর সে তা সদকা করে দিল (অর্থাৎ আঘাত দাতাকে কিসাসের পরিবর্তে মাফ করে দিল) আল্লাহ্-এর বিনিময়ে তার একটি দরজা বুলন্দ করে দেবেন এবং তার থেকে একটি গুনাহ মাফ করে দিবেন। এ হাদীস আমার দুই কান শুনেছি এবং আমার অন্তর তা হিফাযাত করেছে।

٣٦. بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

অনুচ্ছেদঃ গর্ভবতী মহিলার উপর কিসাস ওয়াজিব হলে

٢٦٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اِبْنِ لَهِيْعَةَ ، عَنِ ابْنِ اَنْعَمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَاَبُوْعُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمَرْاَةُ اِذَا قَتَلَتْ عَمَدًا لاَ تُقْتَلُ حَتّٰى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا اِنْ كَانَتْ حَامِلاً حَتّٰى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا وَاِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتّٰى تَضَعَ مَافِي بَطْنِهَا وَحَتّٰى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا -

২৬৯৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র).... মু'আয ইবন জাবাল, আবু উবায়দা ইবন জাররাহ, উবাদা ইবন সামিত ও শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহিলা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তখন সে যদি গর্ভবতী হয় তবে পেটে যা আছে তা খালাস না করা পর্যন্ত এবং তার বাচ্চার লালন পালনের দায়িত্বভার না নেওয়া পর্যন্ত তাকে কতল করা যাবে না। আর সে যদি যিনা করে তবে তাকে রজম করা যাবে না। যতক্ষণ না সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়।

كِتَابُ الْوَصَايَا
অধ্যায় ঃ ওয়াসায়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٣. كِتَابُ الْوَصَايَا
অধ্যায় ঃ ওয়াসায়া

١. بَابُ هَلْ اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ্ কি ওয়াসিয়্যাত করেছিলেন?

٢٦٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ شَاةً وَلاَبَعِيْرًا وَلاَ اَوْصٰى بِشَيْئٍ -

২৬৯৫ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেখে যাননি কোন দীনার না কোন দিরহাম না বকরী আর না কোন উট। আর তিনি ওয়াসিয়্যাতও করেন কোন জিনিসের।

٢٦٩٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَوْصٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْئٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَكَيْفَ اَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ -

قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ اَبُوْ بَكْرٍ اَكَانَ يَتَامَّرُ عَلٰى وَصِىِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ اَنْفَهُ بِخِزَامٍ -

২৬৯৬ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র).... তালহা ইবন মুসারিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা (রা)-কে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কোন জিনিসের ওসিয়্যাত করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে মুসলিমদেরকে কিভাবে ওসিয়্যাতের হুকুম দিলেন? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবের ওসিয়্যাত করেছেন তিনি। তালহা ইবন মুসারিরফ বলেন ঃ হুযায়ল ইবন শুরাহ্বীল বলেছেন ঃ আবু বকর (রা) কি রাসূল ﷺ এর ওসিয়্যাতকৃত ব্যক্তির উপর খিলাফাত করতে পারতেন? আবু বকর (রা) এর অবস্থা তো এই ছিল যে, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন হুকুম পেতেন তাহলে (অনুগত উটের ন্যায়) নিজের নাকে তার লাগাম পরে নিতেন।

٢٦٩٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

২৬৯৭ আহমাদ ইবন মিক্দাম (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন ওফাত নিকটবর্তী হয়েছিল এবং তাঁর শ্বাস আটকে যাচ্ছিল, তখন তার সাধারণ ওয়াসিয়্যাত এই ছিল যে, সালাত এবং তোমাদের দাস-দাসীর প্রতি খেয়াল রাখবে।

٢٦٩٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ اَلصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

২৬৯৮ সাহ্ল ইবন আবু সাহ্ল (র)....'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (শরয়ী-আহকাম সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেষ কথা ছিল ঃ সালাত এবং তোমাদের দাস-দাসীর (প্রতি খেয়াল রাখবে)।

٢. بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদঃ ওয়াসিয়্যাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٦٩٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ -

২৬৯৯ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের এটা উচিৎ নয় যে, সে দু'টি রাত কাটাবে অথচ তার কাছে ওয়াসিয়্যাত করার মত জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওয়াসিয়্যাত তার কাছে লিখিত থাকবে না।

২৭০০ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِى الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا يَزِيْدُ الرَّقَاشِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ -

২৭০০ নাসর ইবন 'আলী জাহ্যামী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (প্রকৃত) বঞ্চিত সেই ব্যক্তি, যে ওয়াসিয়্যাত থেকে বঞ্চিত থাকে।

২৭০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اِبْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ -

২৭০১ মুহাম্মাদ ইবন মুসাফ্ফা হিম্সী (র)....জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ওয়াসিয়্যাত করে মারা যাবে সে সঠিক পথে ওসুন্নাতের উপরই মারা যাবে, পরহেযগারী এবং শহীদী দরজা নিয়ে সে মারা যাবে এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

২৭০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَىْءٌ يُوْصِى بِهِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ -

২৭০২ মুহামম্মাদ ইবন মুয়াম্মার (র)....ইবন 'উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের এটা উচিৎ নয় যে, সে দুটি রাত কাটাবে অথচ তার কাছে ওয়াসিয়্যাতযোগ্য জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওয়াসিয়্যাত তার কাছে লিখিত থাকবে না।

٣. بَابُ الْحَيْفِ فِى الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াসিয়্যাতের মধ্যে জুলুম করা

২৭০৩ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَرَّ مِنْ مِيْرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৭০৩ সুওয়াইদ ইবন সা'ঈদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ওয়ারিছকে মীরাছ দেওয়া থেকে পালায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের মীরাছ থেকে বঞ্চিত রাখবেন।

٢٧٠٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصٰى حَافَ فِيْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْدِلُ فِيْ وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ -

২৭০৪ আহমাদ ইবন আয্হার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন লোক সত্তর বছর যাবত ভাল কাজ করে অতঃপর যখন ওয়াসিয়্যাত করে তখন সে তার ওয়াসিয়্যতে জুলম করে। এতে তার জীবন শেষ হয় খারাপ কাজের সাথে। পরিণামে সে জাহান্নামে যায়। আর কোন লোক সত্তর বছর যাবত খারাপ কাজ করে অতঃপর সে তার ওয়াসিয়্যাতের বেলায় ইনসাফ করে। এতে তার জীবন শেষ হয় ভাল কাজের সাথে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ থেকে عَذَابٌ مُهِيْنٌ পর্যন্ত। (৪ ঃ ১৩-১৪)

٢٧٠٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِالْحِمْصِيُّ : ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِيْ حَلْبَسٍ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ اَبِيْ خُلَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَاَوْصٰى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكٰوتِهِ فِيْ حَيَاتِهِ -

২৭০৫ ইয়াহ্ইয়া ইবন উসমান ইবন সা'ঈদ ইবন কাছীর ইবন দীনার হিম্সী (র).... কুর্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যার মৃত্যু এসে যাবে তখন সে ওয়াসিয়্যাত করবে, আর তার ওয়াসিয়্যাত আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী হবে তাহলে তা সে তার জীবনে যে যাকাত ছেড়ে দিয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

٤. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

অনুচ্ছেদঃ জীবিত অবস্থায় কৃপণতা করা এবং মৃত্যুর সময় অপচয় করা নিষেধ

٢٧٠٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

نَبِّئْنِيْ مَا حَقُّ النَّاسِ مِنِّيْ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَابِيكَ ! لَتُنَبَّأَنَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ قَالَ نَبِّئْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! عَنْ مَالِيْ كَيْفَ اَتَصَدَّقُ فِيْهِ قَالَ نَعَمْ وَاللّٰهِ لَتُنَبَّأَنَّ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هٰهُنَا قُلْتَ مَالِيْ لِفُلاَنٍ وَمَالِيْ فُلاَنٍ وَهُوَ لَهُمْ وَاِنْ كَرِهْتَ -

২৭০৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-র কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে বলে দিন, লোকের মধ্যে আমার উত্তম সাহচর্যের বেশী হকদার কে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমার বাপের (রবের) কসম! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। সে হল তোমার মা (বেশী হকদার)। সে বললঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার মা। সে বলল ঃ তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার মা। সে বলল ঃ তার পর কে? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার বাবা। লোকটি বলল ঃ আমাকে বলে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাল আমি কিভাবে দান করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। তুমি দান কর এমন অবস্থায় যে, তুমি সুস্থ থাকবে, সম্পদের প্রতি তোমার মোহ থাকবে, তুমি বেঁচে থাকার আশা পোষণ করবে এবং দরিদ্রতার ভয় করবে। আর তুমি (দান করতে) সে পর্যন্ত দেরী করো না যখন তোমার জান এ পর্যন্ত এসে পৌছবে (মৃত্যুর নিকটবর্তী হবে) তখন তুমি বলবে, আমার (এই) সম্পদ অমুকের আমার (এই) সম্পদ অমুকের। অথচ সে সম্পদ তাদের (ওয়ারিছদের) জন্য হয়ে যাবে যদিও তুমি তা অপছন্দ কর।

٢٧٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَأَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جُحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ اِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنّٰى تُعْجِزُنِيْ ابْنَ اٰدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هٰذِهِ فَاِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هٰذِهِ وَاَشَارَ اِلٰى حَلْقِهِ! قُلْتَ اَتَصَدَّقُ وَاَنّٰى اَوَانُ الصَّدَقَةِ -

২৭০৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....বুস্‌র ইবন জাহ্‌হাশ কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তার হাতের তালুতে থুথু ফেললেন। তারপর তার শাহাদাত আঙ্গুলী তার উপর রেখে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ তুমি কিভাবে আমাকে অক্ষম করবে। হে আদম-সন্তান আমি তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি এ রকম জিনিস থেকে। অতঃপর তোমার জান যখন এ পর্যন্ত পৌছে যাবে এবং

তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন, তখন তুমি বলবে ঃ আমি দান করব। অথচ তখন আর দানের সময় কোথায়?

٥. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

অনুচ্ছেদঃ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করা

٢٧٠٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى اَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِّىْ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ-

২৭০৮ হিশাম ইবন 'আম্মার হুসাইন ইবন হাসান মারূজী ও সাহ্ল (র)....সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, এমন কি আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে শুশ্রূষা করেন। আমি বললাম! ইয়ারাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার বহু সম্পদ রয়েছে। আর আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন ঃ (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ। আর এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তুমি তোমার ওয়ারিছদেরকে ধনী হিসাবে রেখে যাবে এটাই উত্তম তাদেরকে নিঃস্ব হিসাবে রেখে যাবার চেয়ে যে, তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে।

٢٧٠٩ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَاكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِىْ اَعْمَالِكُمْ-

২৭০৯ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তোমাদের সম্পদ থেকে এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করার অধিকার দিয়েছেন, যা তোমাদের জন্য অতিরিক্ত তোমাদের আমলের ক্ষেত্রে।

২৭১০ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى اَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ اَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِاُطَهِّرَكَ بِهِ وَاُزَكِّيَكَ وَصَلٰوةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ اَجَلِكَ -

২৭১০ সালিহ্ ইবন্ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ কাত্তান (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (আল্লাহ্ বলেন) হে আদম-সন্তান! দুটি জিনিস আমি তোমাকে দিয়েছি, যার একটিও তোমার পাওনা ছিলনা। তার একটি হল আমি তোমার সম্পদ থেকে তোমার জন্য একটা অংশ রেখে দিয়েছি। যখন আমি তোমার শ্বাস নিয়ে নিব-তা দিয়ে তোমাকে পাক-পবিত্র করার জন্য। (আর অপরটি হল) তোমার মৃত্যুর পর তোমার প্রতি আমার বান্দার দু'আ।

২৭১১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ اِلَى الرُّبُعِ لِاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ اَوْ كَثِيرٌ -

২৭১১ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি পছন্দ করি যে, মানুষ (তাদের ওয়াসিয়্যাত) এক তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনুক। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ অধিক অথবা যথেষ্ট।

٦ بَابُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

অনুচ্ছেদঃ ওয়ারিছের জন্য কোন ওয়াসিয়্যাত নেই

২৭১২ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ اَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَاِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيهِ اَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ اَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ -

২৭১২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).......'আমর ইবন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা তাদেরকে খুতবা দেন; তিনি তখন তাঁর উটনীর উপর (সওয়ার) ছিলেন। আর তাঁর উটনী তখন জাবর কাটছিল। উটনীটির লালা আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে পড়ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ওয়ারিছের জন্য মীরাছ থেকে তার অংশ বন্টন করে দিয়েছেন। তাই কোন ওয়ারিছের জন্য ওয়াসিয়্যাত করা জায়িয নয়। সন্তান তারই হবে, যার অধীনে সন্তানের মা রয়েছে। আর যিনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। আর যে তার বাপ ছাড়া অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মনিব ছাড়া অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয় তার উপর আল্লাহ্র ফিরিশতাকুলের এবং সকল মানুষের লা'নাত। তার থেকে কোন নফলও কবূল হবে না, ফরযও না। অথবা তিনি বলেছেন ঃ তার থেকে না কোন ফরয কবূল হবে, আর না নফল।

٢٧١٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَةٍ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

২৭১৩ হিশামব ইবন 'আম্মার (র)....সারাহবীল ইবন মুসলিম খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই ওয়ারিছের জন্য কোন ওয়াসিয়্যাত চলবে না।

٢٧١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ اَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

২৭১৪ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উটনীর নীচে ছিলাম। উটনীর লালা আমার উপর পড়ছিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। জেনে রাখ, ওয়ারিছের জন্য কোন ওয়াসিয়্যাত চলবেনা।

٧. بَابُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

অনুচ্ছেদঃ ঋণ (আদায়) ওয়াসিয়্যাত থেকে অগ্রাধিকার পাবে

٢٧١٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَاَنْتُمْ تَقْرَءُوْنَهَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ وَاِنَّ اَعْيَانَ بَنِى الْاُمِّ لَيَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَّاتِ –

১৭১৫ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন ওয়াসিয়্যাতের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করার। আর তোমরা এ আয়াত পাঠ কর ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ (৪ ঃ ১২) (যা ওয়াসিয়্যাত করা হয় তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর) আর আপন ভাই ওয়ারিছ হবে, বৈমাত্রেয় ভাই নয়।

٨. بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوْصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ওয়াসিয়্যাত না করে মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে দান করা যাবে কি?

٢٧١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبِىْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ –

২৭১৬ আবু মারওয়ান মুহাম্মাদ ইবন 'উছমান 'উছমানী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু ওয়াসিয়্যাত করে যাননি। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তার পক্ষ থেকে কাফফারা হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٢٧١٧ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ وَاِنِّىْ اَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ فَلَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِىَ اَجْرٌ فَقَالَ نَعَمْ –

২৭১৭ ইস্‌হাক ইবন মান্‌সূর (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ আমার মা আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেছেন। আর তিনি ওয়াসিয়্যাত করেননি। আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে অবশ্যই তিনি সাদকা করতেন। এখন তার কি ছওয়াব হবে যদি আমি তার পক্ষ থেকে সাদকা করি এবং আমারও কি ছওয়াব হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٩. بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র বাণী-যে বিত্তহীন, সে যেন সংগত পরিমাণে ভক্ষণ করে-প্রসঙ্গে

٢٧١٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الاَزْهَرِ ثَنَا اِبْنُ عُبَادَةَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ثَنَا عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِيْ مَالٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُتَاثِّلٍ مَالاً قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلاَ تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ –

২৭১৮। আহমাদ ইবন আয্‌হার (র)....আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ আমার কাছে কিছুই নেই। আর আমার সম্পদও নেই। অবশ্য আমার (অধীনে) এক-ইয়াতীম আছে; যার সম্পদ রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে খাও অপচয় না করে এবং নিজের জন্য মাল জড় না করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তার মাল থেকে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে তোমার মাল বাঁচিয়ে রেখো না।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ
অধ্যায় ঃ ফারায়িয

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٤. كِتَابُ الْفَرَائِضِ

অধ্যায় ঃ ফারায়িয

١. بَابُ الْحَثِّ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

অনুচ্ছেদঃ ফারায়িয শিক্ষা দেওয়ার উৎসাহ প্রদান

٢٧١٩ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْخِزَامِىُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْعِطَافِ ثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَاِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسٰى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ اُمَّتِىْ –

২৭১৯ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আবু হুরায়রা! ফারায়েয শিখ এবং তা অন্যকে শিখাও। কেননা তা ইলমের অর্ধাংশ। আর তা ভুলিয়ে দেওয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস, যা আমার উম্মাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে (শেষ যামানায়)।

٢. بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ

অনুচ্ছেদঃ সন্তানের অংশ প্রসঙ্গে

٢٧٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةُ سَعِيْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ بِابْنَتَىْ سَعْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِنَّ

عَمُّهُمَا اَخَذَ جَمِيْعَ مَا تَرَكَ اَبُوْهُمَا وَاِنَّ الْمَرْاَةَ لاَ تُنْكَحُ اِلاَّ عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدٍ ثُلُثَىْ مَالِهِ اَعْطِ امْرَاَتَهُ الثُّمُنَ وَخُذْ اَنْتَ مَا بَقِىَ -

২৭২০ মুহাম্মাদ ইবন আবু 'উমর আদানী (র)....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সা'দ ইবন রাবী' (রা)-এর স্ত্রী সা'দ এর দুই কন্যা সাথে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ দু'টি সা'দ-এর কন্যা, যিনি আপনার সাথে (যুদ্ধে শরীক হয়ে) উহুদের দিন শহীদ হয়েছেন। আর এদের পিতা যা কিছু রেখে গেছেন, তার সবটিই এদের চাচা নিয়ে গেছেন। আর মেয়ে লোকের তো সম্পদ না হলে বিয়ে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে রইলেন। অবশেষে মীরাছের আয়াত নাযিল হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সা'দ ইবন রাবী'-এর ভাইকে ডাকালেন এবং বললেন ঃ 'সা'দ-এর কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও। আর তুমি নাও অবশিষ্ট যা থাকে।

২৭২১ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَاَلَهُمَا عَنْ اَبِيْهِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَقَالاَ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنَا فَاَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَاَلَهُ وَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنِّىْ سَاَقْضِىْ بِمَا قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِاِبْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ -

২৭২১ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....হুযায়ল ইবন শুরাহ্বীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি আবু মূসা আশ'আরী ও সালমান ইবন রাবীআ বাহিলী (রা)-এর কাছে এসে কন্যা, ভাতিজী এবং আপন বোন (এর অংশ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাঁরা বললেন ঃ কন্যা অর্ধেক পাবে। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। তুমি ইবন মাসঊদ এর কাছে যাও। তিনিও (এ বিষয়ে) আমাদের সাথে একমত হবেন। অতঃপর লোকটি ইবন মাসঊদ (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা যা বলেছিলেন তাও তাকে জানাল। তখন আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসঊদ রা) বললেন ঃ (আমি যদি এরূপ হুকুম দেই) তাহলে আমি গোমরাহ হয়ে যাব আর আমি হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে থাকব না। তবে আমি ফায়সালা দেব যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায়সালা দিয়েছিলেন— কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং ভাতিজীর থাকবে এক ষষ্ঠমাংশ-দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। আর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পাবে বোন।

٣. بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

অনুচ্ছেদঃ দাদার অংশ প্রসঙ্গে

২৭২২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِفَرِيْضَةٍ فِيْهَا جَدٌّ فَاَعْطَاهُ ثُلُثًا اَوْسُدُسًا -

২৭২২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মা'কিল ইবন ইয়াসার মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-র কাছে শুনেছি যে, (তার নিকট) একটি ফারায়িযের মামলা এল, যার মধ্যে দাদা ছিল। অতঃপর তিনি দাদাকে এক তৃতীয়াংশ বা এক ষষ্ঠাংশ দিলেন।

২৭২৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اِبْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَدٍّ كَانَ فِيْنَا بِالسُّدُسِ -

২৭২৩ আবু হাতিম (র)......মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাদার ব্যাপারে যে আমাদরে মধ্যে ছিল, ফায়সালা দিয়েছেন এক ষষ্ঠাংশের।

٤. بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

অনুচ্ছেদঃ দাদী-নানীর মীরাছ প্রসঙ্গে

২৭২৪ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ يُوْنُسُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ خَرْشَةَ عَنِ ابْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ مَالَكِ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ شَئٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِىْ حَتّٰى اَسْئَالَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ -

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى مِنْ قِبَلِ الْاَبِ اِلٰى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَالَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ شَئٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِىْ قُضِىَ بِهِ اِلَّا لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلٰكِنْ هُوَ ذَالِكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا -

২৭২৪ আহমাদ ইবন ‘আমর ইবন সারাহ মিসরী ও সুওয়াইদ ইবন সা’ঈদ (র)....ইবন যুওয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মৃত ব্যক্তির নানী আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এসে তার মীরাছ চাইল। আবু বকর (রা) তাকে বললেন ঃ তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন অংশ নেই। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীসেও তোমার জন্য কিছু আছে বলে আমি জানিনা। তুমি ফিরে যাও, আমি লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেই। অতঃপর তিনি লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) বললেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাজির ছিলাম। তিনি তাকে এক ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বকর (রা) বললেন তুমি ছাড়া তোমার সাথে (এ ব্যাপারে) আরো কেউ (সাক্ষী) আছে কি? তখন মুহাম্মদ ইবন মাসলামা আনসারী (রা) দাঁড়ালেন। তিনিও মুগীরা ইবন শু‘বা (রা)-এর মতই বললেন। তখন আবু বকর (রা) তার জন্য এ হুকুম জারী করে দিলেন।

এরপর উমার (রা)-এর কাছে (মৃতের) দাদী এসে তার মীরাছ চাইল। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন অংশ নেই এবং (এর পূর্বে) যে ফয়সালা করা হয়েছে, তাও তোমার জন্য নয় (বরং তা ছিল নানীর জন্য)। আর আমি (নিজের পক্ষ থেকে) ফারায়িযে একটুও বৃদ্ধি করব না। বরং সেই এক ষষ্ঠাংশই থাকবে। যদি দাদী-নানী দু’জনই এক সাথে থাকে তবে তা-ই তোমাদের দু’জনের মধ্যে বন্টিত হবে। আর তোমাদের দু’জনের মধ্যে যে সে অংশ আগেই নিয়ে নিয়েছে, তা তার জন্যই থাকবে।

٢٧٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا -

২৭২৫ আবদুর রহমান ইবন আবদুল ওয়াহাব (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাদীকে এক ষষ্ঠাংশের ওয়ারিছ বানিয়েছেন।

٥. بَابُ الْكَلاَلَةِ

অনুচ্ছেদঃ কালালা[১] প্রসঙ্গে

٢٧٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيْبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَدَعُ بَعْدِىْ شَيْئًا هُوَ اَهَمُّ اِلَىَّ مِنْ اَمْرِ الْكَلاَلَةِ وَقَدْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اَغْلَظَ لِىْ فِىْ شَىْءٍ مَا اَغْلَظَ لِىْ فِيْهَا حَتّٰى طَعَنَ بِاِصْبَعِهِ فِىْ جَنْبِىْ اَوْ فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ تَكْفِيْكَ اٰيَةُ الصَّيْفِ الَّتِىْ نَزَلَتْ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ -

১. কালালা শব্দের অর্থে মতভেদ রয়েছে। সাহাবী, তাবিঈ এবং আলিমগণের অধিকাংশের মত হল, যার কোন সন্তান বা পিতা মাতা থাকবে না।

২৭২৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মা'দান ইবন আবু তাল্হা ইয়া'মূরী (র) থেকে বর্ণিত যে, উমার ইবন খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন খুতবা দিতে দাঁড়ালেন অথবা তিনি বলেন....(রাবীর সন্দেহ) জুমু'আর দিন তাদেরকে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পরে কালালা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন জিনিস রেখে যাচ্ছিনা। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে এ বিষয়ে এত কাঠোরভাবে জবাব দিয়েছিলেন যেমন কঠোর জবাব অন্য কোন বিষয়ে দেননি। এমনকি তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আমার উভয় পার্শ্ব দেশে অথবা (তিনি বলেন) আমার বুকে খোঁচা মারলেন। এরপর বললেন ঃ হে উমার! তোমার জন্য গরমের (সময় অবতীর্ণ) আয়াতটিই যথেষ্ট, যা নাযিল হয়েছে সূরা নিসার শেষ ভাগে।

২৭২৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلاَفَةُ -

২৭২৭ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....মুররা ইবন শারাহবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন; তিনটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতেন তবে তা-ই হত আমার কাছে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবের থেকে প্রিয়। তা হল ঃ কালালা ঃ সূদ এবং খিলাফাত।

২৭২৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً الآيَةَ وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ الآيَةَ -

২৭২৮ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবু বকরকে সাথে নিয়ে পদব্রজে আমার কাছে এলেন আমার শুশ্রূষা করতে। তখন আমি বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযু করলেন। অতঃপর তাঁর উযূর পানি আমার উপর ছিঁটিয়ে দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি করব? আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেব? অবশেষে সূরা নিসার শেষ ভাগে মীরাছের আয়াত নাযিল হল, وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً এবং وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

٦. بَابُ مِيرَاثِ اَهْلِ الْاِسْلَامِ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ

অনুচ্ছেদঃ মুশরিক থেকে মুসলিমের মীরাছ প্রাপ্তি

٢٧٢٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

২৭২৯ হিশাম ইবন 'আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হবে না। আর না কাফির মুসলমানের।

٢٧٣٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ - وَكَانَ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لِاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ - وَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

২৭৩০ আহমাদ ইবন 'আমর ইবন সারাহ (র)....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি বা ঠিকানা রেখেছে? আবু তালিবের ওয়ারিছ হয়েছিল সে এবং তালিব। জা'ফর এবং আলী তার কোন মীরাছই পায় নাই। কেননা তারা দু'জন তখন (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিল। আর আকীল ও তালিব ছিল কাফির (আকীল অবশ্য পরে মুসলমান হন)। আর এ কারণে উমার (রা) বলতেন ঃ কোন মু'মিন কাফিরের ওয়ারিছ হবেনা। আর উসামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হবে না; আর না কাফির মুসলমানের।

٢٧٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ اَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ -

২৭৩১ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)....'আমর ইবন শু'আয়ব এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুই জাতির লোক পরস্পরের ওয়ারিছ হবে না।

٧. بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত গোলাম-বাঁদীর সম্পদের মীরাছ প্রসঙ্গে

২৭৩২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَزَوَّجَ رِبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَهْمٍ اُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً فَتُوُفِّيَتْ اُمُّهُمْ فَوَرِثَهَا بَنُوْهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيْهَا فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فِىْ طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُوْ مَعْمَرٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِىْ وَلَاءِ اُخْتِهِمْ اِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ اَقْضِىْ بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَلْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَقَضٰى لَنَا بِهِ وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاٰخَرَ حَتّٰى اِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّىَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ اَلْفَىْ دِيْنَارٍ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ ذٰلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ فَخَاصَمُوْا اِلَى هِشَامِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ فَرَفَعْنَا اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ اِنْ كُنْتُ لَا وَرَاىَ اَنَّ هٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِىْ لَا يُشَكُّ فِيْهِ وَمَا كُنْتُ اَرٰى اَنَّ اَمْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَلَغَ هٰذَا اَنْ يَّشُكُّوْا فِىْ هٰذَا الْقَضَاءِ - فَقَضٰى لَنَا فِيْهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيْهِ بَعْدُ -

২৭৩২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাবাব ইবন হুযাইফা ইবন সাঈদ ইবন সাহম উম্মুওয়াইল বিনত মা'মার জুমাহিয়্যাকে বিয়ে করেন। তার থেকে সে তিনটি সন্তান জন্ম দেয়। এরপর তাদের মা ইনতিকাল করে। তার সন্তানেরা তার ঘর-বাড়ি এবং তার আযাদকৃত গোলামের সম্পদের ওয়ারিছ হয়। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে আমর ইবন 'আস শাম (সিরিয়া) গমন করেন। সেখানে তারা আমওয়াস মহামারীতে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর আমর তাদের ওয়ারিছ হন। তিনি ছিলেন তাদের আসাবা[১]। আমর ইবন 'আস (রা) যখন ফিরে এলেন তখন মা'মারের পুত্ররা এসে তাদের বোনের আযাদকৃত গোলামের সম্পত্তি নিয়ে উমর (রা) এর নিকট মুকাদ্দামা পেশ করল, তখন উমার (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছি, তা দিয়েই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, পুত্র এবং পিতা (আযাদকৃত গোলামের সম্পত্তি থেকে) যা জমা করে রাখে তা তার যে আসাবা থাকবে, তারই প্রাপ্য হবে। রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি সে সম্পত্তির ফয়সালা আমাদের জন্যই করে দিলেন এবং আমাদেরকে এক পত্র লিখে দিলেন, যাতে আবদুর রহমান ইবন আওফ, যায়দ ইবন ছাবিত এবং আরো একজনের সাক্ষ ছিল। এরপর যখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন উম্মু ওয়াইলের এক আযাদকৃত গোলাম মারা গেল এবং সে দুই হাজার দীনার রেখে গেল। অতঃপর আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে

---

১. যাদের অংশ কুরআন কারীমে বর্ণিত নাই এবং যারা আসাবাও নয়, মায়ের দিকের আত্মীয়, যথা ঃ মামা, খালা, নানা প্রমুখ আত্মীয়বর্গ তাদেরকে বলে যাবিল আরহাম।

(উমার এর) সেই ফয়সালা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর তারা হিশাম ইবন ইসমাঈলের কাছে মামলা দায়ের করল। তিনি আমাদেরকে আবদুল মালিকের কাছে পাঠালেন। আমরা তাঁর কাছে উমার (রা)-এর পত্র নিয়ে এলাম। তিনি বললেন ঃ আমি তো জানতাম যে, এটা এমন ফয়সালা, যাতে কোন সন্দেহ করা হবে না। আর আমি জানতাম না যে, মদীনা বাসীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা এই ফয়সালার ব্যাপারেও সন্দেহ করবে। আর তিনি এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিলেন এরপর সব সময়ই আমরা এই মীরাছের অধিকারী ছিলাম।

٢٧٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِىِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيْمًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ قَرْيَتِهِ -

২৭৩৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর এক আযাদকৃত গোলাম খেজুর গাছ থেকে পড়ে মারা গেল। সে কিছু সম্পদ রেখে গিয়েছিল; কিন্তু সে কোন ছেলে বা কোন আত্মীয়-স্বজনও রেখে যায়নি। তখন নবী ﷺ বললেন যে, তার মীরাছ তার গ্রামের কোন লোককে দিয়ে দাও।

٢٧٣٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ اِبْنَ اَبِىْ لَيْلٰى وَهِىَ اُخْتُ اِبْنِ شَدَّادٍ لِاُمِّهِ قَالَتْ مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ اِبْنَةً فَقَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِبْنَتِهِ فَجَعَلَ لِىَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ -

২৭৩৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....হাম্যা তনয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী মুহাম্মাদ অর্থাৎ ইবন আবু লায়লা (র) বলেন ঃ তিনি বলেন ঃ তিনি ছিলেন রাবী আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ (র)-এর বৈপিত্রেয় বোন। তিনি বলেন যে, আমার এক আযাদকৃত গোলাম মারা গেল এবং একটি কন্যা রেখে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পদ আমার এবং তার সে কন্যার মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আমাকে দিলেন অর্ধেক এবং তাকে দিলেন অর্ধেক।

٨. بَابُ مِيْرَاثِ الْقَاتِلِ

অনুচ্ছেদঃ হত্যাকারীর মীরাছ প্রসংগে

٢٧٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اِسْحَاقَ اِبْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ -

২৭৩৫ মুহাম্মাদ ইবন্ রুম্হ (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হত্যাকারীর ওয়ারিছ হবে না।

٢٧٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْاَةُ يَرِثُ مِنْ دِيَتِ زَوْجِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَا لَهُ شَيْئًا وَاِنْ قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً يَرِثُ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ -

২৭৩৬ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত এবং সম্পদের ওয়ারিছ হবে এবং স্বামী স্ত্রীর দিয়াত ও সম্পদের ওয়ারিছ হবে, যতক্ষণ না একজন অপরজনকে কতল করে। যখন তাদের একজন অপরজনকে কতল করবে ইচ্ছাকৃতভাবে, তখন তার দিয়াত ও সম্পদের একটুও ওয়ারিছ হবে না। আর যদি একজন অপরজনকে ভুল বশত: কতল করে তখন তার সম্পদের ওয়ারিছ হবে, কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিছ হবে না।

٩. بَابُ ذَوِى الْاَرْحَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাবিল আরহাম* প্রসঙ্গে

٢٧٣٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيْعَةَ الزُّرَقِى عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّ رَجُلاً رَمٰى رَجُلا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ اِلاَّ خَالٌ فَكَتَبَ فِىْ ذَالِكَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ اِلٰى عُمَرَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰى مَنْ لاَ مَوْلٰى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ -

২৭৩৭ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু উমামা ইবন সাহ্ল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক অন্য লোককে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করে ফেলল। এক মামা ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিছ ছিল না। তখন আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-যিনি সেনাবাহিনীর আমীর ছিলেন এ ব্যাপারে উমার (রা)-এর কাছে পত্র লিখলেন। জওয়াবে উমার (রা) তার কাছে লিখে

পাঠালেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যার কোন অভিভাবক নেই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই তার অভিভাবক। আর মামাই তার ওয়ারিছ, যার আর কোন ওয়ারিছ নেই।

২৭৩৮ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ : ثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ : ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ الْهُوْزَنِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِىْ كَرِيْمَةَ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَعْيَانَ بَنِىْ الاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِىْ الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ دُوْنَ اِخْوَتِهِ لاَبِيْهِ -

২৭৩৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালীদ (র)... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী শাম নিবাসী মিকদাম আবু কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে, তা তার ওয়ারিছদের জন্য। আর যে বোঝা তথা ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে যাবে, তার দায়িত্ব আমাদের উপর। (আর কখনো কখনো বলতেন ঃ তার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর) যার কোন ওয়ারিছ নেই, আমিই তার ওয়ারিছ। আমিই তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেব এবং আমি তার মীরাছ গ্রহণ করব। আর সামাই তার ওয়ারিছ, যার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই। সেই তার পক্ষ থেকে দিয়াত দেবে এবং তার মীরাছ গ্রহণ করবে।

١٠. بَابُ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসাবার[১] মীরাছ প্রসংগে

২৭৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْبَكْرٍ الْبَكْرَاوِىُّ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَعْيَانَ بَنِى الاُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِىْ الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ اَخَاهُ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ دُوْنَ اِخْوَتِهِ لاَبِيْهِ -

২৭৩৯ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)....'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন যে, আপন ভাইয়েরা ওয়ারিছ হবে (তারা থাকতে) বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নয়। লোকে তার আপন ভাইয়ের ওয়ারিছ হবে, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নয়।

২৭৪০ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مُعْتَمِرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

১. যেসব আত্মীয়ের অংশ কুরআন কারীমে নির্ধারিত নাই, নির্ধারিত অংশীদারদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই যারা পায়, তারই হল আসাবা। যথাঃ ছেলে বাপ-চাচা, ভাই প্রমুখ।

২৭৪০ 'আব্বাস ইবন আবদুল 'আজীম আমবারী (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যাবিল ফরূয (অংশীদার)দের মধ্যে সম্পদ বন্টন করে দাও আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে; তা সবচে' নিকটতম আত্মীয় যে পুরুষ তারই হবে।

١١. بَابُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

অনুচ্ছেদঃ যার কোন ওয়ারিছ নাই

٢٧٤١ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا اِلاَّ عَبْدًا هُوَ اَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيْرَاثَهُ اِلَيْهِ -

২৭৪১ ইসমাঈল ইবন মূসা (র)......ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময়ে এক ব্যক্তি মারা যায়। সে তার কোন ওয়ারিছ রেখে যায় নি একটি গোলাম ছাড়া, যাকে সে আযাদ করে দিয়েছিল। অতঃপর নবী ﷺ -তার মীরাছ সেই গোলামকেই দিয়ে দিলেন।

١٢. بَابُ تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ

অনুচ্ছেদঃ মহিলারা তিন শ্রেণীর লোকের মীরাছ পাবে

٢٧٤٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوْزُ ثَلاَثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقِهَا وَلَقِيْطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِى لاَ عَنَتْ عَلَيْهِ -

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ مَا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ هِشَامٍ -

২৭৪২ হিশাম ইবন আম্মার (র)....ওয়াছিলা ইবন আসকা' (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহিলারা তিন শ্রেণীর লোকের মীরাছ গ্রহণ করবে। তার আযাদকৃত দাস-দাসীর, তার কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চার (যাকে সে লালন-পালন করেছে) এবং সেই সন্তানের, যার সম্পর্কে সে স্বামীর সাথে লি'আন করেছে। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ এই হাদীছটি হিশাম ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেন নি।

١٣. بَابُ مَنْ اَنْكَرَ وَلَدَهُ

অনুচ্ছেদঃ আপন সন্তানকে অস্বীকার করা

٢٧٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الْلِّعَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ اَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ

اللّٰهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ اَنْكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُءُوسِ الْاَشْهَادِ –

২৭৪৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরয়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন লি'আন এর আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে মহিলা কোন কওমের সাথে এমন বাচ্চাকে শামিল করে দেয়, যে তাদের নয়-তার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করবে অথচ সে তাকে চিনে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার থেকে পর্দা করে নিবেন এবং উপস্থিত সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

٢٧٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ اَوْ جَحْدُهُ وَاِنْ دَقَّ –

২৭৪৪ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)......'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ এমন লোককে নিজের বংশের বলে দাবী করা কুফরী, যাকে সে চিনেনা অথবা নিজের বংশের লোককে অস্বীকার করাও কুফরী, যদিও তার কারণ সূক্ষ্ম হয়।

١٤. بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদঃ সন্তানের দাবী করা

٢٧٤٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنّٰى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَاهَرَ اَمَةً اَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ –

২৭৪৫ আবু কুরায়ব (র)....'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বাঁদী কিম্বা স্বাধীন মহিলার সাথে যিনা করবে-তার সন্তান হবে যিনার সন্তান। না সে ওয়ারিছ হবে (সন্তানের) আর না (সন্তানকে) তার ওয়ারিছ বানানো হবে না।

٢٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ اَبِيْهِ فَقَضٰى اِنَّ مَنْ اَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيْمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا اَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ وَلَا يُلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُوْهُ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ اَنْكَرَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا اَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُوْرَثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِيْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ

اِدَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِاَهْلِ اَمَةٍ مَنْ كَانُوا حُرَّةً اَوْاَمَةً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِى بِذٰلِكَ مَاقُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ -

২৭৪৬ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....'আমর ইবন শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে সব সন্তানকে তার পিতার মৃত্যুর পর তার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, যার সম্পর্কে মৃতের ওয়ারিছরা তার মৃত্যুর পর এ দাবী করবে তার সম্পর্কে তিনি ফায়সালা দিয়েছেন যে, সে সন্তান যদি এমন দাসীর হয়, যার মালিক ছিল সে সঙ্গমের দিন, তাহলে সে সন্তান যার বলে দাবী করা হচ্ছে, তার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং সে ইতিপূর্বে (জাহিলী যুগে) যে মীরাছ বন্টন করা হয়েছে, তার একটুও পাবে না। আর যে মীরাছ এখনো বন্টন করা হয়নি, তা থেকে সে তার অংশ পাবে। আর যাকে বাপ বলে দাবী করা হয়, সে যদি সে সন্তানকে অস্বীকার করে তবে সে সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না। আর যদি সে সন্তান এমন দাসীর হয়, যার সে মালিক নয় অথবা স্বাধীন মহিলার হয়, যার সাথে সে যিনা করেছে তাহলে সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং তার মীরাছও পাবে না, যদিও সে নিজে (জীবিত থাকা অবস্থায়) তার দাবী করে থাকে। সে হবে যিনার সন্তান। সে মহিলার পরিবারের সাথে থাকবে, চাই সে মহিলা স্বাধীনা হোক বা বাঁদী।

রাবী মুহাম্মাদ ইবন রাশিদ বলেন ঃ এখানে বন্টন করার অর্থ হল যা ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগে বন্টন করা হয়েছে।

١٥. بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রী বা দান করা নিষেধ

٢٧٤٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ -

২৭৪৭ 'আলী ইবন মুহাম্মদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন আযাদকৃত গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রী করতে এবং দান করতে।

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ -

২৭৪৮ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)....ইব্ন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন আযাদকৃত গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রী করতে এবং দান করতে।

١٦. بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيْثِ

অনুচ্ছেদঃ মীরাছ বন্টন

٢٧٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاكَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَهُوَ عَلٰى قِسْمَةِ الْاِسْلَامِ -

২৭৪৯ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)....'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে সব মীরাছ জাহিলী যুগে বন্টন করা হয়েছে, তা সেই জাহিলী যুগের বন্টন অনুযায়ীই থাকবে। আর যে সব মীরাছ ইসলামী যুগে সৃষ্টি হয়েছে, তা ইসলামের বন্টন নীতি-অনুযায়ীই বণ্টিত হবে।

١٧. بَابُ اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ

অনুচ্ছেদঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে চীৎকার দিলে সে ওয়ারিছ হবে

٢٧٥٠ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بَرْدٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ -

২৭৫০ হিশাম 'ইবন আম্মার (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শিশু (ভূমিষ্ঠ হয়ে) চীৎকার দিলে তার উপর (জানাযার) সালাত আদায় করতে হবে এবং ওয়ারিছ হবে।

٢٧٥١ **حَدَّثَنَا** الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَحَمَّدٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَرِثُ الصَّبِىُّ حَتّٰى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا قَالَ : وَاسْتِهْلاَلُهُ اَنْ يَبْكِىْ وَيَصِيْحَ اَوْ يَعْطِسَ -

২৭৫১ 'আব্বাস ইবন ও ওয়ালীদ দিমাশকী (র)....জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ্ ও মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শিশু ওয়ারিছ হবে না যথক্ষণ না সে চীৎকার দিয়ে উঠে।

রাবী বলেন ঃ আর চীৎকার দিয়ে উঠার অর্থ হল জোরে কেঁদে উঠা বা এমনিই চীৎকার দেওয়া অথবা হাঁচি দেওয়া।

١٨.بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করা

٢٧٥٢ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيْمًا الدَّارِىَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِى الرَّجُلِ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ -

২৭৫২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আহলে কিতাব-এর কেউ অপর একজনের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে তার হুকুম কি? তিনি বললেন ঃ সে (যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে) তার জীবনে এবং মরণে (ইসলাম গ্রহণকারীর) সবচে নিকটতর ব্যক্তি।

كِتَابُ الْجِهَادِ
অধ্যায় ঃ জিহাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٢٥. كِتَابُ الْجِهَادِ
অধ্যায় ঃ জিহাদ

١. بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার ফযীলত

٢٧٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَدَّ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً فَيَتَّبِعُوْنِىْ وَلاَتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُوْنَ بَعْدِى وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ –

২৭৫৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় (আল্লাহ্ বলেনঃ) আমার রাস্তায় জিহাদ করা, আমার উপর ঈমান আনা এবং আমার রাসূলগণের সত্যায়ন করার কর্তব্যবোধই তাকে এ পথে বের করে সে আমার জিম্মাদারীতে এসে যায়, হয় আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করাবো, নতুবা তাকে তার বাসস্থানে যেখান থেকে সে বের হয়েছিল-ফিরিয়ে আনবো ছওয়াব এবং গনীমত লাভ করায়ে। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান! মুসলিমদের উপর যদি আমি কষ্ট মনে না করতাম তবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘটিত কোন যুদ্ধেই আমি কখনো পেছনে পড়ে থাকতাম না। কিন্তু আমার এতটুকু সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সবার জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করব। আর তাদেরও এ সঙ্গতি নেই যে প্রত্যেক যুদ্ধেই আমার সাথে থাকবে। আর এটাও তাদের ভাল লাগবে না যে, তারা আমার (সাথে না গিয়ে বরং) পেছনে থেকে যাবে।

সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জান! আমার মন চায় যে, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আর জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে আবারো শহীদ হই।

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَضْمُوْنٌ عَلَى اللّٰهِ اِمَّا اَنْ يَكْفِتَهُ اِلٰى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَاِمَّا اَنْ يُرْجِعَهُ بِاَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِىْ لاَ يَفْتُرُ حَتّٰى يَرْجِعَ -

২৭৫৪ আবু কবর ইবন আবু শায়বা আবু কুরায়ব (র)....আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর যিম্মাদারী আল্লাহ্‌র উপর হয়। তিনি তাকে তার মাগফিরাত ও রহমাতের দিকে উঠিয়ে নেবেন। (অর্থাৎ শহীদ করবেন) অথবা তাকে ছওয়াব ও গনীমত দিয়ে ফিরিয়ে আনবেন। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর উদাহরণ হল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে (দিনভর) রোযা রাখে এবং (রাতভর) সালাত আদায় করে, যে (এতে) একটুও ক্লান্ত হয় না বা থামেনা। সে ফিরে আসা পর্যন্ত (এ রকম ছওয়াব পেতে থাকে)।

٢. بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল ও সন্ধ্যার ফযীলাত

٢٧٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الْاَحْمَرُ عَنْ اِبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৭৫৫ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবদুল্লাহ্ ইবন সা'ঈদ (র) ....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিম্বা একটি সন্ধ্যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

٢٧٥٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُوْرٍ ثَنَا اَبُوْحَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৭৫৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....সাহ্ল ইবন সা'দ সা'ঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একটি সকাল কিম্বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় (ব্যয় করা) দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

২৭৫৭ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৭৫৭ নাসর ইবন 'আলী জাহযামী ও মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল কিম্বা একটা সন্ধ্যা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

٣. بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কোন গাযীকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়

২৭৫৮ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يَرْجِعَ -

২৭৫৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'উমার ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গাযীকে আল্লাহ্র রাস্তায় সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয়, যা দিয়ে সে জিহাদ করতে পূর্ণভাবে সক্ষম হয়, এতে তার সেই গাযীর মতই ছওয়াব হতে থাকবে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে অথবা ফিরে আসে।

২৭৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِ الْغَازِىْ شَيْئًا -

২৭৫৯ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'ঈদ (র)....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন গাযীকে (যুদ্ধের) সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়, তার সেই গাযীর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে, গাযীর ছওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।

٤. بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলাত

٢٧٦٠ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –

২৭৬০ 'ইমরান ইবন মূসা লাইছী (র)......ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষ যে দীনার ব্যয় করে তার মধ্যে সব চেয়ে উত্তম দীনার সেটাই; যা সে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার যা সে আল্লাহ্র রাস্তায় ঘোড়া কিনতে ব্যয় করে আর সেই দীনার যা লোকে আল্লাহ্র রাস্তায় তার সাথী, সঙ্গীর উপর ব্যয় করে।

٢٧٦١ حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الْخَلِيْلِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِ ذَالِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

২৭৬১ হারুন ইবন 'আবদুল্লাহ্ হাম্মাল (র)....আলী ইবন আবু তালিব, আবুদ্ দারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা বাহিলী, আবদুল্লাহ্ ইবন আমর, জারির ইবন আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচা পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে ঘরে বসে থাকে, তার প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাতশত দিরহামের ছওয়াব লাভ করবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর জন্য খরচও করে তার প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দিরহামের ছওয়াব হবে। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন- وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন"।

٥. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِىْ تَرْكِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদঃ জিহাদ পরিত্যাগ করায় কঠোরতা

٢٧٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ اَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

২৭৬২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু উমামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে জিহাদ করবেনা অথবা কোন জিহাদ কারীর সামান তৈরী করে দেবেনা অথবা মুজাহিদ (যুদ্ধে) যাবার পর তার পরিবার-পরিজনের ভালভাবে খোঁজ-খবর নিবে না, মহান আল্লাহ্ তাকে কিয়ামাতের পূর্বে কোন এক ভীষণ মুসীবাতে ফেলবেন।

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا اَبُوْ رَافِعٍ هُوَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ وَلَيْسَ لَهُ اَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ -

২৭৬৩ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমতাবস্থায় যে, তার মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তার কোন চিহ্ন থাকবে না- সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায়।

٦. بَابُ مَنْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

অনুচ্ছেদঃ উযরের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকা

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَقَوْمًا مَاسِرْتُمْ مِنْ مَسِيْرٍ وَلَاقَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

২৭৬৪ মুহাম্মাদ ইবন মুছান্না (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন এবং মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন ঃ মদীনায় এমন কিছু লোক আছে যে, তোমরা যেখানেই গিয়েছে এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ, তারা (সাওয়াবের ক্ষেত্রে) তোমাদের সাথে ছিল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তারা মদীনায় থেকেও (আমাদের সাথে ছিলেন) তিনি বললেন ঃ (হ্যাঁ) তারা মদীনায় থেকেও। উযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল।

٢٧٦٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلاَ سَلَكْتُمْ طَرِيْقًا اِلاَّ شَرِكُوْكُمْ فِي الْاَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ اَوْكَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفْظًا -

২৭৬৫ আহমাদ ইবন সিনান (র).... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যে, তোমরা যে উপত্যকায়ই গিয়েছ এবং যে পথেই চলছে তারা ছওয়াবের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে শরীক হয়েছে। উযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ ইবন মাজা (র) বলেন ঃ আহমাদ ইবন সিনান এই ধরনেরই কিছু বলেছিলেন। আমি তার শব্দ থেকে লিখে রেখেছি।

٧. بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার ফযীলত

٢٧٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ بِهِ اِلاَّ الضَّنُّ بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ فَلْيَخْتَرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ اَوْ لِيَدَعْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَاَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا -

২৭৬৬ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....'আব্দুল্লাহ্ ইবন-যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উছমান ইবন আফফান (রা) লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটি হাদীছ শুনেছি, যা তোমাদেরকে শুনানো থেকে বিরত রেখেছে তোমাদের সাথে এবং তোমাদের সাহচর্যের সাথে কৃপণতা। তাই এখন কেউ ইচ্ছা করলে নিজের জন্য তা গ্রহণ করুক অথবা পরিহার করুক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় (যুদ্ধের জন্য) একরাত প্রস্তুত থাকে, তার এক হাজার রাত রোযা রাখা এবং সালাত আদায় করার পরিমাণ ছওয়াব লাভ হয়।

٢٧٦٧ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُجْرِىَ عَلَيْهِ اَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَبَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰمِنًا مِنَ الْفَزَعِ -

২৭৬৭ ইয়ূনুস ইবন 'আবদুল আলা (র)...আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় প্রস্তুত থাকা অবস্থায় মারা যাবে, আল্লাহ্ তার উপর সে যে নেক আমল করত তা জারী রাখবেন এবং তার উপর রিযিক নির্ধারণ করে রাখবেন এবং ফিতনা থেকে থাকে নিরাপদে রাখবেন আর কিয়ামাতের দিন তাকে সব রকমের পেরেশানী থেকে নিরাপদ অবস্থায় উঠাবেন।

٢٧٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السَّلَمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَعْظَمُ اَجْرًا اُرَاهُ قَالَ مِنْ عِبَادَةِ اَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَاِنْ رَدَّهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ اَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرٰى لَهُ اَجْرُ الرِّبَاطِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৭৬৮ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সামুরা (র).... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রামাযন ছাড়া অন্য মাসে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা একশত বছরের ইবাদাত-রোযা রাখা এবং সালাত আদায় করা থেকে অধিক ছওয়াবের কাজ। আর রামাযান মাসে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের সীমান্তে একদিন প্রস্তুত থাকা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক উত্তম এবং অধিক ছওয়াবের কাজ। তিনি বলেন ঃ এক হাজার বছরের ইবাদাত-রোযা রাখা এবং সালাত আদায় করা থেকেও। অতঃপর আল্লাহ্ যদি সহীহ সালামাতে তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনেন, তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লেখা হবে না, তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য 'রিবাত' তথা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রস্তুতির ছওয়াব লেখা হতে থাকবে।

٨. بَابُ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারা দেওয়া এবং তাকবীর এর ফযীলত

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ حَارِسَ الْحَرَسِ -

২৭৬৯ মুহাম্মাদ ইবন সাহব্বাহ (র) 'উক্‌বা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেনাদলের পাহারাদারদের উপর রহম করেন।

٢٧٧٠ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اَبِى الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِى اَهْلِهِ اَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَاَلْفِ سَنَةٍ -

·২৭৭০ 'ঈসা ইবন ইয়ূনুস রাম্লী (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র রাস্তায় একরাত পাহারা দেওয়া কোন লোকের তার পরিবারের কাছে থেকে এক হাজার বছর রোযা রাখা এবং সালাত আদায় করা থেকেও উত্তম। এক বছর হল তিনশ ষাট (৩৬০) দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

٢٧٧١ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اُوْصِيكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ -

২৭৭১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বর করার এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর পাঠ করার।

٩. بَاب اَلْخُرُوْجِ فِى النَّفِيْرِ

অনুচ্ছেদঃ দলের সাথে বের হওয়া

٢٧٧٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذُكِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ كَانَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَهُمْ اِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِاَبِى طَلْحَةَ عُرِىٍّ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ يَااَيُّهَا النَّاسُ لَنْ تُرَاعُوا يَرُدُّهُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ اِنَّهُ لَبَحْرٌ -

قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِى ثَابِتٌ اَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرَسًا لِاَبِى طَلْحَةَ يُبَطَّأُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَالِكَ الْيَوْمِ -

২৭৭২ আহমাদ ইবন 'আব্দা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (একদা) নবী ﷺ -এর কথা উল্লেখ করা হলো। তখন তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সুন্দর, সবচেয়ে অধিক দানশীল এবং সবচেয়ে অধিক সাহসী। কোন একরাতে মদীনাবাসী ঘাবড়ে গেল। তারা সেই আওয়াযটির দিকে চললো। অতঃপর (পথে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদের পূর্বেই সেই আওয়াযটির দিকে গিয়েছিলেন। তিনি আবু তাল্হার একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন, যার পিঠ ছিল খালী। তার উপর কোন জিন বা গদি ছিল না। তাঁর ঘাড়ের উপর ছিল তরবারী। তিনি বলছিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা ভীত হয়ো না। তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে আনছিলেন। এরপর তিনি ঘোড়া সম্পর্কে বললেন ঃ আমি তো এটাকে সমুদ্রের মত পেয়েছি অথবা (বলেন) এটা তো একটি সমুদ্র।

রাবী হাম্মাদ (র) বলেন ঃ ছাবিত বা অন্য কেউ আমাকে বলেছেন ঃ আবু তাল্‌হা (রা)-র এই ঘোড়াটি খুবই মন্থর গতিতে চলত। কিন্তু এদিনের পর থেকে আর কোন ঘোড়া এর আগে যেতে পারেননি।

২৭৭৩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ بُسْرِ بْنِ اَبِى اَرْطَاةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِى شَيْبَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

২৭৭৩ আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন বাক্কার ইবন আবদুল মালিক ইবন ওয়ালীদ ইবন বুসর ইবন আবু আরতাত (র)... ইবন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদেরকে (জিহাদের জন্য) বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

২৭৭৪ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ -

২৭৭৪ ইয়াকুব ইবন হুমাইদ ইবন কাসিব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলিম বান্দার পেটে এক সাথে জমা হবে না।

২৭৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرٰهِيْمَ التُّسْتَرِىُّ ثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৭৭৫ মুহাম্মাদ ইবন সা'ঈদ ইবন ইয়াযীদ ইবন ইবরাহীম তুস্‌তারী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সন্ধ্যা কাটায়, এতে যে ধুলা লাগে; কিয়ামাতের দিন তারজন্য এর সমপরিমাণ মিশক হবে।

١٠. بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদঃ নৌ-জিহাদের ফযীলত

২৭৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ اَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ

أُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ يَرْكَبُوْنَ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَالَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الْاَوَّلِ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ اَنْتَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً اَوَّلَ مَارَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ فَلَمَّا اِنْصَرَفُوْا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ -

২৭৭৬ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) এর খালা উম্মু হারাম বিনত মিল্হান (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দুধ খালা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমার নিকটেই ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ﷺ আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের কিছু লোককে আমার কাছে এমন অবস্থায় দেখানো হয়েছে যে, তারা এই সমুদ্রের উপর সওয়ার হয়েছে, যেমনভাবে বাদশাহ্ সিংহাসনে আরোহন করে। উম্মু হারাম (রা) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন। (রাবী) আনাস (রা) বলেন ঃ তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। এরপর দ্বিতীয়বার আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর প্রথম বারের অনুরূপ করলেন। তারপর উম্মু হারাম (রা) অনুরূপ বললেন ঃ রাসূল ﷺ ও প্রথমবারের অনুরূপ জওয়াব দিলেন। উম্মু হারাম বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল ﷺ বললেন ঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেন ঃ অতঃপর তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর সাথে বের হলেন জিহাদ করার জন্য, যখন মুসলিমগণ মু'আবিয়া ইবন আবু সুফ্ইয়ান (রা)-এর সাথে সর্বপ্রথম সমুদ্রে সফর করে। অতঃপর যখন তারা জিহাদ থেকে ফিরে এসে শামে অবতরণ করলেন তখন সওয়ার হবার জন্য তাঁর কাছে একটি জানোয়ার আনা হল। জানোয়ারটি তাঁকে ফেলে দিল। এতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

٢٧٧٧ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِى سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِى الْبَرِّ وَالَّذِى يَسْدَرُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِى دَمِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ -

২৭৭৭ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....আবু -দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নৌ-পথে একটি জিহাদ করা স্থল পথে দশটি জিহাদ করার সমতুল্য। আর সমুদ্রে যার একটু মাথা ঘুরবে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে আল্লাহ্র রাস্তায় রক্তে রঞ্জিত হয়।

٢٧٧٨ **حَدَّثَنَا** عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِىُّ ثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِىُّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غَزْوَةٌ فِى الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزْوَاتٍ فِى الْبَرِّ وَالَّذِى يَسْدَرُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ -

يَقُوْلُ شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدَى الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِى الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِىْ دَمِهِ فِى الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِى طَاعَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ اِلَّا شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَاِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ اَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا اِلَّا الدَّيْنَ -

২৭৭৮ উবায়দুল্লাহ্ ইবন ইয়ূসুফ জুবায়রী (র)....আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নৌ-পথের একজন শহীদ স্থল পথে দুইজন শহীদের সমান (ছওয়াবের বেলায়) আর নৌ-পথে যার মাথা ঘুরে সে সেই ব্যক্তির মত, স্থল পথে যে রক্তে রঞ্জিত হয়। আর দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারী আল্লাহ্র আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমান। আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর ফিরিশতা (আযরাঈল আ)-কে সকলের জান কবয করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন, নৌ-পথে শহীদের জান ব্যতীত। কেননা আল্লাহ্ নিজেই তাদের জান নিয়ে নেন। স্থল পথে শহীদের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দেন (তার) ঋণ ব্যতীত, আর নৌ-পথে শহীদের সকল গুনাহ এবং (তার) ঋণও তিনি মাফ করে দেন।

١١. بَابُ ذِكْرِ الدَّيْلَمِ وَ فَضْلِ قَزْوِيْنَ

অনুচ্ছেদঃ দায়লাম-এর বিবরণ এবং কাযবীন-এর ফযীলত

٢٧٧٩ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِى يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطُنْطُنِيَّةَ -

২৭৭৯ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ওয়াসিতী ও আলী ইবন মুনযির (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দুনিয়ার আয়ুষ্কাল যদি মাত্র একটি দিন ছাড়া আর মোটেও অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা সে দিনটিকে লম্বা করবেন সেই পর্যন্ত যে, আমার পরিবারের এক লোক দায়লাম এর পাহাড় এবং কুসতুনতুনিয়া (কন্সটানটিনোপল)-র মালিক হবে।

২৭৮০ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بْنُ الْمُحَبَّرِ اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِيْنُ مَنْ رَبَطَ فِيْهَا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ -

২৭৮০ ইসমাঈ'ল ইবন আসাদ (র).... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতিসত্ত্বর তোমরা কয়েকটি রাজ্য জয় করবে এবং অতি সত্তর তোমরা একটি শহর জয় করবে, যাকে বলা হবে কাযবীন। সেখানে যে, চল্লিশ দিন (কিম্বা বলেছেন) চল্লিশ রাত (দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত থাকবে, জান্নাতে তার জন্য একটি সোনার স্তম্ভ হবে, যার উপর সবুজ যবরজাদ পাথর থাকবে, তার উপর লাল ইয়াকুত পাথরের গম্বুজ থাকবে। এতে সত্তর হাজার সোনার দরজা থাকবে। প্রতিটি দরজায় একজন আয়ত নয়না হুর স্ত্রী থাকবে।

١٢. بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُوْ وَلَهُ اَبَوَانِ

অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা জীবিত থাকতে জিহাদ করা

٢٧٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّىْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِرْجِعْ فَبَرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَيْهَا فَبَرَّهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنْ اَمَامِهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ اَحَيَّةٌ اُمُّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَيْحَكَ اَلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ -

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّادُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا جُرَيْجٌ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِىِّ اَنَّ جَاهِمَةَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ هٰذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِىُّ الَّذِىْ عَاتَبَ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ -

২৭৮১ আবু ইয়ূসুফ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ রাকী (র) মু'আবিয়া ইবন জাহিমা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -র কাছে এসে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হতে চাই, যাতে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের মঙ্গল লাভ করব। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ফিরে যাও, গিয়ে তার খিদমাত কর। এরপর আমি অপর দিক থেকে তাঁর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হতে চাই, যাতে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের মঙ্গল লাভ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ তিনি বললেন ঃ তাহলে ফিরে যাও। গিয়ে তার খিদমাত কর। এরপর আমি তাঁর সামনে দিয়ে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হতে চাই, যাতে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের মঙ্গল লাভ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য। তার পায়ের কাছে পড়ে থাক, সেখানেই জান্নাত।

হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হাম্মাল (র)....মু'আবিয়া ইবন জাহিমা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহিমা (রা) নবী ﷺ-র কাছে এলেন। এরপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ ইবন মাজা (র) বলেন ঃ ইনি হলেন জাহিমা ইবন আব্বাস ইবন মিরদাস সালামী, যিনি হুনাইনের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-র প্রতি ভৎর্সনা করছিল।

٢٧٨٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ جِئْتُ اُرِيْدُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَقَدْ اَتَيْتُ وَاِنَّ وَالِدَىَّ لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا -

২৭৮২ আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (র).... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার আশা নিয়ে এসেছি, যাতে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারি। আর আমি এ অবস্থায় এসেছি যে, আমার মা-বাপ কাঁদছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাদের কাছে ফিরে যাও। গিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটাও যেমন ভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছিলে।

١٣. بَابُ النِّيَّةِ فِى الْقِتَالِ

অনুচ্ছেদঃ জিহাদের নিয়্যাত

٢٧٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً

وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৭৮৩ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমাইর (র)....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো সেই লোক সম্পর্কে, যে জিহাদ করে বীরত্বের জন্য, যে জিহাদ করে জাতীয়তার জন্য এবং যে জিহাদ করে লোক দেখানোর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে আল্লাহ্র কালেমা (দীন) বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করে, সেটাই হল আল্লাহ্র পথে (জিহাদ)।

٢٧٨٤ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِبْنِ اَبِيْ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلًى لِاَهْلِ فَارِسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَوْمَ اُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّيْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَلَا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّيْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْاَنْصَارِيُّ -

২৭৮৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু 'উকবা (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন পারস্যবাসীর আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-র সাথে উহুদের দিন হাজির ছিলাম। (সেদিন) আমি এক মুশরিককে তরবারীর আঘাত করে বললাম ঃ ধর, এটা আমার পক্ষ থেকে আর আমি হলাম পারস্য গোলাম। অতঃপর নবী ﷺ-র কাছে এ ঘটনা পৌছলে তিনি বললেন ঃ তুমি কেন বললে না যে, ধর (সামলাও) এটা আমার পক্ষ থেকে আর আমি হলাম আনসারী গোলাম।

٢٧٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِيءٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً اِلَّا تَعَجَّلُوْ ثُلُثَيْ اُجُوْرِهِمْ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ -

২৭৮৫ 'আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম (র).... আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে সেনাদল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে অতঃপর গনীমতের মাল লাভ করে, তারা তাদের ছওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ উসুল করে নেয় (দুনিয়াতে)। আর যদি তারা গনীমতের মাল লাভ না করে তাহলে তাদের পূর্ণ ছওয়াব মিলবে (আখিরাতে)।

١٤. بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ঘোড়া বেঁধে রাখা

٢٧٨٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৭৮৬ আবু বকর ইব্‌ন আবু শায়বা (র).... উরওয়া বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খায়ের ও বরকত বাঁধা থাকবে ঘোড়ার কপালে কিয়ামাত পর্যন্ত।

٢٧٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৭৮৭ মুহাম্মাদ ইবন রুম্‌হ (র)....আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঘোড়ার কপালে খায়ের ও বরকত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٧٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اَوْ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ (قَالَ سُهَيْلٌ اَنَا اَشُكُّ اَلْخَيْرُ) اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ -

فَاَمَّا الَّذِيْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِىْ بُطُوْنِهَا اِلَّا كُتِبَ لَهُ اَجْرٌ وَلَوْرَعَاهَا فِىْ مَرْجٍ مَا اَكَلَتْ شَيْئًا اِلَّاكُتِبَ لَهُ بِهَا اَجْرٌ وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِىْ بُطُوْنِهَا اَجْرٌ حَتّٰى ذَكَرَ الْاَجْرَ فِىْ اَبْوَالِهَا وَ اَرْوَاثِهَا وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُّهَا اَجر وَاَمَّا الَّذِى هِىَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلَا يَنْسٰى حَقَّ ظُهُوْرِهَا وَبُطُوْنِهَا فِىْ عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا -

وَاَمَّا الَّذِى هِىَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِى يَتَّخِذُهَا اَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءً لِلنَّاسِ فَذٰلِكَ الَّذِى هِىَ عَلَيْهِ وِزْرٌ -

২৭৮৮ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালে রয়েছে খায়ের ও বরকত অথবা তিনি বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালে বাঁধা থাকবে খায়ের ও বরকত কিয়ামত পর্যন্ত। রাবী সাহল (র) বলেন ঃ আমার সন্দেহ হয় (এ দু'টি বাক্যের কোন্‌টি বলেছিলেন)। (রাসূল ﷺ বলেন) ঘোড়া তিন ধরনের ঃ তা একজনের জন্য ছওয়াবের; আরেক জনের জন্য পর্দা স্বরূপ; আরেক জনের জন্য বোঝা (তথা আযাব) স্বরূপ।

ঘোড়া যার জন্য ছওয়াবের, সে হল সেই লোক, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য তা রাখে এবং সে ঘোড়াকে এজন্যই প্রস্তুত করে রাখে। তাই সে ঘোড়ার পেটে যা কিছুই যায়, তাতে সে লোকের জন্য ছওয়াব লেখা হয়। সে যদি তাকে প্রচুর ঘাসের মাঠে চরায় তাহলে সে ঘোড়া যা কিছুই খায় তার বিনিময়ে তার জন্য সওয়ার লেখা হয়। আর সে যদি তাকে প্রচুর ঘাসের মাঠে চরায় তাহলে সে ঘোড়া যা কিছুই খায় তার বিনিময়ে তার জন্য সওয়ার লেখা হয়। আর সে যদি ঘোড়াকে প্রবাহিত নদী থেকে পানি পান করায় তাহলে তার প্রত্যেক ফোটা পানি যা তার পেটে যায় তার বিনিময়ে তার জন্য একটি ছওয়াব লেখা হয়। (এমন কি সে ঘোড়ার পেশাব এবং গোবরেও ছওয়াবের কথাও উল্লেখ করেন)।

আর যদি তা এক মাইল বা দুই মাইল দৌড়ায় তাহলে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য ছাওয়াব লেখা হয়।

আর ঘোড়া যার জন্য পর্দা স্বরূপ, সে হল সেই লোক, যে ঘোড়া রাখে সম্মান ও সৌন্দর্যের জন্য। আর তার পিঠের সওয়ারীর এবং তার পেটের হক[১] বিস্মৃত হয় না-দুঃখের সময়েও না, সুখের সময়েও।

ঘোড়া রাখা যার জন্য বোঝা স্বরূপ সে হল সেই লোক, যে তা রাখে তাকাব্বুরী গর্ব ও অহঙ্কার ভরে এবং লোক দেখানোর জন্য। এই লোকের উপরই ঘোড়া বোঁঝা স্বরূপ।

٢٧٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الاَدْهَمُ الاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الاَرْثَمُ طَلْقُ الْيَدِ يُمْنَى فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هٰذِهِ الشِّيَةِ -

২৭৮৯ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র).... আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ উত্তম ঘোড়া হল গাঢ় কালো রংয়ের কপাল সাদা হাত-পা সাদা, নাক এবং উপরের ঠোট সাদা, ডান হাত সারা শরীরের ন্যায়। যদি এরকম কালো ঘোড়া না হয় তবে এই আকৃতিরই কুমায়ত[২] ঘোড়া।

٢٧٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّخْعِىِّ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ -

---

১. পিঠের তথা সওয়ারীর হক হল প্রয়োজনের সময় কোন মুসলমান চাইলে তাকে সওয়ারীর জন্য দেয় অথবা রাস্তায় ক্লান্ত কোন পথিককে দেখলে তার পিছে তুলে নেয়। আর পেটের হক হল তাকে ঠিকমত ঘাস-পানি খাওয়ানো।

২. লালের সাথে কালো মিশ্রিত ঘোড়া।

২৭৯০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী শিকাল[১] ঘোড়া অপছন্দ করতেন।

২৭৯১ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ رَوْحٍ الدَّارِمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَاضِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ –

২৭৯১ আবু উমায়র ঈসা ইবন মুহাম্মাদ রাম্‌লী (র).... তামীমদারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদ করার জন্য) একটি ঘোড়া বেঁধে রাখে। এরপর সে নিজের হাত দিয়ে ঘোড়াকে ঘাস-দানা খাওয়ায়, তার জন্য প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে ছওয়াব হয়।

١٥. بَابُ الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা

২৭৯২ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ : ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ –

২৭৯২ বিশ্‌র ইবন আদাম (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে মুসলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে একটি উটনী দোহনের সময় পরিমাণ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

২৭৯৩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ : ثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَانَفْسُ! اَلاَ اَرَاكَ تَكْرَهِيْنَ الْجَنَّةَ اَحْلِفُ بِاللّٰهِ لَتَنْزِلَنَّهُ طَائِعَةً اَوْ لَتُكْرَهَنَّهُ –

২৭৯৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক যুদ্ধে হাজির ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ হে নফস! আমি দেখছি যে, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছ। আমি আল্লাহ্‌র কসম করছি যে, তুমি অবশ্যই জান্নাতে যাবে খুশীতে হোক বা অখুশীতে।

১. যে ঘোড়ার তিন পা সাদা এবং অপর পা ভিন্ন রং এর। অথবা যার এক পা সাদা অপর তিন পা ভিন্ন রং-এর।

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَجَوَادُهُ -

২৭৯৪ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)....'আমর ইবন 'আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন ঃ যাতে মানুষের রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তার ঘোড়া যখম হয়।

٢٧٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ اٰدَمَ وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مَجْرُوْحٍ يُجْرَحُ فِى سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ - وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ -

২৭৯৫ বিশ্‌র ইবন আহমাদ ইবন ছাবিত জাহ্‌দারী (র)....আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখম প্রাপ্ত ব্যক্তি-আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কে তার রাস্তায় যখম হয়-কিয়ামাতের দিন সে এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার যখম এমন (তাজা) হবে যেমনটি আহত হবার দিনে ছিল। তার রং হবে রক্তের রং-এর মত আর গন্ধ হবে মিশকের সুগন্ধের মত।

٢٧٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

২৭৯৬ মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল্লাহ্ ইবন নুমাইর (র)....'আব্দুল্লাহ্ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফির দলের প্রতি বদদু'আ করেন। তিনি বলেন ঃ হে কিতাব অবতীর্ণকারী! জলদী হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্! আপনি (কাফিরদের) দলটিকে পরাস্ত করে দিন। আপনি তাদের পা উল্টায়মান করে দিন।

٢٧٩٧ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى اَبُوْشُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِى اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ -

২৭৯৭ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া মিস্‌রী ও আহমাদ ইবন ঈসা মিসরী (র)....সাহ্‌ল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে তার খালেস অন্তর থেকে শহীদ হতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে তার বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।

١٦. بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফযীলত

٢٧٩٨ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِيْ زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَاتَجِفُّ الْاَرْضُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ حَتّٰى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَاَنَّهُمَا ظِئْرَانِ اَضَلَّتَا فَصِيْلَيْهِمَا فِيْ بَرَاحٍ مِنَ الْاَرْضِ وَفِيْ يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا -

২৭৯৮ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-র কাছে শহীদের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ শহীদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাবার আগেই তার দুই স্ত্রী (জান্নাতের হূর) এসে তাকে উঠিয়ে নেয়। তারা যেন স্তন্যদান কারিণী দু'মহিলা, তাদের দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অনাবাদী জঙ্গলে হারিয়ে ফেলছে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি চাদর, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

٢٧٩٩ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ بَحِيْرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ لَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَاْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُحَلّٰى حُلَّةُ الْاِيْمَانِ وَ يُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ اِنْسَانًا مِنْ اَقَارِبِهِ

২৭৯৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ প্রথমবার তার রক্ত বের হলেই তিনি তাকে মাগরিফরাত (গুনাহ মাফ) দান করেন। এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখান হয়। (২) কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে; (৩) (কিয়ামাতের দিন) বড় পেরেশানী থেকে সে নিরাপদে থাকবে; (৪) তাকে ঈমানের চাদর পরানো হয়; (৫) আয়ত নয়না হূরের সাথে তার বিয়ে দেওয়া হবে এবং (৬) তাকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তিকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে।

২৮০০ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مُوسٰى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحِزَامِيُّ الْاَنْصَارِىُّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاجَابِرُ اَلاَ اُخْبِرُكَ مَاقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِاَبِيْكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ مَاكَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ وَرَاءَ حِجَابٍ كَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِى عَمَّنْ عَلَىَّ اُعْطِكَ قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيْنِى فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَارَبِّ فَاَبْلِغْ مَنْ وَرَائِى - فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا الْاٰيَةَ كُلَّهَا -

২৮০০ ইবরাহীম ইবন মুনযির হিযামী (র)....জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন হারাম’ (জাবির রা এর পিতা) শাহাদাত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে জাবির! আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার বাপকে কি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা আড়াল থেকে ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনা-সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে কিছু আবদার কর, আমি তোমাকে দেব। তিনি (তোমার পিতা) বললেন ঃ হে আমার রব! আমাকে জীবিত করে দিন, আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হই। আল্লাহ্ তা‘আলা বললেন ঃ আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, (তারা আর সেখানে ফিরে যাবেনা) তিনি বললেন ঃ হে আমার রব! তাহলে আমার পরে যারা (দুনিয়ায়) রয়েছে তাদের কাছে (আমার খবর) পৌঁছিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ পূর্ণ আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে, তাদের কে তোমরা মৃত মনে করোনা (৩ ঃ ১৬৯)।

২৮০১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ قَوْلِهِ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّا سَاَلْنَا عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ اَيِّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَاْوِى اِلٰى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَالِكَ اِذَا اَطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اِطِّلاَعَةً فَيَقُوْلُ سَلُوْنِى مَا شِئْتُمْ قَالُوْا رَبَّنَا وَمَا ذَا نَسْئَلُكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِى الْجَنَّةِ فِىْ اَيِّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَاَوْا اَنَّهُمْ لاَ يُتْرَكُوْنَ مِنْ اَنْ يُسْاَلُوْا قَالُوْا نَسْاَلُكَ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا اِلَى الدُّنْيَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ فَلَمَّا رَاٰى لاَ يَسْاَلُوْنَ اِلاَّ ذَالِكَ تُرِكُوْا -"

২৮০১ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ সম্পর্কে বলেন ঃ আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম (রাসূল ﷺ কে)। তিনি বললেন ঃ তাদের (শহীদদের) রূহ সবুজ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই উড়ে বেড়ায়। তারপর (সন্ধ্যায়) আরশের সাথে ঝুলন্ত ঝাড় বাতির কাছে এসে আশ্রয় নেয়। একবার তারা এ অবস্থায় ছিল, এমনি সময় তোমার রব তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে চাও যা ইচ্ছা। তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! আমরা আর আপনার কাছে কী চাইব? জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। অতঃপর তারা যখন জানতে পারল যে, কোন কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না তখন তারা বললঃ আমরা আপনার কাছে চাই যে, আমাদের আত্মা আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় (আবার) শহীদ হতে পারি। অতঃপর আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তারা এটা ছাড়া আর কিছুই চাচ্ছেনা,তখন তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

٢٨٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَ بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالُوْا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ-

২৮০২ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহীদ শাহাদাত বরণ করার সময় কোন কষ্টই অনুভব করে না এতটুকু ছাড়া, যেমন তোমাদের কাউকে পিঁপড়ায় কামড় দিলে তোমরা অনুভব কর।

بَابُ مَا يُرْجٰى فِيْهِ الشَّهَادَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ যার সম্পর্কে শহীদের মর্যাদা লাভের আশা করা যায়

٢٨٠٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا رَبِيْعٌ عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ- فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ اَهْلِهِ اِنْ كُنَّا لَنَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِىْ اِذًا لَقَلِيْلٌ اَلْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ يَعْنِى الْحَامِلَ وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجْنُوْبُ يَعْنِىْ ذَاتَ الْجَنْبِ شَهَادَةٌ-

২৮০৩ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....জাবির ইবন 'আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন নবী ﷺ তাকে শুশ্রূষা করতে আসেন। জাবির (রা)-এর পরিবারের একজন বলে

উঠলঃ আমরা আশা করতাম যে, তার মৃত্যু হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমার উম্মাতের শহীদ তাহলে খুব কম হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া শহিদী কাজ। মহামারিতে নিহত ব্যক্তি শহীদ, যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে সে শহীদ, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে এবং নিউমোনিয়া রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَّارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الشَّهِيْدِ فِيْكُمْ قَالُوْا اَلْقَتْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ شُهَدَاءَ اُمَّتِى اِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ قَالَ سُهَيْلٌ وَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُقْسِمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَزَادَ فِيْهِ وَ الْغَرِقُ شَهِيْدٌ -

২৮০৪ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল মালিক ইবন আবু শাওয়ারিব (র)......আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারা শহীদ বলে তোমরা মনে কর? সাহাবায়ে কিরাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা নিহত হয় (তারাই শহীদ)। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের শহীদ তাহলে কম হয়ে যাবে। যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মারা যায় সে শহীদ, পেটের পীড়ায় যে মারা যায় সে শহীদ এবং মহামারীতে যে মারা যায় সেও শহীদ।

রাবী সুহায়ল (র) বলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্ ইবন মিকসাম (র) আবু সালিহ (রা) থেকে আমার কাছে এ হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি তার রিওয়ায়াতে আর একটি কথা বাড়িয়ে চলেছেন যে, পানিতে ডুবে মারা গেলে সেও শহীদ।

١٨. بَابُ السِّلَاحِ

অনুচ্ছেদ ঃ অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গে

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ -

২৮০৫ হিশাম ইবন আম্মার ও সুওয়াইদ ইবন সা'ঈদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন এমতাবস্থায় যে, মাথায় ছিল শিরস্ত্রান।

٢٨٠٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَخَذَ دِرْعَيْنِ كَاَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا -

২৮০৬ হিশাম ইবন সাওওয়ার (র)....সায়েব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ উহুদের দিন দু'ইটি লৌহ বর্ম পরিধান করেন একটি অপরটির উপরে।

২৮০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ اُمَامَةَ فَرَاٰى فِىْ سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلٰكِنَّ الْاٰنُكَ وَالْحَدِيْدُ وَالْعَلَابِىُّ -

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ الْعَلَابِىُّ الْعَصَبُ -

২৮০৭ আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম দিমাশকী (র)....সুলায়মান ইবন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবু উমামা (রা)-র কাছে গেলাম। তিনি আমাদের তরবারীতে রূপার অলঙ্কার দেখতে পেয়ে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ (তোমাদের পূর্ববর্তী) লোকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছিল। তাদের তরবারীর অলঙ্কার সোনারও ছিল না, রূপারও ছিলনা বরং ছিল শিশা, লোহা এবং উটের রগ।

আবুল হাসান কাততান (র) বলেন ঃ হাদীছে উল্লেখিত শব্দ علابى-এর অর্থ হল রগ।

২৮০৮ حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِبْنُ الصَّلْتِ عَنْ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ -

২৮০৮ আবু কুরায়ব (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর 'যুল ফাকার' নামক তরবারি খানি বদরের দিন গনিমত স্বরূপ গ্রহণ করেন।

২৮০৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنُ سَمُرَةَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِذَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَاِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتّٰى يَحْمِلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ لَاَذْكُرَنَّ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ ﷺ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَاِنَّكَ اِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةٌ -

২৮০৯ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সামুরা (র)....'আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুগীরা ইবন শু'বা (রা) যখন নবী ﷺ -এর সাথে জিহাদ করতেন তখন সঙ্গে একটি বর্শা নিয়ে নিতেন। যখন (জিহাদ থেকে) ফিরে আসতেন তখন তার বর্শাটি ছুড়ে ফেলে দিতেন যেন সেটা কুড়িয়ে এনে তাকে দেয়া হয়। আলী (রা) তাকে বললেন ঃ আমি অবশ্যই এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বলব।(এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একথা শুনে) বললেন ঃ এ রকম করোনা। কেননা তুমি যদি এরকম কর তাহলে কেউ আর কোন পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেবেনা।

২৮১০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ

اللّٰه ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَاى رَجُلٌ بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ فَقَالَ مَاهٰذِهِ ؟ اَلْقِيهَا وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَاَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَاِنَّهُمَا يَزِيدُ اللّٰهُ لَكُمْ بِهِمَا فِى الدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِى الْبِلاَدِ -

২৮১০ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সামুরা (র)....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে একটি আরবী ধনুক ছিল। অতঃপর তিনি এক লোকের হাতে একটি ফারসী ধনুক দেখে বললেন ঃ এটা কি? ফেলে দাও এটা। তোমরা এরকমটি এবং এর মত জিনিস রাখবে আর রাখবে বর্শা। কেননা এ দুটি জিনিস দিয়েই আল্লাহ্ তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে তোমাদের শক্তি বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশের শাসক বানাবেন।

١٩. بَابُ الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করা

٢٨١١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى شَيْبَةَ عَنْ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلاَّمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ الْاَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلاَثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ الرَّامِىَ بِهِ - وَالْمُمِدَّ بِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْمُوْا اِرْكَبُوْا وَاِنْ تَرْجُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَكُلُّ مَا يَلْهُوْبِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ اِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اِمْرَاَتَهُ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ -

২৮১১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'উকবা ইবন আমির জুহানী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটা তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করাবেন ঃ (১) তা প্রস্তুতকারী যে তা প্রস্তুত করার সময় ছওয়াব ও কল্যাণের নিয়্যাত করে; (২) তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) তা উচিয়ে দিয়ে সাহায্যকারী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং (ঘোড়ায়) সওয়ার হও। তীর নিক্ষেপ করাই আমার কাছে অধিক প্রিয় (ঘোড়ায়) সওয়ার হওয়া থেকে। মুসলিমের প্রত্যেক খেলাই বাতি,ল কিন্তু ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তার স্ত্রীর সাথে খেলা করার কথা ভিন্ন। কেননা এগুলিই সত্য ও সঠিক।

٢٨١٢ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ اَصَابَ اَوْاَخْطَاءَ فَيَعْدِلُ رَقَبَةً -

২৮১২ ইয়ূনুস ইবন 'আবদুল আলা (র).....আমর ইবন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে দুশমনকে একটি তীর নিক্ষেপ করে অতঃপর তার সে তীর দুশমন পর্যন্ত পৌঁছে যায় -তা সঠিক নিশানায় লাগুক বা লক্ষ্যচ্যুত হউক, এতে একটি গোলাম আযাদ করার সমান (ছওয়াব) হবে।

٢٨١٣ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَنْبَأنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَلِىِّ الْهَمْدَانِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلَا وَاِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

২৮১৩ ইয়ূনুস ইবন 'আবদুল 'আলা (র)....উকবা ইবন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে পাঠ করতে শুনেছি (৮ ঃ ৬০) وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যথা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় কর) জেনে রাখ, এই قُوَّةٌ তথা শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা। তিনবার তিনি একথা বললেন।

٢٨١٤ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِىُّ اَنْبَأنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ نَهِيْكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِىْ -

২৮১৪ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া মিসরী (র)....'উকবা ইবন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে তীরান্দাযী শিক্ষা করে এরপর তা ছেড়ে দেয়, সে আমার নাফরমারী করে।

٢٨١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِنَفَرٍ يَرْمُوْنَ فَقَالَ رَمْيًا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا -

২৮১৫ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা তীরান্দাযী করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ হে ইসমা'ঈলের বংশধরেরা তোমরা তীরান্দাযী কর। কেননা তোমাদের বাপ ছিলেন একজন তীরান্দায।

٢٠. بَابُ الرَّايَاتِ الْاَلْوِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিশান ও ঝান্ডা প্রসঙ্গে

٢٨١٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحٰرِثِ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَ بِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَاِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا هٰذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ -

২৮১৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....হারিছ ইবন হাসসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মদীনায় এলাম। তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বার এর উপর দাঁড়িয়ে আছেন আর বিলাল তাঁর সামনে তরবারী গলায় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর একটি কালোপতাকাও ছিল। আমি বললাম ঃ এই লোক (পতাকাবাহী) কে? তারা বললেন ঃ এ হল আমর্ ইবন' আস। তিনি একটি লড়াই থেকে ফিরে এসেছেন।

٢٨١٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلَّالُ وَ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

২৮১৭ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল ও 'আবদা ইবন আবদুল্লাহ্ (র)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর পতাকা ছিল সাদা।

٢٨١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْوَاسِطِىُّ النَّاقِدُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ -

২৮১৮ 'আবদুল্লাহ্ ইবন ইসহাক ওয়াসিতী নাকিদ (র)...ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বড় পতাকা ছিল কালো এবং ছোট পতাকা ছিল সাদা।

٢١. بَابُ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদঃ যুদ্ধের ময়দানে রেশমের কাপড় পরিধান করা প্রসঙ্গে

٢٨١٩ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ مَوْلَى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُ هٰذِهِ اِذَا لَقِىَ الْعَدُوَّ -

২৮১৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....আস্‌মা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি সোনার বোতামধারী জামা বের করে বললেন ঃ নবী ﷺ এটি পরিধান করতেন শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময়।

٢٨٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ اِلَّا مَا كَانَ هٰكَذَا ثُمَّ اَشَارَبِاِصْبَعِهٖ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ -

২৮২০ আবু বকর আবু শায়বা (র)....'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রেশমের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু, এতটুকু পরিমাণ হলে, (এতে কোন দোষ নেই) এরপর তিনি তার আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন, তারপর দ্বিতীয় আংগুল দিয়ে তারপর তৃতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর চতুর্থ আংগুল দিয়ে এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তা থেকে নিষেধ করতেন।

٢٢. بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ী পরিধান করা

٢٨٢١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ -

২৮২১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....'আমর ইবন হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যে তাঁর মাথার উপর কালো পাগড়ি রয়েছে এবং তিনি সে পাগড়ির উভয় প্রান্ত তাঁর কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

٢٨٢٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -

২৮২২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর মাথায় ছিল কালো পাগড়ি।

٢٣. بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের মধ্যে কেনা-বেচা করা

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّىِّ اَنْبَاَنَا عَلِىُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِىُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ

زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ اَبِىْ عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُوْ فَيَشْتَرِىْ وَيَبِيْعُ وَيَتَّجِرُ فِىْ غَزْوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِتَبُوْكَ نَشْتَرِىْ وَنَبِيْعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلاَ يَنْهَانَا –

২৮২৩ 'উবায়দুল্লাহ্ ইবন 'আবদুল কারীম (র)....খারিজা ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দেখেছি এক লোক আমার পিতা (যায়দ ইবন ছাবিত রা)-কে জিজ্ঞাসাা করলেন সেই লোক সম্পর্কে, যে যুদ্ধে যায় অতঃপর সেই যুদ্ধের মধ্যেই কেনা-বেচা এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে। আমার পিতা তাকে বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে তাবুকে ছিলাম। সেখানে আমরা কেনা-বেচা করতাম। তিনি আমাদেরকে দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না।

٢٤. بَابُ تَشْيِيْعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং বিদায় জানানো

٢٨٢٤ **حَدَّثَنَا** جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا اَبُوالاَسْوَدِ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَنْ اُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً اَوْ رَوْحَةً اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا –

২৮২৪ জা'ফর ইবন মুসাফির (র)...মু'আয ইবন আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র রাস্তায় একজন মুজাহিদকে বিদায় জানানো অতঃপর তাকে সকাল বা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেওয়া আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও বেশী পছন্দনীয়।

٢٨٢٥ **حَدَّثَنَا** هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ –

২৮২৫ হিশাম ইবন 'আম্মার (র).......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এই বলে বিদায় জানান যে, তোমাকে আমানত রাখলাম সেই আল্লাহ্র কাছে, যার আমানত নষ্ট বা ধ্বংস হয় না।

٢٨٢٦ **حَدَّثَنَا** عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ثَنَا اِبْنُ مُحَيْصِنٍ عَنْ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُوْلُ لِلشَّاخِصِ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ –

২৮২৬ 'আব্বাদ ইবন ওয়ালীদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ যখন কোন সেনাদলকে বিদায় জানাতেন তখন বিদায়ী সৈন্যকে বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্র কাছে আমানত রাখলাম তোমার দীন, তোমার আমানাত এবং তোমার শেষ আমল।

٢٥.بَابُ السَّرَايَا

অনুচ্ছেদ ঃ সারিয়্যা[১] প্রসঙ্গে

২৮২৭. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدٌ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ يَا اَكْثَمُ اُغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنُ خُلُقُكَ تَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ يَا اَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ -

২৮২৭ হিশাশ ইবন 'আম্মার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আকছাম ইবন জাওন খুযাঈ (রা)-কে বলেন ঃ হে আকছাম! তুমি তোমার কওম ছাড়া অন্য কওমের সাথে মিশে জিহাদ কর, তাহলে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তোমার বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। হে আকছাম! উত্তম বন্ধু হল চারজন। উত্তম সারিয়্যা হল যাতে চারশ সৈন্য থাকে এবং উত্তম জায়শ[২]বা সৈন্যদল হল, যাতে চার হাজার সৈন্য থাকে। আর বার হাজার সৈন্য কখনো পরাজিত হবে না-সংখ্যা কম হবার কারণে।

২৮২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلاَثَةَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ -

২৮২৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)...বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আলোচনা করতাম যে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী ছিল তিনশ দশ এর উপর কয়েকজন (বে জোড়) লোক (৩১৩ জন)। এই সংখ্যা ছিল তালূতের সাথিদের সংখ্যার অনুরূপ, যারা তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিল। তাঁর সাথে মু'মিন ছাড়া আর কেউ পার হতে পারেনি।

---

১. ছোট সেনাদলকে সারিয়্যা বলা হয়। যার সংখ্যা চারশ' এর অধিক নয়। আর কারো কারো মতে, গোপনে যে দলটি পাঠান হয়, তাকেই সারিয়্যা বলা হয়।

২. বড় সেনা বাহিনীকে জায়শ বলা হয়।

٢٨٢٩ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ بْنِ لَهِيْعَةَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ لَهِيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاالْوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِىِّ صلعم يَقُوْلُ اِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِىْ اِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَاِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ –

২৮২৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....নবী ﷺ -এর সাহাবী আবু ওয়ারদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা সেই সেনাদল থেকে দূরে থাক, যারা (দুশমনের) মুখো-মুখি হলে পলায়ন করে, আর গনীমত পেলে তা খিয়ানত করে।

٢٦. بَابُ الاكلِ فِى قُدُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের পাত্রে আহার করা

٢٨٣٠ **حَدَّثَنَا** اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارٰى فَقَالَ لاَ يَخْتَلِجَنَّ فِىْ صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً –

২৮৩০ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (র)...হুল্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে নাসারাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তরে যেন কোন খাদ্য সম্পর্কে সন্দেহ না আসে, তাহলে তুমি নাসারাদের মত হয়ে যাবে।

٢٨٣١ **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْاُسَامَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ فَرْوَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِىُّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! قُدُوْرُالْمُشْرِكِيْنَ نَطْبَخُ فِيْهَا؟ قَالَ لاَتَطْبُخُوْا فِيْهَا قُلْتُ فَاِنْ اِحْتَجْنَا اِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا؟ قَالَ فَارْحَضُوْهَا اِرْحَضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوْا وَكُلُوْا –

২৮৩১ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু ছা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী উরওয়া (র) বলেন যে, আবু ছালা'বা (রা) তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মুশরিকদের ডেকচিতে কি আমরা রান্না করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা তাতে রান্না করোনা। আমি বললাম ঃ আমাদের যদি এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে; এ ছাড়া যদি আমাদের কোন গত্যন্তর না থাকে? তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা ভালোভাবে তা ধুয়ে নেবে এরপর তাতে রান্না করবে এবং আহার করবে।

٢٧. بَابُ الْاِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ (যুদ্ধে) মুশরিকদের সাহায্য নেওয়া

٢٨٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ : ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَنَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ–

قَالَ عَلِىٌّ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَوْ زَيْدٍ –

২৮৩২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করি না।

রাবী আলী (র) তাঁর রিওয়ায়াতে সনদ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ অথবা যায়দ।

٢٨. بَابُ الْخَدِيْعَةِ فِى الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে প্রতারণা প্রসংগে

٢٨٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ–

২৮৩৩ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নু'মাইর (র)....'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন যুদ্ধ : একটি প্রতারণা বিশেষ।

٢٨٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ –

২৮৩৪ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইবন নুমাইর (র)....ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যুদ্ধ একটি প্রতারণা বিশেষ।

٢٩. بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ লড়াই-এর জন্য বের হওয়া এবং (নিহতের) জিনিসপত্র প্রসঙ্গে

٢٨٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ الرُّمَّانِىِّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

اَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ فِىْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ اِخْتَصَمُوْا فِى الْحَجِّ يَوْمَ بَدْرٍ-

২৮৩৫ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম, হাফস ইবন 'আমর ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল (র)....কায়স ইবন 'উবাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি ঃ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ থেকে اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ (২২ ঃ ১৯) পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়েছে বদরের দিন ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে ঃ (মুসলমানদের) হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) আলী ইবন আবু তালিব (রা) ও উবায়দা ইবন হারিছ (রা) এবং (কাফিরদের) উতবা ইবন রাবী'আ, শায়বা ইবন রাবীআ ও ওয়ালীদ ইবন উতবা সম্পর্কে। বদেরর দিন তারা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন।

٢٨٣٦ **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اَبُوْ الْعُمَيْسِ وَعِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ فَنَفَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَلَبَهُ-

২৮৩৬ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....সালামা ইবন আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাকে কতল করে ফেললাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মাল আসবাব আমাকে দিয়ে দিলেন।

٢٨٣٧ **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرٍ ابْنِ اَفْلَحَ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيْلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ-

২৮৩৭ মুহাম্মাদ ইবন সাব্বাহ (র)....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। হুনায়নের দিন তিনি যাকে হত্যা করেছিলেন, তার মাল আসবাব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেন।

٢٨٣٨ **حَدَّثَنَا** عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ

২৮৩৮ আলী ইবন মুহাম্মাদ (র) সামুরা ইবন জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে (যুদ্ধের ময়দানে দুশমনকে) হত্যা করে, নিহতের মাল আসবাব তারই প্রাপ্য।

٣٠. بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলায় হঠাৎ আক্রমণ এবং মহিলা ও শিশুদের হত্যা প্রসঙ্গে

٢٨٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ -

২৮৩৯ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....সা'ব ইবন জাছছামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করা হল রাতের বেলায় মুশরিকদের মহল্লায় আক্রমণ করা সম্পর্কে যে তাতে মহিলা এবং শিশুও মারা যায়। তিনি বলেন ঃ তারাও (মহিলা এবং শিশু) তাদের মধ্যে শামিল।[১]

٢٨٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ -

২৮৪০ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ইল (র)....সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর সময়ে আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে হাওয়াযিন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা ফাযারা গোত্রের পানির কাছে এলাম। সেখানেই আমরা রাত কাটালাম। যখন সকাল হলো তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ করলাম। অতঃপর আমরা পানিওয়ালাদের কাছে এলাম। তাদেরকেও আক্রমণ করে তাদের নয় ঘর অথবা সাত ঘর লোককে হত্যা করলাম।

٢٨٤١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

২৮৪১ ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ কোন এক রাস্তায় একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি মহিলা এবং শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

---

১. রাতের বেলা মহিলা এবং শিশুদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং পার্থক্য করা যায় না বিধায় এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নতুবা দিনের বেলায় যুদ্ধ ক্ষেত্র বা কোন মহল্লায় আক্রমণের সময় মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ।

২৮৪২ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى اِمْرَأَةٍ مَقْتُوْلَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَاَفْرَجُوْا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ تُقَاتِلُ فِيْمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اِنْطَلِقْ اِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَامُرُكَ يَقُوْلُ لَاتَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيْفًا -

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

২৮৪২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....হানজালা কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে জিহাদ করেছিলাম। তখন আমরা একজন নিহত মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার পাশে লোকজন জড়ো হয়েছিল। (রাসূল ﷺ সেখানে পৌঁছলে) লোকেরা তাঁকে জায়গা করে দিল। তিনি বললেন ঃ এতো যারা যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করত না (একে কেন হত্যা করা হয়েছে?) তারপর তিনি এক লোককে বললেন ঃ যাও, খালিদ ইবন ওয়ালীদ-কে গিয়ে বল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তোমরা কখনো শিশু (চতুষ্পদ জন্তুর রাখাল) মযদূরকে কতল করোনা।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....রাবাহ ইবন রাবী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) বলেন ঃ ছাওরী তার এই রিওয়ায়াতে ভুল করেছেন।

٣١. بَابُ التَّحْرِيْقِ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনদের জনপদ জালিয়ে দেওয়া

২৮৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا اُبْنَى فَقَالَ ائْتِ اُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ -

২৮৪৩ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন সামুরা (র)....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি জনপদে পাঠালেন, যার নাম ছিল উবনা। তিনি বললেন ঃ তুমি সকালে উবনা যাও। তারপর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দাও।

২৮৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً الْاٰيَةَ -

২৮৪৪ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইয়াহূদী গোত্র) বানূ নাযীর-এর খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং বুওয়ায়রা (নামক খেজুরের বাগান) কেটে ফেলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا –

(তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখেছ (৫৯ ঃ ৫)।

٢٨٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَفِيْهِ يَقُوْلُ شَاعِرُهُمْ – فَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِى لُؤَىٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَةِ مُسْتَطِيْرُ –

২৮৪৫ 'আবদুল্লাহ্ ইবন সা'ঈদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বানূ নযীরদের খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। এ ব্যাপারে তাদের (মুসলিমদের) কবি (হাসসান ইবন ছাবিত রা) বলেন ঃ

فَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِى لُؤَىٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُرَةِ مُسْتَطِيْرُ –

অর্থাৎ লুআয়্যি (কুরায়শ) গোত্রের নেতৃবৃন্দের পক্ষে যুওয়ায়রা নামক বাগানটি ব্যাপকভাবে জালিয়ে দেওয়া সহজ।

٣٢. بَابُ فِدَاءِ الْاُسَارٰى

অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীদের মুক্তিপণ

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ اَبِى بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَفَّلَنِى جَارِيَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ مِنْ اَجْمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا قَشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ اَهْبِهَا لِى فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَبَعَثَ بِهَا فَفَادٰى بِهَا اُسَارٰى مِنْ اُسَارَى الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا بِمَكَّةَ –

২৮৪৬ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল (র)-সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আবু বকর (রা)-এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলাম। অতঃপর তিনি বানূ ফাযারা গোত্রের একটি কন্যা পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দেন সে ছিল আরবের সেরা সুন্দরী। তার পরনে ছিল চামড়ার পোষাক। আমি তার কাপড় উন্মোচন করিনি। (মেলা মেশা করিনি) এমতাবস্থায় আমি মদীনায় পৌঁছি। বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ তোমার বাপ আল্লাহরই জন্য (অর্থাৎ খুবই ভাল লোক ছিলেন)। ওকে (সেই কন্যাটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি সে কন্যাটি তাঁকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন। উক্ত কন্যাটি মুসলমান বন্দী যারা মক্কায় ছিল, তাদের বিনিময়ে মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেন।

٣٣. بَابُ مَا اَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুপক্ষ কোন জিনিস নিয়ে যাওয়ার পর মুসলিমগণ তার উর আধিপত্য বিস্তার করলে

٢٨٤٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

قَالَ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৮৪৭ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর একটি ঘোড়া চলে গিয়ে ছিল। তখন শত্রুপক্ষ তা নিয়ে গেল। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে তাঁর ঘোড়া তাঁকে ফিরিয়ে দেয়া হল। এটা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে তিনি (ইবন উমার রা) বলেন ঃ তাঁর একটি গোলাম পালিয়ে রূম-এ চলে যায়। অতঃপর মুসলিমগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে (এবং গোলামকে গ্রেফতার করে আনা হল) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) গোলামটি তাঁকে ফেরৎ দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর (এটা ঘটেছিল)

٣٤. بَابُ الْغُلُوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল চুরি করা

٢٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ اَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا : عَلَى صَاحِبِكُمْ فَاَنْكَرَ النَّاسُ ذَالِكَ وَ تَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوْهُهُمْ فَلَمَّا رَاٰى ذَالِكَ قَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৮৪৮ মুহাম্মাদ ইবন রুম্হ (র)....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধের দিন মারা গেল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর উপর (জানাযার) সালাত আদায় কর। তখন লোকের কাছে এটা খুব খারাপ লাগল এবং এর কারণে তাদের চেহারা পাল্টে গেল। তিনি এ দেখে বললেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাস্তায় চুরি করেছে। যায়দ (রা) বলেন ঃ অতঃপর তারা তার সমানপত্র তালাশ করল। তাতে ইয়াহূদীদের কয়েকটি আংটির পাথর বা মণি পাওয়া গেল, যার মুল্য দুই দিরহাম পরিমাণ।

২৮৪৯ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا –

২৮৪৯ হিশাম ইবন 'আম্মার (র)....'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাল-সামান পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে এক ব্যক্তি নিয়োজিত ছিল, যাকে কিরকিরা বলা হত। সে মৃত্যুবরণ করলে নবী ﷺ বললেন ঃ সে জাহান্নামী। অতঃপর তারা তাকে দেখতে লাগল তখন তার কাছে একটি কম্বল অথবা একটি আবা (বিশেষ ধরনের জামা) পেল, যা সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি করেছিল।

২৮৫০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً يَعْنِي وَبَرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ فَمَا دُونَ ذَالِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَنَارٌ –

২৮৫০ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়নের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে গনীমতের উটের পাশে সালাত আদায় করলেন। তারপর উট থেকে কিছু নিলেন অর্থাৎ তিনি তা থেকে একটি পশম নিলেন এবং তা তার দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন ঃ হে লোক সকল! অবশ্য এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুই আর যা তার চেয়ে বেশী দামী এবং যা তার চেয়ে কম দামী-সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দিয়ে দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন সে চোরের উপর অপমান ও গ্লানী এবং জাহান্নাম এর শাস্তি নেমে আসবে।

٣٥. بَابُ النَّفْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাফল[১] প্রসঙ্গে

২৮৫১ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ –

১. নাফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ বীরত্ব রণকুশলতা প্রদর্শনের কারণে তার স্বীকৃতি স্বরূপ এক ব্যক্তিকে অথবা কয়েক ব্যক্তিকে ইমাম তাদের গনীমতের অংশের অতিরিক্ত যে পুরস্কার দেন, তাকেই বলে নাফল।

২৮৫১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....হাবীব ইবন মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক পঞ্চমাংশ নেওয়ার[১] পর অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে নাফল বা অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়েছেন।

٢٨٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ اَبِي سَلَّامٍ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ فِي الْبَدْاَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ -

২৮৫২ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ প্রান্তিক[২] যুদ্ধে গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ থেকে (পুরস্কার স্বরূপ) অতিরিক্ত দেন।

٢٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَنَا رَجَاءُ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلٰى ضَعِيفِهِمْ -

قَالَ رَجَاءٌ فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسٰى يَقُولُ لَهُ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ فِي الْبَدْاَةِ الرُّبُعَ وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ فَقَالَ عَمْرٌو اُحَدِّثُكَ عَنْ اَبِي عَنْ جَدِّي وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ -

২৮৫৩ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....'আমর ইবন 'শু'আয়বের দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আর কোন নাফল বা অতিরিক্ত দেওয়া হবে না। শক্তিশালী মুসলমান দুর্বল মুসলমানকে গনীমতের মাল ফেরৎ দিবে।

রাবী রাজা' বলেন ঃ আমি সুলায়মান ইবন মূসা (র) থেকে শুনেছি, তিনি আমর ইবন শু'আয়ব (রা)-কে বলছিলেন, মাকহূল (র) হাবীব ইবন মাসলামা (রা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রথম যুদ্ধে গনীমতের মালের এক চতুর্থাংশ এবং যখন ফিরে আসতেন তখনকার যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ পুরস্কার স্বরূপ দিতেন। আমর (রা) বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার দাদার সূত্রে হাদীছ শুনাচ্ছি আর তুমি আমাকে মাকহূল থেকে হাদীছ শুনাচ্ছ[৩]?

---

১. গনীমতের মাল আসার পর তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য আলাদা করে ফেলতে হবে। বাকী চার অংশ সকল মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। তবে এই চার অংশের এক তৃতীয়াংশ ইমাম ইচ্ছা করলে পুরস্কার স্বরূপ দিতে পারেন।

২. কোন নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে পথিমধ্যে যদি কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তবে এর গনীমাতের মধ্যে এক চতুথাংশ থেকে এবং যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় কোন গনিমাতপ্রাপ্ত হয়, তবে এর এক তৃতীয়াংশ থেকে, অতিরিক্ত হিসাবে দেওয়া যাবে।

৩. আমর (র) মাকহূল (র)-এর রিওয়ায়াত হাসান বলে মন্তব্য করেছেন অথচ মাকহূল একজন বিশ্বস্ত রাবী এবং এ হাদীছ প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং উলামায়ে কিরাম সকলেই পুরস্কার দেয়ার পক্ষপাতি।

٣٦. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে

২৮৫৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ اَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ -

২৮৫৪ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের দিন গনীমতের মাল বন্টন করেন অশ্বারোহীর জন্য তিন অংশ। শুধু ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক লোকের জন্য এক অংশ[১]।

٣٧. بَابُ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে

২৮৫৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لَايَاكُلُ اللَّحْمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَاىَ يَوْمَ خَيْبَرَ : وَاَنَا مَمْلُوْكٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِىْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاُعْطِيْتُ مِنْ خُرْثِى الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ اَجُرُّهُ اِذَا تَقَلَّدْتُهُ -

২৮৫৫ 'আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবুল-লাহ্ম (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। (রাবী ওয়াকী'র বলেন, আবু লাহ্ম (রা) গোশত খেতেন না) আবু লাহ্ম (রা) বলেন ঃ আমি আমার মনিবের সাথে খায়বারের দিন যুদ্ধ করেছিলাম। তখন আমি গোলাম ছিলাম। তাই আমাকে গনীমতের মালের কোন অংশ দেওয়া হয়নি। আমাকে ঘরের আসবাবপত্র থেকে একখানি তরবারি দেওয়া হয়। আমি যখন তা কোমরে বাঁধতাম, তখন তা মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতাম।

২৮৫৬ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ وَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَاُدَاوِى الْجَرْحَى وَاَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى -

১. এটাই হল ইমাম আবু ইয়ুসুফ, মুহাম্মাদ ও ইমাম শাফিঈ এর অভিমত। ইবন 'আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীছে পাওয়া যায় যে, নবী ﷺ অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধাকে এক অংশ দিয়েছেন। এটাই হল ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত।

২৮৫৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)....উম্মু আতিয়্যা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক হয়েছি। আমি তাদের সওয়ারী ও মাল সামানের (হিফাযতের) জন্য পশ্চাদে থাকতাম, তাদের জন্য খাবার তৈরী করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রুগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।

৩৮. بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের উপদেশ দেওয়া

২৮৫৭ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا –

২৮৫৭ হাসান ইবন 'আলী খাল্লাল (র)...সাফ্ওয়ান ইবন আস্সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সারিয়া অর্থাৎ একটি ছোট সেনাদলে প্রেরণ করেছিলেন। (আমরা রওয়ানা হবার সময়) তিনি বললেন ঃ বেরিয়ে যাও আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায়। যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। আর (দুশমনদের) নাক-কান কেটোনা, প্রতারণা করোনা, গনীমতের মাল চুরি করোনা এবং শিশুদেরকে হত্যা করোনা।

২৮৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِلاَلٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُمْ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلاَمِ فَلَيْهِمْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ

بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ وَلٰكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّتَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللّٰهِ أَمْ لَا -

قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَالِكَ -

২৮৫৮ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন লোককে সেনাদলের আমীর বানিয়ে পাঠাতেন তখন বিশেষভাবে তার নিজের জন্য আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করার এবং তার সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। জিহাদ কর তবে চুক্তি ভঙ্গ করোনা, কারো অঙ্গহানী করোনা এবং শিশুদেরকে হত্যা করোনা। যখন তুমি শত্রুপক্ষের মুশরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাদেরকে নিতটি বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিবে। তারা যে কোন একটি বিষয়ের প্রতি সাড়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে ফিরে থাকবে। সে তিনটি বিষয় হল (প্রথমে) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তারা যদি তা কবূল করে তবে তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নেবে এবং তাদের ফিরে থাকার তারপর তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে চলে আসার দাওযাত দেবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, তারা যদি এ কাজ করে তবে যে সব সুযোগ সুবিধা মুহাজিরগণ পেয়ে থাকে, তারাও তা পাবে। আর যে সব শাস্তি মুহাজিরদের উপর এসে থাকে (অপরাধ করার কারণে) সে সব শাস্তি তাদের উপরও আসবে (যদি তারা সে অপরাধ করে)। আর যদি তারা (হিজরাত করতে) অস্বীকার করে তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানদের সম মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহ্র সেই সব হুকুম জারী হবে যা মু'মিনদের উপর হয়ে থাকে। আর তারা গনীমতের মাল-যুদ্ধ করে এবং বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদ করে তার কথা ভিন্ন (সেমতাবস্থায় ভাগ পাবে) আর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের কাছে জিয্য়া কর চাও। তারা যদি দেয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর এবং তাদের থেকে বিরত থাক। তারা যদি এটাও অস্বীকার করে তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর, অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্র যিম্মাদারী এবং তোমার নবীর যিম্মাদারী লাভ করার আশাবাদ ব্যক্ত করে তাহলে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ্র যিম্মাদারী এবং তোমার নবীর জিম্মাদারী দিওনা বরং তোমার নিজের, তোমার বাপের এবং তোমার সাথী-সঙ্গীদের যিম্মাদারী দাও। কারণ তোমার নিজের এবং তোমার বাপ-দাদার যিম্মাদারী বিনষ্ট করা বেশী সহজ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের যিম্মাদারী বিনষ্ট করার চেয়ে। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর, অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্র হুকুমে বেরিয়ে আসার আবেদন করে তবে তাদেরকে আল্লাহ্র হুকুমে বেরিয়ে আসার অুমতি দিওনা ; বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দাও। কারণ তুমি জাননা যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুম চলবে কিনা।

রাবী 'আলক্মা (র) বলেন ঃ আমি মুকাতিল ইবন হাইয়্যান (র)-এর কাছে এ হাদীছ বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ মুসলিম ইবন হায়ছাম (র) নু'মান ইবন মুকরিন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٩. بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের অনুগত্য করা

٢٨٥٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَ الْاِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الْاِمَامَ فَقَدْ عَصَانِىْ -

২৮৫৯ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল-সে মুলত: আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করলো- সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করল। যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি ইমামের অবাধ্যাচরণ করল, সে আমারই অবাধ্যাচরণ করল।

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالاَ ثَنَا : يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ -

২৮৬০ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বিশ্র বক্র ইব্ন খালাফ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (ইমামের আদেশ) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর, যদিও আংগুর ফল সদৃশ মস্তক বিশিষ্ট হাবশী গোলামকে তোমাদের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

٢٨٦١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ -

২৮৬১ আবু বক্র ইব্ন আবু শায়বা (র) উম্মুল হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ নাক-কান কর্তিত কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের নেতা নিয়োগ করা হলেও তোমরা তার নির্দেশ শুনো ও আনুগত্য করো-যতক্ষণ সে তোমাদের আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে।

٢٨٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى الرَّبْذَةِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَاِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ فَقِيْلَ هٰذَا اَبُوْ ذَرٍّ فَذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَسْمَعَ وَاُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ -

২৮৬২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (নির্বাসনে) রাবাযা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নামাযের ইকামত দেয়া হলো। সে সময় এক গোলাম লোকদের নামাযে ইমামতি করছে। তখন বলা হলো, ইনি আবু যার (রা)। (একথা শুনে) গোলাম পেছনে সরে আসতে থাকলে আবু যার (রা) বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু (মহানবী ﷺ) আমাকে ওসিয়াত করেছেন যে, আমি যেন শ্রবণ করি ও আনুগত্য করি-যদিও অংগ-প্রত্যংগ কর্তিত হাবশী গোলাম (নেতা)[১] হয়।

٤٠. بَابُ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই

٢٨٦٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى اِلَى رَاْسِ غَزَاتِهِ اَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اِسْتَاْذَنَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَاَذِنَ لَهُمْ وَ اَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ فَكُنْتُ فِيْمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوْا اَوْلِيَصْنَعُوْا عَلَيْهَا صَنِيْعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَتْ فِيْهِ دُعَابَةٌ اَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَمَا اَنَا بِاٰمِرِكُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا صَنَعْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اَعْزِمُ عَلَيْكُمْ اِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِىْ هٰذِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوْا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّهُمْ وَاثِبُوْنَ قَالَ اَمْسِكُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّمَا كُنْتُ اَمْزَحُ مَعَكُمْ -

فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوْا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلَا تُطِيْعُوْهُ -

১. উপরোক্ত হাদীসে নেতার আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। পিতৃ আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করার উপরই সামাজিক শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। কুরআন মাজীদেও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তার আনুগত্য, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মত নিঃশর্ত নয়। নেতার বৈধ নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে, তা মনোপূত হোক বা না হোক; কিন্তু তার নির্দেশ যদি শরীআতের বিধানের পরিপন্থী হয়, তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে (অনুবাদক)।

২৮৬৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলকামা ইব্ন মুজায্যিয (রা)-কে একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আমিও তাতে শরীক ছিলাম। তিনি যখন তাঁর জিহাদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছেন অথবা পথিমধ্যে ছিলেন, তখন একদল সৈন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স আস-সাহ্মী (রা)-কে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। যেসব লোক আবদুল্লাহ্ (রা)-র সংগী হয়ে জিহাদ করেছে, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। লোকেরা পথিমধ্যে ছিল। এই অবস্থায় একদল লোক উত্তাপ গ্রহণের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আবদুল্লাহ্ (রা) তাদের বলেন, (তিনি কিছু রসিক প্রকৃতির ছিলেন), আমার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা কি তোমাদের উপর অপরিহার্য নয়? তারা বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের যা করার নির্দেশ দেব, তোমরা কি তাই করবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাদের চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। কতিপয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং কোমর বাঁধল (আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য)। তিনি যখন দেখলেন, লোকরা বাস্তবিকই আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে তখন তিনি বললেন ঃ থাম। আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছি। (রাবী বলেন) আমরা ফিরে এলে লোকেরা ﷺ -এর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ "যে কেউ তোমাদের আল্লাহ্র নাফরমানি করার নির্দেশ দেবে, তোমরা তার আনুগত্য করবে না"।

২৮৬৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ : قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ -

২৮৬৪ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্....সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (র), ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন কাজে মুসলিম ব্যক্তির উপর আ্নুগত্য অপরিহার্য তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। কিন্তু পাপ কাজের নির্দেশ দিলে (তা স্বতন্ত্র)। অতঃএব পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে কোনরূপ শ্রবণও নাই, আনুগত্যও নাই।

২৮৬৫ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ ؟ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ -

২৮৬৫ সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ ও হিশাম ইব্ন আম্মার (র) আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সুন্নাতকে মিটিয়ে দেবে, এবং বিদ্আতের অনুসরণ করবে এবং সালাত নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে আদায় করবে। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি যদি তাদের পাই, তবে কি করবো? তিনি বললেন ঃ হে উম্মু আব্দ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে, তার আনুগত্য করবে না।

٤١.بَابُ الْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়'আত গ্রহণ

২৮৬৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ :ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالاَثَرَةِ عَلَيْنَا وَاَنْ لاَّ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

২৮৬৬ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....'উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃসময় ও সুসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদানে (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ বিষয়েও বায়'আত নেন যে, (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে) আমরা যেন যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদি নিয়ে) ঝগড়ায় লিপ্ত না হই; আর যেখানেই থাকি না কেন, আমরা যেন সত্য কথা বলি এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার যেন ভয় না করি।

২৮৬৭ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِيُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِى مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَبِيْبُ الاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ اِلَىَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِىْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلاَ تَسْاَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ رَاَيْتُ بَعْضَ اُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلاَ يَسْاَلُ اَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّاهُ-

২৮৬৭ হিশাম ইব্ন আম্মার (র) আওফ ইব্ন মালিক আশ্জাঈ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা সাত, আট অথবা নয় ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে বায়'আত হবে না? অতএব আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে দিলাম। এক ব্যক্তি বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমরা তো আপনার নিকট (ইতিপূর্বে) বায়'আত হয়েছি, এখন (আবার) কিসের জন্য আপনার নিকট বায়'আত হবো? তখন তিনি বললেন; (তোমরা এই বিষয়ে বায়'আত হবে যে,) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায কায়েম করবে, শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে। (একটি কথা তিনি গোপনে বললেন) ঃ মানুষের কাছে কিছু চাবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাদের কাউকে দেখেছি যে, তার চাবুক পড়ে যেত, কিন্তু কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য বলতেন না।

٢٨٦٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ -

২৮৬৮ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র)....হুরমুযের মুক্ত দাস আত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বায়'আত হলাম। তিনি বলেন ঃ "যতদূর তোমাদের সাধ্যে কুলায়।"

٢٨٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِعْنِيهِ! فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدَ ذَالِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ اَعَبْدٌ هُوَ؟

২৮৬৯ মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি গোলাম এসে নবী ﷺ -এর নিকট হিজরত করার শপথ নেয়। কিন্তু নবী ﷺ জানতেন না যে, সে গোলাম। তার মনিব তাকে ফেরত নিতে এলে নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তিনি দুটি কৃষ্ণ গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি কাউকে বায়'আত করার পূর্বেই জিজ্ঞেস করে নিতেন যে, সে ক্রীতদাস কি না?

٦٢. بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়'আত পূর্ণ করা

٢٨٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ

مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَائِعٌ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لاَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ! فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَالِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ –

২৮৭০ আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি মাঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে কিন্তু তা পথিকদের ব্যবহার করতে দেয় না ; (২) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর অপর কোন ব্যক্তির নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, সে তা এত এত মূল্যে খরিদ করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করলো, অথচ তার কথা বাস্তবের বিপরীত এবং (৩) যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নেতার হাতে আনুগত্যের শপথ নিল, নেতা যদি তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয় তবে সে শপথ পূর্ণ করে, আর যদি কিছু না দেয় তবে শপথ পূর্ণ করে না।

٢٨٧١ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ تَسُوْسُهُمْ اَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِىٌّ وَاَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِىْ نَبِىٌّ فِيْكُمْ – قَالُوْا فَمَا يَكُوْنُ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ تَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْا قَالُوْا فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالُوْا اَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ اَدُّوْا الَّذِىْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ –

২৮৭১ আবু বক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকেব বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তাদের নবীগণ তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। একজন নবী অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরেকজন নবীর আগমন হত। কিন্তু আমার পরে তোমাদের মাঝে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে অতঃপর কি হবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বলেন, খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা অনেক হবে। তাঁরা বলেন, তখন আমরা কি করব? তিনি বলেন ঃ প্রথমে যে খলীফা হবে, তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করবে, তার পরে যে খলীফা হবে, তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করবে, তার পরে যে খলীফা হবে, তার আনুগত্য করবে। তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তোমরা পালন করবে। যারা জনগণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে অচিরেই মহামহিম আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

٢٨٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ –

২৮৭২ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ও মুহাম্মাদ ইব্ন নুমায়র মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। অতঃপর বলা হবে- এটা অমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা।

٢٨٧٣ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ -

২৮৭৩ ইমরান ইব্ন লায়সী (র)....আবু সাঈদ খুদ্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান, প্রত্যেক প্রতারকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে-তার প্রতারণার পরিমাণ অনুযায়ী।

٤٣. بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বায়'আত গ্রহণ

٢٨٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ -

২৮৭৪ আবু বক্র ইব্ন আবু শায়বা (র) উমায়মা বিনতে রুকায়কা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতিপয় মহিলা সমভিব্যাহারে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম-বায়'আত হওয়ার জন্য। তখন তিনি আমাদের বলেন ঃ যদ্দূর তোমাদের সাধ্যে কুলায় ও শক্তিতে কুলায় (এর প্রতি অটল থাকবে)। আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।

٢٨٧٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الخ الاية قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَالِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ -

قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَلاَ مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا -

২৮৭৫ আহমাদ ইব্ন আম্র ইবন সারাহ মিসরী (র) মহানবী ﷺ -এর সহধর্মীণি আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করা হতো ঃ "হে নবী! ঈমানদার মহিলাগণ যখন আপনার নিকট এসে বায়'আত করে....." (সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)। আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে কোন ঈমানদার মহিলা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী স্বীকার করত সে যেন পরীক্ষাকে স্বীকার করে নিত। মহিলাগণ এসব কথা স্বীকার করে নিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বলতেন ঃ তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের বায়'আত গ্রহণ করলাম। (রাবী বলেন) না, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না। বরং তিনি শুধু কথার মাধ্যমে তাদের বায়'আত করতেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র সেইসব কথার স্বীকৃতি নিতেন, যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর বলতেন ঃ আমি কথার মাধ্যমে তোমাদের বায়'আত করলাম।

٤٤. بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়-দৌড়ের বর্ণনা

٢٨٧٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَيَاْمَنُ اَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ اَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَاْمَنُ اَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ -

২৮৭৬ আবু বক্র ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র), আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুটি ঘোড়ার সাথে (দৌঢ় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো, তার ঘোড়া জিতবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়-তবে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুটি ঘোড়ার সাথে (দৌঢ় প্রতিযোগিতায়) শরীক করল এবং তার ঘোড়া জিতবে বলে সে নিশ্চিত, তবে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।

٢٨٧٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ضَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلَ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِىْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ -

২৮৭৭ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ইব্নে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়াকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিলেন।[১] বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ঘোড়ার দ্বারা তিনি 'আল-হাফ্য়া' নামক স্থান থেকে সানিয়্যাতুল ওয়াদা পর্যন্ত ঘোড়-দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। আর যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল না, তার দ্বারা সানিয়্যাতুল ওয়াদা থেকে যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন)।

---

১. "বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া" মূলে রয়েছে 'দাম্মারা' (ضَمَّرَ)। অর্থাৎ, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত ঘোড়াকে প্রথমে পর্যাপ্ত আহার দেয়া হয় এবং তা মোটাতাজা হয়ে যায়। অতঃপর খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার পর তাকে ঘর্মাক্ত করার জন্য একটি কোঠায় আবদ্ধ করা হয়। ঘাম বের হয়ে তার গোশত কমে যায় এবং হালকা পাতলা হয়ে দ্রুত দৌড়ানোর উপযোগী হয়।

٢٨٧٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِىْ لَيْثٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِىْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ -

২৮৭৮ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে (মাল অথবা অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়), কিন্তু উট ও ঘোড়া ব্যতীত।

٤٥. بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ

٢٨٧٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَبُوْ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ -

২৮৭৯ আহ্মাদ ইব্ন সিনান ও আবু উমর (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন মজীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন-এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

٢٨٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةً اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ -

২৮৮০ মুহাম্মাদ ইব্ন রুম্হ (র)....ইব্ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলাল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি কুরআন সাথে নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করতে নিষেধ করতেন, এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

٤٦. بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের পঞ্চমাংশ বন্টনের বিবরণ

٢٨٨١ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيْمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِبَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِىْ

اَلْمُطَّلِبِ فَقَالاَ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِى الْمُطَّلِبِ وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا أَرَى بَنِى هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدًا –

২৮৮১ ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র)..... সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) তাঁকে অবহিত করেন যে, তিনি ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন খায়বারে প্রাপ্ত গনীমতের পঞ্চমাংশ বন্টনের বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য। তারা উভয়ে বললেন ঃ আপনি আমাদের ভাই বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবের মধ্যে বন্টন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকে একই মনে করি।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

ইফাবা—২০০৫-২০০৬-প্র/৯৬৬৯(উ)—৫২৫০